মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০১৯-২০২০

কৃষি মন্ত্রণালয়

# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০

**প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি**

| | |
|---|---|
| অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) | সভাপতি |
| অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) | সদস্য |
| অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যব. ও উপকরণ) | সদস্য |
| অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) | সদস্য |
| যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) | সদস্য |
| যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা) | সদস্য |
| পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস | সদস্য |
| উপসচিব (সম্প্রসারণ-১) | সদস্য |
| উপসচিব (গবেষণা-১) | সদস্য |
| উপসচিব (প্রশাসন-৪) | সদস্য |
| উপসচিব (উপকরণ-২) | সদস্য সচিব |

**প্রকাশকাল**

১৫ অক্টোবর ২০২০

**মুদ্রণে**

কৃষি তথ্য সার্ভিস

**প্রকাশনায়**

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বেশি শস্য উৎপাদনের জন্য আমাদের সবার সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।
– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে।
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

**মন্ত্রী**
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যক্রমের প্রতিফলন। এ প্রকাশনা হতে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিজ্ঞানীগণ নিজেদের আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন বলে আমার প্রত্যাশা। কৃষি সংশ্লিষ্ট গবেষকগণের জন্যও এ প্রকাশনাটি সহায়ক হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার শুরু থেকেই কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। ফলে, দেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এর ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের এখন লক্ষ্য হলো কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর। টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতসহ দারিদ্র্যবিমোচন এবং দেশের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন। এ লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষিবিজ্ঞানীগণ নিরলস কাজ করে উচ্চফলনশীল, খরাসহিষ্ণু/লবণাক্ততাসহিষ্ণু, স্বল্পকালীন আহরণযোগ্য ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও এ ধারা অব্যাহত আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কৃষি পুনর্বাসন ও কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে বিভিন্ন ফসলের বীজ ও রাসায়নিক সার সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেও কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলস কাজের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও সাফল্য ধরে রেখেছে। এজন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# মুখবন্ধ

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অপার সম্ভাবনাময় কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষি এখন অনেক সমৃদ্ধ। বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি বিশ্বে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ অবস্থানে তৃতীয়। মুজিব বর্ষে কৃষিকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কৃষি খাতে এ যাবৎকালের অর্জিত সাফল্যকে ধরে রেখে ভবিষ্যতের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি সময় উপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুসারে কৃষি ক্ষেত্রে এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও যাতে অনাবাদি না থাকে তার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক গ্রহণ করা হয়েছে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি। বিনামূল্যে ও ভর্তুকিমূল্যে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হচ্ছে। কৃষিকে লাভজনক করতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত করে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০' প্রকাশ করা হলো। প্রকাশিত এ প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। এ প্রতিবেদন গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, কৃষি সংশ্লিষ্ট সুধীজন, উদ্যোক্তাগণের সহায়ক হবে মর্মে আমার বিশ্বাস।

(মোঃ নাসিরুজ্জামান)

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ১. | কৃষি মন্ত্রণালয় | ০১ |
| ২. | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | ৩২ |
| ৩. | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন | ৫২ |
| ৪. | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল | ৯১ |
| ৫. | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১০২ |
| ৬. | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১১৪ |
| ৭. | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১৩০ |
| ৮. | বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১৩৮ |
| ৯. | বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১৪৭ |
| ১০. | মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | ১৫৬ |
| ১১. | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ১৬৪ |
| ১২. | তুলা উন্নয়ন বোর্ড | ১৭২ |
| ১৩. | বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | ১৭৯ |
| ১৪. | বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট | ১৮৭ |
| ১৫. | বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী | ১৯৩ |
| ১৬. | জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি | ২০২ |
| ১৭. | কৃষি তথ্য সার্ভিস | ২০৭ |
| ১৮. | বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট | ২১২ |
| ১৯. | হর্টেক্স ফাউন্ডেশন | ২১৭ |
| ২০. | কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন | ২২১ |

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পুষ্টিমান সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থা এবং ০২টি ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় তার লক্ষ্য অর্জনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা/ফাউন্ডেশনের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এ নির্বাহী সারসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য তিনি স্বাধীনতা-উত্তর দেশ পুনর্গঠনে কৃষির ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে একের পর এক কৃষি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পুনর্গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমান সরকারও দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য কৃষিবান্ধব বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে।

কোভিড-১৯ এর কারণে হাওড় এলাকাসহ অন্যান্য এলাকায় বোরো ধান কর্তনে শ্রমিক সঙ্কট দেখা দিলে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রমিক প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি দ্রুত কৃষক পর্যায়ে বিতরণের ব্যবস্থা করে। ফলশ্রুতিতে বোরো ধান কর্তনে সফলতা এসেছে। জনসাধারণের পুষ্টিমান উন্নয়নে সবজি ও পুষ্টি বাগান স্থাপনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ/চারা ও সার সহায়তা বাবদ ৬৪টি জেলায় ৬৪১৭৯২ জন কৃষকের মাঝে ৩৭,৬৬,২১,৯২০ টাকার প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে সবজি গ্রাম ও ফল গ্রাম স্থাপন করা হয়েছে। নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদনে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি হয়েছে। উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৭.৫৫ লক্ষ কৃষককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কৃষির ৩টি মুখ্য উপকরণ মানসম্পন্ন বীজ, সুষম সার ও সেচ সুবিধা সঠিক সময়ে সুলভ মূল্যে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশের কৃষির উন্নয়নে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৬টি প্রকল্প ও ২৫টি কার্যক্রম/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৬০৪.০২ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৫৯৯.৬৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.২৮%। কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১৭৩.৩৪ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৭৩.১১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৮৭%। বিএডিসি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ডাল ও তেলবীজ, পাটবীজ ও সবজিবীজসহ বিভিন্ন ফসলের প্রায় ১.৩৮ লক্ষ মে.টন বীজ উৎপাদন এবং ১.৩৯ লক্ষ মে:টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। একই সময়ে উদ্যান জাতীয় ফসলের ৩৬২.৩২ লক্ষ চারা ও গুটি/কলম, ৩.৪৭ লক্ষ মে.টন শাকসবজি ও ফল উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে বিএডিসি কর্তৃক ২২,০০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, ৬৭৮ কিমি. খাল পুনঃখনন/সংস্কার, ৫৭৫ কিমি. ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ০১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ, ০১টি হাইড্রোলিক এলিভেটেড ড্যাম নির্মাণ, ৭৬টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ৩৮৪টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ১৩.৪ কিমি. ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক ১১.৯৩ লক্ষ মে.টন নন-নাইট্রোজেনাস সার আমদানি এবং ১২.২১ লক্ষ মে.টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে বিএডিসির ১৭৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ, ১০৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ এবং ৩৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএডিসি বিশ্ব খাদ্য মেলা-২০১৯ এ ১ম পুরস্কার, জাতীয় সবজি মেলা-২০২০ এ ২য় পুরস্কার অর্জন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)-এর তত্ত্বাবধানে Project Implementation Unit, BARC, NATP-2 এর আওতায় ১৯০টি Competitive Research Grant (CRG) উপপ্রকল্প, বিভিন্ন নার্স প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপপ্রকল্পসমূহ সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া ৩৪টি Program Based Research Grants (PBRG) উপপ্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 'বীজ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন, মূল্যায়ন ও নিবন্ধন নির্দেশিকা'-এর প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রমের সচিত্র বর্ণনাসহ এক নজরে বিএআরসি (BARC at a Glance) নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। 'নার্সভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উদ্ভাবিত হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ- 'Transferable Technologies Developed by NARS Institutes [2016-17 & 2017-18]' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কৃষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। 'মুজিব শতবর্ষ হিসাবে কৃষি থিম সং-এর নিমিত্ত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের স্লোগান' এবং মুজিব শতবর্ষকে (২০২০) সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১৯'-এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে 'জাতীয় কৃষি দিবস' পালন সংক্রান্ত এবং 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া Plan of Action এর ওপর বিএআরসি'র মতামত প্রদান করা হয়েছে। দুধে এন্টিবায়োটিক ও ভারী ধাতুর উপস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশি কালো ছাগলের (Black Bengal Goat) এর Whole Genome Sequence Analysis করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Eight Five Year Plan) প্রণয়নে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বিএআরসি ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, দ্বৈততা পরিহার ও অধিকতর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালার মাধ্যমে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান যথা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি বিষয়ে দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রাধিকারভুক্ত বিষয়সমূহের ওপর গৃহীত সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়, যার ভিত্তিতে তাদের গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা হবে। এছাড়াও এনএটিপি-২ এর আওতায় পিবিআরজি উপপ্রকল্পের কর্মকাণ্ড সারা বছরব্যাপী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) দেশের সর্ববৃহৎ বহুবিধ ফসলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে সর্বমোট ২৪৫৬ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০৬ জন নতুন জনবল নিয়োগ এবং ১১৩ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

বিএআরআই এর অধীনে ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৭টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৯৮% ও ৯৯%। বিএআরআই কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫টি ফসলের হাইব্রিডসহ ২৯টি উচ্চফলনশীল জাত এবং ২২টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ৪৪ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণসহ সর্বমোট ২৮১৭ জনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া দেশে ও বিদেশে ১৭ জনকে উচ্চশিক্ষার (পিএইচডি) অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিএআরআই আশাবাদী যে, সকল প্রশিক্ষিত জনবল এবং প্রযুক্তিসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন তথা সার্বিকভাবে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ধারাবহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে রোপা আমনে ৩টি (ব্রি ধান৯৩, ব্রি ধান৯৪, ব্রি ধান৯৫), রোপা আউশে ১টি (ব্রি হাইব্রিড ধান৭), এবং বোরো মৌসুমের উপযোগী ১টি (ব্রি ধান৯৬) ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় ৩টি প্রস্তাবিত জাতের পরীক্ষা এবং ৮টি অগ্রগামী সারির উপযোগিতা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্রি উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদেরকে অবহিত করার জন্য ৮৫৯৫টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, ধানের ফসল সর্বাধিকরণে জৈব পদার্থ ও গৌণ উপাদানের প্রভাব নির্ণয় সংক্রান্ত দুটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ৭২৩৩ জন কৃষক ও ১০০৮ জন সম্প্রসারণ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ৫টি নতুন জাত (বিনাধান-২৩, বিনাধান-২৪, বিনালেবু-২, বিনামরিচ-২ ও বিনামুগ-১০) এবং ৫টি ননকমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এছাড়াও বিনা উদ্ভাবিত ১৮টি বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ১৫৫.৩৭ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ১৫৭.৩২ মেট্রিক টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ৩৯৬১টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। তিন হাজার সাতশত ছিয়ানব্বই (৩৭৯৬) জন কৃষক এবং কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার শীর্ষক ২১টি সভা ও ৬০০০ কপি লিফলেট মুদ্রণ করা হয়েছে। ৩০টি সেমিনার ও ১২টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৫৭৯টি মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং ১৪৮৭ কেজি জীবাণু সার উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) ২০১৯-২০ অর্থবছরে আঁশ ও বীজ ফসলের মোট ৯৫টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে পাট কর্তনের নিমিত্ত জুট হার্ভেস্টার উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এর আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। দেশী পাটের দুইটি অগ্রবর্তী লাইন (ম্যাড়া রেড এবং ম্যাড়া গ্রীন) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাত হিসাবে বিজেআরআই দেশী পাটশাক-২ এবং বিজেআরআই দেশী পাটশাক-৩ নামে নিবন্ধন করা হয়েছে। নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে ৪০টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে। Warp এ cotton (10/2s) এবং weft এ পাটের বেন্ডেড সুতা (18 lbs/spindle, 2 ply) ব্যবহার করে জুট-কটন ফেব্রিক তৈরি করে তা দিয়ে মূল্য সংযোজিত আকর্ষণীয় পাটের কম্বল প্রস্তুত করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ৪০% পাট, ৩০% তুলা ও ৩০% সিল্ক মিশ্রিত সুতা তৈরির প্রযুক্তি এবং ২০% পাট, ২০% তুলা, দেশী ভেড়ার পশম ২০% ও ৪০% এক্রাইলিক মিশ্রিত সুতা দ্বারা লেডিস শাল তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। পাটের জিনোম গবেষণার তথ্য কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে তোষা পাটের উচ্চফলনশীল একটি অগ্রবর্তী প্রজনন লাইনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৮তম সভায় 'বিজেআরআই তোষাপাট-৮' হিসাবে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। এটি প্রচলিত জাতের চেয়ে শতকরা ১০-১৫ ভাগ বেশি ফলন দেয় এবং এর আঁশের মানও ভালো। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাটের কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ০১টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা বাণিজ্যিকভাবে পাট উৎপাদনে এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) কর্তৃক এবছর উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে বিএসআরআই আখ ৪৭ উদ্ভাবন। উন্নত বেড ফর্মার কাম ট্রেঞ্চার। চরাঞ্চলে লাভজনক উপায়ে আখ চাষ। আগাছা নাশক Zura 72SL এর ব্যবহার। ডগার মাজরা পোকা দমন ব্যবস্থাপনা। চিবিয়ে খাওয়া আখের সারের মাত্রা। আখের সাথে ১ম সাথী ফসল নাপাশাক এবং দ্বিতীয় সাথীফসল পাটশাক চাষ। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির অর্থায়নে উন্নত পদ্ধতিতে চিনিফসল চাষাবাদ বিষয়ক ৩৪০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ২,০০০টি তালের চারা, ৭,০০০টি খেজুরের চারা ও ৭,০০০টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। উপরন্তু মাঠ দিবস, সেমিনার/ওয়ার্কশপ, কৃষি কর্মকর্তা/কর্মী প্রশিক্ষণ ও চাষি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে ২০,১২৬টি বাজার মূল্য, ৪,০৬০টি বুলেটিন ও ৩১৮টি প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৬০টি ফার্মার্স মার্কেটিং গ্রুপ গঠন এবং ৬,৪২০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ৩২টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় বিদ্যমান ৭৯টি গুদামের মাধ্যমে ৩,০২৫ জন কৃষকের ৩,০২৪ মেট্রিক টন শস্য সংরক্ষণ এর বিপরীতে মোট ৩৮০.৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সরাসরি কৃষকের অংশগ্রহণে ঢাকাস্থ মানিক মিয়া এভিনিউসহ দেশের প্রায় ৩০টি জেলায় কৃষকের বাজার চালু করা হয়েছে। মহামারী কোভিড-১৯ কালীন দেশব্যাপী কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে মাঠপর্যায়ের সকল অফিস চালু রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলার বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে (লবণাক্ত, খরা, চর, বরেন্দ্র ও পাহাড়ি অঞ্চল) তুলা চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে সিবি-১৮ নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত ও ৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ মৌসুমে ৪৪৪৩০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ১৭৭৮৮৭ বেল আঁশ তুলা উৎপাদিত হয়েছে। উক্ত মৌসুমে মোট ১২৯ মেট্রিক টনভিত্তি বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং তা চাষিদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আধুনিক তুলা চাষ প্রযুক্তির ওপর ৭৬০০ জন তুলাচাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিটি কটন প্রবর্তনের লক্ষ্যে Bt cotton এর কনফাইন্ড ট্রায়াল (চূড়ান্ত ট্রায়াল) চলছে। ট্রায়াল শেষে বাংলাদেশে বিটি কটন অবমুক্ত করা হবে।

কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলায় সেচ কার্যক্রমসহ উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বিএমডিএ কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বরেন্দ্র অঞ্চলের জনসাধারণের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণসহ কার্যক্রম আরো বেগবান হওয়া প্রয়োজন।

পুষ্টি সম্পর্কিত বৈশ্বিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে নিরলসভাবে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও

প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ সংশ্লিষ্ট ১৮টি গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১১ হাজার ৯৯১ জন ব্যক্তিকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়ক ৩২টি সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে, বাংলাদেশ বেতারে প্রচার করা হয়েছে ৪০টি বেতার কথিকা। জাতীয় স্কুল মিল নীতি বাস্তবায়নে কুকদের নিরাপদ স্কুল মিল প্রস্তুতমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহযোগে বাস্তবায়িত এই স্কুল মিল প্রস্তুতের ম্যানুয়াল প্রস্তুত করেছে বারটান। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি নীতি প্রস্তুতকরণে একটি কর্মশালা আয়োজন করে বারটান। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ১৪৭টি নতুন উদ্ভাবিত সারির DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) test এবং ৩৯টি VCU(Value for Cultivation and Uses) test সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS ,VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১৭টি জাত NSB (National Seed Board) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয় এবং ১৮টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধন করা হয়। এ সময়ে ৪৪,৬৮৩ হেক্টর জমির মাঠ প্রত্যয়ন দেয়া হয় এবং মোট প্রত্যায়িত বীজের পরিমাণ ১,৬২,৭৪২ মে.টন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৩৫,৩৬১টি প্রজনন, ৬০,৭৯৪টি প্রাক-ভিত্তি, ৭৪,০৯,৩২৯টি ভিত্তি ও ৯৯,৬৬,৭৪৩টি প্রত্যায়িতসহ মোট ১,৭৪,৭২,২২৭টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে। এ সময়ে মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ৪,৮৭৮টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষিক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনের উৎকর্ষকেন্দ্র। রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট মিশনে জুলাই/২০১৪ খ্রি. বছর থেকে যাত্রা শুরু করে। সে লক্ষ্যে নাটা কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদের উন্নয়নের সাথে জড়িত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করে তারই আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ২৫ ব্যাচে ৭৫০ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৩ ব্যাচে মোট ৬৯৭ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং ২টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করেছে। তাছাড়াও Sponsored প্রশিক্ষণ হিসেবে এনএটিপি প্রকল্প (ডিএই) এর ১৬ ব্যাচে ৩৭০ জন এবং কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) এর ৪ ব্যাচে ১০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে নাটায় উক্ত সময়ের মধ্যে ২টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং এতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ১৬৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। 'জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনেকগুলো অবকাঠামোগত নির্মাণ/মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও নাটার খামার উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্যাডেল থ্রেসার, সিড ড্রাম, কোদাল, বেলচা ইত্যাদিসহ মোট ৫৭টি কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক কৃষিকথা পত্রিকার ৮.৯১ লক্ষ কপি, মাসিক সম্প্রসারণ বার্তার ১৮ হাজার কপি, কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট, ফোল্ডার ইত্যাদির প্রায় ৭.৫৯ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ১৫টি ভিডিও ফিল্ম এবং ৩৭টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া ১১৫০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি নির্ভর ২৭টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক তৈরি, 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের ৩৪২ পর্ব সম্প্রচারে সহায়তা এবং 'বাংলার কৃষি' অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬৫ পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে প্রায় ২৩১০ জনকে (কৃষক ও সম্প্রসারণকর্মী) কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৪টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্নকরণপূর্বক ৪০টি উপজেলার নবায়নকৃত 'উপজেলা নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশের সবগুলো উপজেলার মাটির উর্বরতামান অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশের লক্ষ্যে অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেমে ৪০টি উপজেলার তথ্য উপাত্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি মৌসুমে ৫৬টি উপজেলায় সরেজমিনে মাটি পরীক্ষা করে মোট ২,৮০০ জন কৃষককে ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনাকর্তৃক ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ডিবলিং এবং চারা রোপণ পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ, টপ সয়েল কার্পেটিং এর মাধ্যমে চিংড়ি ঘেরের পাড়ে বর্ষাকালীন তরমুজ চাষ প্রভৃতি নতুন প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বান্দরবানে অবস্থিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ক্ষয়প্রবণ পাহাড়ি মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ২টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ ছাড়া টেকসই মৃত্তিকা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২,৫০০ জন কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী ও ইউনিয়ন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভুট্টার ৩টিজাত (বারি হাইব্রিড ভুট্টা ১৭, ডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা ১, ডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড বেবি কর্ন ১) উদ্ভাবন করা হয়েছে। গমের ৬০৩৫টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ভুট্টার ফল আর্মিওয়ার্ম এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ ও এনজিও কর্মী এবং কৃষকসহ মোট ৩৮৬১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে ৩৪৯ জনকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া ২০টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে ১০০৬ জন কৃষককে গম ও ভুট্টার আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ৪টি প্রকাশনা এবং ২০২০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। গম ও ভুট্টার মোট ১০৩ মেট্রিক টন ব্রিডার ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ করা হয়েছে। এ সময়ে ৯ জন বিজ্ঞানী বিদেশে বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য-পুষ্টি ও আর্থিক নিরাপত্তা সুরক্ষার অন্যতম কৌশল হলো ফল ও সবজি উৎপাদন এবং এর টেকসই বিপণন। উদ্যোক্তা ও ভ্যালু চেইনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের উন্নয়ন, রূপান্তর এবং বাজারজাতকরণ খরপোষ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরে সহায়তা করছে। বাংলাদেশের কৃষি খাতের বিদ্যমান সক্ষমতা দিয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃষকগণকে আগ্রহী ও স্থিতিশীল করে তুলবে। কৃষিপণ্য গ্রেডিং, প্যাকেজিং, নিরাপদ পরিবহন ও নিরাপদ সংরক্ষণ সুবিধা উৎপাদক ও উদ্যোক্তাকে করবে আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং ভোক্তাকে দিবে নিরাপদ খাদ্য।

# কৃষি মন্ত্রণালয়

# কৃষি মন্ত্রণালয়

www.moa.gov.bd

ফসল খাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ লাভজনক, টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় রাখা, বিভিন্ন ফসলের উন্নত এবং প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, নতুন শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন, পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি আবিষ্কার, ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ট্রান্সজেনিক ফসল (Genetically Modified Organism) উৎপাদন ইত্যাদি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমিতে অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষিজাত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের প্রয়োজনে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণসহ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন, প্রধান কার্যাবলি, সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যপরিধি ইত্যাদিসহ ২০১৯-২০ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রম এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশ করা হলো।

### রূপকল্প (Vision)

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি।

### অভিলক্ষ্য (Mission)

শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

### প্রধান কার্যাবলি

- কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম;
- কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ;
- বীজ উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;
- মৃত্তিকা জরিপ, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা ও সুপারিশ প্রণয়ন;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন;
- কৃষিতে সহায়তা ও পুনর্বাসন;
- কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
- ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম;
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা।

### সাংগঠনিক কাঠামো

কৃষি মন্ত্রণালয় ৯টি অনুবিভাগ নিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে প্রশাসন, পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন, সম্প্রসারণ, গবেষণা, সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ (নবসৃষ্ট), শৃঙ্খলা ও আইন (নবসৃষ্ট), নিরীক্ষা, পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং বীজ অনুবিভাগ। অনুবিভাগসমূহের অধীনে ১৭টি অধিশাখা ও ৪১টি শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ২৮৭ জন (প্রথম শ্রেণী ৮৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি ৬৪ জন, তৃতীয় শ্রেণি ৮০ জন ও চতুর্থ শ্রেণি ৫৮ জন)।

### মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

- কৃষিনীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
- কৃষিনীতির বাস্তবায়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর বাস্তবায়ন তদারকি;
- কৃষি উপকরণ ও উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) বিতরণ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্য বিপণনের তদারকি;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও দাতাসংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি, চার্টার, প্রটোকল ইত্যাদি বাস্তবায়ন ও তদারকি।

### জনবল ও কর্মপরিধি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন অনুবিভাগের জনবল ও কর্মপরিধি নিম্নরূপ–

### প্রশাসন অনুবিভাগ

**জনবল**

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্ম সচিব ২ জন, উপসচিব ৫ জন, সহকারী সচিব ৩ জন, সহকারী প্রোগ্রামার ৩ জন, লাইব্রেরিয়ান ১ জন এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

**কর্মপরিধি**

- মন্ত্রণালয়ের সাধারণ প্রশাসন;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা;
- প্রটোকল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদে ভাষণের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় সংসদে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারবিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সাধন;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ;
- পরিচালন বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় কার্যাবলি সম্পাদন ইত্যাদি।

### পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন (পিপিসি) অনুবিভাগ

**জনবল**

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ২ জন, উপসচিব ৪ জন, সহকারী সচিব ১ জন এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান ১ জন এবং সহকারী সচিব ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

**কর্মপরিধি**

- জাতীয় কৃষিনীতি ও কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য প্রণয়ন;
- জাতীয় কৃষিনীতির আওতায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- বীজনীতি এবং নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিসমূহে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কৃষিবিষয়ক কার্যাবলির সমন্বয় পর্যালোচনা;
- জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত কৃষিবিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং পর্যালোচনায় কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- খাদ্যশস্য, অন্যান্য ফসল এবং উদ্যান ফসলের উৎপাদন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে কৃষিবিষয়ক সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- Paris Consortium এর জন্য কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাসংস্থা দেশ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্য প্রণয়ন;
- কৃষি সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন খাতের নীতিসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয়;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সংশ্লিষ্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত/প্রণীতব্য নীতিমালার ওপর সুপারিশ প্রদান।

### সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ

**জনবল**

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ১ জন, উপসচিব ২ জন, উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ) ১ জন, কৃষি অর্থনীতিবিদ ১ জন, গবেষণা কর্মকর্তা ৩ জন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১ জন এবং পরিদর্শন কর্মকর্তা ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

### কর্মপরিধি

- বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরি;
- সার ও বালাইনাশক সম্পর্কিত আইন, নীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং সংশোধন;
- নতুন সারের মান নির্ধারণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান;
- সার সংগ্রহ, বিপণন, বিতরণ ও মূল্য পরিস্থিতি এবং উৎপাদন মনিটরিং;
- সারের জন্য উন্নয়ন সহায়তা ব্যবস্থাপনা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য প্রণীত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড়;
- বিএডিসি এবং বিএমডিএ সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

## সম্প্রসারণ অনুবিভাগ

### জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ১ জন, উপসচিব ৩ জন ও সিনিয়র সহকারী সচিব ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

### কর্মপরিধি

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বিসিএস (কৃষি) ডিএই অংশ, বিসিএস (কৃষি) এসআরডিআই অংশ এবং বিসিএস (কৃষি) বিপণন অংশের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রশাসনিক/আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন;
- ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী আয়োজনসহ কৃষি বিষয়ক অন্যান্য মেলার আয়োজন;
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহীত কৃষিবিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

## গবেষণা অনুবিভাগ

### জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ২ জন এবং উপসচিব ৩ জন কর্মরত রয়েছেন।

### কর্মপরিধি

- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (নার্স) ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিচালক, পরিচালক, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্য-পরিচালক নিয়োগ;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং জনবল নিয়োগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

## নিরীক্ষা অনুবিভাগ

### জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্ম সচিব ১ জন (বর্তমানে পদটি শূন্য), সহকারী সচিব ৩ জন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২ জন, সরেজমিন তদন্তকারী ২ জন এবং অফিস সহায়ক ৪ জন (২টি পদ শূন্য)।

### কর্মপরিধি

- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীন সব দপ্তর সংস্থার আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির ওপর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
  - (ক) ব্রডসিট জবাব পর্যবেক্ষণ, সংশোধন, সংযোজন ও সুপারিশসহ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ;
  - (খ) প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণাদি সংযুক্তিকরণ;
  - (গ) অডিট অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন তথ্যাদি, জবাব ও প্রমাণাদি প্রেরণ;
  - (ঘ) নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অবহিতকরণ।
- অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অডিট অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়করণ।

- উত্থাপিত অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে প্রেরণ।
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক সভাকরণ।
- কৃষি মন্ত্রণালয়, আওতাধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা ও অডিট অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজনকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকরণ।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি দপ্তরসমূহের ১ম শ্রেণির (নবম থেকে প্রথম গ্রেড পর্যন্ত) কর্মকর্তাগণের পেনশন মঞ্জুরির ক্ষেত্রে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান।
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা বাস্তবায়ন।

### পরিকল্পনা অনুবিভাগ

#### জনবল

এ অনুবিভাগে যুগ্মপ্রধান ১ জন, উপপ্রধান ২ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ১ জন, সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান ৫ জন কর্মরত রয়েছেন।

#### কর্মপরিধি

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পুনঃমূল্যায়ন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভা আয়োজন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের ওপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদান;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন, অনুমোদন ও অবমুক্তকরণ ইত্যাদি।

### বীজ অনুবিভাগ

#### জনবল

এ অনুবিভাগে মহাপরিচালক ১ জন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ ১ জন ও সহকারী বীজতত্ত্ববিদ ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

#### কর্মপরিধি

- বীজ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
- বীজ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা;
- জাতীয় বীজ বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত অবমুক্তকরণ ও অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন;
- বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন;
- বীজ শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ (জন) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | - | ২৩ | ৫৫ | - | ৭৮ |
| ২ | গ্রেড ১০ | ৩ | ৪ | ৫৩ | ২৬ | ৮৬ |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ৯ | - | ৬২ | ৫০ | ১২১ |
| | মোট | ১২ | ২৭ | ১৭০ | ৭৬ | ২৮৫ |

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্র. নং | গ্রেড নং | বিদেশ প্রশিক্ষণ (জন) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৩ | ১৩ | ৭ | ২৩ |
| ২ | গ্রেড ১০ | ৪ | - | - | ৪ |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| মোট | | ৭ | ১৩ | ৭ | ২৭ |

**করোনার ভাইরাসজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে মার্চ/২০২০ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত সময়ে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ (বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ) প্রদান করা হয়নি।*

উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৭৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৭৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ১৭৬৩.৯৪ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৪৩৪.৩৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩২৯.৫৫ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে অর্থ ব্যয় হয়েছে ১৬৪৫.৮৪ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ৯৩.৩০ শতাংশ, এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৯৫.০৪ শতাংশ এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ৮৫.৭৭ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নরূপ–

২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ও জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (হিসাব কোটি টাকায়)

| অর্থবছর | প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দ | | | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য |
| ২০১৯-২০ (আরএডিপি) | ৭৮ | ১৭৬৩.৯৪ | ১৪৩৪.৩৯ | ৩২৯.৫৫ | ১৬৪৫.৮৪ (৯৩.৩০%) | ১৩৬৩.২০ (৯৫.০৪%) | ২৮২.৬৪ (৮৫.৭৭%) |

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংস্থাওয়ারি আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের হিসাব জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি (কোটি টাকায়)

| ক্র. নং | সংস্থার নাম | বরাদ্দ | | | অবমুক্ত (বরাদ্দের %) | | | ব্যয় (বরাদ্দের %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট | জিওবি | পিএ | মোট | জিওবি | পিএ | মোট | জিওবি | পিএ |
| ১. | ডিএই | ২৩ | ৬২৭.৩৩ | ৪৬১.৫৯ | ১৬৫.৭৪ | ৬২৭.০৫ | ৪৬১.৫৯ | ১৬৫.৪৬ | ৫৭৬.৯৭ | ৪৩৮.৬৯ |
| | | (অঙ্গ-৩টি) | | | | ৯৯.৯৬% | ১০০% | ৯৯.৮৩% | ৯১.৯৭% | ৯৫.০৪% |
| ২. | বিএডিসি | ২৫ | ৬.৪.০২ | ৫৪৮.২৯ | ৫৫.৭৩ | ৬০১.৭১ | ৫৪৫.৯৮ | ৫৫.৭৩ | ৫৯৯.৬৬ | ৫৪৩.৯৩ |
| | | (অঙ্গ-১টি) | | | | ৯৯.৬২% | ৯৯.৫৮% | ১০০% | ৯৯.২৮% | ৯৯.২০% |
| ৩. | বিএআরআই | ০ | ৬৭.০৮ | ০.৩৮ | ৬৬.৭০ | ৬৭.০৮ | ০.৩৮ | ৬৬.৭০ | ৫৬.০৪ | ০.৩০ |
| | | (অঙ্গ-১টি) | | | | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৮৩.৫৪% | ৭৮.৯৫% |
| ৪. | বিএমডিএ | ২ | ৩৯.৬২ | ১৩.৬৮ | ২৫.৯৪ | ৩৮.১৮ | ১৩.৬৮ | ২৪.৫০ | ৩৭.৪৬ | ১৩.৫৪ |
| | | (অঙ্গ-১টি) | | | | ৯৬.৩৭% | ১০০% | ৯৪.৪৫% | ৯৪.৫৫% | ৯৮.৯৮% |
| ৫. | ডিএএম | ৮ | ১৫৯.৩৭ | ১৫৬.২১ | ৩.১৬ | ১৫৮.৮৬ | ১৫৬.২১ | ২.৬৫ | ১৫৫.৯৬ | ১৫৩.৮৬ |
| | | (অঙ্গ-১টি) | | | | ৯৯.৬৮% | ১০০% | ৮৩.৮৬% | ৯৭.৮৬% | ৯৮.৫০% |
| ৬. | বিএআরসি | ২ | ৫২.০০ | ৫২.০০ | ০.০০ | ৫২.০০ | ৫২.০০ | ০.০০ | ৫১.৯৮ | ৫১.৯৮ |
| | | ০ | | | | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৯.৯৬% | ৯৯.৯৬% |
| ৭. | এসআরডিআই | ৩ | ৯.৫৯ | ৯.৫৯ | ০.০০ | ৯.৫৯ | ৯.৫৯ | ০.০০ | ৮.৫৪ | ৮.৫৪ |
| | | ০ | | | | ১০০% | ১০০% | ০% | ৮৯.০৫% | ৮৯.০৫% |
| ৮. | বিজেআরআই | ১ | ২০.৭৯ | ২০.৭৯ | ০.০০ | ২০.৭৯ | ২০.৭৯ | ০.০০ | ২০.৭৬ | ২০.৭৬ |
| | | (অঙ্গ-১টি) | | | | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৯.৮৬% | ৯৯.৮৬% |
| ৯. | বিএসআরআই | ১ | ১৭.৩৩ | ১৭.৩৩ | ০.০০ | ১৭.৩৩ | ১৭.৩৩ | ০.০০ | ১৭.২৬ | ১৭.২৬ |
| | | ০ | | | | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৯.৬০% | ৯৯.৬০% |
| ১০. | বিআরআরআই | ১ | ৫৪.৭৩ | ৫৪.৭৩ | ০.০০ | ৩৪.৭১ | ৩৪.৭১ | ০.০০ | ২৭.২০ | ২৭.২০ |
| | | (অঙ্গ-১টি) | | | | ৬৩.৪২% | ৬৩.৪২% | ০% | ৪৯.৭০% | ৪৯.৭০% |
| ১১. | এলজিইডি (সহযোগী সংস্থা) | ৬ | ৫১.৭৯ | ৫১.৭৯ | ০.০০ | ৪৯.৪৯ | ৪৯.৪৯ | ০.০০ | ৪৩.১৪ | ৪৩.১৪ |
| | | ০ | | | | ৯৫.৫৬% | ৯৫.৫৬% | ০% | ৮৩.৩০% | ৮৩.৩০% |
| ১২. | সিডিবি | ১ | ২০.০০ | ২০.০০ | ০.০০ | ২০.০০ | ২০.০০ | ০.০০ | ১৯.৯০ | ১৯.৯০ |
| | | ০ | | | | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৯.৫০% | ৯৯.৫০% |
| ১৩. | বারটান | ২ | ৯.৪৬ | ৬.২৫ | ৩.২১ | ৬.১৭ | ৬.১৭ | ০.০০ | ৫.৯৩ | ৫.৯৩ |
| | | ০ | | | | ৬৫.২২% | ৯৮.৭২% | ০% | ৬২.৬৮% | ৯৪.৮৮% |
| ১৪. | নাটা | ১ | ১৩.৪৮ | ১৩.৪৮ | ০.০০ | ১৩.৪৮ | ১৩.৪৮ | ০.০০ | ১১.৫৮ | ১১.৫৮ |
| | | ০ | | | | ১০০% | ১০০% | ০% | ৮৫.৯১% | ৮৫.৯১% |
| ১৫. | এআইএস | ১ | ৬.৩২ | ৬.৩২ | ০.০০ | ৬.৩২ | ৬.৩২ | ০.০০ | ৫.১৮ | ৫.১৮ |
| | | | | | | ১০০% | ১০০% | ০% | ৮১.৯৬% | ৮১.৯৬% |
| ১৬. | এসসিএ | | | | | | | | | |
| | | ১.৮১ | ১.৫১ | ০.৩০ | ১.৮১ | ১.৫১ | ০.৩০ | ১.৩৩ | ১.০৪ | ০.২৯ |
| ১৭. | অন্যান্য এনএটিপি-পিএমইউ অঙ্গ | (অঙ্গ-১টি) | | | | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৭৩.৪৮% | ৬৮.৮৭% |
| | | ১ | ৯.২২ | ০.৪৫ | ৮.৭৭ | ৮.১৬ | ০.৪৫ | ৭.৭১ | ৬.৯৫ | ০.৩৭ |
| সর্বমোট | | | | | | ৮৮.৫০% | ১০০% | ৮৭.৯১% | ৭৫.৩৮% | ৮২.২২% |
| | | ৭৮ | ১৭৬৩.৯৪ | ১৪৩৪.৩৯ | ৩২৯.৫৫ | ১৭৩২.৭৩ | ১৪০৯.৬৮ | ৩২৩.০৫ | ১৬৪৫.৮৪ | ১৩৬৩.২০ |

২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা (হিসাব লক্ষ টাকায়)

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি | | জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| কৃষি মন্ত্রণালয় (১টি) | | | | | | | |
| ০১ | ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম ২য় পর্যায় [(এনএটিপি-২) অক্টোবর, ২০১৫-সেপ্টেম্বর, ২০২১)] | ১০২৯.১৪ | ১৭৬.১৫ | ১৫৫.৮৯ (৮৯%) | - | ৫৬৬.৭১ (৫৫%) | - |
| | (ক) পিএমইউ অঙ্গ | ৯৯.৮৬ | ৯.২২ | ৬.৯৫ (৭৫%) | ৮৫% | ২১.৫১ (২২%) | ৬৩% |
| | (খ) বিএআরসি অঙ্গ | ৪০২.৭৩ | ৬৭.০৮ | ৫৬.০৩ (৮৪%) | ৯৭% | ১৬১.১১ (৪০%) | ৫৮% |
| | (গ) ডিএই অঙ্গ | ৫২৬.৫৫ | ৯৯.৮৫ | ৯২.৯১ (৯৩%) | ৯৭% | ৩৮৪.০৯(৭৩%) | ৭৫% |
| কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (২৩টি) | | | | | | | |
| ০২ | ব্লুগোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি-উৎপাদানের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প [ডিএইঅংগ] (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৩-ডিসেম্বর/২০২০) [ডিএই] | ১৬.২৮ | ১.৬৯ | ১.৬৭ (৯৯%) | ৯৯% | ১৫.৬৫ (৯৬%) | ৯৭% |
| ০৩ | খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০২০) [ডিএই] | ৬৮.৯৩ | ১৫.৬৯ | ১৫.৫৯ (৯৯%) | ১০০% | ৬৫.০১ (৯৪%) | ৯৮% |
| ০৪ | সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই/২০১৪-জুন/২০২০) [লিড এজেন্সি: ডিএই] | ১০৭.০০ | ৮.৩৫ | ৬.৬৬ (৮০%) | - | ১০৪.৫৯ (৯৮% | - |
| | ডিএই অঙ্গ | ৯৭.২৮ | ৬.৬২ | ৫.১৭ (৭৮%) | ৮১% | ৯৫.৬১ (৯৮%) | ৯৮% |
| | বারটান অঙ্গ | ৯.৭২ | ১.৭৩ | ১.৪৯(৮৬%) | ৮৭% | ৮.৯৮ (৯২%) | ৯৫% |
| ০৫ | বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২৩) [ডিএই] | ৪৬০.২৮ | ৩৪.৬৮ | ৩৪.৬০ (৯৯.৭৭%) | ১০০% | ২৪৯.৮০ (৫৪%) | ৫৭% |
| ০৬ | ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) (১ম সংশোধিত), জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৯ [ডিএই] | ৫৬.১২ | ১৮.০৮ | ৯.৪০ (৫২%) | ৯০% | ৪৬.৯৯ (৮৪%) | ৯০% |
| ০৭ | কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ জুন, ২০২২) [ডিএই] | ১৬৫.২৬ | ৩৪.০৫ | ৩৪.০৪ (১০০%) | ১০০% | ৯১.৬৫ (৫৬%) | ৬০% |
| ০৮ | সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২২) [ডিএই] | ৬৫.৭০ | ১১.০২ | ১০.৮৮ (৯৯%) | ১০০% | ২২.৭৯ (৩৫%) | ৩৫% |
| ০৯ | উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ -ডিসেম্বর, ২০২২) [ডিএই] | ৩১৪.২৯ | ১০৫.০০ | ১০৪.২৫ (৯৯%) | ১০০% | ১৮২.০৪ (৫৮%) | ৫৮% |
| ১০ | বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২৩) [ডিএই] | ৪৭.৯৯ | ১১.১০ | ১১.০০ (৯৯%) | ১০০% | ১৮.৫৮ (৩৯%) | ৪০% |

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি | | জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| ১১ | নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২১) [লিড এজেন্সি ডিএই] | ১৮.৫৪ | ৭.৪৪ | ৭.৪২ (১০০%) | - | ১২.১৫ (৬৬%) | - |
| | ডিএই অঙ্গ | ৯.৩০ | ৩.৭৭ | ৩.৭৫ (১০০%) | ১০০% | ৬.০৪ (৬৫%) | ৬৫% |
| | এসআরডিআই অঙ্গ | ৯.২৪ | ৩.৬৭ | ৩.৬৭(১০০%) | ১০০% | ৬.১১ (৬৬%) | ৬৭% |
| ১২ | গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প [লিড এজেন্সি: ডিএই] | ৮২৬৪.৯১ | ৮২৬.০০ | ৮২৪.১০ (৯৯.৭৭%) | - | ৮২৪.১০ (১০%) | - |
| | ডিএই অঙ্গ | ৬৩৪০.৭৯ | ৬২০.০০ | ৬১৮.৩০ (৯৯.৭৩%) | ১০০% | ৬১৮.৩০ (১০%) | ১০% |
| | এসআরডিআই অঙ্গ | ১৯২৪.১২ | ২০৬.০০ | ২০৫.৮০ (৯৯.৯০) | ১০০% | ২০৫.৮০ (১১%) | ১৫% |
| ১৩ | নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২০) [ডিএই] | ২৩.৬১ | ১০.৫৭ | ১০.৪৭ (৯৯%) | ১০০% | ১৮.৪০ (৭৮%) | ৭৮% |
| ১৪ | নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২৩) [ডিএই] | ৬৯.৪৩ | ১২.৭০ | ১২.১১ (৯৫%) | ৯৬% | ১৮.১৫(২৬%) | ২৭% |
| ১৫ | বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২৩) [ডিএই] | ১১১.৯১ | ১৪.৪৪ | ১৪.১৪ (৯৮%) | ১০০% | ২০.৩১(১৮%) | ২০% |
| ১৬ | পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [ডিএই] | ১৭২.১৩ | ১৯.৯২ | ১৯.৮৭ (১০০%) | ১০০% | ২৫.৫১(১৫%) | ১৫% |
| ১৭ | স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৪) [লিড এজেন্সি ডিএই] | ৭৫৬.০০ | ১৪৬.৬৯ | ১৪১.৫৯ (৯৭%) | - | ১৬৫.১৬ (২২%) | - |
| | (ক) ডিএই অঙ্গ | ২০৯.১৫ | ২৮.২৩ | ২৭.৩৯ (৯৭%) | ১০০% | ৩৫.৭৬ (১৭%) | ১৭% |
| | (খ) বিএআরআই অঙ্গ | ১৪.৫৮ | ৩.৮৫ | ২.৭৭ (৭২%) | ৭২% | ৩.২০ (২২%) | ২২% |
| | (গ) ডিএএম অঙ্গ | ২০২.১১ | ৩৪.২১ | ৩২.০৮ (৯৪%) | ৯৫% | ৩৪.৭৭ (১৭%) | ৩০% |
| | (ঘ) বিএডিসি অঙ্গ | ৩৩০.১৬ | ৮০.৪০ | ৭৯.৩৫ (৯৯%) | ১০০% | ৯১.৪৩ (২৮%) | ৩২% |
| ১৮ | রংপুর বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২১) [লিড এজেন্সি: ডিএই] | ৩২১.২২ | ১৬.৭৫ | ১৫.৬৪ (৯৩%) | - | ১৭.৫১ (৫%) | |
| | ডিএই অঙ্গ | ১১৩.২৩ | ১৪.৯৪ | ১৪.৩১ (৯৬%) | ৯৯% | ১৬.১০ (১৪%) | ১৫% |
| | এলজিইডি অঙ্গ | ২০৭.৯৯ | ১.৮১ | ১.৩৩ (৭৪%) | ৭৫% | ১.৪১ (১%) | ১% |
| ১৯ | কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প [ডিএই] | ১১৭.৫৭ | ৩৩.৬৯ | ৩০.২৫ (৯০%) | ৯৭% | ৩২.৭৮ (২৮%) | ৩১% |
| ২০ | লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৩) [ডিএই] | ১২৬.৪৪ | ২৫.১৯ | ২৪.৯৬ (৯৯%) | ১০০% | ২৪.৯৬ (২০%) | ২০% |

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি | | জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| ২১ | আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গমও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি, ২০২৯-জুন, ২০২৩) [ডিএই] | ২৬৯.৫৭ | ৪৭.০০ | ৪৫.৩৩ (৯৬%) | ৯৮% | ৪৫.৩৩ (১৭%) | ২৫% |
| ২২ | সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ-২য় পর্যায় (আইএফএমসি-২) (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২১) [ডিএই] | ১১৭.০০ | ৩৫.৫৪ | ১৩.১৪ (৩৭%) | ৪৫% | ১৩.১৪(১১%) | ১২% |
| ২৩ | কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২১) [ডিএই] | ১৫৬.৩২ | ৯.১১ | ৮.৮৩ (৯৭) | ৯৭% | ৮.৮৩(৬%) | ৭% |
| ২৪ | কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০২১) [ডিএই] | ১১৯.১৮ | ১৪.৪৩ | ১৩.৫৬ (৯৪%) | ৯৮% | ৭৬.৮৪(৬৫%) | ৭৭% |
| বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-২৫টি | | | | | | | |
| ২৫ | বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৫-জুন, ২০২০) [বিএডিসি] | ১১৬.৩০ | ১৫.২১ | ১৫.১৮ (১০০%) | ১০০% | ১১৬.১৮ (১০০%) | ১০০% |
| ২৬ | ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য়পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২১) [বিএডিসি] | ১৬৮.৭৮ | ৩৩.০০ | ৩২.৯৫ (১০০%) | ১০০% | ১৫০.৭০ (৮৯%) | ৯১% |
| ২৭ | আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প (৫ম পর্যায়) (জুলাই/২০১৫-জুন/২০২০) [বিএডিসি] | ২৩.৬২ | ৩.৫৪ | ৩.৪৫(১০০%) | ১০০% | ২৩.৩৬(৯৯%) | ১০০% |
| ২৮ | কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০২০) [বিএডিসি] | ১৭৩.০৩ | ২১.৫০ | ২১.৪০ (১০০%) | ১০০% | ১১১.২০ (৬২%) | ৭৩% |
| ২৯ | ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২১) [বিএডিসি] | ৫৪.৭৪ | ১৫.২৫ | ১৫.২২(১০০%) | ১০০% | ৩৯.৬৫ (৭২.৪৫%) | ৮২% |
| ৩০ | বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭- জুন, ২০২১) [বিএডিসি] | ৮৯.৯৪ | ২৯.৫৪ | ২৯.৩০ (৯৯%) | ১০০% | ৭২.৮৫ (৮১%) | ৭২.৮৫ |
| ৩১ | বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ জুন, ২০২১) [বিএডিসি] | ১২৬.৯৪ | ৩৫.০০ | ৩৪.৩৯ (৯৮%) | ১০০% | ৯০.৮৪ (৭২%) | ৭৫% |

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি | | জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| ৩২ | নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৭- ডিসেম্বর, ২০২১) [বিএডিসি] | ১৪৩.৭১ | ৩৪.৫৫ | ৩৪.৫৫ (১০০%) | ১০০% | ৮৬.৪৪ (৬০%) | ৬০% |
| ৩৩ | লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ সম্প্রসারণ মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮-জুন/২০২০) [বিএডিসি] | ২৫.৮৬ | ১০.২০ | ১০.১৯(১০০%) | ১০০% | ২৩.২৩ (৯০%) | ৯০% |
| ৩৪ | ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ জুন, ২০২২) [বিএডিসি] | ১৩৯.০১ | ৩৫.০০ | ৩৪.৯৭(১০০%) | ১০০% | ৮০.৩২ (৫৮%) | ৬৫% |
| ৩৫ | রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২২) [বিএডিসি] | ১৪০.৭৮ | ৩৫.০০ | ৩৪.৬৩ (৯৯%) | ১০০% | ৭৫.৭১ (৫৪%) | ৫৫% |
| ৩৬ | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) এর অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৮-জুন/২৩) [বিএডিসি] | ১৯৪.৮৪ | ৩৬.৪৭ | ৩৬.৪৬ (১০০%) | ১০০% | ৫৩.৮৫ (২৮%) | ৩০% |
| ৩৭ | সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন (অক্টোবর/১৮-জুন/২৩) [বিএডিসি] | ৮২.৬৩ | ১৩.১৬ | ১২.৪৮(৯৫%) | ১০০% | ১৯.৫৩ (২৪%) | ২৫% |
| ৩৮ | বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর/১৮-ডিসেম্বর/২২) [বিএডিসি] | ১৩৬.৭২ | ১৭.৬০ | ১৭.৫৮(১০০%) | ১০০% | ২৪.২৪ (১৮%) | ২০% |
| ৩৯ | কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি] | ৩২৫.৫৩ | ৯.৪২ | ৯.৪২(১০০%) | ১০০% | ৯.৪২(৩%) | ৫% |
| ৪০ | বৃহত্তর ফরিদপুর ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি] | ২০০.৫৯ | ১০.৮৩ | ১০.৮২(১০০%) | ১০০% | ১০.৮২(৫.৩৯%) | ৭% |
| ৪১ | পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি] | ৫৬০.৫৩ | ১৫.০০ | ১৫.০০(১০০%) | ১০০% | ১৫.০০(৩%) | ৫% |

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি | | জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| ৪২ | বিএডিসির বিদ্যমান বীজউৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল২০১৫-ডিসে. ২০১৯) [বিএডিসি] | ২৩১.৮৮ | ০.৪৭ | ০.৪৭(১০০%) | ১০০% | ২৩১.৭২(১০০%) | ১০০% |
| ৪৩ | ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০) (১ম সংশোধিত) [বিএডিসি] | ৩৮৩.৮১ | ৪৫.১৭ | ৪৪.৭৫ (৯৯%) | ১০০% | ৩০৩.৪৮(৯৭%) | ১০০% |
| ৪৪ | ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই,২০১৫-জুন, ২০২০) [বিএডিসি] | ১৫৪.৬৪ | ২৯.৮৯ | ২৯.৪৮(৯৯%) | ১০০% | ১৫৪.১৩(১০০%) | ১০০% |
| ৪৫ | বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২২) [বিএডিসি] | ১০৩.৫৭ | ২৫.৯০ | ২৫.৮২(১০০%) | ১০০% | ৫৯.০৭(৫৭%) | ৭৫% |
| ৪৬ | বিএডিসির সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণও-বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [বিএডিসি] | ৩৩.৬০ | ১০.২৫ | ১০.১৭ (৯৯%) | ১০০% | ১২.৬৭ (৩৮%) | ৪৩% |
| ৪৭ | প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদনে জোনের চুক্তিবদ্ধ, চাষি পুনর্বাসন এর বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিশীর্ষক প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮-ডিসেম্বর,২০২০) [বিএডিসি] | ১১.৩৪ | ৫.৭৬ | ৫.৭৬(১০০%) | ১০০% | ৭.২৪ (৬৪%) | ৬৫% |
| ৪৮ | বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৯-জুন২০২৪) [বিএডিসি] | ৩১১.০০ | ১১.০০ | ১০.৮৭ (৯৯%) | ১০০% | ১০.৮৭ (৩%) | ৫% |
| ৪৯ | মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি] | ৫৯৫.৯৬ | ২৫.০০ | ২৪.৯৯ (৯৯.৯৬%) | ১০০% | ২৪.৯৯ (৪%) | ৬% |

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি | | জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)-০২টি | | | | | | | |
| ৫০ | বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/১৮-জুন/২১) [ডিএএম] | ৪৯.৮৯ | ২.৪৫ | ২.৪২(৯৯%) | ৯৯% | ২.৬৮ (৫%) | ৪০% |
| ৫১ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই,২০১৯-জুন,২০২৪) [ডিএএম] | ১৬০.০০ | ২.৯৬ | ২.৯৬ (১০০%) | ৯৯% | ২.৯৬ (২%) | ৩০% |
| বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন উনস্টিটিউট (বিএআরআই)-০৮টি | | | | | | | |
| ৫২ | গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৫ - জুন, ২০২০) [বিএআরআই] | ২৩.৩৩ | ২.৭১ | ২.৭০ (৯৯%) | ৯৯% | ২১.৭৫(৯৩%) | ৯৩% |
| ৫৩ | বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন (এপ্রিল ২০১৬ - জুন ২০২১) [বিএআরআই] | ২৩.৬৪ | ২.৭৮ | ২.৭৮(১০০%) | ১০০% | ১৮.৫৯(৭৯%) | ৭৯% |
| ৫৪ | উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল গবেষণা এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার প্রকল্প (এপ্রিল ২০১৬ - জুন ২০২১) [বিএআরআই] | ৭০.৫৬ | ১০.৬৫ | ১০.৬৫ (১০০%) | ১০০% | ৫৪.২৫ (৭৭%) | ৭৭% |
| ৫৫ | ভাসমানবেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জন প্রিয়করণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২) [লিডএজেন্সি: বিএআরআই] | ৬৩.১৮ | ১১.৩৬ | ১১.৩৬ (১০০%) | - | ৩৩.০৫ (৫২%) | - |
| | বিএআরআইঅঙ্গ | ৩৬.৫২ | ৫.৫৪ | ৫.৫৪(১০০%) | ১০০% | ২০.১৫(৫৫%) | ৫৫% |
| | ডিএইঅঙ্গ | ২৬.৬৬ | ৫.৮২ | ৫.৮২(১০০%) | ১০০% | ১২.৯০(৪৮%) | ৪৯% |
| ৫৬ | বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জানুয়ারি,২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২১) [লিডএজেন্সি: বিএআরআই] | ২৯.৮৯ | ৭.৯১ | ৭.১৬ (৯১%) | - | ২০.৫৯ (৬৯%) | - |
| | বিএআরআইঅঙ্গ | ২০.৮৫ | ৫.২১ | ৪.৫১(৮৭%) | ৮৭% | ১৪.৭৭(৭১%) | ৭১% |
| | ডিএইঅঙ্গ | ৯.০৪ | ২.৭০ | ২.৬৫(৯৮%) | ৯৮% | ৫.৮২ (৬৪%) | ৬৬% |

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি | | জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| ৫৭ | বাংলাদেশে মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ (অক্টোবর, ২০১৭ - জুন, ২০২২) [বিএআরআই] | ৯৪.০০ | ২২.৭২ | ২২.৭২(১০০%) | ১০০% | ৪৪.২৭(৪৭%) | ৪৭% |
| ৫৮ | গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ -জুন, ২০২৩) [বিএআরআই] | ১৫৭.০০ | ১০১.০২ | ১০০.৬০(১০০%) | ১০০% | ১০১.৯০(৬৫%) | ৬৫% |
| ৫৯ | আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [বিএআরআই] | ৩৭.২৮ | ৪.৮৯ | ৩.৬৯ (৭৫%) | ৭৫% | ৪.১১ (১১%) | ১১% |
| বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই)-০২টি | | | | | | | |
| ৬০ | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ-প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০২০) [বিআরআরআই] | ২৪০.৮৫ | ৫০.০০ | ১.৯৯(১০০%) | ১০০% | ১.৯৯(৫%) | ৫% |
| ৬১ | যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৪) | ৪৪.০০ | ২.০০ | ১.৯৯ (১০০%) | ১০০% | ১.৯৯ (১০০%) | ৫% |
| বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)-০৩টি | | | | | | | |
| ৬২ | পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১০-জুন, ২০২১) [বিজেআরআই] | ১২৮.৫৪ | ৫.২০ | ৫.১০ (৯৮%) | ১০০% | ১১৯.৫৩(৯৩%) | ৯৮% |
| ৬৩ | বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) গবেষণা জোরদারকরণ (অক্টোবর, ২০১৭-জুন, ২০২১ [বিজেআরআই] | ২০.৭৯ | ১.৮৭ | ০.৮৯ (৪৭%) | ৫০% | ১১.৪৩(৫৫%) | ৫৭% |
| ৬৪ | জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্রস্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২১) [বিজেআরআই] | ৩২.৪৩ | ২.৫২ | ২.৫১ (১০০%) | ১০০% | ৬.৮১ (২১%) | ২৫% |

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি | | জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| **মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)-০১টি** | | | | | | | |
| ৬৫ | মৃত্তিকা গবেষণা ও গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (এসআরএসআ-রএফ) (জানুয়ারি, ২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২২) [এসআরডিআই] | ৬৩.০৮ | ১২.৫৯ | ১২.৫৬ (১০০%) | ১০০% | ২৭.৯৭ (৪৪%) | ৪৫% |
| **বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)-০১টি** | | | | | | | |
| ৬৬ | বিএসআরআই এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০) [বিএসআরআই] | ৭২.৬১ | ১৭.৩৩ | ১৭.২৬ (১০০%) | ১০০% | ৭০.৮০ (৯৮%) | ১০০% |
| **বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-০১টি** | | | | | | | |
| ৬৭ | বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০২০) [বারটান] | ৩৫৪.১৩ | ৫৩.০০ | ২৫.৭২ (৪৯%) | ৫৮% | ২৬২.২৬(৭৪%) | ৯৪% |
| **বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)-০৬টি** | | | | | | | |
| ৬৮ | বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্পসেচের ফসল উৎপাদন (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২১) [বিএমডিএ] | ৫৩.৪৮ | ২৪.০১ | ১৮.৫১ (৭৭%) | ৭৭% | ৪৭.৯৭ (৯০%) | ৯১% |
| ৬৯ | শস্য উৎপাদনে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০) [বিএমডিএ] | ১০.৪৬ | ০.৪৮ | ০.৪৮ (৯৯%) | ১০০% | ১০.৪৫ (১০০%) | ১০০% |
| ৭০ | রাজশাহী বিভাগের বাঘা, চার ঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূউপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮-ডিসেম্বর,২০২০) [বিএমডিএ] | ২৫.৬১ | ১৮.১০ | ১৭.৪০ (৯৬%) | ৯৭% | ২১.৬৫ (৮৫%) | ৯৭% |
| ৭১ | ভূউপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (অক্টোবর,২০১৯-ডিসেম্বর,২০২৪) [বিএমডিএ] | ১৭৫.৫৮ | ৩.০০ | ২.২৫ (৭৫%) | ৭৮% | ২.২৫ (১%) | ১% |
| ৭২ | পুকুর পুনঃখনন ও ভূউপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার প্রকল্প (জুলাই,২০১৯-ডিসেম্বর,২০২৩) [বিএমডিএ] | ১২৮.১৯ | ৩.০০ | ২.২৫ (৭৫%) | ৮৫% | ২.২৫ (২%) | ২% |
| ৭৩ | ভূউপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (অক্টোবর,২০১৯-ডিসেম্বর,২০২৪) [বিএমডিএ] | ২৫০.৫৭ | ৩.২০ | ২.২৬ (৭১%) | ৮১% | ২.২৬ (১%) | ১% |

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি | | জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| **কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)-০১টি** | | | | | | | |
| ৭৪ | কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২১) [এআইএস] | ৬৮.৭১ | ২০.০০ | ১৯.৯০ (১০০%) | ১০০% | ৩৪.৮০ (৫১%) | ৬৮% |
| **তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি)-০১টি** | | | | | | | |
| ৭৫ | সম্প্রসারিত তুলা চাষ (ফেজ-১) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৯) [সিডিবি] (মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত) | ১৪৩.৫০ | ৫.৯৬ | ৫.৭৬ (৯৭%) | ৯৮% | ৮৮.০৩ (৬১%) | ৮৫% |
| **জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)-০১টি** | | | | | | | |
| ৭৬ | জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ (অক্টোবর, ২০১৫- জুন, ২০২০) [নাটা] | ৫২.৮৮ | ১৩.৪৮ | ১১.৫৮ (৮৬%) | ৮৬% | ৪২.৫২ (৮০%) | ৮১% |
| **বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ)-০১টি** | | | | | | | |
| ৭৭ | বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [এসসিএ] | ৭৮.৩৮ | ৬.৩২ | ৫.১৮ (৮২%) | ৮০% | ৫.৬৬ (৭%) | ৩০% |
| **(খ) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প**<br>**তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি)-০১টি** | | | | | | | |
| ৭৮ | এনহেন্সিং ক্যাপাসিটি ইন কটনভ্যারাই-টিস ডেভলপমেন্ট (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২০) [সিডিবি] | ৮.৫৫ | ৩.৫০ | ০.১৯ (৫%) | ৫% | ০.১৯ (২%) | ২% |

২০১৯-২০ অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২০) এর হিসাব বিবরণী (পরিশিষ্ট-ক)

(হিসাব লক্ষ টাকা)

| ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ, ছাড় ও অগ্রগতি | | | | | | | | | | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্র: নঃ | কর্মসূচির নাম | মেয়াদকাল | কর্মসূচির মোট বরাদ্দ | বরাদ্দ | মোট ছাড়কৃত অর্থ | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%) | বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%) | ভৌত অগ্রগতি (%) | সর্বমোট ব্যয় | আর্থিক অগ্রগতি (%) | ভৌত অগ্রগতি (%) |
| ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| **বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন** | | | | | | | | | | | | |
| ১ | বান্দরবান জেলার সৌরশক্তি চালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফসল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ৯২৫.০০ | ৩৭৭.৩৪ | ৩৭৭.৩৪ | ৩৭৭.১৪ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৯১৪.১০ | ৯৮% | ১০০% |
| ২ | নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ৮৩৩.০০ | ৩৩৯.৫২ | ৩৩৯.৫২ | ৩৩৬.৭৯ | ৯৯% | ৯৯% | ১০০% | ৮২৮.৫৮ | ৯৯% | ১০০% |
| ৩ | যশোর জেলার ছিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ৭০৬.০০ | ২৪৭.০০ | ২৪৭.০০ | ২৩৬.২৬ | ৯৬% | ৯৬% | ১০০% | ৬৮৭.১০ | ৯৭% | ১০০% |
| ৪ | বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ৯৩৬.২১ | ২৩৮.৫৭ | ২৩৮.৫৭ | ২৩৬.৭০ | ৯৯% | ৯৯% | ১০০% | ৯২২.৩৪ | ৯৮% | ১০০% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ৮৭১.৬০ | ৩২৫.৪০ | ৩২৫.৪০ | ৩২৫.৪০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৮৭১.৬০ | ১০০% | ১০০% |
| ৬ | নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ৮৯১.০০ | ৩১০.৭০ | ৩১০.৭০ | ৩১০.৬৯ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৮৯০.৮৯ | ১০০% | ১০০% |
| ৭ | চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ৯৮৫.০০ | ৩৯৫.০০ | ৩৯৫.০০ | ৩৯০.২২ | ৯৯% | ৯৯% | ১০০% | ৯৭৬.২২ | ৯৯% | ১০০% |
| ৮ | পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলা ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ৪৮৬.০০ | ২৭০.৫০ | ২৭০.৫০ | ২৬৯.৩৮ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৪৮১.২৪ | ৯৯% | ১০০% |
| ৯ | সাম্প্রতিক বন্যায় (আগষ্ট/২০১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ৫০৩.০০ | ২১১.৫০ | ২১১.৫০ | ২১১.৫০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৪৮৫.০০ | ৯৯% | ১০০% |
| ১০ | শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি | জুলাই/১৯-জুন/২১ | ৬৫৫.২০ | ২৫২.৫০ | ২৫২.৫০ | ২৫২.৫০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ২৫২.৫০ | ৩৯% | ৫০% |
| ১১ | নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওড় ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহন সুবিধা প্রদান কর্মসূচি | জুলাই/১৯-জুন/২১ | ১৮৪.৫০ | ১০৬.০০ | ১০৬.০০ | ১০৬.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০৬.০০ | ৪৫% | ৫৫% |
| ১২ | মুন্সীগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই/১৯-জুন/২১ | ৫৩৮.৪২ | ২৮১.৯৬ | ২৮১.৯৬ | ২৮১.৯২ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ২৮১.৯২ | ৫২% | ৫২% |
| ১৩ | গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি | জুলাই/১৯-জুন/২১ | ৬৯২.৭৫ | ৩৫৬.৫০ | ৩৫৬.৫০ | ৩৫৬.৪৭ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৩৫৬.৪৭ | ৫১% | ৫১% |
| ১৪ | গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় সেচ কাজে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি | জুলাই/১৯-জুন/২১ | ৬২১.২৫ | ৪১৩.৫০ | ৪১৩.৫০ | ৪১৩.৪৪ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৪১৩.৪৪ | ৬৭% | ৬৮% |
| ১৫ | ভিয়েতনামি খাটো সিয়াম গ্রিন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন এবং কেরালার হাইব্রিড জাতের নারিকেল বাগান প্রদর্শনী স্থাপন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ৩১১.৭৬ | ১০৪.৯২ | ১০৪.৯২ | ১০৪.৯২ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৩০২.৩৬ | ৯৭% | ১০০% |
| **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর** | | | | | | | | | | | | |
| ১৬ | পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফলদ বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি আনয়ন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ২৪৫.০০ | ১১০.০০ | ১১০.০০ | ১১০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ২৪৪.৮৭ | ১০০% | ১০০% |
| ১৭ | পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফল বাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ১৮০.৬০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১৮০.৪৬ | ১০০% | ১০০% |
| ১৮ | কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ২৯৪.৫২ | ১২৬.৪৪ | ১২৬.৪৪ | ১২৬.৪৪ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ২৯৪.৫২ | ১০০% | ১০০% |
| ১৯ | মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই/১৭-জুন/২০ | ৭৫৩.৬৭ | ১২৭.৮৭ | ১২৭.৮৫ | ১২৭.৮৫ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৭৫৩.৬৫ | ১০০% | ১০০% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯ | মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৭৫৩.৬৭ | ১২৭.৮৭ | ১২৭.৮৫ | ১২৭.৮৫ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৭৫৩.৬৫ | ১০০% | ১০০% |
| ২০ | বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসলভিত্তিক শস্যবিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৩৪৩.৬৬ | ৮২.৮৮ | ৮২.৪৬ | ৮২.৪৬ | ১০০% | ৯৯% | ১০০% | ৩৩৩.১৬ | ৯৭% | ৯৭% |
| ২১ | কৃষি বাতায়নে কৃষক তথ্য সন্নিবেশ কর্মসূচি | জুলাই/১৮ -জুন/২০ | ৫২১.৫০ | ২৮০.০০ | ২৮০.০০ | ২৮০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৫২১.৫০ | ১০০% | ১০০% |
| ২২ | ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছের (অর্জুন, অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি | জুলাই/১৮ -জুন/২১ | ৩৫০.০০ | ১৭২.০০ | ১৭২.০০ | ১৭২.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১৯৩.০০ | ৫৫% | ৫৮% |
| ২৩ | নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৬৮০.৫০ | ৩২০.০০ | ৩২০.০০ | ৩২০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৬৮০.৫০ | ১০০% | ১০০% |
| বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট: | | | | | | | | | | | | |
| ২৪ | হাওড়, চর, দক্ষিণাঞ্চল ও বরেন্দ্র এলাকার উপযোগী ফসলের জাত ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং অভিযোজন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ হতে জুন/২০ | ৩৬০.০০ | ২৩৪.৬৯ | ১২৫.০০ | ১২৫.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৩৫৯.৬৮ | ১০০% | ১০০% |
| ২৫ | বিনার উপকেন্দ্রসমূহের গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি | জুলাই/১৯ -জুন/২১ | ২২৮.০০ | | ১২৬.৫০ | ১২২.৭৫ | ৯৭% | ৯৭% | ১০০% | ১২২.৭৫ | ৫৪% | ৬০% |
| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | | | | | | | | | | | | |
| ২৬ | খেসারি মাসকালাই ও ফেলনের জাত উন্নয়ন, বীজ উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৩১৪.০০ | ১১০.০০ | ১১০.০০ | ১১০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৩১৪.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ২৭ | কাঁচা কাঁঠালের ভেজিটেবল মিট প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৫৪৯.৩৯ | ১২৭.৯০ | ১২৭.৮৬ | ১২৭.৮৬ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৫৪৭.১০ | ১০০% | ১০০% |
| ২৮ | আমের স্থানীয় জাতের উন্নয়ন, উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বারি উদ্ভাবিত প্রতিশ্রুতিশীল জাতসমূহের মাতৃকলম উৎপাদন ও বিতরণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৫১৫.০০ | ২১০.০০ | ২১০.০০ | ২১০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৫১৫.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ২৯ | ফসল নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণে চার ফসলভিত্তিক ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন ও বিস্তার | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৩২০.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৩২০.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ৩০ | অপ্রচলিত তেল ফসলের (সয়াবিন, সূর্যমুখী এবং তিসি) গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৩১০.০০ | ১৪০.০০ | ১৪০.০০ | ১৪০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৩০৬.২৫ | ৯৯% | ১০০% |
| ৩১ | গোলমরিচ, কালিজিরা এবং জিরাসহ অন্যান্য অপ্রচলিত মসলা ফসলের গবেষণা জাত ও প্রযুক্তি উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৩৩২.৫০ | ৯০.৭৫ | ৯০.৭২ | ৯০.৭২ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৩৩২.৪৭ | ১০০% | ১০০% |
| ৩২ | পেঁয়াজের প্রজনন বীজ উৎপাদন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ১৬২.০০ | ৪৫.০০ | ৪৫.০০ | ৪৫.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১৬২.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ৩৩ | উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে সূর্যমূখী উৎপাদন ও বিস্তার এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর্মসূচি | জুলাই/১৮ -জুন/২১ | ১৩৪.৯৪ | ৬৬.৯০ | ৬৬.৮৮ | ৬৬.৮৮ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৮১.৮৮ | ৬১% | ৬৩% |
| ৩৪ | চীনাবাদামের উন্নত জাত ও আন্তঃফসল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে চরাঞ্চলের কৃষকদের পুষ্টি ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই/১৮ -জুন/২১ | ৯৬.৫০ | ৪১.৫০ | ৪১.৪৮ | ৪১.৪৮ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৫৬.৪৮ | ৫৯% | ৬০% |
| ৩৫ | বাংলাদেশে অর্কিড, ক্যাকটাস-সাকুলেন্ট ও বাল্ব-করম জাতীয় ফুলের জাত উন্নয়ন, উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ও মূল্য সংযোজন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিস্তার কর্মসূচি | জুলাই/১৮ -জুন/২১ | ৩৪৬.০০ | ১৫৬.০০ | ১৫৬.০০ | ১৫৬.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ২০১.০০ | ৫৮% | ৬০% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৬ | উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি | জুলাই/১৯ -জুন/২১ | ২৮২.০০ | ১৯৭.০০ | ১৯৭.০০ | ১৯৭.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১৯৭.০০ | ৬৯৮৬ % | ৭০% |
| ৩৭ | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব গবেষণাগার অ্যাক্রিডিটেডকরণ কর্মসূচি | জুলাই/১৯ -জুন/২০ | ৯২৭.৪৫ | ৯২৭.৪৫ | ৯২৭.৪৪ | ৯২৭.৪৪ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৯২৭.৪৪ | ১০০% | ১০০% |
| ৩৮ | কাঁচা আম প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৬৯.৬১ | ২৩.৯৮ | ২৩.৯৮ | ২৩.৯৮ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৬৯.৬১ | ১০০% | ১০০% |
| বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | | | | | | | | | | | |
| ৩৯ | পাহাড়ি অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ১৫৪.০০ | ৬৪.০০ | ৬৪.০০ | ৬৪.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১৫৪.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ৪০ | মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ১১০.০০ | ৩৮.০০ | ৩৮.০০ | ৩৮.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১১০.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ৪১ | ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশবান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৫৮০.২৫ | ৯৬.৬০ | ৯৬.৬০ | ৯৬.৬০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৫৮০.২৫ | ১০০% | ১০০% |
| ৪২ | ব্রির কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৩৮৬.৭ ০ | ১১৯.৩০ | ১১৯.৩০ | ১১৯.৩০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৩৮৬.৭০ | ১০০% | ১০০% |
| ৪৩ | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন | জুলাই/১৮ -জুন/২১ | ১০০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৭৫.০০ | ৭৫% | ৭৮% |
| ৪৪ | নতুন প্রজন্মের ধান (C4 Rice) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি | জুলাই/১৮ -জুন/২১ | ৫০৩.০০ | ৪৩৩.০০ | ৪৩৩.০০ | ৪৩৩.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৪৩৩.০০ | ৮৬% | ৯০% |
| বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট | | | | | | | | | | | |
| ৪৫ | পরিবর্তিত জলবায়ুতে দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণ | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ১০৩.৩০ | ২৯.১০ | ২৯.০৮ | ২৯.০৮ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১৮০.৭০ | ১০০% | ১০০% |
| ৪৬ | পরিবর্তিত জলবায়ুতে ইক্ষু ও সুগারবিটের ক্ষতিকারক পোকামাকড় সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও বিস্তার কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ১৮০.৭০ | ৬৬.৪০ | ৬৬.৪০ | ৬৬.৪০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১৮০.৭০ | ১০০% | ১০০% |
| কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | | | | | | | | | | | |
| ৪৭ | অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ১৩৭.০০ | ২০.৫০ | ২০.৫০ | ২০.৪৮ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১৩৬.৯৭ | ১০০% | ১০০% |
| ৪৮ | কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি | জুলাই/১৯ -জুন/২১ | ২২৫.০০ | ১১১.০০ | ১১১.০০ | ১১০.৪৭ | ১০০% | ১০০% | ৯০% | ১১০.৪৭ | ৪৯% | ৫০% |
| বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি | | | | | | | | | | | |
| ৪৯ | নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ৩৯০.৬৪ | ৪৩.২১ | ৪৩.২১ | ১৭.৫২ | ৪১% | ৪১% | ৪০% | ৩৬৮.৬৭ | ৯৪% | ৯৭% |
| জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) | | | | | | | | | | | |
| ৫০ | আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও নাটার খামার উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই/১৭- জুন/২০ | ১১২.৭৫ | ৭.৬০ | ৭.২০ | ৫.৬০ | ৭৮% | ৭৮% | ৯০% | ৮৬.৩৫ | ৭৭% | ৯০% |
| **বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)** | | | | | | | | | | | |
| ৫১ | বরেন্দ্র এলাকায় তালবীজ রোপণ কর্মসূচি | জুলাই/১৭ -জুন/২০ | ২৬০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ৭০.৩৫ | ৭০% | ৭০% | ৭৩% | ১৯০.৩৫ | ৮৭% | ৮৮% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | | | | | | | | | | | | |
| ৫২ | ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষারের (এমএসটিএল) মাধ্যমে সরেজমিনে কৃষকের মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার সুপারিশ কার্যক্রম জোরদারকরণ | জুলাই/১৮-জুন/২১ | ৪৮০.০০ | ২৭২.৮৬ | ২৭৭.৫০ | ২৭৭.৫০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| মোট ৫২টি কর্মসূচি | | | ৯৪৯৩.৩১ | ৯৪১০.৪৯ | ৯৯% | ৯৯% | | | | | | |
| মোট বিএডিসির বীজ সংক্রান্ত ০৭টি সাব কার্যক্রম সর্বমোট ৫২টি কর্মসূচি ও ৭টি সাব কার্যক্রম | | | ১৩০০০.০০ | ১৩০০০.০০ | ১৩০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | ২২৪৭২.৮৪ | ২২৪৯৩.৩১ | ২২৪১০.৪৯ | ১০০% | ১০০% | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |

## বিএডিসির বীজ সংক্রান্ত ৭টি সাব কার্যক্রমের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২০) এর হিসাব বিবরণী

| ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ, ছাড় ও অগ্রগতি | | | | | | | | | | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জীভূত অগ্রগতি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্র : নঃ | কর্মসূচির নাম | মেয়াদকাল | কর্মসূচির মোট বরাদ্দ | বরাদ্দ | মোট ছাড়কৃত অর্থ | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%) | বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%) | ভৌত অগ্রগতি (%) | সর্বমোট ব্যয় | আর্থিক অগ্রগতি (%) | ভৌত অগ্রগতি (%) |
| ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নত মানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম | জুলাই/১৯-জুন/২০ | | ৬৫০.০০ | ৬৫০.০০ | ৬৫০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| ২ | উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম | জুলাই/১৯-জুন/২০ | | ৮২৫০.০০ | ৮২৫০.০০ | ৮২৫০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| ৩ | বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম | জুলাই/১৯-জুন/২০ | | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| ৪ | এগ্রোসার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম | জুলাই/১৯-জুন/২০ | | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| ৫ | পাটবীজ কার্যক্রম | জুলাই/১৯-জুন/২০ | | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| ৬ | বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নত মানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্য: | জুলাই/১৯-জুন/২০ | | ১৭৫০.০০ | ১৭৫০.০০ | ১৭৫০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| ৭ | জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম | জুলাই/১৯-জুন/২০ | | ৫৫০.০০ | ৫৫০.০০ | ৫৫০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| মোট বিএডিসির বীজ সংক্রান্ত ০৭টি সাব কাযক্রম | | | | ১৩০০০.০০ | ১৩০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | | | | | |

২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের তালিকা

| নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ | সংস্থার নাম | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মোট | টাকা | টাকাংশ | |
| ১। | বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ-২য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪) | বিএডিসি | ৩১১০০.০০ | ৩১১০০.০০ | -- | |
| ২। | পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন ২০২৪) | | ৫৬০৫৩.০০ | ৫৬০৫৩.০০ | -- | |
| ৩। | কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত)। | | ৩২৫৫৩.০০ | ৩২৫৫৩.০০ | -- | |
| ৪। | বৃহত্তর ফরিদপুর- (ফরিদপুর-গোপালগঞ্জ-রাজবাড়ী-মাদারীপুর-শরীয়তপুর) সেচ এলাকা উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) | | ২০০৬০.০০ | ২০০৬০.০০ | -- | |
| ৫। | মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুলাই, ২০২৩) | | ৬৮৮২১.০০ | ৬৮৮২১.০০ | -- | |
| ৬। | ভূউপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ (জুলাই, ২০১৮হতেজুন, ২০২২) | বিএমডিএ | ১৭৫৫৮.০০ | ১৭৫৫৮.০০ | -- | |
| ৭. | পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহার (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪) | | ১২৮১৯.০০ | ১২৮১৯.০০ | -- | |
| ৮. | ভূউপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪) | | ২৫০৫৭.০০ | ২৫০৫৭.০০ | -- | |
| ৯. | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন ২০২৪) | ডিএএম | ১৬০০০.০০ | ১৬০০০.০০ | -- | |
| ১০. | সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট-২ (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪) | ডিএই | ১১৭০০.০০ | ৩৯০০.০০ | ৭৮০০.০০ | ডানিডা |
| ১১. | আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষিউন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন /২০২৪) | | ১৪৭০২.৮৫ | ১৪৭০২.৮৫ | -- | |
| ১২. | এনহ্যানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটনভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৪) | সিডিবি | ৮৫৫.০০ | ১৮৯.০০ | ৬৬৬.০০ | আইডিবি |
| ১৩. | যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৩) | ব্রি | ৪৪০০.০০ | ৪৪০০.০০ | -- | |

## ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিচালন খাতে বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটে সরকারি অংশে মোট বরাদ্দ ছিল ১২১২৩.০২ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এর পরিমাণ হয় ১১০৯১.৪২৬১ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৯৮১৩.৭৩৩৪ কোটি টাকা অর্থাৎ ব্যয়ের হার ৮৮.৪৮%। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ হিসেবে ভর্তুকি বাবদ ৮০০০.০০ কোটি টাকা ছিল ব্যয় হয়েছে ৭২০৭.৭৭৯৯ কোটি টাকা। পরিচালন বাজেটে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নে দেয়া হলোঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ | ২০১৯-২০ (অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়) | | |
|---|---|---|---|
| | সংশোধিত বাজেট | ৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয় | ব্যয়ের শতকরা হার |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ক. সচিবালয় | | | |
| ১. মোট সাধারণ কার্যক্রম | ২৯৪০.৩৬ | ১৩৭৬.৩৫ | ৪৬.৮১% |
| ২. বিশেষ কার্যক্রম | | | |
| কৃষি ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা | ৮০০০০০.০০ | ৭২০৭৭৭.৯৯ | ৯০.১০% |
| সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ | ৪৫১.৮২ | ২৭.৬৫ | ৬.১২% |
| কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা | ১৩১৪০.৪৫ | ১৩১৪০.৪৩ | ১০০% |
| কৃষি গবেষণা কর্মসূচি | - | - | - |
| পরীক্ষা ব্যয় ব্যবস্থাপনা | - | - | - |
| উন্নয়ন মেলা | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% |
| প্রদর্শনী এবং অ্যাডপশন | ৭৫০০.০০ | ৭৪৯৯.৮২ | ১০০% |
| কৃষি মেলা ও প্রদর্শনী | ৭৫০.০০ | ১২০.৭৬ | ১৬.১০% |
| আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা | ২৯২.৯০ | ২৩৪.২০ | ৭৯.৯৬% |
| মোট বিশেষ কার্যক্রম | ৮২২২৩৫.১৭ | ৭৪১৮০০.৮৫ | ৯০.২২% |
| ৩.সহায়তা কার্যক্রম | | | |
| খ.স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | | | |
| ১.বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন | ৪৮৯৫২.৪৬ | ৪৭৭৩৭.৮৫ | ৯৭.৫২% |
| ২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ২৫৬৮০.০৯ | ২৫৫৭৭.১৩ | ৯৯.৬০% |
| ৩. বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৩৪২৪.৬৫ | ৩৩৪৪.৬৪ | ৯৭.৬৬% |
| ৪. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৪৭৬৩.৫০ | ৪৭৫১.৮৬ | ৯৯.৭৬% |
| ৫. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল | ২৮৬০.০০ | ২৫৭৬.০০ | ৯০.০৭% |
| ৬. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১০২৩৫.৭৬ | ১০২৩৩.১৩ | ৯৯.৯৭% |
| ৭. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৪৫৭৪.০০ | ৪১৪৭.৬০ | ৯০.৬৮% |
| ৮. বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১৪৭৮.৭৪ | ১৪৬৫.২৩ | ৯৯.০৯% |
| ৯.বারটান | ১৭৯১.৭৫ | ৯৮৭.১৬ | ৫৫.০৯% |
| ১০. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা | - | - | - |
| মোট সহায়তা কার্যক্রম | ১০৩৭৬০.৯৫ | ১০০৮২০.৬০ | ৯৭.১৭% |
| সর্বমোট সচিবালয় | ৯২৮৯৩৬.৪৮ | ৮৪৩৯৯৭.৮০ | ৯০.৮৬% |
| গ.কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সাধারণ কার্যক্রম) | | | |
| ১. প্রধান কার্যালয় | ১০৫৫৪.৭৩ | ৭৫৬৬.১০ | ৭১.৬৮% |
| ২.অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়সমূহ | ১৯৩৩.৮৫ | ১৫৪৮.০৩ | ৮০.০৫% |
| ৩. উপপরিচালকের কার্যালয়সমূহ | ১১৭২৭.৯৪ | ৭৩৬৮.০৪ | ৬২.৮২% |

| বিবরণ | ২০১৯-২০ (অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়) | | |
|---|---|---|---|
| | সংশোধিত বাজেট | ৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয় | ব্যয়ের শতকরা হার |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ৪. উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়সমূহ | ১২১২৯৭.১৪ | ৯২১০১.৬৬ | ৭৫.৯৩% |
| ৫. মেট্রোপলিটন থানা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ | ১৭১৭.৮৫ | ১৪৬১.৭৮ | ৮৫.০৯% |
| ৬. হর্টিকালচার সেন্টারসমূহ | ৮০৭২.৫৬ | ৬৭৬৯.৭৯ | ৮৩.৮৬% |
| ৭. উদ্ভিদ সংগনিরোধক কেন্দ্রসমূহ | ১৩৭৪.৪৮ | ১০৯৮.৮৯ | ৭৯.৯৫% |
| ৮. কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সিটিটিউটসমূহ | ৫১৬৮.৫৭ | ৩৫৫৭.৫৯ | ৬৮.৮৩% |
| মোট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | ১৬১৮৪৭.১২ | ১২১৪৭১.৮৮ | ৭৫.০৫% |
| ঘ. বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (সাধারণ কার্যক্রম) | | | |
| ১. প্রধান কার্যালয় | ১৭৬০.৫৫ | ৯০৭.২০ | ৫১.৫৩% |
| ২. আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগারসমূহ | ৪১৫.৫২ | ৪৪২.৪৪ | ১০৬.৪৮% |
| ৩. জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসসমূহ | ১৬১৫.৩৭ | ১৪৫২.০৩ | ৮৯.৮৯% |
| মোট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি | ৩৭৯১.৪৪ | ২৮০১.৬৭ | ৭৩.৮৯% |
| ঙ. তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সাধারণ কার্যক্রম) | | | |
| ১. তুলা উন্নয়ন বোর্ড (প্রধান কার্যালয়) | ৫৪৭.৪০ | ৩৬৫.২০ | ৬৬.৭২% |
| ২. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ | ২৮৮.০৫ | ২৬৬.৩০ | ৯২.৪৫% |
| ৩. জোনাল কার্যালয় | ২৫৭০.৭৮ | ২৪২৪.৪৭ | ৯৪.৩১% |
| ৪. তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামারসমূহ | ১০৩৭.১০ | ১০২৭.০২ | ৯৯.০৩% |
| মোট তুলা উন্নয়ন বোর্ড | ৪৪৪৩.৩৩ | ৪০৮২.৯৯ | ৯১.৮৯% |
| চ. কৃষি তথ্য সার্ভিস | | | |
| ১.০ প্রধান কার্যালয় | ১৩১৩.৮৯ | ১১৪৬.২৭ | ৮৭.২৪% |
| ২. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ | ৬১১.১৫ | ৫১০.৫৫ | ৮৩.৫৪% |
| মোট কৃষি তথ্য সার্ভিস | ১৯২৫.০৪ | ১৬৫৬.৮২ | ৮৬.০৭% |
| ছ. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | | | |
| ১. প্রধান কার্যালয় | ৮১৫.২১ | ৬৭১.২১ | ৮২.৩৪% |
| ২. বিভাগীয় কৃষি বিপণন কার্যালয়সমূহ | ৪০২.২১ | ৩৮২.৯০ | ৯৫.২০% |
| ৩. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ | ১৬৫.৭২ | ১৬৩.৭৯ | ৯৮.৮৪% |
| ৪. জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহ | ১৩০২.৭১ | ১২৫৮.৫৬ | ৯৬.৬১% |
| ৫. উপজেলা মার্কেটিং অফিসসমূহ | ৩১.৮৪ | ৩০.০৬ | ৯৪.৪১% |
| ৬. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ | ১০৪.৭২ | ৮৮.২৮ | ৮৪.৩০% |
| মোট কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ২৮২২.৪১ | ২৫৯৪.৮০ | ৯১.৯৪% |
| জ. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | | | |
| ১. প্রধান কার্যালয় | ১৬১৬.৭৭ | ১৪৮৩.০৯ | ৯১.৭৩% |
| ২. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ | ৫৩১.৩৯ | ৫০৬.১৭ | ৯৫.২৫% |
| ৩. জেলা কার্যালয়সমূহ | ৮৬৪.১৭ | ৭৭২.৫৯ | ৮৯.৪০% |
| ৪. কেন্দ্রীয় গবেষণাগারসমূহ | ১৪৯.২৩ | ১৪২.২২ | ৯৫.৩০% |
| ৫. আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহ | ১২০৩.৪৯ | ১০৭৩.৮৪ | ৮৯.২৩% |
| মোট মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | ৪৩৬৫.০৫ | ৩৯৭৭.৯১ | ৯১.১৩% |
| ঝ. মোট জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) | ১০১১.৭৪ | ৭৮৯.৪৭ | ৭৮.০৩% |
| মোট দপ্তর | ১৮০২০৬.১৩ | ১৩৭৩৭৫.৫৪ | ৭৬.২৩% |
| সর্বমোট কৃষি মন্ত্রণালয় (নিজস্ব আয় ব্যতীত) | ১১০৯১৪২.৬১ | ৯৮১৩৭৩.৩৪ | ৮৮.৪৮% |

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি

২০১৯-২০ অর্থবছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ নিম্নরূপ–

| ক্র: নং | দপ্তর/সংস্থার নাম | পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের | বিবেচ্য বছরের উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা | মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা | মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তির সংখ্যা | অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ (৩+৪) | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ (৫-৮) |
| ১. | কৃষি মন্ত্রণালয় (সচিবালয় অংশ) | ৮ | ১২ | ২০ | ৪১৫.৮৫ | ২০ | ১ | ১৯ |
| ২. | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন | ৮৮১৬ | ৩১৯ | ৯১৩৫ | ৭০৯৫৯৯.৮৬ | ৮৯২৮ | ৫৭৬ | ৮৫৫৯ |
| ৩. | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | ৯১৫ | ১৬৯ | ১০৮৪ | ২৪৭.১৮ | ৮৩৯ | ১৮৪ | ৯০০ |
| ৪. | বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট | ২৯ | ২৪ | ৫৩ | ১৯২৩.৭৪ | ৫৩ | ৪ | ৪৯ |
| ৫. | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৩০ | ১৯ | ৪৯ | ২০২৪.০৮ | ৪৯ | ১১ | ৩৮ |
| ৬. | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১৬ | ২১ | ৩৭ | ৬৫৭৮.৭৩ | ৩৭ | ১২ | ২৫ |
| ৭. | বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৩৯ | ১০ | ৪৯ | ১০৯৮.৮৩ | ২৫ | ০০ | ৪৯ |
| ৮. | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১৭ | ০৮ | ২৫ | ৭৬১.৮৪ | ২৫ | ০১ | ২৪ |
| ৯. | মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | ২৪ | ১২ | ৩৬ | ১৭২৯.৭১ | ৩৬ | ০০ | ৩৬ |
| ১০. | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল | ১৫ | ০৪ | ১৯ | ৭৫.৭৩ | ১৯ | ৭ | ১২ |
| ১১. | তুলা উন্নয়ন বোর্ড | ১৪ | ০ | ১৪ | ৮৭৫.০৪ | ১৪ | ০০ | ১৪ |
| ১২. | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ০৮ | ৩২ | ৪০ | ৫০৩.৯৮ | ৪০ | ৮ | ৩২ |
| ১৩. | কৃষি তথ্য সার্ভিস | ২০ | ০ | ২০ | ৭৭২.৬৯ | ২০ | ০ | ২০ |
| ১৪. | বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি | ২০ | ১২ | ৩২ | ১০৭.৮৫ | ৩২ | ১ | ৩১ |
| ১৫. | বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | ১৯৭ | ৫৯ | ২৫৬ | ৩০০৭.২৫ | ২৫৬ | ২১ | ২৩৫ |
| ১৬. | বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) | ৩২ | ৭ | ৩৯ | ৬৫.৯৬ | ২৫ | ৭ | ৩২ |
| ১৭. | হর্টেক্স ফাউন্ডেশন | ৩ | ০ | ৩ | ৩.৫৯ | ৩ | ০ | ৩ |
| ১৮. | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট | ২৯ | ৭ | ৩৬ | ১১৫৬.৬২ | ৩২ | ১২ | ২৪ |
| ১৯. | জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) | ১ | ১০ | ১১ | ১৬১.৮১৪৯ | ১১ | ০ | ১১ |
| | মোট | ১০২৩৩ | ৭২৫ | ১০৯৫৮ | ৭৩১১১০.৩৪৪৯ | ১০৪৬৩ | ৮৪৫ | ১০১১৩ |

২০১৯-২০ অর্থবছরের ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্য

| ক্র : নং | সারের নাম | উৎপাদন (লক্ষ মে.টন) | আমদানি (লক্ষ মে.টন) | বিক্রয়/ব্যবহার (লক্ষ মে.টন) | সমাপনী মজুদ (লক্ষ মে.টন) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ইউরিয়া | ৭.৯৬ | ১৬.৯৯ | ২৫.১০ | ৯.৮১ |
| ২ | টিএসপি | ১.০৪ | ৫.৬৬ | ৬.৯১ | ২.১০ |
| ৩ | ডিএপি | ০.৭৬ | ৮.১৩ | ৯.৬২ | ২.১১ |
| ৪ | এমওপি | - | ৭.৮৯ | ৭.১৬ | ৩.৪৫ |

## প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

### কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কার্যক্রম

| অর্থবছর | প্রণোদনা/পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ | অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা) | জেলার সংখ্যা | উপকারভোগী কৃষক সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৯-২০ | চলতি খরিপ-২/২০১৯-২০ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার সরবরাহ করার জন্য সরকারি বরাদ্দ। | ৩৩৮.০০০০ | ৩১ | ৪০,০০০ |
| | চলতি রোপা আমন/২০১৯-২০ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভাসমান বীজতলা তৈরি, নাবী জাতের রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন ও বিতরণ এবং গাইঞ্জা বীজ বিতরণের নিমিত্ত সরকারি বরাদ্দ। | ৮৮.৪২২৫০ | ৩৭ | ৬২০০ |
| | চলতি রোপা আমন/২০১৯-২০ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন ও বিতরণের জন্য সরকারি বরাদ্দ। | ২১২.২৬৫০০ | ১০ | ৩২,১২১ |
| | ২০১৯-২০ অর্থবছরে রবি/২০১৯-২০ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালীনমুগ, পেঁয়াজ ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ ও গ্রীষ্মকালীন তিল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১ (এক) বিঘা জমির জন্য বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ বাবদ ৮০৭৩.৯১৮০০ (৮০ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৮ শত টাকা) লক্ষ টাকার প্রণোদনা কার্যক্রমের অর্থ ছাড়/বরাদ্দ। | ৮০৭৩.৯১৮০০ | ৬৪ | ৬৮৬৭০০ |
| | ২০১৯-২০ অর্থবছরে রবি/২০১৯-২০ মৌসুমে ভুট্টা, শীতকালীন/ গ্রীষ্মকালীন মুগ ও বসতবাড়ী বাতার আশেপাশে শাকসবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার (ডিএপি ও এমওপি) সরবরাহ করার জন্য কৃষি পুনর্বাসনের অর্থ ছাড়/বরাদ্দ। | ১১৪০.৪৫০ | ১৬ | ৭০,৫০০ |
| | ২০১৯-২০ অর্থবছরে খরিপ-১/২০২০-২১ উফশী আউশ ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির অর্থ ছাড়/বরাদ্দ। | ২৩৪৬.৯৩৬৫০ | ৬৪ | ২৭৫৬৬৯ |
| | ২০১৯-২০ অর্থবছরের খরিপ-১/২০২০-২১ আউশ (২য় পর্যায়) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজবিতরণ জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির অর্থ ছাড়/বরাদ্দ। | ৯২৮.৭৫২৫০ | ৬৪ | ১০৯২৬৫ |
| | মোট= | ১৩১২৮.৭৪৪৫ | | ১২,২০৪৫৫ |

### ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য মেলা/দিবস

১৬-১৮ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালনের পাশাপাশি আ. কা. মু গিয়াস উদ্দিন মিল্কী অডিটোরিয়ামে জাতীয় খাদ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়;
০৩-০৫ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে জাতীয় সবজি মেলা অনুষ্ঠিত হয়;
১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল চত্বরে জাতীয় মৌ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

### প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালা

- বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৯
- কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (AIP) নীতিমালা-২০১৯
- বীজ বিধিমালা-২০২০
- জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০

**বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়নের চলমান কার্যক্রম**

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-২০২০
- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা
- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গেজেটেড (ক্যাডার) কর্মকর্তাদের নিয়োগ বিধিমালা-২০২০
- কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২০
- বাংলাদেশ GAP নীতিমালা-২০২০
- বালাইনাশক বিধিমালা-২০২০
- সার ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২০

**২০১৯-২০ অর্থবছরে নীতি সংশ্লিষ্ট সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম**

- হাওড় অঞ্চলে কৃষি বীমা চালুকরণের বিষয়ে পর্যালোচনা ব্রিফ প্রণয়ন।
- বায়োসেফটি বিষয়ে ২০টি প্রতিবেদন বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- গোল্ডেন রাইস, জিংক সমৃদ্ধ রাইচ, বিটি বেগুন প্রভৃতি বায়োটেক বিষয়ে জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠান/অনুমোদন/প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চলমান।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত নীতিমালার উপর মতামত প্রদান।
- বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২৩৬টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ।
- বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৭ এর মূল বাংলা পাঠের ইংরেজি অনূদিত খসড়াটি নিরীক্ষার জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন-২০১২ এর মূল বাংলা পাঠের ইংরেজি অনূদিত খসড়াটি নিরীক্ষার জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ।
- 'পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি নীতি কৌশল' সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলমান।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন : ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়।
- ২০২০-২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত : ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ এর বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ প্রণয়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও মতামত প্রদানসহ তৈরিকৃত প্রতিবেদন অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

**অন্যান্য কার্যক্রম**

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ২৩২৫টি পদ সৃজন।
- Bangladesh Civil Service (Agriculture) Composition and Cadre Rules, ১৯৮০ এর সংশ্লিষ্ট তফসিলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নবসৃষ্ট ৭৮টি ১ম শ্রেণির পদ অন্তর্ভুক্তকরণ।
- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ১০০টি ক্যাডার পদসহ মোট ২৯৩টি পদ সৃষ্টি। জেলা কার্যালয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জন্য নতুন পদ সৃজন।
- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) এর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতে পদসৃজন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএম) এর সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন ও রাজস্ব খাতে পদসৃজন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের জন্য ৬৪টি গাড়িচালকের পদ সৃষ্টি।
- ৬৪টি ডাবল কেবিন পিকআপ টিওএন্ডইভুক্তকরণের নিমিত্ত জি.ও জারি করা হয়েছে।
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৩৭টি ক্যাডারসহ মোট ৭৫টি পদের বেতন স্কেল ভেটিং।

**কৃষক পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত চাল রপ্তানি সংক্রান্ত**

- কৃষক পর্যায়ে ধান-চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান সংগ্রহ/প্রক্রিয়াকরণ, মিলারদের মাধ্যমে ক্রাশিং ও সংরক্ষণ এবং চাল রপ্তানির বিষয়ে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য খাদ্য এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

### ডেল্টা প্ল্যান-২১০০

- ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি সম্পর্কিত বিষয়ে অবহিত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থা নিয়ে সভা আহ্বান করা হয় এবং ২০৩০ সালের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০টি প্রকল্প চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

### সরকার কর্তৃক ধান/চাল সংগ্রহ অভিযানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা

- সরকার কর্তৃক ধান/চাল সংগ্রহ অভিযানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমন মৌসুম ২০১৯ এ কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

### বীজ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- সারাদেশে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত ২,৩২৬ জন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বীজ ডিলার হিসাবে নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়।
- উচ্চফলনশীল ধানের (বাউ ধান-৩, ব্রি ধান-৯৩, ব্রি ধান-৯৪, ব্রি ধান-৯৫, ব্রি ধান-৯৬, বিনা ধান-২৩, বিনা ধান-২৪) ৭টি জাত ছাড়করণ করা হয়।
- হাইব্রিড ধানের ১৮টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- হাইব্রিড ভুট্টার ৮৫টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- আলুর ২৪টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- বিভিন্ন শাকসবজির ৬০০টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- ডাল ও তেল ফসলের ৯টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- ফলমূলের ৩৫টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- আঁশজাতীয় ফসলের ৫টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- মিষ্টি আলুর ৫টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- ফুলের ৫টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- বীজ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন, মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়।
- বীজ আইন, ২০১৮ এর ধারা ২৪,২৫ ও ২৬ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯এ তফসিলভুক্ত করা হয়।
- হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন নির্দেশিকা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়।

### তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় এ আইনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে মন্ত্রণালয়ে ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সচিবালয়ে ৫২ (বায়ান্ন) জন ব্যক্তি তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তন্মধ্যে ৪৮ (আটচল্লিশ) জনকে তথ্য প্রদান করা হয়। ০৪ (চার) জনকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পত্র দেয়া হলেও তারা তথ্য সংগ্রহ করেননি।

### ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত

মন্ত্রণালয়ের এবং দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও ফরম্যাট অনুসারে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার উপকমিটি এবং দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত নৈতিকতা কমিটি জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। একইভাবে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ৩৭টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৩৭টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরেরের (জুলাই/১৯-জুন/২০) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা, শুদ্ধাচার উপকমিটি ও নৈতিকতা কমিটি এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন।

### অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনলাইনে মোট ১২টি অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উক্ত সময়ে সরাসরি (প্রচলিত পদ্ধতিতে) কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

### ইনোভেশন উদ্যোগ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা উদ্ভাবিত ইনোভেশন উদ্যোগসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত উদ্যোগসমূহ বাছাই করে দেশব্যাপী ব্যবহার করা হচ্ছে। এ উদ্যোগসমূহ হচ্ছেঃ

-কৃষকের জানালা;

-কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা;

-বালাইনাশক নির্দেশিকা।

- বীজতুলা বিক্রয়ে ই-সেবা;

- পোকা দমনে পরিবেশবান্ধব ইয়েলো স্টিকি কার্ডের ব্যবহার;

- নগর কৃষি;

- ডিজিটাল কৃষি ক্যালেন্ডার।

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে 'ফসলের বীজ রপ্তানির আবেদন' শীর্ষক ইনোভেশনটি সরকারের একসেবা প্লাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল করা হয়েছে। ফলে সেবা গ্রহীতাগণ সহজেই ঘরে বসে বীজ রপ্তানির আবেদনের কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন। তাছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয় হতে নন-ইউরিয়া সারের বরাদ্দ প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ করা হয়েছে।

**মুজিব শতবর্ষ পালন সংক্রান্ত**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের নিমিত্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ১ম প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন কর্মসূচি/কার্যক্রম গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিল সকল ইউনিয়নে বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসব আয়োজন, ফসল কর্তন উৎসব, সেবা সপ্তাহ পালন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষি ভাবনা বিষয়ক সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন, জাতীয় শোক দিবস পালন, বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক বাণী সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ, আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন, কৃষি অলিম্পিয়াড আয়োজন, সুভ্যেনির প্রকাশ, প্রতিটি ইউনিয়নে পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন ইত্যাদি। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ১৪টি কৃষি অঞ্চলের ১৪টি ইউনিয়নে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে সীমিত পরিসরে বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক ৭১টি বাণী সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কৃষি তথ্য সার্ভিস হতে 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কৃষি' শীর্ষক ১৮ মিনিটের তথ্য বহুল ডকুমেন্টারী প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত তা প্রচার করা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও ফসল কর্তন উৎসব পালিত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, সচিব মহোদয়সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সকল উৎসবে উপস্থিত থেকে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেছেন। ইউনিয়ন কৃষি উৎসব মনিটরিং করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

**আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য অর্জন**

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি, সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা এর মধ্যে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) এর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষি বিজ্ঞানীদের সক্ষমতা অর্জন/মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকর্তাগণকে বিদেশ প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় যোগদানের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়।
- ০৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ ভারতের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে Joint Agricultural Working Group (JAWG) এর ১ম সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কাতার, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, নেপাল, ইথিওপিয়া, ভুটান, চায়না, জাপান, রাশিয়া, সৌদি আরব, তুরস্ক, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Foreign Office Consultation (FOC)/Joint Commission সভায় যোগদান করা হয়। উক্ত সভাসমূহে কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা, কৃষির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ প্রভৃতি সহযোগিতামূলক আলোচনা হয় এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) ও CIRDAP এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ও Save the Children, Bangladesh এর সাথে কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
- বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কম্বোডিয়া, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, হাঙ্গেরি, ভিয়েতনাম জাপান, রাশিয়া, সৌদি আরব, তুরস্ক, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক ইনপুটস, প্রস্তাবনা, মতামত যথারীতি প্রেরণ করা হয়।
- বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া সমঝোতা স্মারক (MoU) এর আলোকে কম্বোডিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, কমিটি গঠন ও নীতিমালার চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলমান।

**২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত**

মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করা হয়ে থাকে। ১৩ জুলাই ২০১৯ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ছাড়া ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যে ২২টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৬২টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। এ ছাড়া চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে ১৯টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৩৪টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের (জুলাই/১৯-জুন/২০) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এপিএ প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা এপিএ টিম ও বিশেষজ্ঞ পুল এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন। ফলশ্রুতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়কে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করায় স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

## কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ীতে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শনে কৃষি সচিবসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

মিঠাপুকুর, রংপুরে মাননীয় কৃষি সচিব কর্তৃক গম প্রদর্শনী পরিদর্শন

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই-এর মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রম ২০১৯-২০ বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও কৃষি সচিব

ভর্তুকি মূল্যে কৃষকের মাঝে কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার হস্তান্তর করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

## কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

মানিক মিয়া এভিনিউ'র সেচ ভবন চত্বরে নিরাপদ সবজি বিপণনের জন্য কৃষকের বাজার উদ্বোধন

কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবসে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

করোনাকালে হাওড় অঞ্চলে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করতে ফসলের মাঠে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

এনএটিপি ফেজ-২ এর ম্যাচিং গ্র্যান্টের আওতায় কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্র বিতরণ

করোনাকালীন ধান কাটা শ্রমিকদের মাঝে সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণ

## কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে খাদ্য মেলা-২০১৯

জাতীয় সবজি মেলা-২০২০

জাতীয় মৌ মেলা-২০২০

পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত মেলায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

এফএও (FAO) রিজিওনাল কনফারেন্স-২০২০

বাংলাদেশ-কানাডার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

## কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও কৃষি সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গাজীপুরস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধন

মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা

জুমপ্লাটফর্ম ব্যবহার করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

# কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

# কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

www.dae.gov.bd

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাপ্তি অর্ধ শতাব্দীর মতো হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারের কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ কৃষি কলেজ থেকে পাস করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়, পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসলভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকাণ্ড মাঠপর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ(ইএন্ডএম), ডিএ(জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত 'প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শণ (টিএন্ডভি)' পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করছে। পরিকল্পিত এবং অংশীদারীত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইপি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

**রূপকল্প (Vision)**

ফসলের টেকসই ও লাভজনক কৃষি।

**অভিলক্ষ্য (Mission)**

শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

**কৌশলগত উদ্দেশ্য**

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. কৃষিজ উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
৩. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
৪. কৃষিপণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৫. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন।

**আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য**

১. কার্য পদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৪. দক্ষতার ও নৈতিকতার উন্নয়ন; এবং
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

**কার্যাবলি**

- কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষি উপকরণের (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবং কীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির মাননিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈবসারের (কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, সবুজসার) উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;

- পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূউপরিস্থ পানির (Surface Water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ;
- কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন ও নিরাপদ উৎপাদনক্ষম কৃষির জন্য IPM/ICM দল গঠন;
- কৃষি উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
- উদ্যান ফসল সম্প্রসারণে ফল ও সবজির চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরণ, উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণে মাননিয়ন্ত্রণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে যে বিরূপ প্রভাব তা মোকাবিলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ও ঘাতসহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ, কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান, দুর্যোগ মোকাবেলা ও কৃষি পুনর্বাসন;
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি বিতরণ।

**খ) জনবল**

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন মহাপরিচালক। দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি ব্লক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত রয়েছে। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টার ও একটি মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট রয়েছে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬,০৪২। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ১৫৯ জন কর্মকর্তা পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছে। নিম্নে গ্রেড অনুযায়ী ছকে প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিবরণ প্রদান করা হলো।

জনবল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য

| ক্র. নং | গ্রেড নং | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১. | গ্রেড ১ | ১ | ০ | ১ |
| ২. | গ্রেড ২ | ৮ | ৮ | ০ |
| ৩. | গ্রেড ৩ | ৪৫ | ৪৪ | ১ |
| ৪. | গ্রেড ৪ | - | - | - |
| ৫. | গ্রেড ৫ | ৩১২ | ৩০৮ | ৪ |
| ৬. | গ্রেড ৬ | ১২৫৩ | ৭০২ | ৫৫১ |
| ৭. | গ্রেড ৭ | - | - | - |
| ৮. | গ্রেড ৮ | - | - | - |
| ৯. | গ্রেড ৯ | ১২৯৮ | ৮০৮ | ৪৯০ |
| ১০. | গ্রেড ১০ | ১৫৪৪২ | ১১৬৯২ | ৩৭৫০ |
| ১১. | গ্রেড ১১ | ৬ | ৫ | ১ |
| ১২. | গ্রেড ১২ | ৬ | ৬ | ০ |
| ১৩. | গ্রেড ১৩ | ৩৪৩ | ৬৪ | ২৭৯ |
| ১৪. | গ্রেড ১৪ | ৮৩০ | ৫৬৫ | ২৬৫ |
| ১৫. | গ্রেড ১৫ | ১ | ১ | ০ |
| ১৬. | গ্রেড ১৬ | ১৯২০ | ৯৮০ | ৯৪০ |
| ১৭. | গ্রেড ১৭ | ১৯ | ১৮ | ১ |
| ১৮. | গ্রেড ১৮ | ৫০২ | ২৫৭ | ২৪৫ |
| ১৯. | গ্রেড ১৯ | ১৯ | ১৮ | ১ |
| ২০. | গ্রেড ২০ | ৩৭১১ | ২৭৭৬ | ৯৪৫ |
| ২১. | আউট সোর্সিং | ৩২৮ | ০ | ৩২৮ |
| | মোট | ২৬০৪২ | ১৮২৪০ | ৭৮০২ |

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে ৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ৪ বছরমেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৮টি সরকারি এটিআই ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৯২২ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের তথ্য প্রদান করা হলো :

**প্রশিক্ষণ**

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ৪৩৮৬ | - | ৪২০ | - | ৪৮০৬ |
| ২. | গ্রেড ১০ | ১৭৫২০ | - | - | - | ১৭৫২০ |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | ৫৩৯ | - | ৮৪০ | - | ১৩৭৯ |
| | মোট | ২২৪৪৫ | - | ১২৬০ | | ২৩৭০৫ |

**বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট**

| ক্র. নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ৩ | ২ | ৮৩ | ৮৮ |
| ২. | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| | মোট | ৩ | ২ | ৮৩ | ৮৮ |

**প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম**

**খাদ্যশস্য উৎপাদন**

| ক্র. নং | ফসলের নাম | ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন) | ২০১৯-২০ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন) |
|---|---|---|---|
| ১. | ক) আউশ | ২৯.৩০ | ৩০.১২ |
| | খ) আমন | ১৫৩.৫৮০ | ১৫৫.০২ |
| | গ) বোরো | ২০৪.৩৬০ | ২০১.৮১৪ |
| | মোট চাল | ৩৮৭.২৪২ | ৩৮৬.৯৫ |
| ২. | গম | ১২.৪৫০ | ১২.৪৫৮ |
| ৩. | ভুট্টা | ৫২.০৭৬ | ৫৪.০২৫ |
| ৪. | আলু | ১০৮.০০ | ১০৯.১৭৯ |
| ৫. | মিষ্টিআলু | ৭.৪৬০ | ৭.০১৯ |
| ৬. | পাট (লক্ষ বেল) | ৮০.০৮২ | ৬৮.১৮৮ |
| ৭. | সবজি | ১৭৪.৭৪৪ | ১৮৪.৪৭ |
| ৮. | সরিষা | ৮.৩৫৮ | ৭.৫০৮ |
| ৯. | চীনাবাদাম | ১.৭৫১ | ১.৬৯৯ |
| ১০. | তিসি | ০.০২৪ | ০.০২৪ |
| ১১. | তিল | ০.৯৬০ | ০.৭৮৬ |
| ১২. | সয়াবিন | ১.৬৫৩ | ১.৪৬৯ |
| ১৩. | সূর্যমুখী | ০.০৪৬ | ০.০৫৭ |
| | মোট তেল | ১২.৭৯২ | ১১.৫৪৩ |

| ক্র. নং | ফসল | ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন) | ২০১৯-২০ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন) |
|---|---|---|---|
| ১৪. | মসুর | ২.৮৬৫ | ২.৬০৪ |
| ১৫. | ছোলা | ০.০৬৮ | ০.০৪৫ |
| ১৬. | মুগ | ২.৯০৩ | ৩.৩৬৭ |
| ১৭. | মাসকলাই | ০.৪৪৭ | ০.৬৯০ |
| ১৮. | খেসারি | ৩.০৮১ | ৩.১৪৯ |
| ১৯. | মটর | ০.১৫০ | ০.২০৫ |
| ২০. | অড়হর | ০.০০৬ | ০.০০৫৫ |
| ২১. | ফেলন | ০.৬২০ | ০.৫৭৯ |
| | মোট ডাল | ১০.১৪০ | ১০.৬৪৫ |
| ২২. | পেঁয়াজ | ২৩.৮১০ | ২৫.৬০৮ |
| ২৩. | রসুন | ৬.৯২০ | ৭.০০৬ |
| ২৪. | ধনিয়া | ০.৫৮০ | ০.৬০১ |
| ২৫. | মরিচ | ৪.০৫০ | ৩.৪৫৪ |
| ২৬. | আদা | ২.৩৪৪ | ১.৭৩ |
| ২৭. | হলুদ | ১.৬৮৮ | ১.৭৪৪ |
| ২৮. | কালিজিরা | ০.১৪০ | ০.১৩৯৩ |
| | মোট মসলা | ৩৯.৫৩২ | ৪০.২৮০ |

*পাটের উৎপাদন লক্ষ বেল।*

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল- ৩৮৬.৯৫+গম- ১২.৪৫৮+ভুট্টা- ৫৪.০২৫) উৎপাদন হয়েছে ৪৫৩.৪৩৩ লক্ষ মে.টন, ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ১০.৬৪৫ লক্ষ মে.টন, তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ১১.৫৪৩ লক্ষ মে.টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ১০৯.১৭৯ লক্ষ মে.টন, মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ৪০.২৮০ লক্ষ মে.টন এবং পাট উৎপাদন হয়েছে ৬৮.১৮৮ লক্ষ বেল।

**খ) প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম**

- রোপা আমন/২০১৯-২০ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আপৎকালীন সময়ের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ভাসমান বীজতলা তৈরি, নাবী জাতের রোপা আমন চারা উৎপাদন ও বিতরণ এবং গাইঞ্জা ধান বীজ বিতরণের নিমিত্ত বাংলাদেশের ৩৭টি জেলার ৬২০০ জন উপকারভোগী কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৮৮ লক্ষ ৪২ হাজার ২৫০ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি
- রোপা আমন/২০১৯-২০ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আপদকালীন সময়ের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে কৃষকের জমিতে কমিউনিটিভিত্তিক রোপা আমন চারা উৎপাদন ও বিতরণ নিমিত্ত বাংলাদেশের ১০টি জেলায় ৩২,১২১ জন কৃষকের মাঝে সর্বমোট ২ কোটি ১২ লক্ষ ২৬ হাজার ৫০০ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- খরিপ-১/২০১৯-২০ মৌসুমে মাসকলাই আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্তে বাংলাদেশের ৩১টি জেলায় ৪০,০০০ জন কৃষকের মাঝে ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্ত ৭০৫০০ জন কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বাবদ ১৬টি জেলায় ১১৪০.৪৫ লক্ষ টাকা কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছ।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে রবি/২০১৯-২০ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম, পেঁয়াজ ও পরবর্তী খরিফ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ ও গ্রীষ্মকালীন তিল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ, সার সরবরাহ ও নগদ অনুদান সহায়তা প্রদানের জন্য ৫৬টি জেলার ৬৮৬৭০০ জন কৃষকের মাঝে ৮০ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৮ শত টাকা কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে খরিফ-১ মৌসুমে/২০২০-২১ উফশী আউশ ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ, সার বিতরণের জন্য ৬৪টি জেলার ২৭৫৬৬৯ জন কৃষকের মাঝে ২৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬ শত ৫০ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ২০১৯-২০ অর্থবছরে খরিফ-১/২০২০-২১ মৌসুমে উফশী আউশ (২য় পর্যায়) আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের জন্য ৯ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৫০ টাকার প্রণোদনা কর্মসূচি।

- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে ২০১৯-২০ অর্থবছরে খরিফ-১/২০২০-২১ মৌসুমে উফশি আউশ (বীজ সহায়তা) আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রণোদনার আওতায় (বিনামূল্যে বীজ বিতরণ) ৫৩টি জেলায় ৮২৪০০ জন কৃষককে ২,৬৩,৬৮,০০০ টাকা প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে খরিফ-১/২০২০-২১ মৌসুমে পারিবারিক কৃষির আওতায় সবজি-পুষ্টি বাগান স্থাপনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ/চারা ও সার সরবরাহ সহায়তা বাবদ ৬৪টি জেলার ১৪১৭৯২ জন কৃষকের মাঝে ৩৭,৩৬,২১,৯২০ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।

### রাজস্ব খাতে প্রদর্শনী

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি দ্রুত মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৭৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৭০ টাকা ব্যয়ে ৭৭২৬০টি বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী, ৮১৬৭৮০ জন কৃষককে ফলোআপ বীজ সহায়তা প্রদান, ৭৭২৬০ জন প্রদর্শনী কৃষক, ৭৭২৬০টি মাঠদিবস বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- রবি শস্যের উৎপাদনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে জনপ্রিয় ও নতুন জাতের শীতকালীন ভুট্টা প্রদর্শনী-৮২৪০টি, বিভিন্ন জাতের গম প্রদর্শনী- ৩৫১০টি, সরিষা প্রদর্শনী- ১২৬০০টি, বার্লি প্রদর্শনী- ৪০টি, চীনাবাদাম প্রদর্শনী- ১২০০টি, পেঁয়াজ প্রদর্শনী- ২৮৪০টি, রসুন প্রদর্শনী- ১০টি, বিটি বেগুন প্রদর্শনী- ৩৯০০টি, আলু প্রদর্শনী- ৩০টি, মিষ্টিআলু প্রদর্শনী- ২০টি, কালিজিরা প্রদর্শনী- ৩০টি এবং সয়াবিন প্রদর্শনী- ৩০০টি স্থাপন করা হয়েছে।

### বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী স্থাপনঃ

- জনপ্রিয় জাত দ্বারা স্থাপিত প্রদর্শনী ২.৫ লক্ষটি।
- নতুন উদ্ভাবিত জাত দ্বারা প্রদর্শনী ৮৮৫০০টি।

### সারজাতীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদারকরণ

- বিগত জুন/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত 'সার আমদানি ও বাজারজাতকরণ' নিবন্ধন ৩১৩টি, 'সার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' নিবন্ধন ৪টি, 'সার সংরক্ষণ, বিতরণ/বিপণন নিবন্ধন' ২৪টি প্রদান করা হয়েছে।
- দেশে উৎপাদিত জৈবসার বাজারজাতকরণে ১টি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে জৈবসার, সবুজ সার ও জীবাণু সারের ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সবুজ সারের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে ৬৬০০টি। স্থাপিত কম্পোস্ট স্তূপ স্থাপন ৫.৫ লক্ষটি, স্থাপিত ভার্মিকম্পোস্ট স্তূপ স্থাপন ২.১৫ লক্ষটি এবং উৎপাদিত কম্পোস্টের পরিমাণ ১৩.২ লক্ষ মে.টন।
- ইউরিয়া সারের ব্যবহার হ্রাস, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ও সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে জমির স্বাস্থ্য রক্ষা ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

### উদ্যান ফসলের সম্প্রসারণ

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ১৫৯২৭৫৮টি ফলের চারা, ৫৯২১৬৪টি ফলের কলম, ২৬২২৪৯টি মসলার চারা, ২৮৯৩৬৭৩টি গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ৭৩৬৬৯টি ওষধি চারা, ৫০০৫৬টি নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক মাশরুম স্পুন উৎপাদিত হয়েছে ৮৮৪০ কেজি।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ফল-সবজির চারা/কলমসহ বিভিন্ন বীজ ও অন্যান্য চারা/কলম ও দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের মাধ্যমে মোট রাজস্ব আয় অর্জিত হয়েছে ৪,৬৭,৬১,০৭০ টাকা।

### কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ

- উন্নতমানের ধান, গম, পাট এবং ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষকপর্যায়ে বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের কলাকৌশল বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মানসম্পন্ন ভালো বীজ বিনিময় করার জন্য কৃষকদেরকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল ও মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত ধান বীজের পরিমাণ ৩৫ হাজার মে.টন, কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত গম বীজের পরিমাণ ২৮০০ মে.টন এবং কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা বীজের পরিমাণ ২০০০ মে.টন।

### নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে গৃহীত কার্যক্রম

- সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মী কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ (আলোক ফাঁদ, হলুদ/সাদা ফাঁদ, ফেরোমন ফাঁদ), পার্চিং, প্যাকিং, ব্যাগিং কৌশল ব্যবহার করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

- কীটনাশকের ব্যবহার দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৮ সালে কীটনাশকের ব্যহার ছিল ৩৯২৩৭.০০ মে.টন/কিলোলিটার। ২০১৯ সালে ব্যবহার হয়েছে ৩৮৩৬৯.০০ মে.টন/কিলোলিটার। যা পূর্বের বছরের তুলনায় ৯১৪.২২ মে.টন/কিলোলিটার।

**দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কার্যক্রম**

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমন মৌসুমে ৭৪৪ হে. ব্রি হাইব্রিড-২, ৯৮০ হে. ব্রি হাইব্রিড-৪, ২৭০ হে. ব্রি ধান ৪৭ জমিতে আবাদ হয়েছে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৩, ব্রিধান-৫৪, ব্রিধান-৬১, বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-১০ সম্প্রসারণ, বন্যাপ্রবণ এলাকায় ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৫২ এবং খরা এলাকায় বিনা ধান-৭ ও ব্রিধান-৩৩, ব্রিধান-৩৯, ব্রিধান-৫৬, ব্রিধান-৫৭ কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ ও সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- গমের তাপসহিষ্ণু জাত বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-৩০ এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত বারি গম -২৫ সম্প্রসারণের ফলে গমের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ করে সবজি ও মসলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে যা world heritage হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

**কৃষি যান্ত্রিকীকরণ**

- পরিচালন বাজেটের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬৮.২২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ব্যয়ে কৃষকদের মাঝে ভর্তুকি মূল্যে ১২৪০টি কম্বাইন হারভেস্টার, ৪৯৯টি রিপার এবং ১৩টি রাইস ট্রান্সপান্টার বিতরণ করা হয়েছে।
- ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য পানি সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সোলার প্যানেল যুক্ত সেচযন্ত্র স্থাপন ২০টি।

**ই-কৃষি সম্প্রসারণ**

- কৃষির আধুনিকায়নে ডিজিটাল সেবাসমূহ (লক্ষণ দেখে রোগ বালাই নির্ণয়, নিরাপদ বালাইনাশক ব্যবহার, অনলাইন বা অফলাইন সার সুপারিশ, কৃষি কল সেন্টার) কৃষককে প্রদান করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং' কৃষকবন্ধু' ফোন সেবার মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য প্রদান চলমান আছে।
- মাঠপর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের উদ্ভাবিত- ৩৭টি উদ্ভাবন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন।

**উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি**

- মানসম্পন্ন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২৯৫টি উদ্যান ফসল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন ফি, আমদানি লাইসেন্স, ফরমূলেশন লাইসেন্স, হোলসেল লাইসেন্স, রিপ্যাকিং লাইসেন্স, বাজারজাতকরণ লাইসেন্স, পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স ফি, কীটনাশক পরীক্ষা ফি, রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ মোট ২,৪৬,৯৪,৮২০/- রাজস্ব আয় হয়েছে। যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির জন্য আমদানি অনুমতিপত্র (Import Permit) প্রদান ও রপ্তানির জন্য উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদপত্র (Phytosanetary Certificate) প্রদান বাবদ মোট আমদানি ও রপ্তানি আয় হয়েছে ৮৪,৬০,৪৭,৩৩৬/-টাকা। যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

**নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচন**

- বিভিন্ন প্রকল্প এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারের প্রায় ৩০% নারীকে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করেছে।
- বিভিন্ন প্রকল্পের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

**কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট**

- কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা- ২,০৫,৯৯,৮৬৯ জন তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের সংখ্যা- ১,৯২,৩৪,৬৩৯ জন এবং মহিলা কৃষকের সংখ্যা- ১৩,৬৫,২৩০ জন এবং ১০ টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ১,০৭,৩৬,৬৩৫টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ১,০১,০৯,৭৪৪টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ৬,২৬,৮৯১টি। বর্তমানে সচল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ৯৫,৮১,০৬৪টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ৯০,৫৩,৩৯৬টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ৫,২৭,৬৬৮টি।

**কৃষক/কৃষাণী এবং কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ**

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭.৫৫ লক্ষ জন কৃষক/কৃষাণীকে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রযুক্তির ওপর কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২২৫০০ জন।

**অন্যান্য কার্যক্রম**

- সেচের পানি অপচয় রোধে ক্রমান্বয়ে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য সেচসহায়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- দুর্যোগ বিষয়ক যাবতীয় তথ্য এবং দিকনির্দেশনা ডিএইর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের জনবল এবং কৃষকদের অবহিত করা।
- মাঠপর্যায়ে সার সরবরাহ ও বিতরণ পরিস্থিতি মনিটরিং জোরদার এবং সুষম সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।
- উচ্চমূল্যের ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে ফসলের বহুমুখিতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ও কৃষি যান্ত্রিকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া।
- নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনা (IPM), সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (IFMC) এর মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সংগঠন তৈরির কাজে উৎসাহিত করা।
- অধিকতর ক্ষতিকারক বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন এবং কম ক্ষতিকর ও পরিবেশ বান্ধব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদান উৎসাহিত করা।
- দেশ-বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ফল ও সবজির জাতগুলো সংগ্রহ করে সেজাতগুলো এদেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগিতা যাচাই করে উপযোগী জাতসমূহ দ্বারা মাতৃবাগান সৃজন করা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (আগাম, নাবি) বিভিন্ন ফলের গাছ মাতৃগাছ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সায়ন চারা কলম তৈরি করে ওই সব জাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি মেলা বাস্তবায়ন করা হয়েছে- ৪০০টি।
- উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে- ৪৬০টি।
- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন করা হয়েছে- ১০৫টি।
- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত কৃষক ক্লাব/গ্রুপ- ২০০০টি।
- কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক খুদে বার্তা প্রদান (লিড ফার্মার) করা হয়েছে- ৩৭৪৬৮টি

**ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প**

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ, চাষি পর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা, ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনে মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন, লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, কন্দাল ফসলের উন্নয়ন, আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ, ইউনিয়নপর্যায়ে কৃষক সেবাকেন্দ্র স্থাপন, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন, অঞ্চলভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈষম্য দূরীকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত ২৫টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান/বাস্তবায়িত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫টি প্রকল্পের মোট আরএডিপিতে বরাদ্দ ৬২৭.৩৩ কোটি টাকা, তন্মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ৫৭৬.৯৭ কোটি টাকা। যা মোট বরাদ্দের ৯১.৯৭%।

**১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলাজি প্রোগ্রাম -২য় পর্যায় (এনএটিপি-২)**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রধান প্রধান ফসলের (ধান, গম,আলু, টমেটো ও কলা ইত্যাদি) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। সিআইজি গঠন ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, মানসম্পন্ন ফলের চারা/কলম উৎপাদন। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিস্তার ও গ্রহণে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা এবং কৃষকের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ফসল কর্তনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস। ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান/নব-গঠিত কৃষক গ্রুপ ও প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (PO)-সমূহের স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : অক্টোবর/১৫-সেপ্টেম্বর/২১
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫২৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলা ও ২৭১৫টি ইউনিয়ন।
২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৯৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ৯২৯১.২৪ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম জাতীয় প্রশিক্ষণ ৫০৮৩৮০- জন, মাঠ দিবস- ৩২৫৩টি, এক্সপোজার ভিজিট- ৫৪০ জন, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৪৯৫৪৮০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১৯৪০ জন, এসএএও প্রশিক্ষন- ৩০০০ জন, প্রদর্শনী স্থাপন- ২৪০২৫টি, সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ- ৮টি।

**২। উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প**
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রাতিষ্ঠানিক কৃষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, ১০৬টি উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও ২০টি ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র নির্মাণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের পরিকল্পিত, বাস্তবধর্মী ও হাতেকলমে প্রশিক্ষণ-এর মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ কর্মীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি গবেষণা লব্ধ ফলাফল ও মাঠপর্যায়ের ফলাফলের মধ্যে ফলন পার্থক্য কমানো।
প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি/১৮-ডিসেম্বর/২২
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩১৪২৯.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের সকল জেলা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১০৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১০৪২৪.৬১ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বিদেশ শিক্ষা সফর- ৩ ব্যাচ, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৮১২ ব্যাচ, কর্মশালা- ৪টি, মাঠ দিবস- ৩১৮টি, খামার প্রদর্শনী- ৩১৮টি, ডাবল কেবিন মোটরযান ক্রয়- ৫১টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৮- ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন- ১টি, অনাবাসিক ভবনসমূহ- ৪৫টি।

**৩। বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প**
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ সেবা ও মানব সম্পদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সকল শ্রেণির কৃষক পরিবারের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রকল্প কার্যক্রমে ৩০% মহিলা সম্পৃক্তকরণ।
প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৭৯৮.৭৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : যশোর অঞ্চলের ৬টি জেলা ও ৩১টি উপজেলা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১১১০.০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১১০০.২৭ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৯৬ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, বৈদেশিক শিক্ষা সফর- ৯ জন, মাঠ দিবস- ২০২টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ৭টি, কৃষি মেলা- ১৪টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ১টি, প্রদর্শনী- ৩২০৮টি , ডিএইর যশোর আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ- ১টি।

**৪। খামারপর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প**
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মাঠপর্যায়ে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানির অপচয় কমিয়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমানো। সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী, চালক বা মেরামতকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।
প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-জুন/২০
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৮৯৩.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : ৪৫টি জেলার ১৩৪টি উপজেলা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৫৬৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১৫৬৮.৯৬ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩৩৪ ব্যাচে ২০০২০ জন, গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচে ৩০০ জন, কারিগরি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৩ ব্যাচে ৯০ জন, পানি ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী- ৩৪৮০টি, মাঠ দিবস- ৪২২টি, কৃষক মাঠ স্কুল- ১২৩টি, সেচ নালা নির্মাণ- ১২৮টি, জাতীয় কর্মশালা- ১টি।

**৫। নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিদ্যমান বাড়ির ছাদ, স্কুল কলেজ প্রাঙ্গণের অনাবাদি জায়গা এবং সহজলভ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার এর মাধ্যমে নগর কৃষি উন্নয়ন, পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং সবুজায়ন, সর্বোপরি নগর পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৩০.১৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ঢাকা জেলার ৬টি মেট্রোপলিটান কৃষি অফিস ৬টি ও সাভার পৌরসভা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৭৭.০২ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ৩৭৫.২৯১ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ- ১৩ ব্যাচ, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৫ ব্যাচ, বিদেশ প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৩২৩টি, সেচ অবকাঠামো- ২৩২টি।

**৬। গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, উপযুক্ত শস্য জাত,মানসম্পন্ন বীজ, যথাযথ মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, জৈবসার ও জৈবিক বালাইব্যবস্থাপনা, কৃষি ফসলের গড় ফলন পার্থক্য হ্রাস, আয়বর্ধক কাজে ৫% মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৩৪০.৭৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৫টি জেলার সকল উপজেলা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১১৫০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১০৮৭.৯৮ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ ১৯৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৫২১৮টি, মাঠ দিবস- ৪৭০টি, মেলা- ২৬টি, ফটোকপিয়ার- ১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ৮ ব্যাচ।

**৭। ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, ডিএই অংশ**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানো।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি/১৩-ডিসেম্বর/২০

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬২৭.৬৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৪টি জেলার ২৫টি উপজেলা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৬৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১৬৫.৯২ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : এসএএও প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, প্রদর্শনী স্থাপন- ৬৮টি, মেলা- ১টি, সিজনাল রিভিউ ওয়ার্কশপ- ৬টি।

**৮। নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ উদ্যান ফসল উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও মূল্য সংযোজন, দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্যবিমোচন, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২০

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩৬০.৯৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১০৫৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১০৪৬.৬৭ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ৯০০ জন, প্রদর্শনী- ১৫১১টি, মাঠ দিবস- ১১৬টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ৫২ ব্যাচ।

## ৯। নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রমাণিত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, মাঠ পর্যায়ের কার্যকরী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য কৃষি কর্মী ও কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমে মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৯৪৩.১৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৫টি জেলার সকল উপজেলা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১২৭০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১২১১.১৫ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী- ৩৮২২টি, মাঠ দিবস- ২৩৮টি, পরিকল্পনা কর্মশালা- ১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ১২ ব্যাচ, কৃষক প্রশিক্ষণ- ২২৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, ফটোকপিয়ার-২টি, ডিজিটাল ক্যামেরা-১টি, ডেস্কটপ কম্পিউটার-২টি, কৃষি যন্ত্রপাতি-৪২০টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-১টি।

## ১০। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০ % বৃদ্ধি। (২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষক গ্রুপ গঠন ও বিদ্যমান কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্যবিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যে ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। (৩) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওড় ও দরিদ্রপ্রবণ এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৪- জুন/২০।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৭২৮.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৬৬২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ৫১৭.০৫ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী ২০০০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ২৩০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ, প্লানিং ওয়ার্কশপ-৫টি, মেলা-৮টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-২৩ ব্যাচ, ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট-১টি

## ১১। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) দেশের ৩টি পাহাড়ি জেলাসহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চার পাশের জমিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখা। (২) দেশীয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্লাস্টার/ক্লাবভিত্তিক উৎপাদন বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং প্রস্তাবিত নতুন হর্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন ও নতুন জাতের চারা/কলম উৎপাদন বৃদ্ধি। (৩) প্রদর্শনী ও অন্যান্য টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ চাষিপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা। (৪) নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৫- জুন/২৩।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৬০২৮.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৪৮টি জেলার ৩৮৮টি উপজেলা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৪৬৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ৩৪৬০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ- ৬টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১১৮৬ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৫০০০টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ৭ ব্যাচ, বিদেশ শিক্ষা সফর- ১ ব্যাচ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-৩৪০৮ রা.মি.।

## ১২। কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ইউনিয়নভিত্তিক বীজ এসএমই স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে উন্নত বীজ নিশ্চিতকরণ। উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ডাল, তেল ও মসলা আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়। মৌ চাষের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সুষম মাত্রায় ডাল, তেল ও মসলা সরবরাহ করে মানব স্বাস্থ্যের পুষ্টি নিশ্চিত

করা। উন্নত মানের বীজ ব্যবস্থাপনায় ও মৌ চাষে মহিলাদের অংশগ্রহণে গ্রামিণ দারিদ্র্য হ্রাস। শস্যবিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা ফসল অন্তর্ভুক্ত করে পানি সাশ্রয় ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭ -জুন/২২
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬৫২৫.৯২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের সকল জেলার সকল উপজেলা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৪০৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ৩৪০৩.৫৬ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বীজ উৎপাদন ব্লক- ৯৮১৪টি, মাঠ দিবস- ৩০৫৫টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-২৩টি, সেলাই মেশিন- ১৪৪৩টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ১৪টি, বীজ সংরক্ষণ পাত্র- ৫৭৮০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১১৭ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১৩ ব্যাচ, বীজ প্যাকিং ব্যাগ- ১৮০০০০০টি, ডিজিটাল ক্যামেরা-২টি, ফটোকপিয়ার- ২টি, জাতীয় কর্মশালা-১টি।

**১৩। সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প**
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানি তেল/বিদ্যুৎ সাশ্রয় (৯৫-১০০%)। আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা উন্নয়ন। ভূউপরিস্থ পানির ন্যূনতম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারেও উৎসাহিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সেচ খরচ কমানো। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সচেতন করে তোলা। সমন্বিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।
প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২২
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৫৭০.৩৬ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : ৪১টি জেলার ১০০টি উপজেলা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১১০২.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১০৮৭.৮৮ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: সোলার সেচ প্রদর্শনী- ২৩টি, ড্রিপ সেচ প্রদর্শনী- ১০০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১০০ ব্যাচ, মেকানিক প্রশিক্ষণ-৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ১০ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১৬০টি, ভূগর্ভস্থ সেচনালা- ১০০টি।

১৪। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভাসমান কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ভাসমান কৃষির উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তিসমূহের বিস্তার ঘটানো এবং কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করা। ভাসমান কৃষির মাধ্যমে বারি/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সবজি ও মসলা ফসলের আধুনিক জাতের বিস্তার ঘটানো। জলমগ্ন অবস্থায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে বহুমুখীকরণ এবং ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজি ও মসলা চাষে ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎসাহিত করা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কৃষি কাজে নিয়োজিত করা। চাষকৃত জমির অপ্রতুলতা রয়েছে এমন স্থানে জলমগ্ন জমিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কচুরিপানা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২২
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : ২৪টি জেলার ৪৬টি উপজেলা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৫৮২.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ৫৪২.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ৯২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১০২টি, উদ্বুদ্ধকরণ সফর (কৃষক)- ২৮ ব্যাচ।

১৫। বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে বারি

কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশকভিত্তিক ব্যবস্থাপনাসমূহ সম্প্রসারণ করা। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত কার্যকর প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণের জন্য ব্লক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাকরণ। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। রাসায়নিক বালাইনাশকের বিকল্প হিসেবে উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশকসমূহকে মাঠ পর্যায়ে সহজলভ্য করা। শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের গুণগতমান ও উৎপাদন বাড়ানোর ও বহির্বিশ্বে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জানুয়ারি/১৮-ডিসেম্বর/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৭০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ২৬৪.৭৭ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : ব্লক প্রদর্শনী- ১৭৫টি, সেক্স ফেরোমন ট্রাপ- ৪৫০০, কুমড়াজাতীয় ফসলের জন্য আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্রাপ- ২০০০০, ফলের জন্য আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্রাপ- ৭২০০, সেক্স ফেরোমন লিউর- ৫৫০০০টি, মোটরসাইকেল ক্রয়- ২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ২৬ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ৩৭টি।

১৬। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত উন্নতমানের এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য কৃষকের কাছে পৌঁছানোর এবং এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেয়া এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের সাথে কৃষকের খাপখাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি প্রচলন করা এবং যথোপযুক্ত তথ্যউপাত্ত প্রণয়ন করা। কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি কৃষকের উপযোগী ভাষায় বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণের মাধ্যমে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই১৬-জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৯১৮.০৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৬৪টি জেলার ৪৮৭টি উপজেলা, ৪০৫১টি ইউনিয়ন পরিষদ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৪৪৩.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১৩৫৫.৪৯ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : জাতীয় প্রশিক্ষণ- ১২৪ ব্যাচ, আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ- ১ব্যাচ, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপ- ০১টি, জাতীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপ - ১৪টি, কম্পিউটার সফটওয়ার ক্রয়।

১৭। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৯- জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৭০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৬৪টি জেলা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১৩১৩.৬৪ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আইএফএস বাস্তবায়ন- ৯৪০টি, প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ- ৪৫টি, মনিটরিং ও ব্যাক স্টপিং-৯৪০টি।

১৮। বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠী, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ, আধুনিক ও এলাকা উপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে ফলনের তারতম্য কমিয়ে এবং কৃষি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উপযোগী ফসল ও জাত সম্প্রসারণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১১৯১.৩০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৪৪৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১৪১৪.৪৩ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কর্মশালা- ২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৭১ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৫১৩০টি, মাঠ দিবস- ৬৩৬টি, বিদেশ শিক্ষা সফর- ৬ জন, মেলা- ৪৫টি, কর্মশালা- ১টি, এয়ারকুলার- ২টি, সেচ সহায়ক যন্ত্রপাতি- ৪৫০টি, ডেস্কটপ কম্পিউটার- ৩টি, সীমানা প্রাচীর- ৩১০ রা. মি.।

১৯। পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কৃষকের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা, প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণিত আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
প্রকল্পটির মেয়াদকাল : অক্টোবর/১৮- জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭২১৩.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : ৭৬১টি জেলার ৩১৭টি উপজেলা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৯৯২.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১৯৮৭.০৯ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কর্মশালা ৭টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৩ ব্যাচ, বিদেশ প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, কৃষক মাঠ স্কুল- ৭৬০টি, রিভিউ ও প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ- ৬ ব্যাচ, ফটোকপিয়ার- ২টি, এয়ার কন্ডিশনার- ৪টি, ডেস্কটপ কম্পিউটার- ৩টি, ল্যাপটপ- ১টি।

২০। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস (এসএসিপি) প্রজেক্ট
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো জলবায়ুর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখীকরণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২৪
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০৯১৫.১২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : ১১টি জেলার ৩০টি উপজেলা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২১৮৩.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ২০৯৯.৫৯ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী- ২৭০০টি, মাঠ দিবস- ৪০০টি, কর্মশালা- ২টি, গাড়ি ক্রয়- ৩টি, মোটরসাইকেল ক্রয়-৬০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৮১০ জন, এক্সপোজার ভিজিট-২ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৪ ব্যাচ, সফটওয়ার ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়।

২১। রংপুর বিভাগ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যবিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।
প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৩২২.৯২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : রংপুর বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৪৯৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ১৪৩১.৮৫ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক গ্রুপ ফরমেশন- ১৪৭২টি, টিওটি প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, পরিকল্পনা কর্মশালা- ১টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৯০০ ব্যাচ, মটিভেশনাল ট্যুর (কৃষক)-৬ ব্যাচ, মটিভেশনাল ট্যুর (কর্মকর্তা)- ১ ব্যাচ, জিপ গাড়ি- ২টি, ডাবল কেবিন পিকআপ- ১টি, ল্যাপটপ- ৪৯টি, কম্পিউটার- ৫৭টি, ফটোকপিয়ার- ৩৮টি, আইপিএস- ৪৯টি, ফার্নিচার ক্রয়।

২২। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং অবকাঠামো ও সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন কৃষি ডিপ্লোমাধারী এবং অন্যান্য প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৭৫৭.৪৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : সকল কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৩৬৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ৩০২৪.৫৯ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ১১ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১১৩ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ, নামাজ ঘর/মসজিদ মেরামত- ৭টি, সেচ অবকাঠামো মেরামত- ১৫৪০ রা.মিটার, প্রাচীর নির্মাণ- ১৫০০০ রা. মিটার, কম্পিউটার-৩৩৮টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-৬৬টি, ফটোকপিয়ার- ১৮টি, এয়ার কুলার- ১৬টি, রেফ্রিজারেটর- ৪৮টি।

২৩। লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় লেবুজাতীয় ফল চাষ নিবিড়করণ ও ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, মাল্টা ও কমলা উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, লেবুজাতীয় ফলের মাতৃ বাগান স্থাপন, প্রকল্প এলাকায় মহিলা কৃষকদের আয় বৃদ্ধিকরণ, প্রকল্প এলাকার বাইরের কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : মার্চ/১৯- ডিসেম্বর/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২৬৪৩.৫০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৩০টি জেলার ১২৩টি উপজেলা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৫১৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ২৪৯৭.০৭ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আঞ্চলিক কর্মশালা- ১টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ, প্রদর্শনী-২০টি, মাঠ দিবস- ১২৩টি, ফটোকপিয়ার- ২টি. ডেস্কটপ কম্পিউটার- ৫টি, ল্যাপটপ- ২টি, এয়ার কন্ডিশনার- ৩টি, নার্সারি যন্ত্রপাতি- ৩৯১৭৫টি।

২৪। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সঠিক সময়ে সঠিক মূল্যে সঠিক জাতের উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ সহজলভ্য করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন ধান, গম ও পাটবীজ চাষিপর্যায়ে উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। চাষিপর্যায়ে এলাকাভিত্তিক লাগসই নতুন জাত সম্প্রসারণ করা। উন্নতমানের বীজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : ফেব্রুয়ারি/১৯- জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯১৩৭.৫৩৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৬১টি জেলার ৪৬৭টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৪৭০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৪৫৪০.২৮৯৮ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : জাতীয় কর্মশালা- ১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ১৩টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ২৭৬০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২০ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ১৩ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৫৬১০টি, মাঠ দিবস- ২৩৬টি, জিপ গাড়ি- ১টি, ডাবল ডেক পিকআপ- ৪টি, কোকুন- ৪০০টি, ড্রায়ার- ১৫০টি, গ্রেডার- ৪০০০টি, বস্তা সেলাই যন্ত্র- ১৩৬০টি, মাপার যন্ত্র- ১৩৬০টি, ময়েশ্চার মিটার- ২০০০টি।

২৫। কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ধরনের ফসলের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আলু, মিষ্টিআলু, ওলকচু, মুখিকচু, পানিকচু, লতিকচু, কাসাভা ও গাছআলুর প্রমাণিত জাতসমূহ সম্প্রসারণ করা। সুবিধাবঞ্চিত ও সিডর আক্রান্ত এলাকায় প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদর্শনী কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, কন্দাল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। বিদেশে কন্দাল ফসল রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৯- জুন/২১
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫৬৩১.৮৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : ৬০টি জেলার ১৫০টি উপজেলা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৯১০.৬৫ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ৮৮৩.২৩১৫ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩৯১ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ১৬৭৪টি, জিপ- ১টি, ক্যারিবয় পিকআপ- ১টি ফটোকপিয়ার- ২টি. ডেস্কটপ কম্পিউটার- ৫টি, ল্যাপটপ- ২টি, এয়ার কনিডশনার- ৫টি,

**চ. রাজস্ব বাজেটে কর্মসূচি**

২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১১টি কর্মসূচি চলমান/বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ১৩৪৬.৪১ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৩৪৫.৯৯ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৯৭%। কর্মসূচি গুলো হলোঃ

**১। কৃষি বাতায়নে কৃষক তথ্য সন্নিবেশ কর্মসূচি।**

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : প্রত্যেক কৃষকের ডিজিটাল পরিচিতির মাধ্যমে কৃষকের শ্রেণিবিন্যাস ও ব্যক্তিপর্যায়ে কৃষকভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। শ্রেণিভিত্তিক কৃষকের প্রয়োজনীয় তথ্য বাতায়নে সন্নিবেশ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অগ্রযাত্রায় ডিজিটাল সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের সূচনা করা।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫২১.৫০ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৮০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ২৮০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষি বাতায়নে কৃষক তথ্য সংগ্রহ, কম্পিউটার ও প্রিন্টিং সামগ্রী ক্রয়, কৃষক তথ্য সংগ্রহ রেজিস্টার ক্রয়, কৃষক তথ্য সফটওয়ার সমন্বয়।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফলদ বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি আনয়ন কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : বিদ্যমান ফল বাগানসমূহকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। ফল বাগান ব্যবস্থাপনায় কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ। কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও যুবকদের কর্সংস্থান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন। পার্বত্য এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১১০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ১১০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ - ২০ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৪০০টি, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, সাইনবোর্ড ও রেজিস্টার ক্রয়, সার ও বালাইনাশক ক্রয়।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নতুন ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮০.৬০ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ৫০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী- ২০০টি, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, সাইনবোর্ড ও রেজিস্টার ক্রয়, সার ও বালাইনাশক ক্রয়, বীজ ও উদ্ভিদ ক্রয়।

৪। কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : কর্মসূচি এলাকায় ভুট্টা, মিষ্টি কুমড়া ও বাদাম চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৯৪.৫২ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১২৬.৪৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ১২৬.৪৪ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ - ২১ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ -৪ ব্যাচ, ভুট্টা প্রদর্শনী -১৯০টি, মিষ্টিকুমড়া প্রদর্শনী- ১৯০টি, বাদাম প্রদর্শনী- ২৬০টি, কম্পোস্ট পিট স্থাপন প্রদর্শনী- ২৮০টি, ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী- ৩০৮টি।

৫। মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্য : মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ফল ও সবজি চাষের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহজলভ্য করা, দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন।
কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৫৩.৬৭ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১২৭.৮৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ১২৭,৮৫ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রশিক্ষণ কাম ডরমিটরি ভবন নির্মাণ।

৬। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসলভিত্তিক শস্যবিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্য : কর্মসূচি এলাকায় ধানভিত্তিক ফসল বিন্যাসে বছরে ৪টি ফসল আবাদ করে শস্য নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমবর্মান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র্যবিমোচন এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪৩.৬৬ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৮২.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ৮২.৪৬ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ৩৩ ব্যাচ, রোপা আউশ প্রদর্শনী -১২৪টি, বোরো প্রদর্শনী- ৫০টি, রোপা আমন প্রদর্শনী- ২৫টি, আলু প্রদর্শনী- ২০টি, সরিষা প্রদর্শনী- ৫০টি, মুগ/মসুর প্রদর্শনী- ৫৩টি, পাট প্রদর্শনী- ১২টি, পেঁয়াজ প্রদর্শনী- ১২টি, ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী- ৬০টি।

৭। নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্য : পান চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য গুণগত মানসম্পন্ন পান উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সঠিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পান বরোজ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের কৌশলের মাধ্যমে পান চাষকে লাভজনক করা। পান পাতা বাছাই, জীবাণুমুক্তকরণ ও বাজারজাতকরণের নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পান চাষির আয় বৃদ্ধিকরণ
কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৮০.৫০ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩২০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ৩২০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ - ১০২ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ - ১২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ - ২৪ ব্যাচ, পান বরোজ স্থাপন প্রদর্শনী-৩০০টি, চাষি র‌্যালি-২২০টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-২টি, জাতীয় কর্মশালা-১টি।

৮। ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছের (অর্জুন,অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচিঃ
কর্মসূচির উদ্দেশ্য : ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছের (অর্জুন,অশ্বগন্ধা,ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এসব উদ্ভিদের ভেষজগুণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২১, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৭২.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ১৭২.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ১০০ ব্যাচ, মাতৃবাগান স্থাপন (ঘৃতকুমারী, অশ্বগন্ধা, অর্জুন, তুলসী, বাসকপাতা)- ৩৭৫টি, চারা- কলম উৎপাদন- ৩৮৪৩৭৫টি।

৯। কাশিয়ানী মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্য : উদ্যান ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও জেনেটিক বেইজ তৈরি করা, মানসম্পন্ন চারা-কলম কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে বিতরণ, নার্সারি চাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুষ্টি উন্নয়ন।
কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৯-জুন/২১, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬২৮.৫৮ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৬০.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ৬০.৫০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: জার্মপ্লাজমের উন্নয়ন, সংগ্রহ, ও ব্যবস্থাপনা- ৭৮৫টি, চারা- কলম উৎপাদন/বিতরণ- ২২০০০টি, ট্রাক্টর- ১টি, গার্ডেনটিলার- ১টি, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন- ৭০০০ ঘমি.।

১০। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফল এবং সবজি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্য : কর্মসূচি এলাকায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ফল ও সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৯-জুন/২২, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫৪.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ১৬ ব্যাচ।

১১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর এবং আঞ্চিলক কার্যালয়সমূহের লাইব্রেরি সংস্কার, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্য : নিরাপদ ও মানসম্পন্ন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কর্মীসহ সকল শ্রেণির মানুষের জন্য তা সহজলভ্য করা, ডাটাবেজ, আর্কাইভস এবং ডকুমেন্টশন হিসেবে ব্যবহার করা।
কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৯-জুন/২২, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৮১.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৮.৭৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ৮.৭৪ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ডিজিটাল ফটোকপিয়ার- ১টি, ড্রিংকিং ওয়াটার সিস্টেম- ১৫টি, পত্রিকা, জার্নাল ও সাময়িকি ক্রয়।

### ছ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল- ৩৮৬.৯৫+গম- ১২.৪৫৮+ভুট্টা- ৫৪.০২৫) উৎপাদন হয়েছে ৪৫৩.৪৩৩ লক্ষ মে.টন, ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ১০.৬৪৫ লক্ষ মে.টন, তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ১১.৫৪৩ লক্ষ মে.টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ১০৯.১৭৯ লক্ষ মে.টন, মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ৪০.২৮০ লক্ষ মে.টন।
- উন্নতমানের ধান, গম, পাট এবং ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের কলাকৌশল বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মানসম্পন্ন ভালো বীজ বিনিময় করার জন্য কৃষকদেরকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল ও মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ৫০% ও ৭৫% ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ করায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রসার লাভ করেছে।
- উৎপাদিত প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের সরকারি ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করা এবং ধান, চাল ও গম সরাসরি কৃষকের নিকট হতে ক্রয় করায় কৃষক তাঁর উৎপাদিত পণ্যের (ধান, চাল, গম) সঠিক বাজারমূল্য পাচ্ছেন।
- দক্ষিণ অঞ্চলে ভাসমান চাষাবাদ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শস্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলে মুগ, খেসারি, বারি মসুর, ফেলনসহ বিভিন্ন ডাল ফসল সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও বিভিন্ন রকম তেল ফসল বিশেষ করে তিল, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ ইত্যাদি আবাদ উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উক্ত ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‌্যালি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সারাদেশে ৭২৭টি কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) স্থাপন ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃষির আধুনিকায়নে ডিজিটাল সেবাসমূহ (লক্ষণ দেখে রোগ বালাই নির্ণয়, নিরাপদ বালাইনাশক ব্যবহার, অনলাইন বা অফলাইন সার সুপারিশ, কৃষি কল সেন্টার) কৃষককে প্রদান করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

### ঝ) উপসংহার

- দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির ধারাকে আরো বেগবান করার জন্য বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নির্দেশনা, জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ ও জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আমার গ্রাম আমার শহর, কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুধামুক্ত দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশের দিকে এগোচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভিশন হলো ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্র্যমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংপম্পূর্ণতা অর্জনের টেকসই রূপ দিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

## কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

করোনাকালীন সময়ে হাওড় অঞ্চলে বোরোধান কর্তন উদ্বোধনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি

রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে বোরো ধানের চারা রোপণ

ব্রি ধান৮৬ জাতের বীজের উৎপাদন প্রদর্শনী

ভাসমান বেডে মসলা ও শাকসবজি প্রদর্শনী (কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ)

সূর্যমুখী প্রদর্শনী (পাইকগাছা, খুলনা)

মিশ্র ফল বাগান প্রদর্শনী (রহমতপুর, বরিশাল)

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে স্থাপিত পারিবারিক পুষ্টিবাগান

ঢাকা মহানগরীর আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টারে কাজুবাদাম চারা পরিদর্শনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

পাহাড়ের জুমে আনারস চাষ

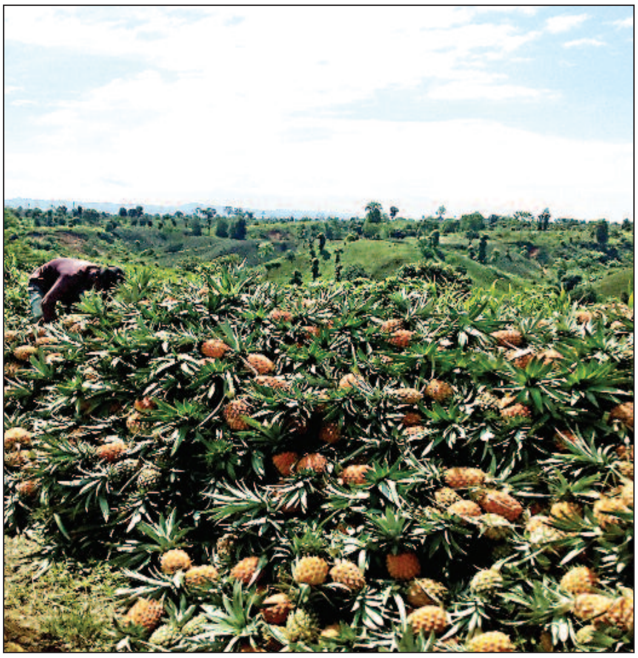

রাঙ্গামাটি জেলায় পাহাড়ে আনারস সংগ্রহ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

# বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

www.badc.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাধর্মী কর্পোরেশন। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

**ক. প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট :** কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সনের ১৬ জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠন করে। এ কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সনের ১৬ অক্টোবর ৩৭ নং অধ্যাদেশবলে ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নামে পরিচিত।

### রূপকল্প (Vision)

মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ যোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা।

### অভিলক্ষ্য (Mission)

১. উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
২. সেচ প্রযুক্তির উন্নয়ন, ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি;
৩. কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ।

### কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:
১. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
২. ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার;
৩. নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ এবং
৪. গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ।

### আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
২. কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

### প্রধান কার্যাবলী (Functions)

১. মানসম্পন্ন ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
২. নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি, এমওপি, ডিএপি) সার আমদানি, সংরক্ষণ ও সময়মতো নির্ধারিতমূল্যে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ;
৩. সেচ দক্ষতা, সেচ এলাকা ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুলভ মূল্যে সেচ সুবিধা প্রদান;
৪. সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্যতা বৃদ্ধি;
৫. প্রতিকূলতাসহিষ্ণু তথা লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতাসহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
৬. উদ্যান ফসল, চারা-কলম, শাকসবজি, ফল উৎপাদন ও সরবরাহ;
৭. গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ;
৮. খালনালা পুনঃখনন করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি;
৯. ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
১০. নন-নাইট্রোজেনাস সারের বাফার স্টক সৃজনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে সার সহজলভ্যকরণ ও সারের বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ;
১১. কৃষির উন্নয়নে প্রায়োগিক গবেষণা (Adaptive Research) কার্যক্রম পরিচালনা।

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

| ক্র. নং | গ্রেড নং | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১. | গ্রেড ১ | ১ | ১ | ০ |
| ২. | গ্রেড ২ | ২০ | ১১ | ৯ |
| ৩. | গ্রেড ৩ | ৭ | ৬ | ১ |
| ৪. | গ্রেড ৪ | ১০৭ | ১০৪ | ৩ |
| ৫. | গ্রেড ৫ | ২৫০ | ২১৮ | ৩২ |
| ৬. | গ্রেড ৬ | ৬০ | ৬০ | ০ |
| ৭. | গ্রেড ৭ | ০ | ০ | ০ |
| ৮. | গ্রেড ৮ | ০ | ০ | ০ |
| ৯. | গ্রেড ৯ | ৩৮৯ | ২৬৫ | ১২৪ |
| ১০. | গ্রেড ১০ | ৮৬৯ | ৫৭৩ | ২৯৬ |
| ১১. | গ্রেড ১১ | ৯৯২ | ৩৪৪ | ৬৪৮ |
| ১২. | গ্রেড ১২ | ৭৮৮ | ২৮৮ | ৫০০ |
| ১৩ | গ্রেড ১৩ | ৫৩৫ | ৪৫২ | ৮৩ |
| ১৪ | গ্রেড ১৪ | ৯৮৪ | ৪৪৪ | ৫৪০ |
| ১৫ | গ্রেড ১৫ | ৫৯ | ৮ | ৫১ |
| ১৬ | গ্রেড ১৬ | ৪২ | ২৬ | ১৬ |
| ১৭ | গ্রেড ১৭ | ০ | ০ | ০ |
| ১৮ | গ্রেড ১৮ | ০ | ০ | ০ |
| ১৯ | গ্রেড ১৯ | ১৬৯৭ | ৫১৬ | ১১৮১ |
| ২০ | গ্রেড ২০ | ০ | ০ | ০ |
| | মোট= | ৬৮০০ | ৩৩১৬ | ৩৪৮৪ |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন-হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ১৯৯ জন | ৯৯ | ৮৭ | - | ৩৮৫ জন |
| ২. | গ্রেড ১০ | ০১ জন | - | ০৪ | - | ০৫ জন |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | ২১ জন | - | ৩৯৩ | - | ৪১৪ জন |
| | মোট | ২২১ জন | ৯৯ | ৪৮৪ | - | ৮০৪ জন |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি | এমএস | অন্যান্য | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ০৮ | ০২ | - | ১০ |
| ২. | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| | মোট | ০৮ | ০২ | - | ১০ |

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্র নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ০২ | - | - | ০২ |
| ২. | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| | মোট | ০২ | - | - | ০২ |

## ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

(মে.টন)

| ক্র. নং | ফসলের নাম | ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (মেট্রিক টন) | ২০১৯-২০ অর্থবছরের উৎপাদন (মেট্রিক টন) | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিতরণ (মেট্রিক টন) |
|---|---|---|---|---|
| ১. | আউশ | ৩৩৩৫ | ৩০৮১ | ৩০৪৪.৩৮ |
| ২. | আমন | ২৩৬৫২ | ২০২৮০ | ২১৭৩৮.৩৯ |
| ৩. | বোরো | ৬০৫৩৪ | ৫৯৫৩৫ | ৬২৯৪১.২৭ |
| ৪. | বোরো হাইব্রিড | ৯৫০ | ১২৭০ | ৭৯৫.৭২ |
| | মোট ধান বীজ ঃ | ৮৮৪৭১ | ৮৪১৬৬ | ৮৮৫১৯.৭৭ |
| ৫. | গম | ১১০০৯ | ১৪৮৯৪ | ১২০৫২.৯৪ |
| ৬. | ভুট্টা | ১০০ | ৮০ | ৫৪.৭০ |
| | মোট দানাশস্য বীজ ঃ | ৯৯৫৮০ | ৯৯১৪০ | ১০০৬২৭.৪২ |
| ৭. | আলু বীজ | ৩৫৬১৩.৬২ | ৩৩৪৫৬ | ৩৩৪৯৫.৬০ |
| ৮. | ডাল বীজ | ২০৮৭.৮৭ | ২০৬৪ | ২১১৮.৪৩ |
| ৯. | তেলবীজ | ১৮১৩.৪৪ | ১৭১৭ | ১৫১৮.৯৫ |
| ১০. | পাট বীজ | ৯৮০ | ৮২৬ | ৭৯২.৮২ |
| ১১. | সবজি বীজ | ১০৭.৩৭ | ১০৮ | ৯৭.৮৩ |
| ১২. | মসলা বীজ | ২০৫ | ২০৫ | ১৭৮.১১ |
| | সর্বমোট | ১৪০৩৮৭ | ১৩৭৫১৫ | ১৩৮৮২৯.১৮ |

## বিএডিসি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

কোটি টাকায়

| প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দ | অবমুক্ত | ব্যয় | অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|
| ২৬ | ৬০৪.০২ | ৬০১.৭১ | ৫৯৯.৬৬ | ৯৯.২৮% |

### ১. ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গুণগত মানসম্পন্ন ১৭,৫০০ মে.টন ডাল ও তেলবীজ উৎপাদন ও তা কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- ডাল ও তেলবীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়তা করা;
- ডাল ও তেলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকায়ন করা;
- ডাল ও তেলবীজের উপর কর্মকর্তা ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- নতুন প্রযুক্তি চালু, পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা।

১.২ প্রকল্প এলাকা : ৭টি বিভাগ, ৪৭টি জেলা, ১৪২টি উপজেলা।

১.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০

১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৫৪৬৪.১৪ লক্ষ টাকা

১.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা

১.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৯৫৬.৭৬ লক্ষ টাকা

১.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৯৪৭.৯৪ লক্ষ টাকা

১.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| কৃষক প্রশিক্ষণ | জন | ২৫০০ | ২৫০ | ২৫০ | ১০০ |
| ভিত্তি বীজ উৎপাদন | মে. টন | ৭১০ | ১৪৪ | ১৪৪ | ১০০ |
| বীজ ক্রয় | মে. টন | ১৬৭৯০ | ৩৪৬২ | ৩৪৬২ | ১০০ |
| সানিং ফ্লোর নির্মাণ | রা.মি. | ৫০০ | ১০৫ | ১০৫ | ১০০ |

## ২. ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

### ২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ১,৫০,০০০ মে : টন গুণগত মানসম্পন্ন দানাশস্য বীজ (ধান, গম ও ভুট্টা) উৎপাদন এবং সংগ্রহ;
- সংগৃহীত বীজের মান পরীক্ষা করা এবং সঠিকভাবে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং চাষিপর্যায়ে বিতরণ নিশ্চিত করা;
- বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মাননিয়ন্ত্রণে সেবা প্রদান।

২.২ প্রকল্প এলাকা : ০৬টি বিভাগ, ৩৫টি জেলা, ১৬৬টি উপজেলা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২.৩ | প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ |
| ২.৪ | প্রকল্প ব্যয় | : | ৩১১৮০.৬৭ লক্ষ টাকা |
| ২.৫ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৪৫১৭.০০ লক্ষ টাকা |
| ২.৬ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৪৪৮৭.০০ লক্ষ টাকা |
| ২.৭ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৪৪৭৫.১৮ লক্ষ টাকা |
| ২.৮ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | শতকরা অগ্রগতি (%) | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| ধান, গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ | মে.টন | ১৫০০০০ | ২৯৩১০.১৯ | ৩১৬৮৬.২৪ | ১০৮ |
| কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ | সংখ্যা | ২০০ | ৪০ | ৪০ | ১০০ |
| সানিং ফ্লোর নির্মাণ | বর্গ মি. | ১৫০০ | ৩০০ | ৩০০ | ১০০ |
| ভূমি উন্নয়ন | ঘন মি. | ৭০০০ | ৮০০ | ৮০০ | ১০০ |
| সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | রা. মি. | ৪৮০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ | রা. মি. | ৭০০ | ৩৪১ | ৩৪১ | ১০০ |

## ৩. বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প

### ৩৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষক ও সকল ভোক্তাপর্যায়ে গুণগতমানসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ফলমূল, শাকসবজি, ফুল, অর্কিড, শোভাবর্ধনকারী গাছ, ঔষধি গাছ, শাকসবজির উন্নতজাতের চারা, গ্রাফটিং, গুটি-কলম ও বীজ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদর্শনী প্লটে প্রদর্শন, উৎপাদন ও বিতরণ;
- বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার চাষি, নার্সারি মালিক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্যান ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের উদ্যান ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত মাতৃগুণাগুণসম্পন্ন উচ্চমূল্যের উদ্যান ফসলের চারা উৎপাদন ও বিতরণ;

- মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিকট ফলমূল, শাকসবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
- কৃষি যন্ত্রপাতি, টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি, অফিস ভবন, খামার উন্নয়ন, বিভিন্ন স্থাপনা, যানবাহন ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

৩.২ প্রকল্প এলাকা : ০৫ বিভাগ, ১১টি জেলা, ৬৩টি উপজেলা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশন।

৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২

৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১১০৫০.০০ লক্ষ টাকা

৩.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৫৯০.০০ লক্ষ টাকা

৩.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৫৮৫.৭৯ লক্ষ টাকা

৩.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৫৮২.২৫ লক্ষ টাকা

৩.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৩.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| কৃষক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ | জন | ২৯০৮০ | ৭০৪০ | ৭০৪০ | ১০০ |
| আরবান স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ | জন | ১৬০০ | ৩৬০ | ৩৬০ | ১০০ |
| প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্বুদ্ধকরণ সফর | জন | ১১২৫ | ২২৫ | ২২৫ | ১০০ |
| প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ | জন | ১০২০ | ২৫৫ | ২৫৫ | ১০০ |
| স্থানীয় বীজ নারিকেল ক্রয় | লক্ষ সংখ্যা | ৮.১০ | ১.৯২ | ১.৯২ | ১০০ |
| ইনব্রিড ডোয়ার্ফ নারিকেল চারা | লক্ষ সংখ্যা | ০.০৫ | ০.০২৫ | ০.০২৫ | ১০০ |
| সুপারি বীজ ক্রয় | লক্ষ সংখ্যা | ২.০০ | ০.৬৬৬ | ০.৬৬৬ | ১০০ |
| নিরাপদ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয় | কেজি | ২১০০ | ৮৭০ | ৮৭০ | ১০০ |
| সবজি ও মসলার বীজ ক্রয় | কেজি | ৮৭০০ | ৩০০০ | ৩০০০ | ১০০ |
| ফলের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয় | লক্ষ সংখ্যা | ২৯.০০ | ১১.০০ | ১১.০০ | ১০০ |
| ঔষধি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয় | লক্ষ সংখ্যা | ২.৩০ | ০.৭০ | ০.৭০ | ১০০ |
| ফলের গ্রাফট, গুটি উৎপাদনের জন্য প্ল্যান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয় | লক্ষ সংখ্যা | ৭.৭০ | ৩.০০ | ৩.০০ | ১০০ |
| ফুল এবং শোভাবর্ধনকারী গাছের কাটিং, বাডিং, গুটি উৎপাদনের জন্য প্ল্যান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয় | লক্ষ সংখ্যা | ৩.৬০ | ১.০০ | ১.০০ | ১০০ |
| শাকসবজি ও অন্যান্য বীজ ক্রয় | কেজি | ৩২০০ | ২৪০৪ | ২৪০৪ | ১০০ |
| বিভিন্ন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন | সংখ্যা | ১০৩৮ | ৩২৪ | ৩২৪ | ১০০ |
| দোঁ-আশ মাটি দ্বারা ভূমি উন্নয়ন | ঘ.মি. | ৩০৭০০ | ১২২১৭.৬ | ১২২১৭.৬৫ | ১০০ |
| গোবর সার দ্বারা ভূমি উন্নয়ন | ঘ.মি. | ১২৬০০ | ৫০৬০ | ৫০৬০ | ১০০ |
| বারবেড ওয়ার ফেনসিংসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | রা.মি. | ৩৯৭৮ | ১৩২৩.১৩ | ১৩২৩.১৩ | ১০০ |
| ক্যাকটাস সেড | সংখ্যা | ০১ | ০১ | ০১ | ১০০ |
| নেট হাউজ | সংখ্যা | ২০ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| ট্রাইকোডার্মা উৎপাদন সেড | সংখ্যা | ০৯ | ০৯ | ০৯ | ১০০ |
| ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন সেড | সংখ্যা | ১০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| ইনসুলেশন এন্ড ইনসুলেটেড দরজাসহ হিমাগারের দুটি কক্ষ সম্প্রসারণ | সংখ্যা | ০২ | ০২ | ০২ | ১০০ |
| হিমাগারের ইনসুলেটেড দরজা | সংখ্যা | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |

### ৪. বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

**৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য**

- বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাদি প্রতিস্থাপন, নবায়ন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ উচ্চফলনশীল ফল ও সবজি চারাসহ ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও তেল, পাট, আলু এর ২,৪৯,৮০০ মে.টন মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- অতি পুরাতন যানবাহন ও কৃষি যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কমানো।
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান ১০০টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হালনাগাদের মাধ্যমে বীজের বাজারজাতকরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা; এবং
- বেসরকারি পর্যায়ের বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।

৪.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ০৭টি, ৪৩টি জেলা, ৪৩টি উপজেলা।

৪.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯

৪.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৩১৮৮.৫৫ লক্ষ টাকা

৪.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪৭.০০ লক্ষ টাকা

৪.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৪৭.০০ লক্ষ টাকা

৪.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪৬.৭০ লক্ষ টাকা

৪.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৪.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | শতকরা অগ্রগতি (%) | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| অটো সিড প্রসেসিং প্ল্যান্ট ক্রয়/স্থাপন | সংখ্যা | ১ | ১ (আংশিক) | ১ (আংশিক) | ১০০ |

### ৫. বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

**৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য**

- জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামার ও চাষিপর্যায়ে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;
- সবজি উৎপাদনের একর প্রতি ফলন বাড়ানোর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের পুষ্টিকর খামার গ্রহণের মাত্রা সমৃদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন প্রকারের ও জাতের হাইব্রিড সবজি বীজের মাতৃ-পিতৃ সারি সংগ্রহপূর্বক বীজ উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এই খাতের আমদানি হ্রাসকরণ;
- সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাইব্রিড বীজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবহার বাড়ানো;
- কৃষক, বেসরকারি বীজ উৎপাদক, বীজ ডিলার ও এনজিওদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত বীজ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ।

৫.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ০৮টি, ২৪টি জেলা, ৯৫টি উপজেলা ও ৯টি সিটি কর্পোরেশন।

৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩

৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩৯৬০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১০২৫.০০ লক্ষ টাকা

৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১০২৫.০০ লক্ষ টাকা

৫.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১০১৭.৪৭ লক্ষ টাকা

৫.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ৯৯.৯০%

৫.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন (হাইব্রিড টমেটো, হাইব্রিড বেগুন, হাইব্রিড করলা, হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া) | কেজি | ৪৩৩৫ | ১১৬০ | ১০৬৩.৮৫ | ৯২ |
| প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ | কেজি | ২৭৩ | ২.৪১ | ২.৪১ | ১০০ |
| মাঠ প্রদর্শনী | সংখ্যা | ৫০০ | ৭২ | ৭২ | ১০০ |
| মাঠ দিবস | সংখ্যা | ৫০ | ১২ | ১২ | ১০০ |
| ব্লক প্রদর্শনী | সংখ্যা | ১০০ | ১৫ | ১৫ | ১০০ |
| মিনি ট্রাক ক্রয় (৩ টন) | সংখ্যা | ১ | ১ | ১ | ১০০ |
| পাওয়ার টিলার এবং সরঞ্জামাদি | সংখ্যা | ১০ | ৫ | ৫ | ১০০ |
| ট্রাক্টর | সংখ্যা | ২ | ২ | ২ | ১০০ |
| ময়েশ্চার মিটার | সংখ্যা | ১০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| বারিড পাইপ এবং ফিটিংস | মি. | ২০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০ |
| জার্মিনেটর | সংখ্যা | ২ | ২ | ২ | ১০০ |
| ড্রাইং কন্টেইনার | সেট | ৩১০০ | ২৫০০ | ২৫০০ | ১০০ |
| ভূমি উন্নয়ন | ঘন মি. | ১৫০০০ | ৬০০০ | ৬০০০ | ১০০ |
| নেট হাউজ | সংখ্যা | ১২ | ৫ | ৫ | ১০০ |
| পলি হাউজ | সংখ্যা | ৫ | ২ | ২ | ১০০ |
| ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন | মে.টন | ৮৬০ | ১৭৬ | ১৭৬ | ১০০ |
| অফিস ভবন ও কার্যকরী ভবন মেরামত | সংখ্যা | ৩ | ২ | ২ | ১০০ |
| অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা, অন্যান্য | সংখ্যা | ২৬ | ১০ | ১০ | ১০০ |

**৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রকল্প**

**৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য**

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর চুক্তিবদ্ধ বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন;
- হিমাগারে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বীজআলু বাছাইকরণ, প্যাকেজিং সুবিধা উন্নতকরণ এবং বীজ শুকানোর জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
- অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনে উৎপাদিত মানসম্মত বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্পন্নের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- চাঁদপুরসহ পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষীপুর, ফেনী, নোয়াখালী জেলাসমূহের বীজআলুর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উল্লিখিত জোনের বীজআলু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।

৬.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ১টি, ২টি জেলা, ০৬টি উপজেলা।

| | | |
|---|---|---|
| ৬.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ |
| ৬.৪ প্রকল্প ব্যয় | : | ১১৩৪.০০ লক্ষ টাকা |
| ৬.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা |
| ৬.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা |
| ৬.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা |
| ৬.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

৬.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | শতকরা অগ্রগতি (%) | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| বীজ আলুর গ্রেডার মেশিন ক্রয় | সংখ্যা | ২ | ২ | ২ | ১০০ |
| বীজ আলুর ড্রায়ার মেশিন ক্রয় | সংখ্যা | ২ | ২ | ২ | ১০০ |
| ফর্ক লিফট | সংখ্যা | ২ | ২ | ২ | ১০০ |
| ভূমি ক্রয় | একর | ১.১৫ | ১.০৯ | ১.০৯ | ১০০ |

## ৭. মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প

### ৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষকদের মাঝে মানসম্পন্ন বীজ আলু সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সারা দেশের কৃষকদের নিকট সরবরাহের জন্য রোগমুক্ত উন্নতমানের আধুনিক জাতের বীজ আলু উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- বীজ আলু সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন হিমাগার স্থাপন এবং হিমাগারের সংরক্ষিত বীজ আলুর গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে বিদ্যমান হিমাগারগুলো আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষি, বীজ ডিলার, বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী, এনজিও ও সাধারণ কৃষকদের আধুনিক আলু চাষের কলাকৌশলের উপর জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- আলুর নতুন জাত জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, মাঠ পরিদর্শন ও মাঠ দিবসের আয়োজন করা এবং বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে প্রচারণা চালানো;
- বীজ আলু সর্টিং, গ্রেডিং এবং প্যাকেজিং কার্যক্রমে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে নারীদের নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর রোগমুক্ত বীজ এবং নতুন জাত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ;
- হিমাগারের বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা।

৭.২ প্রকল্প এলাকা : ৮টি বিভাগ, ৪২টি জেলা, ১৭৮টি উপজেলা।

৭.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪

৭.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৫৯৫৯৬.১২ লক্ষ টাকা

৭.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৭.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৭.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৪৯৯.৫৫ লক্ষ টাকা

৭.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৭.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | শতকরা অগ্রগতি (%) | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| খামারে বীজ উৎপাদন | মে.টন | ১২৪৪০.৮৪ | ১৯১৫.১৪ | ১৯১৫.১৪ | ১০০ |
| বীজের আনুষঙ্গিক খরচ | মে.টন | ১৮৬৮২৪.৬৬ | ৩৩৪৫৫.৫৪ | ৩৩৪৫৫.৫৪ | ১০০ |
| স্থানীয় প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা, চুক্তিবদ্ধ কৃষক) | জন | ৮৪০০ | ৪৫০ | ৪৫০ | ১০০ |
| মোটরযান ক্রয় | সংখ্যা | ৯৫ | ২৫ | ২৫ | ১০০ |
| কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি এবং খুচরা যন্ত্রাংশ | সংখ্যা | ৪১৪ | ৫৭ | ৫৭ | ১০০ |
| কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ | সংখ্যা | ২০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| অফিস সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া) | সংখ্যা | ৪০ | ১৫ | ১৫ | ১০০ |
| আসবাবপত্র | সংখ্যা | ১৫৫০ | ২৭ | ২৭ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম | সংখ্যা | ৫৮৮ | ২৫৮ | ২৫৮ | ১০০ |
| বস্তা ক্রয় | লক্ষ সংখ্যা | ৬৭.৪৮ | ৬.৫২ | ৬.৫২ | ১০০ |
| ত্রিপল ক্রয় | সংখ্যা | ৪০০০ | ২০০ | ২০০ | ১০০ |
| অন্যান্য (ইমপ্লিমেন্টশেড, গ্যারেজ, গেইট, রাস্তা, ইলেকট্রিকসাবস্টেশন রুম, ইন্সপেকশন রুম ইত্যাদি) | সংখ্যা | ২৩ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |

## ৮. বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে বিএডিসির সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের নন-নাইট্রোজেনাস সার সংরক্ষণ ক্ষমতা বর্তমান পর্যায়ের চেয়ে ৫০% বৃদ্ধির মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় সার সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- গুদাম, অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৮.২ প্রকল্প এলাকা : ০৮ বিভাগ, ৫৯টি জেলা, ১২৮টি উপজেলা ও ৮টি সিটি কর্পোরেশন।

৮.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪

৮.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩১১০০.০০ লক্ষ টাকা

৮.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১১০০.০০ লক্ষ টাকা

৮.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১১০০.০০ লক্ষ টাকা

৮.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১০৮৭.৪৫ লক্ষ টাকা

৮.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৮.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ | সংখ্যা | ১১০ | ১১ | ১১ | ১০০ |
| বিদ্যমান গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ | সংখ্যা | ১৩২ | ০৭ | ০৭ | ১০০ |
| আনসার সেড/গ্যারেজ/লোডিং আনলোডিং শেড | সংখ্যা | ১০০ | ০১ | ০১ | ১০০ |
| আরসিসি সড়ক | ব.মি. | ২৫০০০ | ২৩৫৬ | ২৩৫৬ | ১০০ |
| সীমানা প্রাচীর | রা.মি. | ১৬৫৭০ | ৪৫০ | ৪৫০ | ১০০ |
| ভূমি উন্নয়ন | ঘ.মি. | ১২৫০০০ | ৮০০০ | ৮০০০ | ১০০ |
| পিকআপ | সংখ্যা | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| ব্যাগ সেলাই মেশিন | সংখ্যা | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ১০০ |
| ওজন মাপক যন্ত্র | সংখ্যা | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ১০০ |
| মোটর সাইকেল | সংখ্যা | ১০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| ফটোকপিয়ার | সংখ্যা | ২১ | ২১ | ২১ | ১০০ |
| ফর্ক লিফট | সংখ্যা | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| ডেস্কটপ কম্পিউটার | সংখ্যা | ৪৫ | ৪৫ | ৪৫ | ১০০ |

## ৯. ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎস হিসাবে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির অবস্থা (পরিমাণ ও গুণাগুণ) পর্যবেক্ষণ ও ডাটা সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎসের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিটি প্রযুক্তির প্রয়োগ;
- ক্ষুদ্রসেচের কাজে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা, সেচকৃত এলাকা, সেচ ও উৎপাদন খরচ, উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ইত্যাদি জরিপের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্র সেচ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্য পুস্তক, বুলেটিন, সাময়িকী, ট্রেনিং ম্যানুয়াল, রিপোর্ট ও প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ক্ষুদ্র সেচ সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচি, প্রকল্প, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার ও নীতি নির্ধারকগণকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।
- প্রকল্পের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহের বিষয়ে দক্ষতা, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ডাটাকে তথ্যে রূপান্তর করে সামগ্রিক কাজের গতিশীলতা আনয়ন।

৯.২ প্রকল্প এলাকা : ৮ বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ৪৬৩টি উপজেলা।

৯.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১
৯.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৫৪৭৪.৪৯ লক্ষ টাকা
৯.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৫২৫.০০ লক্ষ টাকা
৯.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১৫২৫.০০ লক্ষ টাকা
৯.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৫২২.০৩ লক্ষ টাকা
৯.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৯.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | (%) |
| প্রকল্পের প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ | জন | ৪০ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| পরীক্ষাগারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় | সেট | ৪২ | ৫ | ৫ | ১০০ |
| (ক) সফটওয়্যার এবং ডাটা বেইজড উন্নয়নসহ ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচ এলাকা ও সেচ খরচের ওপর সমীক্ষা | জন | ১ (৩০০ জন-মাস) | মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৩৫% | মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৩৫% | ১০০ |
| (খ) ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অ্যাকুইফার ম্যাপিং সংক্রান্ত সমীক্ষা | জন | ১ (২৩৯ জন-মাস) | মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৪০% | মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৪০% | ১০০ |
| পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি | সেট | ৩৩ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| সেচের পানি পরীক্ষার জন্য ফিল্ডকীট/পরীক্ষাকীট ক্রয় | সেট | ২০০ | ৮২ | ৮২ | ১০০ |
| **ডাটালগার ক্রয়:** | | | | | |
| (ক) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্সর, মডেম, সীম, সফটওয়্যার, সার্ভার ইত্যাদিসহ ডাটালগার (৪০০টি);<br>(খ) ভূগর্ভস্থ পানির ও লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্সর, মডেম, শিম, সফটওয়্যার, সার্ভার ইত্যাদিসহ ডাটালগার (৩০০টি); | সংখ্যা | ৭০০ | ২৭২ | ২৭২ | ১০০ |
| ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণের জন্য ২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং | সেট | ৩৫০ | ৭৫টি | ১৮০টি | ১০০ |
| লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণের জন্য ২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং | সেট | ৬০ (প্রতি সেটে ৫টি) | ৪ (প্রতি সেটে ৫টি) | ৮ (প্রতি সেটে ৫টি) | ১০০ |

**১০. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প**

**১০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য**

- প্রতি বছর ১৯০৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯৫২৭৭ মেট্রিক টন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- মেঘনা মোহনার অতিরিক্ত মিষ্টি পানি ব্যবহার করে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও উৎপাদন এর মাধ্যমে অধঃপতিত জমির পুনর্জীবন প্রদান;
- পরিবেশ বান্ধব সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সেচের উন্নয়ন;
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ২০০০ হেক্টর জমি কৃষি উৎপাদনের আওতায় আনয়ন;
- ক্ষুদ্র সেচ সেক্টরের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষক দলভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ।

১০.২ প্রকল্প এলাকা : ১ বিভাগ, ৩টি জেলা, ২০টি উপজেলা।
১০.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১
১০.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৪৩৭০.৬৬ লক্ষ টাকা
১০.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৪৫৫.০০ লক্ষ টাকা

১০.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩৪৫৫.০০ লক্ষ টাকা
১০.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৪৫৫.০০ লক্ষ টাকা
১০.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

**১০.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন**

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ১০/৫/২/১-কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচ নালা মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ | সেট | ১৬০ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| অফিস ভবন নির্মাণ | সংখ্যা | ০৪ | ০৩ | ০৩ | ১০০ |
| খাল/নালা পুনঃখনন | কিমি. | ২০০ | ৬৫ | ৬৫ | ১০০ |
| খাল/নালা পুনর্বাসন/সংস্কার | কিমি. | ২০০ | ৫৫ | ৫৫ | ১০০ |
| ১০/৫/২/১-কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | কিমি. | ১৮৭ | ৪৮ | ৪৮ | ১০০ |
| বড়/মাঝারি/ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাচার নির্মাণ | সংখ্যা | ১২৫ | ৫০ | ৫০ | ১০০ |
| এলএলপি স্কিমে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১৬৫ | ৪০ | ৪০ | ১০০ |
| কৃষক প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ৪০ | ১০ | ১০ | ১০০ |

## ১১. বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ১৮৩৪৩.১ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৮২৫৪৩.৯৫ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশন ত্বরান্বিতকরণ;
- সেচ কাজে On Farm Water Management Technology এবং Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ফলন পার্থক্য (Yield Gap) কমানো;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১১.২ প্রকল্প এলাকা: ০২ বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৪৭টি উপজেলা।
১১.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১
১১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৮৯৯৩.৯৭ লক্ষ টাকা
১১.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৯৫৪.০০ লক্ষ টাকা
১১.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৯৩৭.০০ লক্ষ টাকা
১১.৭২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৯৩০.০০ লক্ষ টাকা
১১.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১১.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | কিমি. | ১২১ | ৫৬ | ৫৬ | ১০০ |
| হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ | সংখ্যা | ১২০ | ৩৫ | ৩৫ | ১০০ |
| সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন | সংখ্যা | ৮৫ | ২৮ | ২৮ | ১০০ |
| খাল/নালা পুনঃখনন | কিমি. | ২৫০ | ১০৪ | ১০৪ | ১০০ |
| সৌরচালিত ০.৫ কিউসেক এলএলপি স্থাপন | সংখ্যা | ১০ | ১০ | ১০ | ১০০ |

## ১২. লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প

### ১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, অন্যান্য সেচ অবকাঠামো ও আন্ত : সংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নের সেচযোগ্য ১৮০২ হেক্টর জমি ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচের আওতায় আনা;
- উন্নত সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাস/সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন।

১২.২ প্রকল্প এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা।

| | | |
|---|---|---|
| ১২.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল | : | জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০ |
| ১২.৪ প্রকল্প ব্যয় | : | ২৫৮৫.৯৫ লক্ষ টাকা |
| ১২.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ১০২০.০০ লক্ষ টাকা |
| ১২.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ১০২০.০০ লক্ষ টাকা |
| ১২.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ১০১৯.০০ লক্ষ টাকা |
| ১২.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

১২.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ অগ্রগতি | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| খাল পুনঃখনন | কিমি. | ১০ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |
| ১ কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি সেট ক্রয় | সেট | ২০ | ০৮ | ০৮ | ১০০ |
| ০.৫ কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি সেট ক্রয় | সেট | ২০ | ০৯ | ০৯ | ১০০ |
| আন্তঃসংযুক্ত ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মালামাল ক্রয় | সেট | ১০ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |
| ধান মাড়াই, ভাঙানো ও ঝাড়াই যন্ত্র ক্রয় | সেট | ৪০ | ৩০ | ৩০ | ১০০ |
| ড্রিপ সেচ পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন | ৭০০ | ২৭২ | ২৭২ | ১০০ | ১০০ |
| ২৫০ মিমি. ডায়া বিশিষ্ট ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল নির্মাণ | সংখ্যা | ৩০ | ১২ | ১২ | ১০০ |
| ১৫০ মিমি. ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয় | সংখ্যা | ২০ | ০৯ | ০৯ | ১০০ |
| ৪০০ মিমি. ডায়া বিশিষ্ট আন্তঃসংযুক্ত ভূগর্ভস্থ সেচন-ালার মালামাল নির্মাণ | সংখ্যা | ১০ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ | কিমি. | ১.২ | ০.৬ | ০.৬ | ১০০ |
| ছোট আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ | সংখ্যা | ১০ | ০৮ | ০৮ | ১০০ |
| ওয়াটার পাসিং অবকাঠামো নির্মাণ | সংখ্যা | ৫০ | ৩৭ | ৩৭ | ১০০ |
| হেডার ট্যাংক নির্মাণ | সংখ্যা | ১০ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১০ | ০৭ | ০৭ | ১০০ |
| এলএলপির জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ | সংখ্যা | ৫০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০০ |

## ১৩. সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

### ১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সৌরশক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২২০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১১০০০ মে.টন খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৬৬০০ কৃষক পরিবারকে উপকার করা;
- সেচকাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের সাশ্রয় এবং বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

১৩.২ প্রকল্প এলাকা : ৮টি বিভাগ, ৩৪টি জেলা, ১৪১টি উপজেলা।

১৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩

১৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৮২৬৩.০৬ লক্ষ টাকা

১৩.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৩১৬.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১২৭২.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১২৪৮.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৩.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয় | সেট | ১০০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০০ |
| ০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয় | সেট | ১০০ | ৩২ | ৩২ | ১০০ |
| সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি ক্রয় | সেট | ১০০ | ১৫ | ১৫ | ১০০ |
| সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি ক্রয় | সেট | ১০০ | ০৮ | ০৮ | ১০০ |
| ১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ | সংখ্যা | ১০০ | ০৯ | ০৯ | ১০০ |
| ০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ | সংখ্যা | ১০০ | ০৬ | ০৬ | ১০০ |
| ১ কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ | কিমি. | ৮০ | ১৮.৪ | ১৮.৪ | ১০০ |
| ০.৫ কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ | কিমি. | ৬০ | ১৬.৮ | ১৬.৮ | ১০০ |

**১৪. বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প**

১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১২৬৬৪ হেক্টর জমিতে ভুপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫০৬৫৬ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১৪.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৭টি জেলা, ৪৬টি উপজেলা।

১৪.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১

১৪.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১২৬৯৭.৫৪ লক্ষ টাকা

১৪.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা

১৪.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩৪৪২.০০ লক্ষ টাকা

১৪.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৪৩৯.০০ লক্ষ টাকা

১৪.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৪. ৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ১-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত লো-লিফট পাম্প সেট ক্রয় | সেট | ১০০ | ৩০ | ৩০ | ১০০ |
| ২-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয় | সংখ্যা | ১০৪ | ৬৪ | ৬৪ | ১০০ |
| ১-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয় | সংখ্যা | ১০০ | ৫২ | ৫২ | ১০০ |
| ১-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার পাম্প স্থাপন | সেট | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| খাল পুন : খনন (লেভেলিং ড্রেসিংসহ) | কিমি. | ৩০০ | ৭২ | ৭২ | ১০০ |
| ২-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | সংখ্যা | ১৪০ | ৫৪ | ৫৪ | ১০০ |
| ১-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | সংখ্যা | ১০০ | ৪০ | ৪০ | ১০০ |
| বড় আকারেরর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ | সংখ্যা | ২০ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |
| মাঝারি আকারেরর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ | সংখ্যা | ৫০ | ১১ | ১১ | ১০০ |
| ছোট আকারেরর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ | সংখ্যা | ২০০ | ৬২ | ৬২ | ১০০ |
| ২-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১০০ | ৪০ | ৪০ | ১০০ |
| ১-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১০০ | ৪০ | ৪০ | ১০০ |

## ১৫. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)

### ১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্যের (High Value) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার;
- উচ্চমূল্যের ফসল সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং কৃষক দল গঠন;
- গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ;
- জলবায়ু সহনশীল ভূপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা;
- ভূপরিস্থ পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার;
- ট্রেনিং অব ট্রেনার্স কার্যক্রম ও ফলো-আপ;
- সুবিধাজনক মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়নে সহায়তা এবং
- ভ্যালু চেইন ও অন্যান্য বাজার গবেষণায় সহায়তা প্রদান।

১৫.২ প্রকল্প এলাকা : ০৪ বিভাগ, ১১টি জেলা, ৩০টি উপজেলা।

১৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪

১৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩৩০১৫.৯৫ লক্ষ টাকা

১৫.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৮০৪০.০০ লক্ষ টাকা

১৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৮০৪০.০০ লক্ষ টাকা

১৫.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৭৯৩৫.৪৮ লক্ষ টাকা

১৫.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৫.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ | কিমি. | ৫৫ | ৯.৪ | ৯.৪ | ১০০ |
| খাল/নালা পুনঃখনন (ছোট খাল) | কিমি. | ২৯৪ | ১১০ | ১১০ | ১০০ |
| খাল/নালা পুনঃখনন (মাঝারি খাল) | কিমি. | ১৯০ | ৭৬ | ৭৬ | ১০০ |
| ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয় | সেট | ২৫০ | ৯৫ | ৯৫ | ১০০ |
| ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয় (নতুন স্কীমের জন্য) | সেট | ২৮ | ১৪ | ১৪ | ১০০ |
| ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | কিমি. | ২৫০ | ৬৩ | ৬৩ | ১০০ |
| ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (পুরাতন স্কিমের জন্য) | কিমি. | ২৮ | ১৪ | ১৪ | ১০০ |
| ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ | সংখ্যা | ২৬৩ | ৬৯ | ৬৯ | ১০০ |
| সোলার পাম্প সেটসহ পুকুর খনন | সংখ্যা | ৯৫ | ২৫ | ২৫ | |
| রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ | সংখ্যা | ২০২৪ | ৭১০ | ৭১০ | ১০০ |
| আরটিসিয়ান ওয়েল নির্মাণ | সংখ্যা | ১০০ | ২৫ | ২৫ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১৫০ | ২৪ | ২৪ | ১০০ |

## ১৬. পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

### ১৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প এলাকায় খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সেচযন্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে ৫৩,৪০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১৩,৩,৫০০ মে.টন ফসল;
- সেচের পানির অপচয় রোধে আধুনিক ও স্থানীয় সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেচ কাজে ন্যূনতম পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ এবং
- প্রকল্প এলাকায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

১৬.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ২৫টি উপজেলা।

১৬.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪

১৬.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৫৬০৫৩.০০ লক্ষ টাকা

১৬.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা

১৬.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা

১৬.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা

১৬.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৬.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচ-নালা নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয় | সেট | ১০০ | ৫৪ | ৫৪ | ১০০ |
| ১ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয় | সেট | ৩০০ | ৪৪ | ৪৪ | ১০০ |
| ২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচ-নালা বর্ধিতকরণের জন্য পাইপ ক্রয় | সেট | ৬০০ | ১৩৮ | ১৩৮ | ১০০ |
| ১.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয় | সেট | ১৫০ | ২৯ | ২৯ | ১০০ |
| মোটরসাইকেল ক্রয় | সংখ্যা | ২০ | ২০ | ২০ | ১০০ |

## ১৭. বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

### ১৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ৩৪০ কিমি. খাল/নালা পুনঃখনন এবং ২১৩টি সেচযন্ত্র স্থাপন ও স্থাপিত সেচ যন্ত্রের ব্যারিড পাইপ লাইন ও অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়নের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে ১২,৩৫৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৪৩,২৪৩ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং ৩০,৮৮৮ মেট্রিক টন ফলমূল/শাকসবজি উৎপাদন;
- ইতোপূর্বে নির্মিত সেচ অবকাঠামো ও প্রকল্পের স্থাপিত/স্থাপতব্য সেচযন্ত্র ও ভূপরিস্থ পানি সম্পদের ব্যবহার, পুনঃখননকৃত খাল/নালা ও নির্মিত/নির্মিতব্য অন্যান্য সেচ অবকাঠামো দ্বারা ২৪,৩২২ হেক্টর জমিতে সেচ দিয়ে প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৮৫,১২৭ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ৬০,৮০৫ মেট্রিক টন ফলমূল/শাকসবজি উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় ৩০০ জন সেচ স্কিমের ম্যানেজার/অপারেটর/ফিল্ডম্যান এবং ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ।

১৭.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৩৩টি উপজেলা।

| | | |
|---|---|---|
| ১৭.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০২০ |
| ১৭.৪ প্রকল্প ব্যয় | : | ১১৬৩০.৪৩ লক্ষ টাকা |
| ১৭.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ১৫২১.০০ লক্ষ টাকা |
| ১৭.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ১৫২১.০০ লক্ষ টাকা |
| ১৭.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ১৫১৮.০০ লক্ষ টাকা |
| ১৭.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

১৭.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ১-কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | সংখ্যা | ৬২ | ১৯ | ১৯ | ১০০ |
| ২-কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | সংখ্যা | ১৫৫ | ১৫ | ১৫ | ১০০ |
| খাল/নালা পুনঃখনন | কিমি. | ৩৪০ | ৪০ | ৪০ | ১০০ |
| ১-কিউসেক স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও ২০০ মিটার করে বর্ধিত করণ | সংখ্যা | ৬২ | ৬২ | ৬২ | ১০০ |
| ২-কিউসেক স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও ২০০ মিটার করে বর্ধিতকরণ | সংখ্যা | ১৫৫ | ১৫৫ | ১৫৫ | ১০০ |
| ১-কিউসেক সোলার পাম্প ক্রয় এবং ৩০০ মিটার বর্ধিতকরণ | সেট | ৩০ | ২৯ | ২৯ | ১০০ |

## ১৮. ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

### ১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রবাহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৬৫,২৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ২,২৫,৫০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।
- শুষ্ক মৌসুমে সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে উপযুক্ত পানি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জমিতে পানি সরবরাহ ও পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং 'অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি' ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকার জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- আধুনিক কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান, পানি ব্যবহারকারী সমিতি/সংগঠন এবং কৃষকের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন করা।

১৮.২ প্রকল্প এলাকা : ০৫টি বিভাগ, ২৬টি জেলা, ৮৮টি উপজেলা।

| | | |
|---|---|---|
| ১৮.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ |
| ১৮.৪ প্রকল্প ব্যয় | : | ১৬৮৭৭.৫৯ লক্ষ টাকা |
| ১৮.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ১৮.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ১৮.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৩২৯৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ১৮.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

১৮.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ব্যারিড পাইপ লাইনের মালামাল ক্রয় | কিমি. | ৩১৮ | ১৫০ | ১৫০ | ১০০ |
| ৫-কিউসেক পরীক্ষামূলক সোলার পাম্প স্কিমে ব্যারিড পাইপ লাইন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ | সংখ্যা | ২ | ১ | ১ | ১০০ |
| ৫-কিউসেক পাম্প ও ভাসমান পাম্পের জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | কিমি. | ২৯৫ | ৫৭ | ৫৭ | ১০০ |
| হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ | সংখ্যা | ৬০ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |
| ভূপরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ | মি. | ১৩৬৭৯ | ৬০০ | ৬০০ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১৫০ | ২১ | ২১ | ১০০ |

**১৯. আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)**

১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১১০০ ও ৮০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূপরিস্থ) দ্বারা অশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে আবাদকৃত ২২০০০ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ২২০০০ হেক্টর জমি সেচের মাধ্যমে ৯৬২৫০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা ও ২৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচের মাধ্যমে ১২৫১২ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা এবং প্রতি বছর প্রায় ১০৮৭৬২ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে সেচ, খাদ্যশস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আন্তকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করা।

১৯.২ প্রকল্প এলাকা : ০২টি বিভাগ, ০২টি জেলা, ০৭টি উপজেলা।

| | | |
|---|---|---|
| ১৯.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ |
| ১৯.৪ প্রকল্প ব্যয় | : | ২৩৬১.৫২ লক্ষ টাকা |
| ১৯.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ১৯.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ১৯.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ১৯.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

১৯.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ | কিমি. | ২ | ০.১৫ | ০.১৫ | ১০০ |
| আরসিসি সেকেন্ডারি ক্যানেল নির্মাণ | কিমি. | ১ | ০.১৩ | ০.১৩ | ১০০ |
| টো/রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ | কিমি. | ০.২৯ | ০.০৫ | ০.০৫ | ১০০ |
| মাটির খাল পুনঃখনন | কিমি. | ৮.০০ | ২.০০ | ২.০০ | ১০০ |

**২০. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প**

**২০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য**

- ১০টি ড্যাম (৮টি রাবার ড্যাম ও ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম) নির্মাণ করে ১১,১৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে ৫০,১৭৫ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

২০.২ প্রকল্প এলাকা : ৪টি বিভাগ, ০৮টি জেলা, ১০টি উপজেলা।

| | | |
|---|---|---|
| ২০.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১ |
| ২০.৪ প্রকল্প ব্যয় | : | ১৭৩০২.৬০ লক্ষ টাকা |
| ২০.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ২১৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ২১৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ২১৪০.১৩ লক্ষ টাকা |
| ২০.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ | সংখ্যা | ০২ | ০২ | ০২ | ১০০ |
| রাবার ড্যাম নির্মাণ (অন্যান্য অবকাঠামোসহ) | সংখ্যা | ০৮ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার/রেগুলেটর নির্মাণ | সংখ্যা | ১২ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| গাইড বাঁধ/বেড়িবাঁধ নির্মাণ | কিমি. | ৩৪ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |
| নদী/খাল খনন/পুনঃখনন | কিমি. | ৩০ | ১৪ | ১৪ | ১০০ |
| ইরিগেশন ইন/আউটলেট নির্মাণ | মি. | ৬০০ | ১৩৪ | ১৩৪ | ১০০ |

## ২১. ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১৫,৪৯৮ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে প্রায় ৭৭,৪৯০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন।

২১.২ প্রকল্প এলাকা : ২টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৫৬টি উপজেলা।

| | | |
|---|---|---|
| ২১.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২ |
| ২১.৪ প্রকল্প ব্যয় | : | ১৩৯০০.৫০ লক্ষ টাকা |
| ২১.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২১.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২১.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৩৪৯৭.২৬ লক্ষ টাকা |
| ২১.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২১.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপির জন্য সোলার প্যানেল, পাম্প মোটর ও কন্ট্রোলার ক্রয় | সেট | ২০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| ২-কিউসেক এলএলপির জন্য ১২-১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক মোটর, পাম্প ক্রয় | সেট | ২০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| ৫ ও ২-কিউসেক এলএলপি স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ক্রয় | কিমি. | ২৬০ | ৮৬ | ৮৬ | ১০০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২-কিউসেক গনকূ স্কিমের ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয় | কিমি. | ৬৫ | ০৯ | ০৯ | ১০০ |
| খাল/নালা পূন:খনন | কিমি. | ২৫০ | ৭৫ | ৭৫ | ১০০ |
| পানি নির্গমন ব্যবস্থা নির্মাণ | সংখ্যা | ২০০ | ৫০ | ৫০ | ১০০ |
| ৫/২ কিউসেক এলএলপি ও গনকূ স্কিমে ব্যারিড পাইপ লাইন স্থাপন | কিমি. | ২৬০ | ৮৯ | ৮৯ | ১০০ |
| সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল খনন | সংখ্যা | ৫০ | ১২ | ১২ | ১০০ |
| পাম্প হাউজ নির্মাণ | সংখ্যা | ২৫০ | ২৫ | ২৫ | ১০০ |
| বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ২৩০ | ৪২ | ৪২ | ১০০ |
| ১-কিউসেক সোলার এলএলপি স্কিমের ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয় | কিমি. | ১৬ | ৫.৬ | ৫.৬ | ১০০ |

**২২. রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প**

২২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৬,১৯৭ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর প্রায় ৭২,৮৮৭ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য হ্রাসকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

২২.২ প্রকল্প এলাকা : ১টি বিভাগ, ০৪টি জেলা, ২৮টি উপজেলা।

২২.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২

২২.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৪০৭৭.৮৩ লক্ষ টাকা

২২.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা

২২.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩৪৬৪.০০ লক্ষ টাকা

২২.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৪৬৩.০৪ লক্ষ টাকা

২২.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২২.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ২-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় | সেট | ১০০ | ৫১ | ৫১ | ১০০ |
| সৌরশক্তি চালিত ০.৫ কিউসেক এলএলপি ক্রয় | সেট | ৫০ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| খাল পুনঃখনন | কিমি. | ২০০ | ৭৮ | ৭৮ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১৬০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০০ |
| ১-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচ-নালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার) | কিমি. | ১০০ | ৪০ | ৪০ | ১০০ |
| ২-কিউসেক সাবমার্সিবল পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার) | কিমি. | ১৮০ | ৫৪ | ৫৪ | ১০০ |
| ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার) | সংখ্যা | ৫০ | ২২ | ২২ | ১০০ |
| ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ | সংখ্যা | ১৭০ | ৬০ | ৬০ | ১০০ |
| পাম্প হাউজ নির্মাণ | সংখ্যা | ১৫০ | ২০ | ২০ | ১০০ |

## ২৩. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প

২৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বিএডিসির বিদ্যমান পুরাতন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং নির্মাণের মাধ্যমে কাজের পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও অবকাঠামোসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম তদারকি জোরদারকরণ;
- সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও নির্মাণ করে বিএডিসির সম্পদ অবৈধ দখলমুক্ত রাখা ও সংরক্ষিত সেচ যন্ত্রপাতি সুরক্ষা করা;
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি তদারকি সহজীকরণ এবং সেচ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;
- মাঠ পর্যায়ের ক্যাম্পাসসমূহের সৌন্দর্যবর্ধন ও যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে পুকুর সংস্কার, বৃক্ষ রোপণ ও আনুষঙ্গিক কাজ এবং
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন।

২৩.২ প্রকল্প এলাকা : ৮টি বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ১৬৫টি উপজেলা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৩.৩ | প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ |
| ২৩.৪ | প্রকল্প ব্যয় | : | ১৯৪৮৪.৩২ লক্ষ টাকা |
| ২৩.৫ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৩৬৪৭.০০ লক্ষ টাকা |
| ২৩.৬ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৩৬৪৭.০০ লক্ষ টাকা |
| ২৩.৭ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৩৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা |
| ২৩.৮ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২৩.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| অফিস ভবন সংস্কার | সংখ্যা | ৫৬ | ১৪ | ১৪ | ১০০ |
| সীমানা প্রাচীর সংস্কার | রা. মি. | ৮১৯৬ | ১৭১৮ | ১৭১৮ | ১০০ |
| গুদাম সংস্কার | সংখ্যা | ৩৪ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| মিরপুরস্থ স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কার | সংখ্যা | ১ | ০১ (আংশিক) | ০১ (আংশিক) | ১০০ |
| প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ | সংখ্যা | ১ | ০১ (আংশিক) | ০১ (আংশিক) | ১০০ |
| ঢাকাস্থ সেচ ভবন আধুনিকীকরণ | সংখ্যা | ১ | ০১ (আংশিক) | ০১ (আংশিক) | ১০০ |
| অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবন নির্মাণ | সংখ্যা | ৫৬ | ১২ (আংশিক) | ১২ (আংশিক) | ১০০ |
| রেস্ট হাউজ নির্মাণ | সংখ্যা | ১ | ০১ (আংশিক) | ০১ (আংশিক) | ১০০ |
| বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ | সংখ্যা | ০২ | ০২ (আংশিক) | ০২ (আংশিক) | ১০০ |
| গেট নির্মাণ | সংখ্যা | ৩৫ | ০৬ | ০৬ | ১০০ |
| সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | রা.মি. | ১৬০৪০ | ৫০০০ | ৫০০০ | ১০০ |
| ঘাট নির্মাণ | সংখ্যা | ০৯ | ০২ | ০২ | ১০০ |
| বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ২ | ১ | ১ | ১০০ |

## ২৪. বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

### ২৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল/নালা পুনঃখনন, লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ২৭,৮০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে ১,২৫,১০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- প্রকল্পের আওতায় ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও টেকসইকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচদক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন।

২৪.২ প্রকল্প এলাকা : ১টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৩০টি উপজেলা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৪.৩ | প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ |
| ২৪.৪ | প্রকল্প ব্যয় | : | ১৩৬৭২.৫০ লক্ষ টাকা |
| ২৪.৫ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২৪.৬ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২৪.৭ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ১৭৫৮.০০ লক্ষ টাকা |
| ২৪.৮ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২৪.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| বৈদ্যুতিক মোটর ও ৫ কিউসেক লোলিফট পাম্প ক্রয় (২০-২৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন) | সেট | ২০ | ০৮ | ০৮ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক মোটর ও ২ কিউসেক লোলিফট পাম্প ক্রয় (১২-১৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন) | সেট | ১২৫ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| ২ কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচ-নালা নির্মাণ মালামাল ক্রয় | সেট | ১২৫ | ১৩ | ১৩ | ১০০ |
| ৫ কিউসেক পুরাতন এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ মালামাল ক্রয় | সেট | ৫০ | ১৯ | ১৯ | ১০০ |
| ২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপ ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ মালামাল ক্রয় | সেট | ১০০ | ২১ | ২১ | ১০০ |
| গভীর নলকূপের পাম্প হাউজ পুনঃনির্মাণ (ড্রয়িং ও ডিজাইনসহ) | সংখ্যা | ১০০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০০ |
| খাল নালা পুনঃখনন | কিমি. | ৩৫০ | ৩৫ | ৩৫ | ১০০ |
| ৫ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | সংখ্যা | ২০ | ০৯ | ০৯ | ১০০ |
| ২ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | সংখ্যা | ১২৫ | ১৭ | ১৭ | ১০০ |
| ৫ কিউসেক পুরাতন এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার) | সংখ্যা | ৫০ | ১৪ | ১৪ | ১০০ |
| ২ কিউসেক পুরাতন এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ৬০০ মিটার) | সংখ্যা | ১০০ | ৩৯ | ৩৯ | ১০০ |
| বড় আকারের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ | সংখ্যা | ১০ | ০১ | ০১ | ১০০ |
| মাঝারি আকারের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ | সংখ্যা | ৫০ | ০২ | ০২ | ১০০ |
| ছোট আকারের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ | সংখ্যা | ১০০ | ০৩ | ০৩ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১৪৫ | ২১ | ২১ | ১০০ |

## ২৫. কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

### ২৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৯৮২৯ হেক্টর জমিতে বোরো ফসলের পাশাপাশি টি-আমন এ সম্পূরক সেচ এবং শাকসবজির জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর ৯৯১৪৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি (ড্রিপ, স্প্রিংকলার, ব্যারিড পাইপ, সেনিপা ইত্যাদি) প্রয়োগ ও কৃষক/কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সেচ কাজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষক/কৃষাণীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

২৫.২ প্রকল্প এলাকা : ১টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ৩৪টি উপজেলা।

২৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪

২৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩২৫৫৩.৩৬ লক্ষ টাকা

২৫.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৯৪২.০০ লক্ষ টাকা

২৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৯৪২.০০ লক্ষ টাকা

২৫.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৯৪২.০০ লক্ষ টাকা

২৫.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৫.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| কম্পিউটার (ডেস্কটপ- ০৭টি, ল্যাপটপ- ০১টি) | সেট | ০৮ | ০৮ | ০৮ | ১০০ |
| ফটোকপিয়ার | সংখ্যা | ০১ | ০১ | ০১ | ১০০ |
| ৫-কিউসেক পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় | মিটার | ২৪০০০ | ২৪০০০ | ২৪০০০ | ১০০ |
| ২-কিউসেক পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় | মিটার | ৩০০০০ | ৩০০০০ | ৩০০০০ | ১০০ |
| ১-কিউসেক পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় | মিটার | ২০০০০ | ২০০০০ | ২০০০০ | ১০০ |
| রাবার/কটন হুস পাইপ ক্রয় | মিটার | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০ |

## ২৬. বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

### ২৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল/নালা পুন : খনন, এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২০,২৯০ হেক্টর জমিতে বোরো ফসলের পাশাপাশি টি-আমন এ সম্পূরক সেচ এবং শাকসবজির জমিতে ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর ৯১,৩০৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্পের আওতায় ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও টেকসই করণ;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

২৬.২ প্রকল্প এলাকা : ১টি বিভাগ, ০৫টি জেলা, ২৯টি উপজেলা।

| | | |
|---|---|---|
| ২৬.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ |
| ২৬.৪ প্রকল্প ব্যয় | : | ২০০৫৯.৫০ লক্ষ টাকা |
| ২৬.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ১০৮৩.০০ লক্ষ টাকা |
| ২৬.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ১০৮৩.০০ লক্ষ টাকা |
| ২৬.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ১০৮২.০০ লক্ষ টাকা |
| ২৬.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২৬.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | (%) |
| ১- কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ফিটিংস ক্রয় | সেট | ৩০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| ২- কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ফিটিংস ক্রয় | সেট | ১৪৪ | ৪৮ | ৪৮ | ১০০ |
| ৫- কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচ-নালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ফিটিংস ক্রয় | সেট | ৪ | ২ | ২ | ১০০ |
| ২- কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের বিদ্যমান সিসি পাইপের সেচনালা ভূগর্ভস্থ ইউপিভিসি সেচনালায় রূপান্তরের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় | সেট | ১১০ | ৪০ | ৪০ | ১০০ |

**বিএডিসি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহ**

কোটি টাকায়

| কর্মসূচির সংখ্যা | বরাদ্দ | অবমুক্ত | ব্যয় | অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|
| ২৫ | ১৭৩.৩৪ | ১৭৩.৩৪ | ১৭৩.১১ | ৯৯.৮৭% |

- **ফসল সাব-সেক্টরে কার্যক্রম/কর্মসূচি**

**১. বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম**

১.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রজনন বীজ হতে প্রয়োজনীয় ভিত্তি বীজ পরিবর্ধন;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদন এবং চাষিদের মাঝে বিতরণ করে হাইব্রিড ধান বীজের চাহিদা মেটানো;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে হাইব্রিড ধান বীজের আমদানি নির্ভরতা কমানো;
- খামার ব্যবস্থাপনা ও বীজ উৎপাদনের উপর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বেসরকারি উৎপাদকগণকে বীজ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক/উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- সংগঠিত বীজ উৎপাদনকারীর নিকট ভিত্তি বীজ সহজলভ্যকরণ।

১.২. কার্যক্রম এলাকা: ৮টি বিভাগ, ১৯টি জেলা, ১৯টি উপজেলা।

| | | |
|---|---|---|
| ১.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ |
| ১.৪ কার্যক্রম ব্যয় | : | ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ১.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ১.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ১.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ১.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

১.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন: (মে.টন)

| প্রধান প্রধান কাজ | ডিপিপি/ পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | অর্জনের হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ) | |
| আউশ | ১১৬০ | ১১৬০ | ১১৬৪ | ১০০ |
| আউশ (নেরিকা) | ৫০ | ৫০ | ৫৪.৭৬ | ১১০ |
| আমন | ৩৭৭০ | ৩৪৫৭ | ৩৪২২.৮৩ | ৯৯ |
| আমন (নেরিকা) | ৮০ | ৮০ | ৮৫.৮২ | ১০৭ |
| বোরো | ৩৭০০ | ৩৭৬৬ | ৩৫৭৫ | ৯৫ |
| বোরো (নেরিকা) | ৫০ | ৫০ | ৪৮.৯৭ | ৯৮ |
| হাইব্রিড ধান | ৯৫০ | ৯৩৫ | ১২৭৩ | ১৩৬ |
| আলু | ১৫০০ | ১৪১৫ | ১৩০৪ | ৯২ |
| গম | ২৮৫ | ৪৫৬ | ৪৭২ | ১০৪ |
| ডাল/ভুট্টা | ১০ | ৪৪ | ৩০.৭৭ | ৭০ |
| অন্যান্য | ৫ | ৫ | ২.৪৪ | ৪৯ |
| মোট | ১১৫৬০ | ১১৪১৮ | ১১৪৩৪.৫৫ | ১০০ |

## ২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

### ২.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মৌল বীজ এবং বিএডিসির খামার হতে প্রাপ্ত ভিত্তি বীজ হতে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ভিত্তি প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন;
- হাইব্রিড ধান/ভুট্টা বীজের প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ করে প্রশিক্ষিত চাষির মাধ্যমে F1 বীজ উৎপাদন করা;
- জোন এলকায় বীজ উৎপাদক চাষিদের সংগঠিত করে বীজ প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- নতুন জাত বা কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়া ও প্রসার ঘটানো;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিবীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সময়মতো প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- বীজ শিল্প উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

২.২. কার্যক্রম এলাকা: ৮টি বিভাগ, ৩৬টি জেলার সকল উপজেলা।

২.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০

২.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা

২.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা

২.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা

২.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা

২.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২.৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন: (মে.টন)

| প্রধান প্রধান কাজ | ডিপিপি/ পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | অর্জনের হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ) | |
| আউশ | ১১১৮.০০ | ১১১৮.০০ | ১১১৮.০০ | ১০০ |
| আমন | ৮৩৮০.০০ | ৮৩৮০.০০ | ৮১১৭.০০ | ৯৭ |
| বোরো | ৩০২১০.০০ | ৩০২১০.০০ | ৩০২১০.০০ | ১০০ |
| গম | ৮৫৪০.০০ | ৮৫৪০.০০ | ৮৫৪০.০০ | ১০০ |
| মোট | ৪৮২৪৮.০০ | ৪৮২৪৮.০০ | ৪৭৯৮৫.০০ | ৯৯.৫ |

## ৩. উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম

### ৩.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

- উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষক পর্যায়ে বিপণন করে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বিএডিসির মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন বীজ প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদিত দানাশস্যের ভিত্তি, প্রত্যায়িত, মানঘোষিত বীজ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংগ্রহ করে মাননিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ;
- সংগৃহীত বীজগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করার পর বিতরণ মোসুমে প্যাকেটজাত করে আঞ্চলিক বীজ গুদামে প্রেরণ করা এবং আঞ্চলিক বীজ গুদাম ও বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে ডিলারদের মাধ্যমে তা বিতরণ/বিক্রয় করা। এছাড়া বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদেরকে চাহিদা মোতাবেক ভিত্তি বীজ সরবরাহ;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ স্থানীয় পরীক্ষাগারে গুণগত মান পরীক্ষা করা এবং চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে নমুনা বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান নিশ্চিত;
- সারা দেশব্যাপী একটি সুনিয়ন্ত্রিত ডিলার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ বিতরণ ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য ডিলারদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বীজ প্রযুক্তির উপর নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে দেশে একটি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে ওঠে;
- বেসরকারি বীজ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উৎপাদকদেরকে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন কাজে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে দেশকে সহায়তা করা।

৩.২. কার্যক্রম এলাকা: ৭টি বিভাগ, ১৬টি জেলা, ১৬টি উপজেলা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩.৩ | কার্যক্রমের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ |
| ৩.৪ | কার্যক্রম ব্যয় | : | ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৩.৫ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৩.৬ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৩.৭ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৩.৮ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

৩.৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম (মে.টন)

| প্রধান প্রধান কাজ | ডিপিপি/ পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | অর্জনের হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ) | |
| আউশ | ২৭১৪.০৫ | ২৭১৪.০৫ | ২৫৩৩.৬২ | ৯৩ |
| আমন | ১৩৩৭৩.৯৫ | ১৩৩৭৩.৯৫ | ১১৮৬৫.৪৮ | ৮৯ |
| বোরো | ৩৭৮৯৮.০০ | ৩৭৮৯৮.০০ | ৩৫৬৩৭.২৯ | ৯৪ |
| গম | ৯২৭৪.০০ | ৯২৭৪.০০ | ৯২৫৯.২৮ | ১০০ |
| মোট | ৬৩২৬০.০০ | ৬৩২৬০.০০ | ৫৯২৯৫.৬৯ | ৯৪ |

## ৪. পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম

### ৪.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- পাটের গবেষণালব্ধ প্রজনন বীজ (Breeder's Seed) হতে ভিত্তি বীজ (Foundation Seed) উৎপাদন করা;
- পাটের ভিত্তি বীজ হতে প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ (TLS) উৎপাদন করে মজুদ গড়ে তোলা;
- পরিবেশ রক্ষার জন্য পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার বর্তমান সরকারের একটি উদ্দেশ্য বিধায় অধিক পরিমাণ পাট আঁশ উৎপাদন করার লক্ষ্যে উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন করে তা সংস্থার বীজ বিপণন বিভাগের মাধ্যমে অথবা পাট বীজ বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বীজ ডিলারদের মাধ্যমে সরাসরি চাষিদের মধ্যে বিপণন করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করে কৃষকপর্যায়ে বীজ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি;
- বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উন্নত জাতের ভিত্তি বীজের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- উন্নত জাতের পাট বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।

৪.২. কার্যক্রম এলাকা: ৫টি বিভাগ, ১৭টি জেলা, ৪৫টি উপজেলা।

৪.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০

৪.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৪.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৪.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৪.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৪.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৪.৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম (মে.টন)

| প্রধান প্রধান কাজ | ডিপিপি/ পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | অর্জনের হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ) | |
| পাট বীজ | ৯৬০.০০ | ৯৬০.০০ | ৮১২.১৮ | ৮৩ |
| আউশ | ২৭০.০০ | ২৭০.০০ | ১৩৮.৩০ | ৫১.২২ |
| আমন | ৩৫৭.০০ | ৩৫৭.০০ | ৩২৯.২২ | ৯২.২১ |
| বোরো | ৫২৮.০০ | ৫২৮.০০ | ৫৩০.৫৮ | ১০১ |
| গম | ২৮৩.০০ | ২৮৩.০০ | ২৭০.০২ | ৯৫.৪১ |
| আলু | ১১২০.০০ | ১১২০.০০ | ১১৩১.৯৫ | ১০১ |
| মোট | ৩৫১৮.০০ | ৩৫১৮.০০ | ৩২১২.২৬ | ৯১.৩১ |

**৫. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম**

৫.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- যে কোন দৈব দুর্বিপাকের সময় বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বীজের ন্যায্য ও প্রতিযোগিতামূলক স্থিতিশীল মূল্য নিশ্চিত করা;
- বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

৫.২. কার্যক্রম এলাকা: ৭টি বিভাগ, ২৬টি জেলা, ৬৭টি উপজেলা।

৫.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০

৫.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৫.৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম (মে.টন)

| প্রধান প্রধান কাজ | ডিপিপি/ পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | অর্জনের হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ) | |
| আমন | ২০০০ | ১৬৪৬ | ১৬৪৬ | ১০০ |
| বোরো | ৫০০০ | ৪৮১২ | ৪৮০০ | ১০০ |
| গম | ১০০০ | ১২৫০ | ১২৫০ | ১০০ |
| মোট | ৮০০০ | ৭৭০৮ | ৭৬৯৬ | ১০০ |

### ৬. জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম

#### ৬.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- সবজির ভিত্তি বীজ উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তি ও বীজ শিল্প বিকাশে সেবা প্রদান;
- সবজির উৎপাদন, ফলনশীলতা এবং মাথাপিছু প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টি লাঘব;
- সুসংগঠিত প্রথায় বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন করে সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- বীজের স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

৬.২. কার্যক্রম এলাকা: ৫টি বিভাগ, ৫টি জেলা, ৫টি উপজেলা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬.৩ | কার্যক্রমের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ |
| ৬.৪ | কার্যক্রম ব্যয় | : | ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৬.৫ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৬.৬ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৬.৭ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৬.৮ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ৯৬% |

৬.৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম (মে.টন)

| প্রধান প্রধান কাজ | ডিপিপি/ পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | অর্জনের হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ) | |
| শীতকালীন সবজি বীজ | ৫৫.৫১০ | ৫৫.৫১০ | ৬৩.৪৪ | ১১৪ |
| গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ | ৫১.৮৬০ | ৫১.৮৬০ | ৩১.১১ | ৬০ |
| পেঁয়াজ বীজ ও বাল্ব বীজ | ২০৫.০০ | ২০৫.০০ | ২০৪.৫০ | ১০০ |
| মোট | ৩১২.৩৭ | ৩১২.৩৭ | ২৯৯.০৫ | ৯৬ |

### ৭. এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম

#### ৭.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- এগ্রো-সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান ১৪টি সেন্টারের মাধ্যমে শাকসবজি, ফুল, ফল উৎপাদন ও বিপণন এবং এসব ফসলসহ ফলজ, বনজ, ও ঔষধি বৃক্ষের চারা/গুটি কলম উৎপাদন ও সরবরাহসহ এ জাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের বিদ্যমান পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন;
- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বীজ, চারা, গুটিকলম, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলাজাতীয় ফসল ইত্যাদি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও চাষিদেরকে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের আওতাধীন প্রকল্প এলাকার কৃষকদের শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেয়া। তাছাড়া আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর চাপ কমিয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচলিত ও প্রবর্তনমূলক সবজি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নেয়া।

৭.২. কার্যক্রম এলাকা: ৭টি বিভাগ, ১৩টি জেলা, ৪৮টি উপজেলা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭.৩ | কার্যক্রমের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ |
| ৭.৪ | কার্যক্রম ব্যয় | : | ৫০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৭.৫ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৫০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৭.৬ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৫০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৭.৭ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৫০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৭.৮ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

৭.৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

| প্রধান প্রধান কাজ | ডিপিপি/ পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | অর্জনের হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ) | |
| সবজি | ৫৪৬১১.৩৫ মে.টন | ৫৪৬১১.৩৫ | ৫৪৭৪৭.০৮ | ১০০ |
| মসলা | ৫৮৮.০০ মে.টন | ৫৮৮.০০ | ৫৯১.৩৬ | ১০০ |
| ফলমূল | ২৮০০.৬৫ মে.টন | ২৮০০.৬৫ | ২৮১২.০০ | ১০০ |
| মোট (সবজি, মসলা, ফলমূল) | ৫৮০০০ মে.টন | ৫৮০০০ মে.টন | ৫৮১৫০.৪৪ মে.টন | ১০০ |
| সবজি চারা | ৩৬৮৮৮৭৪টি | ৩৬৮৮৮৭৪ | ৩৭৭২৩৮১ | ১০০ |
| ফুলের চারা | ৫০০০০০টি | ৫০০০০০ | ৫০০২১৫ | ১০০ |
| চারা/কলম | ৪০৬১১২৬টি | ৪০৬১১২৬ | ৪০৬১৮৫২ | ১০০ |
| নারিকেল চারা | ২৫০০০০০টি | ২৫০০০০০ | ১৭৫০০০ | ১০০ |
| মোট | ৮৫০০০০০টি | ৮৫০০০০০টি | ৮৫০৯৪৪৮টি | ১০০ |

**৮. ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি**

**৮.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য**

- স্বল্প সময়ে ফল দানকারী ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন (Dua X iem X anh) এবং সিয়াম ব্লু (Dua X iem X Luc) জাতের নারিকেল বাগান স্থাপন;
- স্থাপনকৃত ফলবাগান থেকে উৎপাদিত নারিকেল বীজ থেকে চারা উৎপাদন ও চাষিপর্যায়ে বিতরণ;
- স্বল্প সময়ে নারিকেল ফল উৎপাদনপূর্বক চাষির আর্থসামাজিক উন্নয়ন;
- স্বল্প সময়ে উন্নত মানের নারিকেল উৎপাদনপূর্বক গ্রামীণ সাধারণ মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ;
- ফল উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্রহণ ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন।

৮.২. কর্মসূচি এলাকা: ৮টি বিভাগ, ২৫টি জেলা, ৩৩টি উপজেলা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮.৩ | কার্যক্রমের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ |
| ৮.৪ | কার্যক্রম ব্যয় | : | ৩১১.৭৬ লক্ষ টাকা |
| ৮.৫ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ১০৪.৯২ লক্ষ টাকা |
| ৮.৬ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ১০৪.৯২ লক্ষ টাকা |
| ৮.৭ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ১০৪.৯২ লক্ষ টাকা |
| ৮.৮ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

৮.৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

| প্রধান প্রধান কাজ | ডিপিপি/ পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | অর্জনের হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ) | |
| ৪২টি খামার /কেন্দ্রসমূহে স্থাপিত মাতৃবাগানের আন্ত:পরিচর্যা | ৫০০০টি গাছ | ৫০০০ | ৫০০০ | ১০০ |

সেচ সাব-সেক্টরের কর্মসূচি

১. নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

- ২০টি সোলারচালিত পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- খাল-নালা পুনঃখনন, পুকুর খনন/সংস্কার ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রায় ৬২০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান;
- সেচ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৯৫০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

১.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা।

১.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০

১.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৮৯১.০০ লক্ষ টাকা

১.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩১০.৭০ লক্ষ টাকা

১.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩১০.৭০ লক্ষ টাকা

১.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩১০.৬৯ লক্ষ টাকা

১.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ০.৫ কিউসেক সোলার চালিত পাম্প স্থাপন | সংখ্যা | ২০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| খাল পুনঃখনন ও সংস্কার | কিমি. | ১৫ | ০২ | ০২ | ১০০ |
| পুকুর পুনঃখনন ও সংস্কার | সংখ্যা | ৫ | ০১ | ০১ | ১০০ |
| সোলার চালিত পাম্প স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | সংখ্যা | ২০ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| ওয়াটার পাসিং নির্মাণ (বড়) | সংখ্যা | ১০ | ০৩ | ০৩ | ১০০ |
| ওয়াটার পাসিং নির্মাণ (ছোট) | সংখ্যা | ১৫ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |

২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি

২.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

- আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৭০০ হেক্টর জমিতে কম খরচে সেচ সুবিধা প্রদান;
- খাল পুনঃখনন, ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং ৩৫০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

২.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা।

২.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২

২.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৯৫৬.০০ লক্ষ টাকা

২.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪৭.০০ লক্ষ টাকা

২.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৪৭.০০ লক্ষ টাকা

২.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪৬.৪৬ লক্ষ টাকা
২.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০ মি.) | সংখ্যা | ১৫ | ০৩ | ০৩ | ১০০ |
| হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ | সংখ্যা | ০৫ | ০১ | ০১ | ১০০ |

**৩. শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি**

**৩.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ**

- চেল্লাখালী রাবার ড্যামের দুই পাড়ে মোট ১.৬০ কিমি. বাঁধ সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করে প্রায় ২৩০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- নির্মিত জলাধারের তলদেশে জমাকৃত পলিমাটি/বালু পুনঃখনন করে জলাধারের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ১০০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

৩.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা।
৩.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১
৩.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৬৫৫.৫০ লক্ষ টাকা
৩.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৫২.৫০ লক্ষ টাকা
৩.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৫২.৫০ লক্ষ টাকা
৩.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৫২.৫০ লক্ষ টাকা
৩.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৩.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| চেল্লাখালী জলাধার পুনঃখনন | কিমি. | ১.৯২ | ১.৯২ | ১.৯২ | ১০০ |
| রাবার ড্যামের সিসি বক ও গাইড ওয়াল নির্মাণ | কিমি. | ১.০৯ | ০.৩৬ | ০.৩৬ | ১০০ |

**৪. নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওরে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহন সুবিধা প্রদান কর্মসূচি**

**৪.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ**

- আগাম বন্যা ও ভারী বর্ষণের ফলে কৃষকদের ফসল রক্ষার্থে, নিরাপদ ও দ্রুত কৃষি পণ্য পরিবহনের জন্য এবং কৃষকদের ধান চাষে উৎসাহিত করতে ১০০০ মিটার গোপাট পাকাকরণ;
- ৬ কিমি. খাল পুনঃখননের মাধ্যমে খালের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানসহ অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন ও
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৪.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, উপজেলা ০১টি উপজেলা।
৪.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৪.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ১৮৪.৫০ লক্ষ টাকা
৪.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১০৬.০০ লক্ষ টাকা
৪.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১০৬.০০ লক্ষ টাকা
৪.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১০৬.০০ লক্ষ টাকা
৪.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৪.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| গোপাট পাকাকরণ | মিটার | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ১০০ |
| খাল পুনঃখনন/সংস্কার | কিমি. | ০৪ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |
| আরসিসি/ইউপিভিসি আউটলেট নির্মাণ | সংখ্যা | ২৪ | ২৪ | ২৪ | ১০০ |
| কনডুয়িট/ওয়াটার পাস নির্মাণ | সংখ্যা | ০২ | ০২ | ০২ | ১০০ |

## ৫. চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

### ৫.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ৪৫ কিলোমিটার খাস মজা খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ প্রদান করে অতিরিক্ত ৪৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- ১০টি ১-কিউসেক সেচ এলএলপি এবং দুই (০২)টি ১ কিউসেক সোলার পাম্প ক্ষেত্রায়ণ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের মাধ্যমে ১৭০ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত সেচ সুবিধা প্রদান;
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন খরচ হ্রাস করণসহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩১০০ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- ৩০০ জন ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যান/পাম্প অপারেটর ও কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০১টি উপজেলা।

৫.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০

৫.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা

৫.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৯৫.০০ লক্ষ টাকা

৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩৯৫.০০ লক্ষ টাকা

৫.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৯০.২২ লক্ষ টাকা

৫.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৫.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| কৃষক প্রশিক্ষণ (প্রতিব্যাচে ৩০ জন) | ব্যাচ | ৬ | ০৩ | ০৩ | ১০০ |
| ৫-কিউসেক এলএলপি | সেট | ১০ | ৫ | ৫ | ১০০ |
| ১-কিউসেক এলএলপির জন্য সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন | সেট | ২ | ২ | ২ | ১০০ |
| খাস মজা খাল পুনঃখনন | কিমি. | ৪৫ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| আরসিসি আউটলেট, ২ ফুট ডায়া | সংখ্যা | ২০০ | ৮০ | ৮০ | ১০০ |
| ১-কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | সংখ্যা | ১০ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | সংখ্যা | ৩১ | ১৫ | ১৫ | ১০০ |
| বক্স কালভার্ট নির্মাণ | সংখ্যা | ১৫ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |

## ৬. বান্দরবান জেলায় সৌরশক্তি চালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি

### ৬.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন, ছড়া/খাল পুনঃখনন, ঝিরিবাঁধ নির্মাণ ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাহাড়ের ঢালে ও পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে ভূপরিস্থ পানি ব্যববহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান।

৬.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০৭টি উপজেলা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬.৩ | কর্মসূচির মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ |
| ৬.৪ | কর্মসূচির ব্যয় | : | ৯২৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ৬.৫ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৩৭৭.৩৪ লক্ষ টাকা |
| ৬.৬ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৩৭৭.৩৪ লক্ষ টাকা |
| ৬.৭ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৩৭৭.১৪ লক্ষ টাকা |
| ৬.৮ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

৬.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন | সংখ্যা | ২৬ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন | সংখ্যা | ১৫ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| খাল পুনঃখনন | কিমি. | ১৫ | ০৫ | ৫.৫ | ১১০ |
| আরসিসি আউটলেট | সংখ্যা | ১২০ | ৪০ | ৪০ | ১০০ |
| ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ | সংখ্যা | ১৪ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| সৌরশক্তিচালিত পাম্প স্থাপন | সংখ্যা | ২৬ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |

**৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি**

**৭.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য**

- সৌর পাম্পচালিত সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন, ঝিরিবাঁধ নির্মাণ, ছড়া/খালপুনঃখনন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩৭০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানসহ ৯২৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন।

৭.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, উপজেলা ০৮টি উপজেলা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭.৩ | কর্মসূচির মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ |
| ৭.৪ | কর্মসূচির ব্যয় | : | ৮৩৩.০০ লক্ষ টাকা |
| ৭.৫ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৩৩৯.৫২ লক্ষ টাকা |
| ৭.৬ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৩৩৯.৫২ লক্ষ টাকা |
| ৭.৭ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৩৩৬.৭৯ লক্ষ টাকা |
| ৭.৮ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

৭.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| খাল পুনঃখনন | কিমি. | ০৫ | ০৫ | ৫.৫ | ১১০ |
| সৌরশক্তিচালিত পাম্প স্থাপন | সংখ্যা | ১০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| ডাগওয়েল স্থাপন | সংখ্যা | ০১ | ০১ | ০১ | ১০০ |
| ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার | সংখ্যা | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন | সংখ্যা | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| আরসিসি আউটলেট | সংখ্যা | ৪০ | ৪০ | ৪০ | ১০০ |

**৮. কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি**

**৮.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য**

- কর্মসূচি এলাকায় ২০টি ০.৫ কিউসেক সোলার পাম্প স্থাপন, ৪০টি পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ, ১০টি স্প্রিংকলার ও ১০টি ড্রিপ

সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে ৪৮০ হেক্টর অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় এনে অতিরিক্ত ১৪৪০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;

- ৬ কিমি. ফিতা পাইপ সরবরাহের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং স্বল্পপানি ব্যবহারকারী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- কর্মসূচি এলাকায় ৬০০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ সম্পর্কে সচেতন করা।

৮.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০৩টি উপজেলা।

৮.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০

৮.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৮৭১.৬০ লক্ষ টাকা

৮.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩২৫.৪০ লক্ষ টাকা

৮.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩২৫.৪০ লক্ষ টাকা

৮.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩২৫.৪০ লক্ষ টাকা

৮.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৮.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | (%) |
| কৃষি শ্রমিক প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) | ব্যাচ | ২০ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| ০.৫ কিউসেক সোলার পাম্প স্থাপন | সংখ্যা | ২০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| পোর্টেবল সেচ বিতরণ | সংখ্যা | ৪০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী পট স্থাপন | সংখ্যা | ১০ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |
| ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী পট স্থাপন | সংখ্যা | ১০ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |

## ৯. যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি

### ৯.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন ও
- ৯৫% পানির অপচয় রোধকরণ।

৯.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০১টি উপজেলা।

৯.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০

৯.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৭০৬.০০ লক্ষ টাকা

৯.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৪৭.০০ লক্ষ টাকা

৯.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৪৭.০০ লক্ষ টাকা

৯.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৩৬.২৬ লক্ষ টাকা

৯.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৯.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | (%) |
| সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন | সংখ্যা | ০৮ | ০৮ | ০৮ | ১০০ |
| ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন | সংখ্যা | ০৮ | ০৮ | ০৮ | ১০০ |
| খাল পুনঃখনন | কিমি. | ০২ | ০২ | ০২ | ১০০ |
| ওয়াটার পাসিং/কনডুইট | সংখ্যা | ১০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| ফুল/সবজি শেড নির্মাণ | সংখ্যা | ০১ | ০১ | ০১ | ১০০ |
| ডাগওয়েল স্থাপন | সংখ্যা | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং অবকাঠামো নির্মাণ | সংখ্যা | ০১ | ০১ | ০১ | ১০০ |

## ১০. বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

### ১০.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ৪.৫০ কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করে অনাবাদি প্রায় ৩০০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইউনিয়নের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- ২৫ কিলোমিটার খাস মজা খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জোয়ারের পানি খালে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে খালের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক অতিরিক্ত ৫০০ হেক্টর জমিতে সেজ সুবিধা প্রধান;
- ০৬টি ২ কিউসেক সেচ স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের মাধ্যমে ৬০ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত সেচ সুবিধা প্রধান;
- দুই (২)টি ১-কিউসেক সোলার পাম্প (ভূগর্ভস্থ সেচনালাসহ) স্থাপনের মাধ্যমে ২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন খরচ হ্রাসকরণসহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩৫২০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

১০.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০১টি উপজেলা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০.৩ | কর্মসূচির মেয়াদকাল | : | এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২০ |
| ১০.৪ | কর্মসূচির ব্যয় | : | ৯৩৬.২১ লক্ষ টাকা |
| ১০.৫ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ২৩৮.৫৭ লক্ষ টাকা |
| ১০.৬ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ২৩৮.৫৭ লক্ষ টাকা |
| ১০.৭ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ২৩৬.৭০ লক্ষ টাকা |
| ১০.৮ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

১০.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| খাস মজা খাল পুনঃখনন (পাম্প হাউজসহ) | কিমি. | ২৫ | ০৯ | ০৯ | ১০০ |
| ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | সংখ্যা | ০৬ | ০২ | ০২ | ১০০ |
| বক্স কালভার্ট নির্মাণ | সংখ্যা | ১০ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |

## ১১. পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি

### ১১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ৩৬ কিমি. খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং ৭২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সৃষ্টি করে অতিরিক্ত ৫০৬৮ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;
- সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে পরিবহন ব্যয় হ্রাস।

১১.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০১টি উপজেলা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১১.৩ | কর্মসূচির মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ |
| ১১.৪ | কর্মসূচির ব্যয় | : | ৪৮৬.০০ লক্ষ টাকা |
| ১১.৫ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ২৭০.৫০ লক্ষ টাকা |
| ১১.৬ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ২৭০.৫০ লক্ষ টাকা |
| ১১.৭ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ২৬৯.৩৮ লক্ষ টাকা |
| ১১.৮ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

১১.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| খাল পুনঃখনন | কিমি: | ৩৬ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| ওয়াটার পাসিং | সংখ্যা | ০৭ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |
| আর.সি.সি আউটলেট নির্মাণ | সংখ্যা | ১৫০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ | সংখ্যা | ৩০ | ১৫ | ১৫ | ১০০ |
| প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন) | ব্যাচ | ২ | ১ | ১ | ১০০ |

## ১২. সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট-২০১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি

### ১২.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ক্ষতিগ্রস্ত এলএলপি ও গনকূ পুনর্বাসনের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও সেচ সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

১২.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০২ জেলা, ১৩টি উপজেলা।

১২.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০

১২.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৫০৩.০০ লক্ষ টাকা

১২.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২১১.৫০ লক্ষ টাকা

১২.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২১১.৫০ লক্ষ টাকা

১২.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২১১.৫০ লক্ষ টাকা

১২.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১২.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | (%) |
| পাম্প ঘর নির্মাণ | সংখ্যা | ৪০ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| ১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার ক্রয় | সংখ্যা | ১২০ | ৬০ | ৬০ | ১০০ |
| ডিজিটাল মিটার ক্রয় | সেট | ৪০ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| সাবমারসিবল পাম্প ও মোটর ক্রয় | সংখ্যা | ৪০ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| রিসিংকিং/ওয়াশ বোরিং পাম্প স্থাপন | সংখ্যা | ৩০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ৩০ | ১৫ | ১৫ | ১০০ |

## ১৩. মুন্সীগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

### ১৩.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করে ৩০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনয়নপূর্বক অতিরিক্ত ৬০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যাওয়া খাল পুনঃখননের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো ও
- ভূপরিস্থ পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ কমানো, নারীসহ দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্যবিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১৩.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০২ জেলা, ০৬টি উপজেলা।

১৩.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১

১৩.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৫৩৮.৪২ লক্ষ টাকা

১৩.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৮১.৯৬ লক্ষ টাকা

১৩.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৮১.৯৬ লক্ষ টাকা

১৩.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৮১.৯২ লক্ষ টাকা

১৩.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৩.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | (%) |
| ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | সংখ্যা | ১২ | ০৮ | ০৮ | ১০০ |
| খাল পুনঃখনন | কিমি. | ১৪ | ০৭ | ০৭ | ১০০ |
| সেচ অবকাঠামো নির্মাণ | সংখ্যা | ১০ | ০৩ | ০৩ | ১০০ |

## ১৪. গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় সেচকাজে ভূপরিষ্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি

### ১৪.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ২১টি স্কীমে এলএলপি ক্ষেত্রায়ণের মাধ্যমে ৭০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ৪২০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ;
- ০৫টি স্থানে ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে ৪৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।

১৪.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০১টি উপজেলা।

১৪.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
১৪.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৬২১.২৫ লক্ষ টাকা
১৪.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪১৩.৫০ লক্ষ টাকা
১৪.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৪১৩.৫০ লক্ষ টাকা
১৪.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪১৩.৪৪ লক্ষ টাকা
১৪.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৪.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| খাস মজা খাল পুনঃখনন | কিমি. | ০৯ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |
| ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | মিটার | ১৫৫০০ | ৭০০০ | ৭০০০ | ১০০ |
| পাম্প হাউজ নির্মাণ | সংখ্যা | ২১ | ০৫ | ০৫ | ১০০ |
| ভূগর্ভস্থ ইউপিভিসি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ | মিটার | ২৫০০ | ১৫০০ | ১৫০০ | ১০০ |
| হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ | সংখ্যা | ০২ | ০১ | ০১ | ১০০ |
| ওয়াটার পাস/পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | সংখ্যা | ১০ | ০৪ | ০৪ | ১০০ |
| সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন | সংখ্যা | ২১ | ১০ | ১০ | ১০০ |

## ১৫. গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি

### ১৫.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ২০টি স্কিমে এলএলপি ক্ষেত্রায়ণের মাধ্যমে ৪২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ২৪০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- ১২ কিমি. খাল পুনঃখনন এর মাধ্যমে সেচকাজে ভূপরিষ্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- ১০টি স্থানে ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে ৩৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।

১৫.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০২টি উপজেলা।
১৫.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
১৫.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৬৯২.৭৫ লক্ষ টাকা
১৫.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৫৬.৫০ লক্ষ টাকা
১৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩৫৬.৫০ লক্ষ টাকা
১৫.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৫৬.৪৭ লক্ষ টাকা
১৫.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
১৫.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| খাস মজা খাল পুনঃখনন | কিমি. | ১২ | ০৪ | ৪.২০ | ১০০ |
| ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ | মিটার | ২০০০০ | ৮০০০ | ৮০০০ | ১০০ |
| পাম্প হাউজ নির্মাণ | সংখ্যা | ৫০ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| ভূগর্ভস্থ ইউপিভিসি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ | মিটার | ৩৫০০ | ১৭৫০ | ১৭৫০ | ১০০ |
| ওয়াটার পাস/পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | সংখ্যা | ১৪ | ০৬ | ০৬ | ১০০ |
| সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন | সংখ্যা | ৩০ | ১২ | ১২ | ১০০ |

## ১৬. নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি

### ১৬.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রায় ১৫০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৪৫০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

১৬.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০২টি উপজেলা।

১৬.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২

১৬.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৯২৪.০০ লক্ষ টাকা

১৬.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২১.০০ লক্ষ টাকা

১৬.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২১.০০ লক্ষ টাকা

১৬.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২০.৯৯ লক্ষ টাকা

১৬.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৬.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| ওয়াটার পাসিং নির্মাণ | সংখ্যা | ১৮ | ০১ | ০১ | ১০০ |

## ১৭. খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

### ১৭.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ সুবিধা প্রদান;
- ৪.০০ কিমি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণপূর্বক সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত ৬০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

১৭.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০২ জেলা, ০২টি উপজেলা।

১৭.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২

১৭.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৪৫৮.৫০ লক্ষ টাকা

১৭.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৪.৯২ লক্ষ টাকা

১৭.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩৪.৯২ লক্ষ টাকা

১৭.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৪.৬৬ লক্ষ টাকা

১৭.৮ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৭.৯ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| কার্যক্রমের নাম | একক | পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ | | শতকরা অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | |
| খাল খনন/পুনঃখনন | কিমি. | ২৫ | ০১ | ০১ | ১০০ |
| আরসিসি আউটলেট | সংখ্যা | ২০০ | ৫৬ | ৫৬ | ১০০ |
| ওয়াটার পাস নির্মাণ | সংখ্যা | ১০ | ০৩ | ০৩ | ১০০ |

**উপসংহার :** বর্তমানে বিএডিসি'র কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুমুখী কার্যক্রম সম্বলিত এ প্রতিষ্ঠান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি। বিশ্বায়নের এই যুগে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নিত্যনতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা। এই নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএডিসি বীজ, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের কৃষিকে বাণিজ্যিক/লাভজনক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে বিএডিসি। দেশের জনগণ ও কৃষকের কাছে একটি আদর্শ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, মানসম্পন্ন সার আমদানি ও সরবরাহ এবং আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে।

# বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্যক্রম

বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় কৃষিভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল

বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় কৃষি ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারের পরিদর্শন বহিতে মন্তব্য লিখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার চেয়ারম্যানপাড়ায় ১ কিউসেক সৌরসেচ স্কিম

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সেচযন্ত্র চালু, বন্ধ ও মনিটরিং পদ্ধতির উদ্বোধন

যশোরের ঝিকরগাছায় নেট হাউসে উৎপাদিত জারবেরা ফুল

যশোরের গদখালীতে পলিশেডে টমেটো উৎপাদন কার্যক্রম

# বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

# বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

www.barc.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল' একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, কর্মসূচি সমন্বয় এবং কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। কৃষি গবেষণাকে গতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রাধিকারের আলোকে এ প্রতিষ্ঠান সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। বর্তমান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) প্রস্তুতে সহায়তা করা এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), রূপকল্প-২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে।

**লক্ষ্য**

পরিকল্পনা ও সম্পদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণে দেশের সমগ্র কৃষি গবেষণা একই ছাতার নিচে সমন্বিতকরণ এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন: কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সমন্বিত কার্যক্রম যুক্ত করা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

**উদ্দেশ্য**

কৃষি গবেষণা সিস্টেমের পুনর্গঠন ও মানউন্নয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। ১৯৯৬ সালে এক আইনের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে কাউন্সিলের কার্যপরিধি আরও সুসংহত করে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১২' প্রণীত হয়। এ আইন প্রণীত হওয়ায় কৃষি গবেষণার সমন্বয়সহ গবেষণা ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার ও কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রণয়নে প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

**রূপকল্প (Vision)**

দক্ষ, কার্যকরী এবং টেকসই কৃষি গবেষণা সিস্টেম গড়ে তোলা।

**অভিলক্ষ্য (Mission)**

কৃষির উন্নয়নকল্পে উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি এবং তথ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণ।

**(খ) জনবল**

'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ২০১২' আইনের আওতায় একটি শক্তিশালী গভর্নিং বডির নির্দেশনায় জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (National Agricultural Research System-NARS)-এর নীতি নির্ধারণী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উক্ত গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কো-চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া, মাননীয় সংসদ সদস্য (২জন), কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিষয়ক সদস্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, ৩ জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এবং ১ জন কৃষক প্রতিনিধি গভর্নিং বডিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছেন।

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

| ক্র. নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য | কাউন্সিলের অনুমোদিত পদ ২০৫+১০*=২১৫টি। কর্মরত ১১২+১০*= ১২২ জন। * চিহ্নিত ১০টি পদ শূন্য হওয়া মাত্র বিলুপ্ত হবে। |
| ১. | গ্রেড-১ | ১ | - | ১ | |
| ২. | গ্রেড ২ | ৭ | ২ | ৫ | |
| ৩. | গ্রেড ৩ | ১৬ | ১৫ | ১ | |
| ৪. | গ্রেড ৪ | ২৬ | ৫ | ২১ | |
| ৫. | গ্রেড ৫ | ৪ | ২ | ২ | |
| ৬. | গ্রেড ৬ | ১৬ | ৬ | ১০ | |
| ৭. | গ্রেড ৭ | - | - | - | |
| ৮. | গ্রেড ৮ | - | - | - | |
| ৯. | গ্রেড ৯ | ১১ | ৪ | ৭ | |
| ১০. | গ্রেড ১০ | ৫ | ২ | ৩ | |
| ১১. | গ্রেড ১১ | ১৫ | ৪ | ১১ | |
| ১২. | গ্রেড ১২ | - | - | - | |
| ১৩. | গ্রেড ১৩ | ১৫ | ৫ | ১০ | |
| ১৪. | গ্রেড ১৪ | ৫ | ১ | ৪ | |
| ১৫. | গ্রেড ১৫ | ২২ | ১৮ | ৪ | |
| ১৬. | গ্রেড ১৬ | ২৫ | ১৮ | ৭ | |
| ১৭. | গ্রেড ১৭ | - | - | - | |
| ১৮. | গ্রেড ১৮ | ৪ | ৩ | ১ | |
| ১৯. | গ্রেড ১৯ | - | - | - | |
| ২০. | গ্রেড ২০ | ৪৩ | ৩৭ | ৬ | |
| | সর্বমোট | ২১৫ | ১২২ | ৯৩ | |

পদোন্নতি (কর্মকর্তা) = ৬ জন

২০১৯-২০ অর্থবছরে ২ জন পরিচালক, ১ জন প্রধান টেকনিক্যাল অফিসার, ১ জন প্রধান ডকুমেন্টেশন অফিসার, ১ জন উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) এবং ১ জনকে সহকারী পরিচালক (ভাণ্ডার) পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

নিয়োগ (কর্মচারী) = ৮ জন

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪ জন গাড়িচালক, ১ জন পাম্প অপারেটর, ১ জন মেকানিক (অটোমোবাইল), ১ জন ইলেকট্রিশিয়ান এবং ১ জনকে হিসাব সহকারী পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৫৩২ | ১৫ | ২১০* | ২১ | ৭৭৮ |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | ০৪ | - | ০৪ |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | ১৮৭* | - | ১৮৭ |
| | মোট | ৫৩২** | ১৫ | ৪০১* | ২১ | ৯৬৯ |

* একই কর্মকর্তা/কর্মচারী একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন

** জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)-তে আয়োজিত এনএআরএস প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন বিজ্ঞানীর জন্য ০৪ (চার) মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোভিড-১৯ এর কারণে প্রশিক্ষণ শুরুর ০১ (এক) মাস পর থেকে স্থগিত আছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | উচ্চ শিক্ষা (জন) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি | এমএস | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ১৫ | - | - | ১৫ |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| | মোট | ১৫ | - | - | ১৫ |

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্র. নং | গ্রেড নং | বিদেশ প্রশিক্ষণ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ১৩ | ০৭ | ১৭ | ৩৭ |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| মোট | | ১৩ | ০৭ | ১৭ | ৩৭ |

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বীজ আলুর টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন, মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন নির্দেশিকা-২০১৯ (গেজেট প্রকাশিত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯)
- উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০ (খসড়া)
- বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন-২০২০ (খসড়া)
- বাংলাদেশ কৃষি জিনোমিক্স ইনস্টিটিউট আইন-২০২০ (খসড়া)
- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ইংরেজিতে অনুদিত (Plant Variety Protection Act-2019) (খসড়া)
- Annual Review Workshop on Crop production Program of NARS Institute
- Annual Review Workshop on Crop Improvement Program of NARS Institute
- Annual Review Workshop on Insect Management Program of NARS Institute
- Annual Review Workshop on Disease Management Program of NARS Institute
- Annual Review Workshop on Biotechnology Program of NARS Institute
- Review Workshop on Biotechnological Program of NARS Institute based on Biotechnology Policy-2012
- Production and Marketing of Tissue Culture based Planting Materials of High Value Crops
- Promoting collective actions for strengthening value chain of safe and nutritious food in Bangladesh.
- জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভা আয়োজন ও ফসলের জাত অনুমোদনে সুপারিশকরণ।
- জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২ এর আলোকে প্রণীত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্বল্প মেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন।
- ফল আর্মিওয়ার্ম পোকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স এর ০৮টি সভা আয়োজন ও সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ।
- পঙ্গপাল দমনে করণীয় বিষয়ে পর্যালোচনা সভা আয়োজন ও সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ।
- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন কমিটির সভা আয়োজন।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বৈদেশিক সফরের নিমিত্ত কৃষি বিষয়ক ইনপুট তৈরি।
- মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর সাথে বিভিন্ন দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধির সভা সংক্রান্ত ইনপুট তৈরি।
- আর্জেন্টিনা, জাপান, ফিলিপাইন, ওমান, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, তানজানিয়া ও সিরডাপ (CIRDAP) এর সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের খসড়া তৈরি।
- কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের করণীয় বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন।
- বিশ্ব খাদ্য দিবস, জাতীয় সবজি মেলা, জাতীয় মৌ মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে সহায়তা প্রদান।
- ন্যাশনাল সিড ভিশন ২০৩০ প্রণয়ন বিষয়ক সভা আয়োজন।

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট উন্নয়ন বাস্তবায়নে বিভিন্ন ফসলের ২০৩০ সালের গড় ফলন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বিষয়ক সভা আয়োজন।
- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের খসড়া কর্মপরিকল্পনা-২০২০ প্রণয়নে ইনপুট প্রদান।
- পিআইইউ-বিএআরসি, এনএটিপি-২ এর অর্থায়নে ৩৪টি পিবিআরজি উপপ্রকল্প এবং কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে:
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Eight Five Year Plan) প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি ২২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে 'মুজিববর্ষ হিসাবে কৃষি থিম সং-এর নিমিত্ত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর স্লোগান' তৈরি করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে মুজিব বর্ষকে (২০২০) সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- বাংলাদেশে Industrial Hemp চাষাবাদের উপর বিএআরসির মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রাহমান বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৯' খসড়া আইনের উপর মতামত প্রদান।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২০২০) অর্জন বিষয়ক প্রতিবেদন ও প্রমাণক ৬ জুলাই, ২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২০) অর্জন বিষয়ক প্রতিবেদন ৪ জুন, ২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক ১৫ মার্চ, ২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরণ করা হয়।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৯) অর্জন বিষয়ক প্রতিবেদন ৬ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০১৯) অর্জন বিষয়ক প্রতিবেদন ৯ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অর্ধ-বার্ষিক অর্জন বিষয়ক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২৭ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- National Financial Inclusion Strategy (NFIS) শীর্ষক একটি Strategy এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।
- The Agricultural Labour (Minimum Wages) Ordinance ১৯৮৪ এর প্রয়োজনীয়তা/প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্ত মতামত প্রদান।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে 'জাতীয় কৃষি দিবস' পালন সংক্রান্ত মতামত প্রদান।
- 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া Plan of Action এর উপর বিএআরসির মতামত প্রদান।
- Dubai Expo-2020 উপলক্ষ্যে World Majli Team এর বাংলাদেশের অংশগ্রহণের জন্য পাওয়ার পয়েন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রেরিত 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা আধুনিকায়ন ও উদ্ভাবিত জাতসমূহের বিস্তার' শীর্ষক খসড়া ডিপিপি মূল্যায়নপূর্বক মতামত প্রদান।
- ১৬ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে সভাপতির ভাষণ তৈরিকরণ এবং উক্ত সেমিনারের কার্যবিবরণী তৈরিকরণ।
- সবজি মেলা-২০২০ উপলক্ষ্যে সেমিনারের সভাপতি মহোদয়ের ভাষণ তৈরি।
- ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় মৌ মেলা ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারের সভাপতির ভাষণ তৈরিকরণ।
- মৎস্য বিভাগ কর্তৃক আগামী দিনের মৎস্য ও পুষ্টির গুরুত্ব বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিজ্ঞানী, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য খামারি, সম্প্রসারণ কর্মী, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, মৎস্য খাদ্য উৎপাদক/ডিলার এর অংশগ্রহণে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'Future Fisheries and Nutrition' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ২ ব্যাচে মোট ১৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।
- হোটেল-রেস্তোরাঁয় পরিবেশনকৃত শাকসবজিতে কীটনাশকের উপস্থিতি ও খাদ্য নিরাপত্তা নির্ণয় করা হয়।
- শাকসবজির নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- শাকসবজির নমুনাতে কীটনাশকের উপস্থিতির বিশ্লেষণ।

- মুরগি উৎপাদন ও বাজারজাত প্রক্রিয়ায় এন্টিবায়োটিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা।
- রাইস ব্রান ওয়েল এর গুণাগুণ নির্ণয়ে এবং ভেজাল নিরোধ কল্পে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
- দুধে এন্টিবায়োটিক ও ভারী ধাতুর উপস্থিতি বিশ্লেষণ।
- সাদা চিনিতে সোডিয়াম সাইক্লোমেটের উপস্থিতি নির্ণয় ও জনস্বাস্থ্য এর বিষয়ে সর্তকতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।
- বাংলাদেশী কালো ছাগলের (Black Bengal Goat) এর Whole Genome Sequence Analysis করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বার্ষিক গবেষণা কর্মসূচি তৈরি এবং রিভিউতে অংশগ্রহণ।
- প্রাণিসম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ৪টি PBRG উপপ্রকল্প চলমান রয়েছে। ৪টি PBRG উপ-প্রকল্পের দুটি Annual Review Workshop করা হয়েছে। কর্মশালা দুটির Proceedings প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং PI এবং Co-PI এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- 'Lumpz Skin Disease in Bangladesh: Status, Challenges and Way Forward' এবং 'Whole genome sequences of Black Bengal goat in Bangladesh : Status and way forward' শীষক জাতীয় পর্যায়ে দুটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালা দুটির Proceedings প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
- সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহীতে 'Antimicrobial Resistance in Bangladesh' শীর্ষক দুটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ৬০ জন।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ৮টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদনক্রমে ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান।
- ২৩-২৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি: শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত 'Fostering Investment for Sustainable Agriculture Development for SAARC Member Countries: Public-Private-Farmer Cooperation' শীর্ষক এক্সপার্ট কন্সালটেশন মিটিং এ Country Paper উপস্থাপন।
- খসড়া জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৯ এর উপর মতামত প্রদান।
- বিবিএস এর কৃষি শুমারি ২০১৯ উপলক্ষ্যে গঠিত বিশেষজ্ঞ কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- বিবিএস এর Strategic Plan for Agricultural and Rural Statistics (SPARS) স্টিয়ারিং কমিটি'র সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- বিএআরসির ডাটা সেন্টার, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, ওয়াই-ফাই, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা, অ্যান্টিভাইরাস ক্রয়, ইন্সটলেশন ইত্যাদি।
- বিএআরসির বিভিন্ন বিভাগ/সেকশনে হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার; ডাটা এনালাইসিস, ইনফরমেশন শেয়ারিং এবং রিসোর্স ম্যাজেটমেন্ট সম্পর্কিত সাপোর্ট প্রদান।
- কম্পিউটার রিসোর্সেস (হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার এবং এক্সেসরিজ) প্লানিং, বাজেটিং এবং ক্রয়সংক্রান্ত সাপোর্ট প্রদান।
- ই-ফাইলিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সাপোর্ট ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বিএআরসির ওয়েবসাইট আপডেটসহ প্রয়োজনীয় অনলাইন সেবা তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।
- বিএআরসি ইনোভেশন টিম পরিচালনা।
- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংস্থায় রিপোর্ট/মতামত প্রদান।
- ক্লাইমেট ডাটাবেজ নিয়মিত আপডেটকরণ এবং জিআইএস ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।
- 'উপজেলা ল্যান্ড সুইটেবিলিটি এসেসমেন্ট এবং ক্রপ জোনিং সিস্টেম অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- 'এস্টাবিলিশমেন্ট অব ক্লাইমেট সার্ভিস ফর এগ্রিকালচার ম্যানেজমেন্ট এবং ক্রপ মনিটরিং সিস্টেম ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন।
- নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, দ্বৈধতা পরিহার ও অধিকতর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালার মাধ্যমে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান যথা– বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি বিষয়ে দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অধ্যাপক, উল্লেখিত নার্সভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক ও জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের বিজ্ঞানীবৃন্দ ও কৃষি প্রকৌশলীবৃন্দের সমন্বয়ে উক্ত দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রাধিকারভুক্ত বিষয়সমূহের উপর সৃহীত সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়, যার ভিত্তিতে তাদের গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

- কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের চারটি প্রকল্প প্রস্তাব যথা 1. Development and Adaption of a Solar Cabinet Dryer for Vegetable Seeds; 2. Determination of appropriate tillage depths, seeding mechanisms of crops and their implications on yield performance and soil health under intensive cropping systems; 3. Design and development of low cost power tiller operated sugarcane harvester; 4. Biogas Technology for Power Generation from Poultry Litter in Bangladesh মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- Center for Sustainable Agricultural Mechanization (CSAM) এর ফোকাল পয়েন্ট ও গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- Bio-gas, Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) এর কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- কৃষি প্রকৌশল ইউনিট, বিআরসির তত্ত্বাবধানে 'Up-scalling and Application of Solar Photovoltaic Pump for Smallholder Irrigation and Household Appliances in the Central Coastal Region of Bangladesh (ID: 001)" শীর্ষক পিবিআরজি উপপ্রকল্পটি বারি ও ব্রি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমসমূহ পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই উপপ্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফসল এবং ধানের জমিতে সৌর পাম্প দ্বারা সেচ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও সৌর প্যানেলের দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ গৃহস্থালীর কাজে ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি চালোনায় ব্যবহার করা হচ্ছে। উক্ত জেলাসমূহের বিভিন্ন উপজেলায় এ বিষয়ে কৃষক ও মেকানিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- কৃষি প্রকৌশল ইউনিট, বিএআরসির তত্ত্বাবধানে 'Ground water resources management for sustainable crop production in northwest hydrological region of Bangladesh (ID: 002)' শীর্ষক পিবিআরজি উপপ্রকল্পটি বারি, ব্রি ও বিনা কম্পোনেন্টের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমসমূহ রাজশাহী, জয়পুরহাট, ঈশ্বরদী, পাবনা, রংপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই উপপ্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় অবসারভেশন ওয়েল (observation well) স্থাপনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলনের পরিমাণ; ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের ওঠানামা, রিচার্জ প্যাটার্ন (recharge pattern), অ্যাবস্ট্রাকশন রেট (abstraction rate) ইত্যাদি পর্যোবেক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়াও পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- সংশোধিত 'বন আইন ২০১৯' এর উপর মতামত প্রদান।
- বন্যপ্রাণি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার প্রদান বিধিমালা।
- গ্যাস বিপণন বিধিমালা, ২০১৯।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পাহাড় ধসের কারণ অনুসন্ধান ও পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদনের বিষয়ে মতামত প্রদান।
- Agro-food Processing Industry Promotion Policy-2019 এর খসড়া নীতিমালার উপর মতামত প্রদান।
- 'জাতীয় গুণগত মান নীতি বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা (BNQTRC)' শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া আইন প্রণয়নে মতামত প্রদান।
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৯ এর উপর মতামত প্রদান।
- Bangladesh National Job Strategy এর উপর মতামত প্রদান।
- BARC and Global Institute for Food Security (GIFS), University of Saskateheewan, Canada এর প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারকের উপর মতামত প্রদান।
- Reviewed research program of Bangladesh Forest Research Institute 2020-2021. It was observed that BFRI took about 75 research programs and necessary suggestions were delivered.
- Organized a national seminar of World Food day-2019 on 'আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ, পুষ্টিকর খাদ্যই হতে পারে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী (Our actions are our future, Healthy diets for a # Zero Hunger World)' during 16 October, 2019 at KIB Auditorium, Farmagate, Dhaka.
- Organized a national seminar of Vegetable Fair 2020 on 'পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ সবজি' during 3 January, 2020 at KIB Auditorium, Farmgate, Dhaka.

- Research Review 2019-2020 and Research Planning 2020-21 on 'Forestry and Agroforestry Research Activities in Bangladesh' during 25-26 September 2019.
- MoU between BARC and North Dakota State University, USA (Activity ongoing)
- MoU between BARC and University of Sydney, Australia (Activity ongoing)
- বিএআরসি নিউজলেটার ভলিউম-১৭(৩) সম্পাদন ও মুদ্রণ।
- বিএআরসি নিউজলেটার ভলিউম-১৭(৪) সম্পাদন ও মুদ্রণ।
- বিএআরসি নিউজলেটার ভলিউম-১৮(১, ২) সম্পাদন ও মুদ্রণ।
- নার্স ডিরেক্টরি ২০১৮-১৯ সম্পাদন ও মুদ্রণ।
- বিএআরসি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ সম্পাদন ও মুদ্রণ।
- বিএআরসি ব্রশিউর (BARC at a Glance)-২০২০ মুদ্রণ।
- বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচার (বিজেএ)-ভল্যুম ৪১-৪৩, ২০১৬-২০১৮ সম্পাদন ও মুদ্রণ।
- কৃষি ডাইরি-২০২০ সংগ্রহ ও বিতরণ।
- বিএআরসি নোটবুক-২০২০ মুদ্রণ ও বিতরণ।
- বিএআরসি ক্যালেন্ডার-২০২০ মুদ্রণ ও বিতরণ।
- বিএআরসি লাইব্রেরিতে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' স্থাপন।
- Transferable technologies on safe food production developed by NARS institutes শীর্ষক কর্মশালাটি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বিএআরসিতে অনুষ্ঠিত হয়। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ১৭৮টি প্রযুক্তি ৯টি নার্স প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান (বিএআরসি, বারি, ব্রি, বিনা, বিএসআরআই, বিএফআরআই, বিডাব্লিউএমআরআই, বিএলআরআই, এসআরডিআই, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বারটান, বিএসটিআই, বিএফএসএ, বিসিএসআরআই, হটেক্স ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৫ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
- নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৬-১৭ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উদ্ভাবিত হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।
- ৩ (তিন)টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয়েছে।
- কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটির দুইটি সভা খরিপ মৌসুমের জন্য ৫ আগস্ট ২০১৯ এবং রবি মৌসুমের ৬ নভেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- প্রযুক্তি সম্বলিত প্রকাশনা সহজীকরণ সেবাটি সহজীকরণের জন্য একটি ইনোভেশন আইডিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- 'Transfer of Agricultural Technologies to Farmer's level for Increasing Farm Productivity' (ID: 005) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের বার্ষিক পর্যালোচনা কর্মশালা ২ অক্টোবর, ২০১৯ বিএআরসিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের পিআইগণ তাদের অগ্রগতি কর্মশালায় উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১০টি কম্পোনেন্টের (বিএআরসি, বারি, ব্রি, বিনা, বিএসআরআই, বিএফআরআই, বিডাব্লিউএমআরআই, বিএলআরআই, এসআরডিআই, সিডিবি, বিজেআরআই) ডেক্স ও ফিল্ড মনিটরিং সম্পূর্ণ করা হয়েছে। ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতির উপর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন পিআইইউ-বিএআরসি, এনএটিপি-২ তে জমা দেওয়া হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

National Agricultural Technology Programt Phase-II Project (NATP-2)

| | | |
|---|---|---|
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা |
| বাস্তবায়নকাল | : | ১লা অক্টোবর ২০১৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ৪০,২৭৩.০০ লক্ষ টাকা |
| অর্থায়নের উৎস্য | : | বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক, ইফাদ, ইউএসএইড |
| প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য | : | • জাতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মহিলা কৃষকের বাজার ব্যবস্থা ও খামারের আয় বৃদ্ধি করা।<br>• কৃষি গবেষণা শক্তিশালীকরণ, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কাযক্রম বৃদ্ধি করা, খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা ও পোস্ট হারভেস্ট লস কমানো। |
| প্রকল্প এলাকা | : | সমগ্র বাংলাদেশ |
| ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বরাদ্দ : ৬৭০৮.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ব্যয় | : | ৫৬০৩.১৫ লক্ষ টাকা |
| ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | • ইউএসএইড এর অর্থায়নে ১৯০টি সিআরজি (Competitive Research Grants) উপপ্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। উপপ্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ৪১৭২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।<br>• ৪০টি পিবিআরজি (Program Based Research Grants) উপপ্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। উপপ্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে মোট বাজেট বরাদ্দ ১২৮৪২.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৫১০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।<br>• নার্স প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৩৯টি পিএইচডি প্রোগ্রাম দেশে ও বিদেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে। |

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (২০১৯-২০২৩) এর আওতায় নিম্নোক্ত ৬ (ছয়)টি প্রকল্প প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

| সেক্টর | অগ্রাধিকার (উচ্চ/মধ্যম/নিম্ন) | প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল | প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
| বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল | উচ্চ | বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জোরদারকরণ প্রকল্প ১ জুলাই/২০১৯ হতে ৩০ জুন/২০২৪ | ৩৭০০০.০ | ৩৭০০০.০ | - |
| | উচ্চ | বাংলাদেশে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে সামুদ্রিক শৈবালের গবেষণা ও উন্নয়ন ১ জুলাই/২০১৯ হতে ৩০ জুন/২০২৪ | ১৯৫০০.০ | ১৯৫০০.০ | - |
| | উচ্চ | জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ১ জুলাই/২০২০ হতে ৩০ জুন/২০২৬ | ২০০০০.০ | ২০০০০.০ | - |
| | উচ্চ | লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প ১ জুলাই/২০২০ হতে ৩০ জুন/২০২৫ | ৯০০০.০ | ৯০০০.০ | - |
| | উচ্চ | সমন্বিত ফার্মিং সিস্টেম গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প ১ জুলাই/২০১৯ হতে ৩০ জুন/২০২৪ | ১৫০০০.০ | ১৫০০০.০ | - |
| | উচ্চ | কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকরণে জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর শীর্ষক প্রকল্প ১ জুলাই/২০২২ হতে ৩০ জুন/২০২৭ | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | - |

(ছ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

- 'বীজ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন, মূল্যায়ন ও নিবন্ধন নির্দেশিকা'-এর প্রজ্ঞাপন সকলের অবগতির ও অনুসরণের জন্য জারি হয়। ইহা বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় ১১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মানসম্পন্ন আলু উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক জুন, ২০২০ এ বিএআরসিসহ জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভূক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে সফল গবেষণা কার্যক্রমের সচিত্র বর্ণনাসহ এক নজরে বিএআরসি (BARC at a Glance) নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের প্রযুক্তি হস্তান্তর ও পরিবীক্ষণ ইউনিট কর্তৃক জুন ২০২০ সময়ে 'নার্সভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উদ্ভাবিত হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ- 'Transferable Technologies Developed by NARS Institutes [2016-17 & 2017-18]' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশনাটির মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত নার্সভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১৯৮টি উন্নত প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে এবং কৃষক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারিত হবে। সম্প্রসারিত প্রযুক্তি ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- কৃষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে গত ১০/০২/২০২০ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। বাংলাদেশের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এমপি এবং কানাডার সাসকাচোয়ান সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ডেভিড মেরিট সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিএআরসির পক্ষে নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এবং জিআইএফএস, কানাডা এর পক্ষে চিফ অপারেটিং অফিসার মিস্টার স্টিভ ভিসার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতাসহ কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিএআরসিতে বঙ্গবন্ধু চেয়ার এবং বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু-পিয়ারে এলিয়ট ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করা হয়। বর্ণিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় কানাডা হতে হস্তান্তরযোগ্য কৃষি প্রযুক্তি বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে। তাছাড়া কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশী কৃষি গবেষকদের কৃষি জীব প্রযুক্তি, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা ও পোস্ট হারভেস্ট প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

**(ঝ) উপসংহার**

এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা অগ্রাধিকার, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, মূল্যায়ন এর কাজ করছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক গবেষণায় বিজ্ঞানীদের নিয়োজিত করতে সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তাই আশা করা যায় আগামী অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে এবং ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়া সম্ভব হবে।

## বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কার্যক্রম

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গভর্নিং বডির চতুর্থ সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা

৯ম আন্তর্জাতিক প্ল্যান্ট টিস্যুকালচার এবং বায়োটেকনোলজি সম্মেলন

'নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ভ্যালু চেইন উন্নয়নে সম্মিলিত প্রয়াস' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন' শীর্ষক কর্মশালা

Fall Armyworm Management Task Force কর্তৃক বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুরের ভুট্টা গবেষণা মাঠ সরজমিনে পরিদর্শন

# বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

# বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bari.gov.bd

দেশের সর্ববৃহৎ বহুবিধ ফসলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বর্ণীল ঐতিহ্যের অধিকারী একটি অনন্য সাধারণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৮৮০ সালের ফ্যামিন কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৬ সালে ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস-এর অধীনে 'ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে কৃষি গবেষণার শুভ সূচনা হয়। এরপর সদাশয় ভাইসরায় লর্ড কার্জন একে 'নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচারাল রিচার্স' নামে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যদায় সমুন্নত করেন। ১৯০৮ সালে ১৬১.২০ হেক্টর জমির ওপর ঢাকা ফার্ম নামে একটি গবেষণা স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সকল গবেষণা ইনস্টিটিউটের পিতৃ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। ঢাকা ফার্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে গবেষণার প্রাথমিক সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর 'বেঙ্গল ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' এর নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' রাখা হয়। এই ডিপার্টমেন্টের অধীন 'গবেষণা' ও 'সম্প্রসারণ' নামে দুটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে ঢাকা ফার্মকে কেন্দ্র করে সেকেন্ড ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হলে গবেষণার দারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। যা হোক, ১৯৬৮ সালে দুটি আলাদা ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের একটির নাম ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (এক্সটেনশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট) এবং অন্যটির নাম ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (রিসার্চ এন্ড এডুকেশন) রাখা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ কৃষি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর XXXII জারি করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর LXII এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

**প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য**

১. ফসলের উচ্চফলনশীল, পুষ্টিমান সম্পন্ন ও প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন
২. ফসলভিত্তিক উন্নত, আধুনিক ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও লাগসই ফসল বিন্যাস নির্ধারণ
৩. পরিবেশবান্ধব শস্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন
৪. মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
৫. লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করা
৬. শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন
৭. উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন

**প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য**

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ

**ভিশন**

দেশের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জনে ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

**মিশন**

ম্যান্ডেটভুক্ত ফসলসমূহের উচ্চফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি যন্ত্রপাতি, শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা করা এবং উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর করা।

**প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি**

১. ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সংকরায়ন, মূল্যায়ন;
২. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবনে জীব প্রযুক্তির প্রয়োগ;
৩. সমন্বিত খামার পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
৪. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, পুষ্টি, সাপ্লাই ভেলুচেইন এবং উদ্ভাবিত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তির আর্থসামাজিক উন্নয়নের উপর বিশ্লেষণ;
৫. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের নতুন জাতের প্রজনন বীজ, চারা/কলম উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা;
৬. কৃষিতে আইসিটি এর প্রয়োগ;
৭. প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণ, উপযোগিতা পরীক্ষণ, কর্মশালা, মাঠ দিবস ইত্যাদির আয়োজনসহ বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা প্রকাশ;
৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা;
৯. আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা সংযোগ স্থাপন; এবং
১০. লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও খরা প্রবণ এলাকাসহ পাহাড়ি এলাকা উপযোগী ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

(খ) প্রতিষ্ঠানের জনবলকাঠামো ও বিদ্যমান জনবল, নতুন নিয়োগ, পদোন্নতি (৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)
প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

| ক্র. নং | পদের নাম | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১. | গ্রেড নং-১ | ১ | ১ | ০ |
| ২. | গ্রেড নং-২ | ৯ | ৮ | ১ |
| ৩. | গ্রেড নং-৩ | ৪২ | ৪১ | ১ |
| ৪. | গ্রেড নং-৪ | ১১৩ | ১০৫ | ৮ |
| ৫. | গ্রেড নং-৫ | ৪ | ০ | ৪ |
| ৬. | গ্রেড নং-৬ | ২৫২ | ২৩০ | ২২ |
| ৭. | গ্রেড নং-৭ | ০ | ০ | ০ |
| ৮. | গ্রেড নং-৮ | ০ | ০ | ০ |
| ৯. | গ্রেড নং-৯ | ৩৭৫ | ২৮৭ | ৮৮ |
| ১০. | গ্রেড নং-১০ | ৬২৪ | ৫৭৭ | ৪৭ |
| ১১. | গ্রেড নং-১১ | ০ | ০ | ০ |
| ১২. | গ্রেড নং-১২ | ৩২ | ২৭ | ৫ |
| ১৩. | গ্রেড নং-১৩ | ৪৯ | ৩৩ | ১৬ |
| ১৪. | গ্রেড নং-১৪ | ৯১ | ৮১ | ১০ |
| ১৫. | গ্রেড নং-১৫ | ৮ | ৫ | ৩ |
| ১৬. | গ্রেড নং-১৬ | ৪৩৫ | ৩৭৩ | ৬২ |
| ১৭. | গ্রেড নং-১৭ | ২৫ | ২৫ | ০ |
| ১৮. | গ্রেড নং-১৮ | ১৪৫ | ১২১ | ২৪ |
| ১৯. | গ্রেড নং-১৯ | ৩০ | ২৯ | ১ |
| ২০. | গ্রেড নং-২০ | ৬১৩ | ৫১৩ | ১০০ |
| | সর্বমোট | ২৮৪৮ | ২৪৫৬ | ৩৯২ |

| ২০১৯-২০ অর্থবছরে পদোন্নতি | | | ২০১৯-২০ অর্থবছরে নতুন নিয়োগ প্রদান | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কমকর্তা | কর্মচারী | মোট | কমকর্তা | কর্মচারী | মোট |
| ১০৬ | ০৭ | ১১৩ | ৪ | ২ | ০৬ |

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে
মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৭৯৩ | ৪৪ | - | ১৩৩২ | ২১৬৯ |
| ২ | গ্রেড ১০ | ৪৪০ | - | - | - | ৪৪০ |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ২০৮ | - | - | - | ২০৮ |
| | মোট | ১৪৪১ | ৪৪ | - | ১৩৩২ | ২৮১৭ |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | উচ্চ শিক্ষা (জন) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি (দেশ+বিদেশ) | এমএস (দেশ+বিদেশ) | অন্যান্য (বিদেশ) | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ১২+৫ | - | ১ | ১৮ |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| | মোট | ১৭ | - | ১ | ১৮ |

বৈদেশিক সেমিনার/ওর্য়াকশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্র. নং | গ্রেড নং | বিদেশ প্রশিক্ষণ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ১৪ | ৭ | ১ | ২২ |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| মোট | | ১৪ | ৭ | ১ | ২২ |

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের রোডম্যাপ, এপিএ, এসডিজি, ডেল্টাপ্ল্যান এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ ও গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

২০১৯-২০ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র ১০৪টি, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ৪৪৭টি, তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্র ১০২টি, ডাল গবেষণা কেন্দ্র ১১৭টি, মসলা গবেষণা কেন্দ্র ৪৬টি, উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র ৩৬টি, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ৯৫টি, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ৬৫টি, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ ১৬টি, জীব প্রযুক্তি বিভাগ ১৬টি, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ ১৬টি, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ ৪১টি, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ ৮৬টি, কীটতত্ত্ব বিভাগ ১১৮টি, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ৩৪৭টি, ফার্ম মেশিনারি এন্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৪৪টি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১৩টি, পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ ২৫টি, বীজ প্রযুক্তি বিভাগ ১৬টি, এএসআইসিটি ৭টি, অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগ ১১টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর ৪০টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, মৌলভীবাজার ১৬টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ঈশ্বরদী ২৭টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী ১৬টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর ২২টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বুড়িরহাট ১৬টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর ৫৭টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা ৩৭টি, পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রসমূহ ২২টি; মোট ২০২১টি গবেষণা পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারী পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে ১৫ নং নির্দেশনাটি হলো- ‘খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে অধিক ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। কোনো জমি পতিত রাখা যাবে না।”

উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হলো-

- চলতি খরিপ মৌসুমে চাষের উপযোগী বিভিন্ন ফসল ও সবজির বীজ ও চারা/কলম কৃষকের মাঝে ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- বারির বিভিন্ন কেন্দ্র/বিভাগ/স্টেশন/উপকেন্দ্র/এমএলটি সাইট/এফএসআরডি এর নিজস্ব আবাদযোগ্য সকল জমি চাষের আওতায় এনে মৌসুম উপযোগী বিভিন্ন ফসল ও সবজির চাষাবাদ করা হয়েছে।
- বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বছরব্যাপী সবজি, মসলা ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত সরেজমিন গবেষণা বিভাগের এফএসআরডি ও এমএলটি সাইটে বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগের এফএসআরডি ও এমএলটি সাইটে বিভিন্ন ফল ও সবজির চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- উচ্চমূল্যের ফসল হিসেবে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর প্রায় ৮ (আট) কেজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে যা দিয়ে প্রায় ৩০০ বিঘা জমিতে আবাদ করা হয়েছে।
- পেঁয়াজের ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের ৬০ কেজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০১৯-২০ অর্থবছরের | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | বরাদ্দ | ব্যয় | অগ্রগতি (%) |
| ১. | গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জুলাই, ২০১৫ - জুন, ২০২০ | ২৩৩২.৭৫ | ২৭১.০০ | ২৬৯.৫৬ | ৯৯% |
| ২. | বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন | এপ্রিল ২০১৬ - জুন ২০২১ | ২৩৬৩.৫৯ | ২৭৮.০০ | ২৭৮.০০ | ১০০% |
| ৩. | উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প | এপ্রিল ২০১৬- জুন ২০২১ | ৭০৫৫.৫২ | ১০৬৫.০০ | ১০৬৫.০০ | ১০০% |
| ৪. | ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ (বারি অংগ) | জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২ | ৩৬৫১.৬৫ | ৫৫৪.০০ | ৫৫৪.০০ | ১০০% |
| ৫. | বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ | জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেমবর ২০২১ | ২০৮৫.০০ | ৫২১.০০ | ৪৫১.০০ | ৮৭% |
| ৬. | বাংলাদেশে মসলাজাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ | অক্টোবর, ২০১৭ - জুন, ২০২২ | ৯৪০০.০০ | ২২৭২.০০ | ২২৫৩.০০ | ১০০% |
| ৭. | গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প | জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩ | ১৫৭০০.০০ | ১০১০২.০০ | ১০০৬০.২৩ | ১০০% |
| ৮. | স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বারি অংগ) | জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৪ | ১৪৫৭.৯৭ | ৩৮৫.০০ | ২৭৭.০২ | ৯৭% |
| ৯. | আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প | জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৩ | ৩৭২৭.৫২ | ৪৮৯.০০ | ৩৬৮.৯৮ | ৭৫% |
| | | সর্বমোটঃ | ৪৭৭৭৪.০০ | ১৫৯৩৭.০০ | ১৫৫৯৫.৭৯ | ৯৮% |

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান কর্মসূচিসমূহের তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০১৯-২০ অর্থবছরের | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | বরাদ্দ | ব্যয় | অগ্রগতি (%) |
| ১. | খেসারি, মাসকালাই ও ফেলনের জাত উন্নয়ন, বীজ উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি। | জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২০ | ৩১৪.০০ | ১১০.০০ | ১১০.০০ | ১০০% |
| ২. | কাঁচা কাঁঠালের ভেজিটাবল মিট প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২০ | ৫৪৯.৩৯ | ১২৭.৯০ | ১২৭.৮৬ | ৯৯.৯৬% |
| ৩. | আমের স্থানীয় জাতের উন্নয়ন, উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বারি উদ্ভাবিত প্রতিশ্রুতিশীল জাতসমূহের মাতৃকলম উৎপাদন ও বিতরণ কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২০ | ৫১৫.০০ | ২১০.০০ | ২১০.০০ | ১০০% |
| ৪. | ফসল নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণে চার ফসলভিত্তিক ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২০ | ৩২০.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১০০% |
| ৫. | অপ্রচলিত তেল ফসলের (সয়াবিন, সূর্যমুখী এবং তিসি) গবেষণা ও উন্নয়ন জোড়দারকরণ কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২০ | ৩১০.০০ | ১৪০.০০ | ১৪০.০০ | ১০০% |
| ৬. | পেঁয়াজের প্রজনন বীজ উৎপাদন কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২০ | ১৬২.০০ | ৪৫.০০ | ৪৫.০০ | ১০০% |
| ৭. | কাঁচা আম প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২০ | ৬৯.৬১ | ২৩.৯৮ | ২৩.৯৮ | ১০০% |
| ৮. | গোলমরিচ, কালিজিরা এবং জিরাসহ অন্যান্য অপ্রচলিত মসলা ফসলের গবেষণা, জাত ও প্রযুক্তি উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২০ | ৩৩২.৫০ | ৯০.৭৫ | ৯০.৭২ | ৯৯.৯৯% |
| ৯. | উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে সূর্যমুখী উৎপাদন ও বিস্তার এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১ | ১৩৪.৯৪ | ৬৬.৯০ | ৬৬.৮৮ | ৯৯.৯৭% |
| ১০. | চীনাবাদামের উন্নত জাত ও আন্তঃফসল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে চরাঞ্চলের কৃষকদের পুষ্টি ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১ | ৯৬.৫০ | ৪১.৫০ | ৪১.৪৮ | ৯৯.৯৫% |
| ১১. | বাংলাদেশে অর্কিড, ক্যাকটাস-সাকুলেন্ট ও বালব-করম জাতীয় ফুলের জাত উন্নয়ন, উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ও মূল্য-সংযোজন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিস্তার কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১ | ৩৪৬.০০ | ১৫৬.০০ | ১৫৬.০০ | ১০০% |
| ১২. | উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১ | ২৮২.০০ | ১৯৭.০০ | ১৯৭.০০ | ১০০% |
| ১৩. | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব গবেষণাগার অ্যাক্রিডিটেডকরণ কর্মসূচি | জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২০ | ৯২৭.৪৫ | ৯২৭.৪৫ | ৯২৭.৪৪ | ১০০% |
| ১৪. | জোয়ার ভাটাপ্রবণ দক্ষিণাঞ্চলের পতিত জমিতে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উপযোগিতা যাচাইপূর্বক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২ | ১৭৮.৯৪ | ১২.০০ | ১২.০০ | ১০০% |
| ১৫. | নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদন এবং তাদের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি | জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২ | ৬০৯.৩০ | ১৯.০০ | ১৯.০০ | ১০০% |
| ১৬. | বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষকৃত গুরুত্বপূর্ণ ফল, পান, সুপারি ও ডাল ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় শনাক্তকরণ ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি | জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২ | ২৩৫.১৭ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১০০% |
| ১৭. | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মৃত্তিকা বিজ্ঞান গবেষণাগার অ্যাক্রিডিটেশন কর্মসূচি | জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২১ | ৮৫৯.০০ | ২৬.০০ | ৭.৯২ | ৩০.৪৬% |
| | | সর্বমোটঃ | ৬২৪১.৮০ | ২৩৫৮.৪৮ | ২৩৪০.২৮ | ৯৯.২৩% |

(জ) বিএআরআই এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ১৫টি ফসলের ২৯টি অবমুক্তকৃত জাত (বর্ণনা 'ক')
- ২২টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি
- যুগপৎ অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতার আদান প্রদানের জন্য প্রায় ৭টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- ৭৭২ কপি বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৪২০ কপি জার্নাল, ৭৯৫০ কপি নিউজলেটার, ১২৯১১ কপি বই-পুস্তিকা, ফোল্ডার ইত্যাদি ব্যবহারকারীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ৬১টি কর্মশালা, ৩৮০টি প্রশিক্ষণ, ১৫৬টি মাঠদিবসের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের মাঠে সম্প্রসারণ/বিস্তার করা হয়েছে।
- ৯৪টি ইলেকট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন

**গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত/প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**

**ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরে উদ্ভাবিত জাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**

| ক্রমিক নং | ফসলের নাম | জাতের নাম | অবমুক্তি/নিবন্ধনের তারিখ | ফলন (টন/হেক্টর) | প্রধান বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|---|
| অপ্রধান দানাদার (২টি জাত) | | | | | |
| ১) | কাউন | বারি কাউন-৪ | ১৮-০৭-২০১৯ | ৩.৫-৪.০ | • জাতটির কাণ্ড শক্ত ও গাছ তুলনামূলক খাট তাই ঝড়-বাতাসে সহজে হেলে ও ভেঙ্গে পড়ে না<br>• গাছের গড় উচ্চতা ১০৫ সে.মে<br>• জাতটির ফলন রবি মৌসুমে গড়ে ৩.৫৩ টন/হেক্টর<br>• হাজার দানার ওজন ২.৫৫ গ্রাম<br>• জাতটি রবি মৌসুমে ১০৮ দিনে পরিপক্ব হয় |
| ২) | জোয়ার | বারি জোয়ার-১ | ১৩/০১/২০২০ | ৩.৫-৩.৬ | • কাণ্ড শক্ত ও মজবুত<br>• পেনিকেল সোজা ও দৃঢ়<br>• পাতা বিস্তৃত বড় ও সামান্য কোঁকড়ানো<br>• ১০০০ দানার ওজন ৩৮ গ্রাম<br>• জীবনকাল ১৪৩-১৫৭ দিন |
| মসলা ফসল (৪টি জাত) | | | | | |
| ৩) | পুদিনা | বারি পুদিনা-২ | ১৮-০৭-২০১৯ | ১৩-১৬ | • ইহা বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ এবং সারা বছর চাষ উপযোগী<br>• পাতার দৈর্ঘ্য ৫-৬ সেমি. ও প্রস্থ ৩-৪ সেমি.<br>• ইহার ফুল সাদা-পার্পল বর্ণের<br>• ইহার বংশবিস্তার বীজ, কাণ্ড ও ধাবকের মাধ্যমে করা যায়<br>• এই জাতের জীবনকাল ১৩০-১৫০ দিন |
| ৪) | শলুক | বারি শলুক-১ | ১৮-০৭-২০১৯ | ২.০-২.৪ | • এ জাতের জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন<br>• গাছের উচ্চতা ১২০-১৩০ সেমি.<br>• প্রতি গাছের আম্বেল সংখ্যা ৮০-৯০টি<br>• প্রতি আম্বেলে আম্বেল লেটের সংখ্যা ১৪-১৬টি<br>• প্রতি আম্বেল লেটে বীজের সংখ্যা ১১-১৩টি<br>• প্রতি ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৪.০-৪.২ গ্রাম |
| ৫) | অর্নামেন্টাল মরিচ | বারি অর্নামেন্টাল মরিচ-১ | ১৭-০৬-২০২০ | টবে ৩০০-৪০০ (গ্রাম/গাছ) মাঠে ৮০০-৯০০ (গ্রাম/গাছ) | • শীতকালীন জাত, টবে লাগালে সারা বছর চাষ করা যায়<br>• কাণ্ড নলাকার এবং গিটে কোন দাগ নেই<br>• প্রতি গাছে প্রাথমিক ডালের সংখ্যা (৮-১০)টি<br>• গাছের পাতা সবুজ এবং ডিম্বাকার<br>• ফল উর্ধ্বমুখী, পাপড়ি সাদা এবং পাপড়ির কিনারা বেগুনী<br>• জীবনকাল ২১০-২৪০ দিন<br>• ফলন গাছপ্রতি টবে ৩৫০-৪০০ গ্রাম জমিতে ৮০০-৯০০ |

| ক্রমিক নং | ফসলের নাম | জাতের নাম | অবমুক্তি/নিবন্ধনের তারিখ | ফলন (টন/হেক্টর) | প্রধান বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬) | | বারি অর্নামেন্টাল মরিচ-২ | ১৭-০৬-২০২০ | টবে ৩৫০-৪৫০ (গ্রাম/গাছ) মাঠে ৮০০-১০০০ (গ্রাম/গাছ) | • শীতকালীন জাত, টবে লাগালে সারা বছর চাষ করা যায়<br>• প্রতি গাছে প্রাথমিক ডালের সংখ্যা (৯-১১)টি<br>• পাতা হালকা সবুজ চিকন এবং লম্বা<br>• ফল উর্ধ্বমুখী, চিকন এবং লম্বা<br>• গাছপ্রতি ফলন টবে ৩৫০-৪৫০ গ্রাম জমিতে ৮০০-৯০০<br>• জীবনকাল ২১০-২৪০ দিন |
| ফল (১টি জাত) | | | | | |
| ৭) | আম | বারি আম-১২ | ০৮-০৮-২০১৯ | ২.৮-৩.০ | • অধিক নাবী জাত, ফল সংগহের সময় আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর<br>• প্রতিটি ফসলের ওজন ৪৩৫ গ্রাম ও ফল লম্বাটে<br>• শাঁস কমলা রঙের, শক্ত প্রকৃতির এবং ল্যাংড়া আমের মত সুবাসযুক্ত<br>• ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৮২%, টিএসএস ২৩% |
| সব্জি (৭টি জাত) | | | | | |
| ৮) | বেগুন | বারি বেগুন-১১ | ২৬-০৬-২০২০ | ৪৫-৫ (রবি) ৩০-৩৫ (খরিপ) | • মুক্ত পরাগায়িত ফসল<br>• সারা বছরব্যাপী চাষ উপযোগী<br>• পাতা সবুজ ও খাঁড়া<br>• গাছপ্রতি ফল ১৭-২০টি<br>• জীবনকাল ১১০-১২৫ দিন |
| ৯) | | বারি বেগুন-১২ | ২৬-০৬-২০২০ | ৬০-৮০ (রবি) ৩০-৩৫ (খরিপ) | • মুক্ত পরাগায়িত ফসল<br>• সারা বছরব্যাপী চাষ উপযোগী<br>• পাতা সবুজ ও খাঁড়া<br>• গাছপ্রতি ফল ১০-১২টি<br>• জীবনকাল ১১০-১২৫ দিন |
| ১০) | | বারি হাইব্রিড বেগুন-৫ | ২৬-০৬-২০২০ | ৫০-৫৫ | • বছরব্যাপী হাইব্রিড জাত<br>• গাছপ্রতি ফল ২০-২৪টি<br>• ফলের ওজন ১০০-১৮০ গ্রাম<br>• জীবন কাল ৯০-৯৫ দিন (শীতকাল), ৫০-৮০ দিন গ্রীষ্ম কাল |
| ১১) | | বারি হাইব্রিড বেগুন-৬ | ২৬-০৬-২০২০ | ৫৫-৫৫ | • বছরব্যাপী হাইব্রিড জাত<br>• গাছপ্রতি ফল ২০-২৪টি<br>• ফলের ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম<br>• ফল বেগুনি ও oblong আকৃতির<br>• ফুল ফোটে ৬০-৬৫ দিন (শীতকাল), ৫০-৬০ দিন গ্রীষ্ম কাল |
| ১২) | ফুলকপি | বারি ফুলকপি-৩ | ২৬-০৬-২০২০ | ১৬-১৬ | • এই জাতটি তাপসহিষ্ণু<br>• কাণ্ডের গড় ওজন ৪১৫ গ্রাম<br>• স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন সম্ভব<br>• কাণ্ডের রং ধবধবে সাদা ও টাইট প্রকৃতির<br>• জীবনকাল (৭৫-৮০) দিন<br>• ফলন ১৫-১৬ মেট্রিক টন /হেক্টর |
| ১৩) | বরবটি | বারি বরবটি-২ | ২৬-০৬-২০২০ | ১৫-১৮ | • খাটো প্রকৃতির গাছ<br>• সারা বছরব্যাপী চাষযোগ্য<br>• জীবনকাল (৬০-৭০) দিন<br>• গাছপ্রতি বরবটি ৩০-৩২টি |

| ক্রমিক নং | ফসলের নাম | জাতের নাম | অবমুক্তি/নিবন্ধনের তারিখ | ফলন (টন/হেক্টর) | প্রধান বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪) | ধুন্দুল | বারি ধুন্দুল-২ | ২৬-০৬-২০২০ | ৫০-৫৫ | • কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ বর্ণের রঙ ধারণ করে<br>• ফলের গড় ওজন ১৯৩.৫০ গ্রাম<br>• গাছপ্রতি গড় ফলের সংখ্যা ১৩০টি<br>• ফল লম্বায় প্রায় ৬-৮ সে.মি<br>• জীবনকাল ১৫০-১৬০দিন<br>• ফলন ৫০ মেট্রিক টন/হেক্টর |
| ফুল (৩টি জাত) | | | | | |
| ১৫) | লিলিয়াম | বারি লিলিয়াম-১ | ২৫-০৬-২০২০ | ২৫০০০০ (টি/হে.) | • শীতকালীন ফুল<br>• আকর্ষণীয় ক্রিম কালার<br>• স্পাইক ৮২ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়<br>• প্রতি স্পাইকে ১১টি ফুল ধরে<br>• সংরক্ষণ কাল ১০ দিন<br>• ফুলের ব্যাসার্ধ ১৭ সেমি. পর্যন্ত হয় |
| ১৬) | | বারি লিলিয়াম-২ | ২৫-০৬-২০২০ | ২৫০০০০ (টি/হে.) | • শীতকালীন ফুল<br>• আকর্ষণীয় হলুদ রংয়ের<br>• স্পাইক ৮০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়<br>• প্রতি স্পাইকে ০৮টি ফুল ধরে<br>• সংরক্ষণ কাল ১২ দিন<br>• ফুলের ব্যাসার্ধ ২০ সেমি. পর্যন্ত হয় |
| ১৭) | জিপসোফিলা | বারি জিপসোফিলা-১ | ২৫-০৬-২০২০ | ১৯০০০০ (টি/হে.) | • শীতকালীন ফুল<br>• আকর্ষণীয় সাদা রংয়ের<br>• স্পাইক ৮০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়<br>• প্রতি স্পাইকে ০৮টি ফুল ধরে<br>• সংরক্ষণ কাল ১২ দিন<br>• পোকামাকড় ও রোগ সহনশীল |
| কন্দাল ফসল (১১টি জাত) | | | | | |
| ১৮) | আলু | বারি আলু-৮২ | ১৯-০৯-২০১৯ | ৩৮-৪২ | • ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করে।<br>• আলু খাট ডিম্বাকৃতি, থেকে ও ডিম্বাকৃতি মাঝারি আকারের।<br>• আলুর চামড়া মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং হলুদ। |
| ১৯) | | বারি আলু-৮৩ | ১৯-০৯-২০১৯ | ৪৩-৪৮ | • ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করে।<br>• আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাজারি আকারের।<br>• আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হালকা হলুদ। |
| ২০) | | বারি আলু-৮৪ | ১৯-০৯-২০১৯ | ৩৭-৪৩ | • আলুর চামড়া মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং হলুদ।<br>• চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।<br>• শুষ্ক পদার্থ ১৮.৮০ % |
| ২১) | | বারি আলু-৮৫ | ১৯-০৯-২০১৯ | ৪০-৪৫ | • আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি, ডিম্বাকৃতি ও মাজারি আকারের।<br>• আলুর চামড়া মসৃণতা মাঝারি ও রং লাল, শাঁসের রং হলুদ। |
| ২২) | | বারি আলু-৮৬ | ১৯-০৯-২০১৯ | ৩৮-৪৪ | • ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।<br>• আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাজারি আকারের।<br>• আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হালকাহলুদ।<br>• চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।<br>• শুষ্ক পদার্থ ১৮.০৮ (১৭.০৯-১৮.৭৮)% |

| ক্রমিক নং | ফসলের নাম | জাতের নাম | অবমুক্তি/নিবন্ধনের তারিখ | ফলন (টন/হেক্টর) | প্রধান বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৩) | | বারি আলু-৮৭ | ১৯-০৯-২০১৯ | ৪৫-৬১ | • ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করে।<br>• আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি, ডিম্বাকৃতি ও মাজারি আকারের।<br>• চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।<br>• শুষ্ক পদার্থ ১৮.৯০ (১৭.৫৪-২০.৩৩)% |
| ২৪) | | বারি আলু-৮৮ | ১৯-০৯-২০১৯ | ৪৩-৫২ | • ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করে।<br>• আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি, ডিম্বাকৃতি ও মাজারি আকারের।<br>• চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।<br>• শুষ্ক পদার্থ ১৯.৩০ (১৭.৬৩-২১.২৯)% |
| ২৫) | | বারি আলু-৮৯ | ১৯-০৯-২০১৯ | ৩৫-৪০ | • আলু ডিম্বাকৃতি ও মাজারি আকারের।<br>• আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ।<br>• চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।<br>• শুষ্ক পদার্থ ১৮.৩৩ (১৭.৫৫-১৯.৫৮)% |
| ২৬) | | বারি আলু-৯০ | ১৯-০৯-২০১৯ | ৩৮-৪০ | • ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করে।<br>• আলু ডিম্বাকৃতি ও মাঝরি আকারের।<br>• চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।<br>• শুষ্ক পদার্থ ১৮.৪৯ (১৭.৫৫-১৯.১২)% |
| ২৭) | | বারি আলু-৯১ | ১৯-০৯-২০১৯ | ৩৩-৪১ | • ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করে।<br>• আলুর চামড়া মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং হলুদ।<br>• চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।<br>• শুষ্ক পদার্থ ১৮.৮০ (১৮.১০-১৯.৯৩)% |
| ২৮) | কচু | বারি সাহেবী কচু-১ | ০৩-০৩-২০২০ | ৯০-৯৫ | • গলা চুলকানিমুক্ত।<br>• কন্দের গড় ওজন ২২ কেজি, ভক্ষণযোগ্য অংশ প্রায় ৯২%।<br>• দীর্ঘ সংরক্ষণকাল, প্রায় ৬০ দিন।<br>• এ জাতটির গড় ফলন ৯০ টন/হেক্টর।<br>• উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ (আয়রন ৯৪ পিপিএম, বিটা-ক্যারোটিন ৫৮ সম/ম, স্টার্চ ৭৪% ও প্রোটিন ৯%)। |
| ডাল ফসল (১টি জাত) | | | | | |
| ২৯) | খেসারি | বারি খেসারি-৬ | ২৫-০৬-২০২০ | ১.৩৭-১.৮৭ | • একক ও সাথী ফসল হিসেবে চাষযোগ্য<br>• রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে অধিক উপযোগী<br>• গাছে উচ্চতা ৭৫-৯৮ সেমি. পর্যন্ত<br>• জীবনকাল ১০৮-১১৮ দিন<br>• গাছপ্রতি পড ৩৪-৪৬টি |

খ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

| ক্রমিক নং | প্রযুক্তির উদ্ভাবক কেন্দ্র/বিভাগ | উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম |
|---|---|---|
| ১. | কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র | টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে কাসাভার অনুচারা উৎপাদন ও চারা মাঠ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার কৌশল |
| ২. | কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র | আলুর নাভি ধ্বসা বা মড়ক রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা |
| ৩. | উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র | বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্য (উদ্ভিদ হরমোন) ব্যবহার করে গ্রীষ্মকালীন শিম উৎপাদন |
| ৪. | কৃষিতত্ত্ব বিভাগ | মসুর উৎপাদনে মালচ্ এর ব্যবহার |

| ক্রমিক নং | প্রযুক্তির উদ্ভাবক কেন্দ্র/বিভাগ | উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম |
|---|---|---|
| ৫. | কৃষিতত্ত্ব বিভাগ | নিম্নভূমিতে পিয়াজ উৎপাদন প্রযুক্তি ও ফসল ধারার উন্নয়ন |
| ৬. | কৃষিতত্ত্ব বিভাগ | ভুট্টার সাথে আন্তঃফসল হিসেবে পাটশাকের চাষ |
| ৭. | কৃষিতত্ত্ব বিভাগ | চলনবিল এলাকায় প্রচলিত পতিত- বোরো-পতিত ফসলধারার পরিবর্তে সরিষা-বোরো-পতিত ফসল ধারার উন্নয়ন |
| ৮. | সরেজমিন গবেষণা বিভাগ | নরসিংদী জেলায় সরিষা-বোরো- রোপা আমন ধান একটি উন্নত ফসল বিন্যাস |
| ৯. | সরেজমিন গবেষণা বিভাগ | উচু বরেন্দ্র অঞ্চলে সরিষা-মুগ- রোপা আউশ-রোপা আমন ধান চার ফসলভিত্তিক ফসল ধারার সার সুপারিশমালা |
| ১০. | মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ | পেঁয়াজ উৎপাদনে বায়োস্লারী ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার |
| ১১. | মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ | উপকূলীয় চরাঞ্চলে সূর্যমুখী উৎপাদনে ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার |
| ১২. | মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ | সয়াবিন উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অনুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার |
| ১৩. | মসলা গবেষণা কেন্দ্র | চরাঞ্চলে কালোজিরার সার সুপারিশমালা |
| ১৪. | উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ | জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করে মসুরের শিকড় ও কাণ্ড পচা রোগের দমন ব্যবস্থাপনা |
| ১৫. | উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ | শসার মোজাইক ভাইরাস রোগ দমনের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা |
| ১৬. | উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ | বেগুনের ফল পচা রোগের দমন ব্যবস্থাপনা |
| ১৭. | কীটতত্ত্ব বিভাগ | জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে লেবুর পাতা সুড়ঙ্গ পোকা (সাইট্রাস লিফমাইনার) দমন ব্যবস্থাপনা |
| ১৮. | অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ | বেইট স্টেশনের ভেতর বিষটোপ ব্যবহার করে নিরাপদে ইঁদুর দমন |
| ১৯. | জীব প্রযুক্তি বিভাগ | ইন-ভিট্রো পদ্ধতিতে বারি ছোলা-৭ এর রিজেনারেশন প্রযুক্তি |
| ২০. | জীব প্রযুক্তি বিভাগ | মাইক্রোপ্রোপাগেশনের মাধ্যমে বারি স্ট্রবেরি-২ এর চারা উৎপাদন প্রযুক্তি |
| ২১. | বীজ প্রযুক্তি বিভাগ | ফলের বর্ণ ও ওজন নির্ধারণের মাধ্যমে করলার মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন |
| ২২. | বীজ প্রযুক্তি বিভাগ | ফলের সংগ্রহোত্তর সময় ও শুকানোর পদ্ধতি নির্বাচনের মাধ্যমে করলার |

**(ঝ) উপসংহার**

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৬টি বিশেষায়িত ফসলভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র, ১৬টি বিভিন্ন গবেষণা বিভাগ, কৃষি পরিবেশ অঞ্চলভিত্তিক ৮টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র ও ২৮টি উপকেন্দ্র, ৯টি খামার পদ্ধতি গবেষণা (FSRD) ও উন্নয়ন এলাকা এবং ৮৩টি বহুস্থানিক গবেষণা এলাকা (MLT site) দেশব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা এ যাবৎ ১৩১টি ফসলের হাইব্রিডসহ ৫৮৩টি উচ্চফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং এগুলোর উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৫৫১টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বারি উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য জাতগুলোর মধ্যে বারি সরিষা-১৪ স্বল্প মেয়াদি হওয়ায় আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে চাষযোগ্য এবং ব্যাপকভাবে টাঙ্গাইল, জামালপুরসহ উত্তরাঞ্চলে চাষাবাদ হচ্ছে। বারি মাল্টা-১, বারি আম-৩, বারি আম-৪ (হাইব্রিড), বারি আম-১১ (বার মাসি) এবং বারি পেয়ারা-২ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দেশে উৎপাদিত আলুর প্রায় সিংহ ভাগই বারি উদ্ভাবিত জাত। ডাল জাতীয় ফসলের মধ্যে বারি মুগ-৬ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যা উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। বারি মাসকলাই-৪, বারি খেসারি-২ এবং বারি মসুর-৮ কৃষকদের মাঝে বেশ সমাদৃত হয়েছে। এছাড়া বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষাবাদ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ আয়োজিত মেলায় বারি'র স্টল পরিদর্শনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক বারি সূর্যমুখী-৩ এর মাঠ দিবস পরিদর্শন

কিশোরগঞ্জে ভাসমান বেডে সবজি উৎপাদন

বারি অর্নামেন্টাল মরিচ-২

উন্নত শেডে বারি লিলিয়াম-২ এর চাষাবাদ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

# বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.brri.gov.bd

১৯৭০ সালের ০১ অক্টোবর ঢাকার অদূরে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি ১১টি গবেষণা বিভাগ ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ২২৮ জন বিজ্ঞানীসহ মোট ৬০৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উচ্চফলনশীল ধানের জাত এবং চাষাবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

**রূপকল্প**

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন

**অভিলক্ষ্য**

ধান গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা, ক্রমহ্রাসমান সম্পদ সাপেক্ষ জলবায়ুবান্ধব ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন করা।

**কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

**প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

১. ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

২. ধানের ব্রিডার বীজের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ

৩. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন

**প্রতিষ্ঠানের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

১. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ

২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

**গবেষণা কার্যক্রম**

উনিশটি বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়কে ৮টি প্রোগ্রাম এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে ব্রি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই আটটি গবেষণা প্রোগ্রাম এরিয়া হলো-

১. জাত উন্নয়ন (Varietal Development)

২. শস্য-মাটি-পানি ব্যবস্থাপনা (Crop-Soil-Water Management)

৩. বালাই ব্যবস্থাপনা (Pest Management)

৪. রাইস ফার্মিং সিস্টেমস (Rice Farming Systems)

৫. আর্থসামাজিক ও নীতি প্রণয়ন (Socio-Economic and Policy)

৬. খামার যান্ত্রিকীকরণ (Farm Mechanization)

৭. প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer)

৮. আঞ্চলিক কার্যালয় (Regional Stations)

ব্রির পরিচালক (গবেষণা) প্রোগ্রাম কমিটির সভাপতি এবং গবেষণা বিভাগের প্রধানগণ প্রোগ্রাম কমিটির সদস্য। প্রোগ্রাম কমিটির সভায় বার্ষিক গবেষণা প্রস্তাবের মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রদান করা হয়। গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর একটি গবেষণা কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যাতে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরবর্তী বছরের গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত এবং সরকারের প্রাধিকার কৃষি নীতিমালা, SDG, Southern master plan অনুসরণ করা হয়।

এছাড়াও ব্রি দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এজেন্সির সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ব্রি IRRI, BMGF, AFACI, JIRCAS, CSIRO, AUSAID, ACIAR, Murdoch University, Cornell University, USDA, USAID, KOICA, Norway সহ আরও অন্যান্য দেশ/সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

(খ) জনবল : অনুমোদিত জনবল, কর্মরত জনবল, শূন্যপদের তথ্য/২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ক তথ্য

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য (৩০-০৬-২০২০ তারিখে)

প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (২০১৯-২০২০ অর্থবছর)

| ক্র. নং | পদের নাম | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১. | গ্রেড নং-১ | ১ | ০ | ১ |
| ২. | গ্রেড নং-২ | ২ | ১ | ১ |
| ৩. | গ্রেড নং-৩ | ২৭ | ২৪ | ৩ |
| ৪. | গ্রেড নং-৪ | ৪৪ | ৪০ | ৪ |
| ৫. | গ্রেড নং-৫ | ৪ | ৪ | ০ |
| ৬. | গ্রেড নং-৬ | ১২৫ | ১১৪ | ১১ |
| ৭. | গ্রেড নং-৭ | ২ | - | ২ |
| ৮. | গ্রেড নং-৮ | - | - | - |
| ৯. | গ্রেড নং-৯ | ১৪১ | ৭৩ | ৬৮ |
| ১০. | গ্রেড নং-১০ | ১১১ | ৮০ | ৩১ |
| ১১. | গ্রেড নং-১১ | ২৭ | ১৪ | ১৩ |
| ১২. | গ্রেড নং-১২ | ১ | ১ | - |
| ১৩. | গ্রেড নং-১৩ | ৫ | ৪ | ১ |
| ১৪. | গ্রেড নং-১৪ | ৫৬ | ৪৯ | ৭ |
| ১৫. | গ্রেড নং-১৫ | ১২ | ১১ | ১ |
| ১৬. | গ্রেড নং-১৬ | ৮৩ | ৫৯ | ২৪ |
| ১৭. | গ্রেড নং-১৭ | ৬ | ১ | ৫ |
| ১৮. | গ্রেড নং-১৮ | ৩১ | ২৯ | ২ |
| ১৯. | গ্রেড নং-১৯ | ৪ | ৪ | - |
| ২০. | গ্রেড নং-২০ | ১০৪ | ৯৬ | ৮ |
| | সর্বমোট | ৭৮৬ | ৬০৪ | ১৮২ |

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| ৪১ | ৩ | ৪৪ | - | - | - | কর্মকর্তা-৪৮ এবং কর্মচারী-২০টি মোট ৬৮টি পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে ১-৩-২০২০ তারিখ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। |

ছক-২: (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন : (প্রশিক্ষণ)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৭২ | ৪৩ | ৩৪৮ | - | ৪৬৩ |
| ২ | গ্রেড ১০ | ৭ | - | - | - | ৭ |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ২৪ | - | - | - | ২৪ |
| | মোট | ১০৩ | ৪৩ | ৩৪৮ | - | ৪৯৪ |

ছক-২: (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | উচ্চ শিক্ষা (জন) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি | এমএস | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ২ | - | - | ২ |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| | মোট | ২ | - | - | ২ |

ছক-২: (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্র. নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | - | ৩৪ | - | ৩৪ |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| মোট | | - | ৩৪ | - | ৩৪ |

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- রোপা আমন মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী তিনটি জাত (ব্রি ধান৯৩, ব্রি ধান৯৪, ব্রি ধান৯৫) উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- প্রসিদ্ধ স্থানীয় জাতগুলো সংগ্রহ করে গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যমান গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রেখে উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বালাম ধানের গুণাগুণ উচ্চফলনশীল ধানে স্থানান্তরের মাধ্যমে কৌলিক সারি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান৫০ জাতের সাথে বালাম ধানের ক্রসিং করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত সারিগুলো F4 জেনারেশনে আছে। এ ছাড়া সিলেট বালামের সাথে পার্পল ধান, হাবু ধান, নাইজারশাইল ও BR8845-18-1-5-4-10-4 এর ক্রসের ব্রিডিং পপুলেশন F3 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে। লক্ষীদীঘা, লালদীঘা, খৈয়ামটর জাতের উন্নয়নের জন্য আমন ২০১৯-২০ মৌসুমে সাদাপাজাম, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৭৯, ও ব্রি ধান৮৭ এর সাথে সংকরায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও লক্ষীদীঘার ক্রস হতে প্রাপ্ত সেগ্রিগেটিং প্রজেনি F2 জেনারেশনে আছে। বিভিন্ন বালাম জাতের বিশুদ্ধ সারি বাছাই করে জাত উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। বিআর১১ ও ব্রি ধান৪৯ জাতের সাথে বিরই ধানের ক্রসিং করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত সারিগুলো F4 জেনারেশনে আছে। গত আমন ২০১৯-২০ মৌসুমে ব্রি ধান৮৭ এর সাথে রানীসেলুট ধানের ক্রস করা হয়েছে। এছাড়াও IR77734-93-2-3-2 এবং BR7372-35-3-3-HR5(Com) এর সাথে টেপিবোরো ধানের সংকরায়ণ করার পরে ব্রিডিং পপুলেশন F4 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে। কুমিল্লা আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় ব্রি ধান৫০ ও টেপিবোরো এর সংকরায়ণ হতে প্রাপ্ত তিনটি অগ্রগামী কৌলিক সারি বোরো ২০১৯-২০ মৌসুমে SYT (Secondary Yield Trial) হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। রাতা বোরো ধানের সাথে ব্রি ধান৫০, ব্রি ধান৮১ ও BR8862-29-1-5-1-3 এর সংকরায়ন করে প্রাপ্ত ব্রিডিং পপুলেশন F2 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে।

  এছাড়া প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় ব্রি ধান৯০ এর Aroma বৃদ্ধির জন্য ব্রি ধান৩৪, রাধুনীপাগল ও ধনিয়া জাতের ধানের সাথে গত আমন ২০১৯-২০ মৌসুমে সংকরায়ন করা হয়েছে। চলতি আমন ২০২০-২১ মৌসুমে সুগন্ধযুক্ত ও কাটারীভোগ ধানের দানার মত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ৩টি অগ্রগামী কৌলিক সারি ব্রি ধান৩৭ ও দিনাজপুর কাটারীভোগ এবং চেক জাতসহ ALART হিসাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। উল্লিখিত কৌলিক সারিগুলোর মধ্যে BR৮৮৮২-৩০-২-৫-২ সারিটির ফলন ক্ষমতা ৩.৯৫ টন/হেক্টর এবং জীবনকাল ১৩৯ দিন। এছাড়া ১১টি কাটারিভোগ এবং কালিজিরা ধরনের কৌলিক সারি ২টি আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় চলতি রোপা আমন ২০২০-২১ মৌসুমে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।
- TRB (Transforming Rice Breeding) প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত RGA গ্রিনহাউজে প্রতি মৌসুমে প্রায় ৪৫,০০০টি কৌলিক সারি অগ্রগামী করা হচ্ছে। প্রায় ১.৫ মিলিয়ন কৌলিক সারি Field RGA-এর মাধ্যমে প্রতি বছর অগ্রগামী করা হচ্ছে। সর্বমোট ৮৪,৭৪০টি কৌলিক সারি Line Stage Testing ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সর্বমোট ৮,৫৫৮টি প্রজনন সারি OYT তে এবং ২,২২০টি প্রজনন সারি PZT তে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সর্বমোট ৮৩৫টি Genotype- এর QTL fingerprinting সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫,৬৬২টি F1 Plants- এর Quality Checking মলিকুলার মার্কার-এর সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৯,১৬২টি Line Selection Trial

জেনোটাইপ-এর QTL fingerprinting করা হয়েছে। ১৫,৭০৭টি Line Stage Testing ট্রায়ালের Bacterial Blight (BB) Score নির্ণয় করা হয়েছে।

- রোপা আউশ মৌসুমের ১টি (উচ্চমাত্রার এ্যামাইলোজ সমৃদ্ধ বিআর২৬-এর বিকল্প), বোরো মৌসুমের লবণাক্ততা সহনশীল ২টি (সমগ্র জীবনকাল ব্যাপী ৮-১০ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল), উচ্চমাত্রার জিংক সমৃদ্ধ ১টি (২৫.৭ মি.গ্রা./কেজি) ও লো-জিআই বিশিষ্ট ১টি (৫৫ জিআই) এবং রোপা আমন মৌসুমের গলমাছি প্রতিরোধী ১টি (স্কোর ৫) অগ্রগামী কৌলিক সারির প্রস্তাবিত জাতের মূল্যায়ন পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- অধিক তাপসহনশীল জাত উদ্ভাবন গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় Milyang23, Giza178, N22, NSIC Rc222 I Mestizo চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে আউশ ২০১৯ মৌসুমে ২৫২টি অগ্রগামী কৌলিক সারি, ব্রি রাজশাহীতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। রোপা আউশ ২০২০-২১ মৌসুমে সবচেয়ে ভালো (৫.৩-৫.৯ ট./হে.) ও অধিক তাপসহনশীল এবং উচ্চ এ্যামাইলোজ সম্পন্ন ৫টি অগ্রগামী কৌলিক সারি ব্যবহার করে AYT ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আইআর৯৯৮৫৩-বি-বি-৩১০ কৌলিক সারিটি ১১৪ দিনে ৫.৭ ট.হে. ফলন প্রদর্শন করেছে। কৌলিক সারিটির এ্যামাইলোজ ২৭% এবং উচ্চ তাপে (রাতের বেলায় সর্বোচ্চ ৩৭ ডিগ্রি সে.) ১০% স্পাইলেট স্টেরিলিটি প্রদর্শন করেছে। এছাড়াও AGGRi Alliance প্রকল্পের মাধ্যমে IRRI থেকে প্রাপ্ত ৩০০টি কৌলিক সারি রাজশাহী অঞ্চলের উচ্চ তাপমাত্রা সম্পন্ন এলাকায় নাবি বোরো ২০২০ মৌসুমে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং ২০টি কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়েছে।
- হাওড় অঞ্চলের জন্য ঠাণ্ডা সহনশীল বোরো ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য প্রজনন পর্যায়ে মধ্যম মাত্রার ঠাণ্ডা সহনশীল দুইটি কৌলিক সারি (TP7594, TP16199) শনাক্ত করা হয়েছে। ঠাণ্ডা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের আওতায় Rapid Generation Advance (RGA) পদ্ধতি এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত অগ্রগামী কৌলিক সারিসমূহ থেকে বিগত তিন বছরে বাছাইকৃত দুইটি অগ্রগামী সারি IR100723-B-B-B-B-61 I IR100722-B-B-B-B-11 Ges TP7594 I TP16199 কৌলিক সারিগুলো বোরো ২০১৯-২০ মৌসুমে আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় হাওড় অঞ্চলে ১০টি স্থানে ও রাজশাহী অঞ্চলে ০৩টি এবং রংপুর অঞ্চলে ০৩টি স্থানে পরীক্ষা স্থাপন করা হয়েছিল। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে TP16199 এবং IR100722-B-B-B-B-11 কৌলিক সারিদ্বয়কে হাওড় এলাকার উপযোগী ঠাণ্ডা সহনশীল সম্ভাব্য ধানের জাত হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- Transforming Rice Breeding (TRB) প্রকল্পের আওতায় ঠাণ্ডা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য বোরো ২০১৯-২০২০ মৌসুমে F2-F6 জেনারেশনের সেগ্রিগেটিং ২২,৯০৭টি প্রজেনি RGA ব্রিডিংয়ের মাধ্যমে অগ্রগামী করা হচ্ছে। পরীক্ষায় মূল্যায়নপূর্বক ১৭৭৩টি লাইন শনাক্ত করা হয়েছে এবং ১১,০০০ কৌলিক সারি Line Stage Testing (LST), ৮৬৬টি কৌলিক সারি OYT, ৭৮টি কৌলিক সারি AYT এবং ৫টি কৌলিক সারি Regional Yield Trial (RYT)-এ মূল্যায়ন করা হয়েছে। OYT (Cold Stress) ট্রায়াল থেকে সর্বমোট ৬১টি কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়েছে। AYT (Cold Stress) ট্রায়াল থেকে সর্বমোট ৯টি কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়েছে যার মধ্যে RGA-derived কৌলিক সারিগুলো হচ্ছে BR11000-5R-19, BR11000-5R-39,BR11000-5R-31, BR11000-5R-65, BR11000-5R-27, BR11000-5R-39 Ges BR11001-5R-37 ইত্যাদি।
- বাস্ট প্রতিরোধী জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে গত রোপা আমন ২০১৯-২০ মৌসুমে ৯টি ক্রস নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন প্রোগ্রাম এর আওতায় ৯,৫০০টি কৌলিক সারি F2 জেনারেশনে এবং ৪,০৭০টি কৌলিক সারি F6 জেনারেশনে আছে। ২০৯টি কৌলিক সারির Line Stage Testing ট্রায়ালে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় ১১টি কৌলিক সারি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মূল্যায়ন করা হয়, যার মধ্যে ৩টি কৌলিক সারি HR(Path)-11, Path 2441 Ges BR(Path) 12452-BC3-16-19 বোরো ২০১৯-২০ মৌসুমে ALART- এ মূল্যায়ন করা হয়েছে, যেখানে চেক জাত হিসাবে ব্রি ধান২৯ এবং ব্রি ধান৫৮ ব্যবহার করা হয়েছে।
- জুম চাষের উপযোগী স্থানীয় জাত সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Low Amylose বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ধানের জাত যেমন- Lao PDR, Koshihikari, Hokuriku, Takanari, Mongthongno, Ranqui, Kanbui, Gunda, Sangki, Bish number এবং চীন থেকে সংগৃহীত ৪টি কৌলিক সারিসহ মোট ১৫টি কৌলিক সারি গত আউশ ২০১৯-২০ মৌসুমে OYT- এ মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৬টি স্থানীয় জাত, চাইনিজ কৌলিক সারি, ৩টি জাপানিজ কৌলিক সারি, ১টি বিন্নি জাত এবং ৫টি ব্রি'র জাত (intermediate amylose) ব্যবহার করে ৪০টি ক্রস করা হয়েছে। বোনা আউশ ২০১৯-২০ মৌসুমে ৬টি স্থানীয় জুম ধানের জাতসহ ১৭টি জেনোটাইপ OYT-তে মূল্যায়ন করা হয়েছিল, যা থেকে ব্রি ধান৬৯, কানবুই এবং চাইনিজ রাইস (৩.০২-৩.২৪ ট/হে. ফলন) জুম চাষের উপযোগী হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। জিআরএস বিভাগ হতে সংগৃহীত ২২টি স্থানীয় জাত এর উন্নয়ন মূলক গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অপর এক গবেষণায় ৬১টি বিন্নি ধানের জাত থেকে প্রতিশ্রুতিশীল ১০টি বিন্নি ধানের জাত নির্বাচন করা হয়েছে। চলতি আউশ ২০২০-২১ মৌসুমে ৩৫টি জেনোটাইপ (বিন্নিসহ স্থানীয় জুমের জাত ও আধুনিক জাতের চেক) ব্যবহার করে ২টি OYT পরীক্ষা পারিচালনা করা হচ্ছে।
- গভীর পানির উপযোগী ধানের কৌলিক সারিসমূহের মধ্যে BR১০২৬০-৭-১৯ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন লোকেশনে সর্বাপেক্ষা ভালো ফলাফল প্রদর্শন করেছে। আমন ২০২০-২১ মৌসুমে ৪টি অগ্রগামী কৌলিক সারি BR9390-6-2-2B, BR9376-6-2-2B, BR10260-5-15-21-6B,

BR9390-6-2-1B এবং ২টি চেক (খইয়ামটর ও লালমোহন) জাতসহ হবিগঞ্জ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, এবং কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে গভীর পানির ধান (Deep Water Rice) হিসাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও ৩টি অগ্রগামী কৌলিক সারি (BR10230-7-19-B, BR10247-14-18-7-3-3B , BR10238-5-1-9-3B) এবং নাবীজাত বিআর২৩ জাত হবিগঞ্জ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, এবং যশোর অঞ্চলে ALAR : (Stagnant Shallow Flood) হিসাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ব্রি ধান৯১ এর ২০টি প্রদর্শনী প্লট দেশের বিভিন্ন বন্যা কবলিত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।

- বোরো মৌসুমের উপযোগী স্বল্পমেয়াদি ও উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ ১টি জাত ব্রি ধান৯৬ উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- Porteresia coarctata থেকে প্রাপ্ত লবণাক্ততাসহিষ্ণু জিন Vascular H+-ATPase (PVA1) এর Construct তৈরি করা হয়েছে। Agrobacterium-mediated genetic transformation এর মাধ্যমে লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য তিনটি ধানের জাত ব্রি ধান৮৬, ৮৭ ও ৮৯ এর রিজেনারেশন এর Optimization সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জিন পিরামিডিংএর মাধ্যমে উদ্ভাবিত ২টি ব্যাক্টেরিয়াল বাইট পিরামিডেড সারির (Xa4, Xa13, Xa21 জিনসম্বলিত) উপযোগিতা যাচাই এর জন্য ALAR : (Advanced line adaptive research trial) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- সুগন্ধী এবং সুগন্ধবিহীন জাত শনাক্তকরণের জন্য একটি Functional Marker এর Validation এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- আউশ মৌসুমের জন্য প্রথম পাবলিক হাইব্রিড ধানের জাত ব্রি হাইব্রিড ধান৭ উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে কৃষকপর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত হয়েছে। জাতটির জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন, ফলন ৬.৫-৭.০ টন। দানা চিকন, লম্বা ও দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৩ ভাগ।
- হাইব্রিড ধানের জাত উন্নয়নে ইনডিকা/জেপোনিকা কাল্টিভারের ব্যাক গ্রাউন্ডে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য ১টি নতুন সিএমএস লাইন বা মাতৃসারি উদ্ভাবন করা হয়েছে যার দানা চিকন জীবনকাল আমন মৌসুমে ১০৫-১১০ দিন এবং বোরো মৌসুমে ১৪০-১৪৫ দিন। এই মাতৃসারি ব্যবহার করে মাঝারি জীবনকাল সম্পন্ন এবং অনুকূল পরিবেশে চাষাবাদ উপযোগী হাইব্রিড ধানের জাত তৈরি করা সম্ভব হবে।
- মাল্টি লোকেশন ট্রায়াল থেকে বোরো মৌসুমের জন্য একটি হাইব্রিড জাত বাছাই করা হয়েছে। জাতটির ফলন সক্ষমতা ১০.৫-১১.০০ টন, জীবনকাল ১৪৫-১৫০ দিন, দানা চিকন এবং অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৩.৫ ভাগ। জাতটি আগামী বোরো ২০২০-২০২১ মৌসুমে ছাড়করণের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে নিবন্ধন করা হবে।
- টেস্ট ক্রস নার্সারি থেকে আমন ও বোরো মৌসুমের উপযোগী ৩০টি সম্ভবনাময় মাতৃসারি যা ব্যাকক্রস নার্সারিতে BC2IBC1 হিসেবে জেনারেশন অ্যাডভান্সমেন্ট পর্যায়ে আছে। এছাড়াও টেস্ট ক্রস নার্সারি থেকে ৭টি নতুন পিতৃসারি শনাক্ত করা হয়েছে যাদের পরাগরেণু ধারণ ক্ষমতা ও পরাগায়নের সক্ষমতা বেশি। ভবিষ্যতে এই সব নতুন পিতৃ ও মাতৃসারি ব্যবহার করে অধিক শংকর সাবল্য (Heterosis) সম্পন্ন হাইব্রিড ধানের জাত তৈরির সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৫০০ কেজি বিভিন্ন হাইব্রিড ধানের বীজ ৪৫০০ কেজি মাতৃ ৩২৫০ ও পিতৃসারির ১২৫০ কেজি বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। যা সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট কোম্পানি ও কৃষকদের মাঝে চাহিদা অনুযায়ী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- ব্রি'র নতুন ১০টি উফশী জাতের ধানের (ব্রি ধান৮০ থেকে ব্রি ধান৮৯) মধ্যে ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৮১, ব্রি ধান৮৪, ব্রি ধান৮৮ মুড়ি তৈরির এবং ব্রি ধান৮৪, ব্রি ধান৮৮, ব্রি ধান৮৯ চিড়া তৈরির জন্য ভালো জাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
- ব্রি ধান৭০ থেকে ব্রি ধান৮৯ পর্যন্ত মোট ২০টি উফশী জাতের ধানের ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণসহ রান্না করা ভাতের গুণাগুণ, খনিজের গুণাগুণ, অ্যামিনো এসিডের কম্পোজিশন, ফ্যাটি এসিডের গুণাগুণ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়াও ৮০টি লোকাল জাতের ধানের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে। এসমস্ত তথ্য ব্রি'র উন্নত বৈশিষ্ট্যের ধান উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- গত বোরো ২০১৯-২০২০ মৌসুমে ডিএই এর মাধ্যমে টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলায় ব্রি উদ্ভাবিত বায়োঅর্গানিক সারের ১ বিঘা জমিতে প্রদর্শনী করা হয়েছিল। হেক্টর প্রতি ২.০০ টন বায়োঅর্গানিক সার প্রয়োগে শতকরা ৩০ ভাগ নাইট্রোজেন সার এবং টিএসপি সার ব্যবহার না করেও রাসায়নিক সারের সমপরিমাণ (৮.০ টন/হেক্টর) ফলন পাওয়া গেছে।
- এডব্লিউডি (AWD) পদ্ধতিতে ধান চাষে শতকরা ৩৫ ভাগ বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমানো যায়। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে ধান চাষ অর্থনৈতিক দিক থেকেও লাভজনক।
- হবিগঞ্জ অঞ্চলের মাটিতে পটাশিয়াম এবং রংপুরের মাটিতে নাইট্রোজেন, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজের সঠিক ব্যবহারে ধান ফসলের কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায়।
- ধান চাষে ইউরিয়া হাইড্রক্সি অ্যাপাটাইট ন্যানো ফার্টিলাইজার প্রয়োগে শতকরা ২০-৩০ ভাগ ইউরিয়া সারের সাশ্রয় সম্ভব। এছাড়া দানাদার ইউরিয়া এ্যাপিকেটর এর সাহায্যে জমিতে প্রয়োগ করলে হেক্টর প্রতি ৩০-৪০ কেজি ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমানো যায়।

- রাজশাহী অঞ্চলে সংরক্ষণশীল কৃষি ব্যবস্থায় ধান চাষের সার সুপারিশ পরীক্ষণের আমন ও বোরো মৌসুমের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- Rainfed lowland rice (RLR) এর অগ্রগামী সারির ফলন ও বৃদ্ধির উপর চারা রোপণের প্রভাব শীর্ষক গবেষণায় তিনটি অগ্রগামী সারির সাথে দুইটি চেক জাত ছিল। ফলন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, BR৮৮৪১-৩৮-১-২-২ সারিটি ৩০ জুলাই এবং ১৫ আগস্টে রোপণ করলে অন্যান্য লাইন ও জাতের চেয়ে বেশি ফলন (৫.৪০ এবং ৫.২৬ ট/হে.) পাওয়া যায়। লাইনগুলো চেক জাতের চেয়ে এক সপ্তাহ আগাম ছিলো।
- আউশ ধানের (বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২) ২০ দিনের চারা যথাক্রমে ৩০ এপ্রিল, ১০ই মে, ২০ মে এবং ১লা জুন রোপণ করে দেখা গেছে যে, ১০ই মে রোপণকৃত ধানের ফলন সবচেয়ে বেশি (গড়ে ৪ টন/হেক্টর) পাওয়া যায়।
- বিভিন্ন স্পেসিং ব্যবহার করে লাইন ও লোগো পদ্ধতিতে রোপণ করলে ফলনে কোন তাৎপর্যমূলক পার্থক্য হয় না।
- আউশ ধান আবাদে নাইট্রোজেন সারের অর্থনৈতিক মাত্রা নির্ধারণে বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, এবং ব্রি ধান৮২ এর উপর ইউরিয়া সারের অর্থনৈতিক মাত্রা হল বিআর২৬ এর জন্য ৮৮ কেজি, ব্রি ধান৪৮ এর জন্য ৮৬ কেজি এবং ব্রি ধান৮২ এর জন্য ৬০ কেজি।
- রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে চাষাবাদে ধানের ফলন ও বৃদ্ধির উপর নাইট্রোজেন ও পটাশ সারের প্রভাব নির্ধারণে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৮৯ রাইস প্লান্টারের সাহায্যে রোপণ করে দেখা গেছে যে ইউরিয়া ৪ ভাগে সমান ভাবে টপড্রেস দিয়ে এবং পটাস সার ২/৩ ভাগ বেসাল ও ১/৩ ভাগ ৩য় ভাগ ইউরিয়ার সাথে দিয়ে সর্বোচ্চ ফলন (৭.২৪ টন/হেক্টর) পাওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে সারের মাত্রা হলো এন:পি:কে:এস:জিঙ্ক=১৬০:২০:৮২:২০:৩২ কেজি/হেক্টর।
- ধানের প্রজনন পর্যায়ে নাইট্রোজেন ব্যবস্থাপনার প্রভাব নির্ধারণে আমন ২০১৯ মৌসুমে ব্রি গাজীপুরে ব্রি ধান৭৫ জাতে দেখা যায় যে ধানের কাইচথোড় বের হওয়ার ৭ দিন আগে (ব্রি নির্ধারিত সার ব্যবস্থাপনায়) এবং ফুল আসার সময় নাইট্রোজেন উপরি প্রয়োগে একই ফলন ৫.২২-৫.৬৬) পাওয়া যায়। কিন্তু কাইচথোড় বের হওয়ার ১০ দিন ও ২০ দিন পর নাইট্রোজেন উপরি প্রয়োগে ধানের চিটা তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় ফলনের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছিল।
- বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৮৯ ধানের ওপর গবেষণায় দেখা গেছে যে জৈব পদার্থ ও ব্রি সুপারিশকৃত সার এর আন্তক্রিয়ায় (এন:পি:কে:এস: জিঙ্ক =১২০: ১৯.৪ : ৮৪: ২০:৪) সবচেয়ে বেশি ফলন দিয়েছে (৯.০৩-৯.৪১ টন/হেক্টর)।
- সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোপা আউশ মৌসুমের ফলন সর্বোচ্চকরণের জন্য দুইটি ফসল ব্যবস্থাপনায় দেখা যায় যে, i) ব্রি নির্ধারিত সার ব্যবস্থাপনা N-P-K (৬৯-১০.৪-৪১ কেজি/হে.) প্রতিগুছিতে ২টি করে চারা এবং ii) সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা N-P-K (৮০-১০.৪-৪৯ কেজি/হে.) প্রতি গুছিতে ৪টি করে চারা এবং তিনটি ধানের জাত ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫ নিয়ে গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, ব্রি নির্ধারিত সার ব্যবস্থাপনার তুলনায় সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনায় তিনটি জাতই যথাক্রমে ৪.৫৩, ৩.৪৬ এবং ৪.৪৩ টন/হে. সর্বোচ্চ ফলন দিয়ে ছিল।
- ব্রি'র বিভিন্ন আমন ধানের জাতের ফলন এবং কুশির সংখ্যার ওপর চারার বয়সের প্রভাব সম্পর্কিত পরীক্ষায়,ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮৭ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান ৬ এর ১৫, ২০, ২৫ এবং ৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করা হয়েছিল। ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২ এবং ব্রি ধান৮৭ এর ১৫-৩০ দিন বয়সের চারা যথাক্রমে (৫.৮৮-৬.১৭ ট/হে.), (৫.৪৬-৫.৮৩ ট/হে.) এবং (৫.৩৫ -৬.১০ ট/হে.) ফলন দিয়েছিল কিন্তু ব্রি ধান৭৫ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান৬ এর ২৫-৩০ দিন বয়সি চারা যথাক্রমে (৪.৭৮-৫.৩৫ ট/হে.) এবং (৪.০২-৪.৩৬ ট/হে.) ফলন দিয়েছিল। সকল জাত সমূহে ১৫ দিন বয়সি চারাতে কুশির সংখ্যা বেশি ছিল কিন্তু ২০-৩০ দিন বয়সি চারাতে কুশির সংখ্যাতে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।
- বোরো মৌসুমে ব্রি,গাজীপুর ও কৃষকের মাঠ কাপাসিয়ায় বিআর১৭, ব্রি ধান৫০, ব্রি হাইব্রিড ধান৫ আগাছার সাথে কিছুটা প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। এর মধ্যে বি আর১৭ ধান আগাছাযুক্ত ও আগাছামুক্ত অবস্থায় প্রায় কাছাকাছি ফলন দিয়েছে।
- চার ফসলভিত্তিক শস্য বিন্যাসে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় এটি স্বাভাবিক অনুশীলন এর চেয়ে খুবই লাভজনক। রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে এতে REY (ধানের সমতুল্য ফলন) পাওয়া গেছে ৩১.৫ টন/হে.) ও যেখানে কৃষক পদ্ধতিতে ৪.৫ টন/হে. আমতলীতে যথাক্রমে ১৭.৩ টন/হে. ও ১২.১ টন/হে. ফলন পাওয়া গেছে। চার ফসলে কৃষক পদ্ধতির চেয়ে গ্রস মার্জিন অনেক বেশি ছিল। মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাটিতে খাদ্য উপাদান খুব একটা পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ মাটির স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয়নি।
- জোয়ার-ভাটাপ্রবণ বরিশাল অঞ্চলের চারটি বড় নদীপ্রবাহ যথাক্রমে বলেশ্বর, বিষখালী, বুড়িশ্বর এবং তেতুলিয়া-এর নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত পানির লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমের মার্চ-জুন মাসের মধ্যবর্তী সময়ে ১ডিএস/মি. থাকে যা স্বাদু পানির সমমান এবং নদীর এই স্বাদুপানি কৃষিজমিতে সেচের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় বিভিন্ন স্থানে বোরো মৌসুমে নদী ও নদী সংযুক্ত খালের পানি ব্যবহার করে ২১টি স্থানের মোট ৬০০ বিঘা অনাবাদী জমিতে ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান ৬৭, ব্রি ধান৭৪ এবং ব্রি ধান৮৯ জাতের বোরো ধান উৎপাদন করা হয়েছে এবং গড়ে ৫.৫-৭.০ টন/হে. ফলন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সেসব জায়গাতে বিনামূল্যে বীজ, সার ও সেচ এর জন্য পাম্প প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদেরকে বোরো চাষে

আগ্রহী করা হয়।

- সাধারণত উপকূলীয় এলাকায় কৃষকগণ নিম্নফলনশীল স্থানীয় জাতের আমন ধানের চাষ করে থাকেন। যার ফলন কম এবং অনেক দেরিতে কর্তনের ফলে রবি/বোরো মৌসুমে অন্য কোন ফসল চাষ করা সম্ভব হয়না। উক্ত উপকূলীয় এলাকায় উচ্চফলনশীল ও স্বল্প জীবনকালের আমন ধানের চাষ করার মাধ্যমে কিছু দিন (১৫-২০দিন) আগে ধান কর্তন করে সঠিক সময়ে রবি/বোরো মৌসুমের বিভিন্ন ফসলের চাষের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় ফসলের নিবিড়তা ও জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- ভ্রাম্যমাণ সৌর সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ধানের জমিতে নদী বা খাল থেকে সেচ প্রদানের জন্য সেচ পাম্প চালানোর কাজে ব্যবহার করে বরিশাল অঞ্চলে প্রায় ৯০ বিঘা জমি বোরো চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ধান কাটার পর মাড়াই যন্ত্রে কোন জ্বালানি ব্যবহার না করেই সৌরশক্তি ব্যবহার করে ধান মাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। এই সোলার প্যানেলের সাহায্যে কৃষিকাজ ব্যতিরেকে গৃহস্থালি কাজেও সৌরশক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।
- সর্বমোট ৩৩৪টি অগ্রগামী সারির লবণাক্ততা সহনশীলতা পরীক্ষা করা হয়েছে তার মধ্যে ৪৮টি অগ্রগামী সারিকে মধ্যম থেকে উচ্চমাত্রায় (SES Score 5-3) লবণাক্ততা সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- ব্রি জিন ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সর্বোমোট ৫০০টি স্থানীয় ধানের জাত থেকে ৪৯টি ধানের জাতকে মধ্যম থেকে উচ্চমাত্রায় (SES Score 5-3) লবণাক্ততা সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- ৩০০০ ধানের জেনোম প্রকল্পের বাংলাদেশি প্যানেলের ১৮৬টি জার্মপ্লাজমের মধ্যে ১৫৮টির লবণাক্ততা সহনশীলতার পরীক্ষণে ৪টি (UCP 122, BORO 394, PANKAIT 31 and BRRI 335) মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততাসহিষ্ণু হিসেবে চিহ্নিতকরা হয়েছে।
- ১২০টি জার্মপ্লাজমের মধ্যে ২ (দুটি) জার্মপ্লাজম মধ্যম মাত্রার জলমগ্নতা সহনশীল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ দুটি জার্মপ্লাজমের দুই সপ্তাহব্যাপী ১ মিটার উচ্চতার জলমগ্নতায় বেচে থাকার ক্ষমতা শতকরা ৭৭ ভাগ।
- ০৯টি অগ্রগামী সারির মধ্যে ২টি সারি ১৬ দিন জলমগ্ন সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- ৩৭টি জলমগ্ন সহনশীল জার্মপ্লাজম এর মলিকুলার বৈশিষ্ট্যায়ন করে ১৬টিতে Sub1A-1 Allele এবং ২১টিতে Sub1 A-2 Allele শনাক্ত করা হয়েছে।
- জলাবদ্ধ পরিবেশে বেচে থাকা এবং কুশি উৎপাদন ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে তিনটি অগ্রগামী সারি (IR16F1081, BR9175-9-2-1-12-5, IR13F458-5), তিনটি জার্মপ্লাজম (BRRI Acc. No. 1061, 1007, 3956) এবং একটি জাতকে (BR23) সহনশীল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- অগ্রগামী কৌলিক সারি IR9880-Gaz-5-1-1-2 প্রজনন পর্যায়ে খরাসহিষ্ণু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- গভীর পানির উপযোগী কৌলিক সারি BR১০২৬০-৭-১৯-২ই প্রজনন পর্যায়ে খরা অবস্থায় ভালো ফল দিয়েছে।
- ৩০০টি জার্মপ্লাজমের মধ্যে ১৮টি মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- মার্কার-এসিসটেড ব্রিডিং প্রক্রিয়ায় ব্রি ধান২৮ এর ব্যাকগ্রাউন্ডে উচ্চ তাপমাত্রাসহিষ্ণু স্পাইকলেট ফার্টিলিটি কিউটিএল সন্নিবেশিত করে ১টি অগ্রগামী সারি উদ্ভাবন করা হয়েছে যার ফলন ক্ষমতা ব্রি ধান২৮ এর তুলনায় ০.৫ টন/হে. বেশি এবং ১০০০-দানার ওজন ব্রি ধান২৮ তুলনায় কম।
- ব্রি জিন ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সর্বোমোট ২৫০টি জার্মপ্লাজমের ঠাণ্ডা সহনশীলতা পরীক্ষা করা হয়েছে তার মধ্যে ৪৯টি মধ্যম মাত্রার ঠাণ্ডা সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৩০টি অগ্রগামী সারির মধ্যে ১৬টি সারি মধ্যম মাত্রার ঠাণ্ডা সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- ধানের অবয়বগত উন্নয়ন এবং অতি-উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনে ধানের শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে ধান গাছের ওপরের ৩টি পাতার বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৮৬, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান২৮, সিএন৬, ফাতেমাধান এবং বাশফুলের উপরের পাতার বৈশিষ্ট্য এবং সালোক-সংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি এবং উন্নত।
- ধানের সাথে একই পরিবেশে জন্মানো শ্যামা আগাছা (C4), লবণাক্ত অঞ্চলে জন্মানো উরিধান (C3) এবং ধানের (C3) সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পার্থক্য নিরূপণে দেখা যাচ্ছে যে, শ্যামা আগাছা ধানের সাথে একই পরিবেশে জন্মালেও এর সালোক-সংশ্লেষণ হার উরিধান ও ধানের চেয়ে বেশি কিন্তু এর গ্যাস পরিবাহিতা কম এবং পানি ব্যবহার দক্ষতা বেশি। অন্য দিকে উরি ধানের সালোক-সংশ্লেষণ ক্ষমতা ধানের তুলনায় কম।
- দুই সারি বিশিষ্ট হাইব্রিড সিস্টেমের পুংবন্ধ্যা লাইন উদ্ভাবনের জন্য TMS5 জিনকে জিনোম এডিটিং করার লক্ষ্যে SK-gRNA এর সাথে টার্গেট সংযুক্ত করে Vector তৈরি করা হয়েছে।
- ধানের খোলপোড়া রোগ দমনের নিমিত্তে ৪টি কার্যকরী ছত্রাকনাশক শনাক্ত করা হয়েছে।
- ধানের ব্লাস্ট রোগের জন্য ৩টি কার্যকরী ছত্রাকনাশক শনাক্ত করা হয়েছে।
- ধানের ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগের ৫০টি প্রতিরোধী উৎস শনাক্ত করা হয়েছে।

- ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী ৩টি অগ্রগামী সারি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সেগুলো ALART এ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।
- টুংরো রোগের দমন ব্যবস্থাপনা এবং ৩০টি রোগ প্রতিরোধী অগ্রগামী সারি শনাক্ত করা হয়েছে।
- রাজশাহী অঞ্চলে মাজরা দমনের জন্য কার্যকর কীটনাশকের মাঠ মূল্যায়নের কাজ করা হয়েছে।
- রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় মাজরা পোকার বিভিন্ন প্রজাতির উপস্থিতি ডকুমেন্ট করা হয়েছে।
- ইঁদুর দমনের জন্য বাঁশের তৈরি ফাঁদের কার্যক্ষমতার মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতের উপর স্ট্যাবিলিটি (টেকসই) পরীক্ষণের জন্য মডেল উদ্ভাবন এবং এর ভিত্তিতে জাতগুলোর স্ট্যাবিলিটি ইনডেক্স তৈরি করা হয়েছে।
- স্থায়িত্ব পরীক্ষণের জন্য একটি নতুন পরিসংখ্যানিক মডেল তৈরি করত : এর কার্যোপযোগিতা পরীক্ষণ ফাইন টিউন্ড করা হয়েছে, যা সময়ের সাথে উৎপাদনের উঠা-নামা এবং বিভিন্ন স্থানের ও ফলনের উপর ভিত্তি করে স্থায়িত্বের (জেনোটাইপের) পরিমাপ করে।
- বাংলাদেশে ধানের এরিয়া, উৎপাদন ও ফলনের ট্রেন্ড এবং অঞ্চলভিত্তিক বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে ধানের বৃদ্ধি ও ফলনের ওপর জলবায়ুর প্রভাব নির্ণয়ে আউশ মৌসুমের জন্য ক্রপ সিমুলেশন (ডিসেট) মডেলের ভেলিডেশন, ক্যালিব্রেশন ব্যবহার ও প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রযুক্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মৌসুমে ব্রি'র সদর দপ্তর এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমুহের জন্য অবস্থান নির্দিষ্ট সাপ্তাহিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক ধান উৎপাদনের পরামর্শমূলক পরিসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ইন্টিগ্রেটেড রাইস অ্যাডভাইজরি সিস্টেমের (আইআরএএস) উপর ওয়েব-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত সমর্থন পদ্ধতি (ডিএসএস) তৈরি করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কৃষকদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভিত্তিক ধান উৎপাদনের পরামর্শমূলক পরিসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- মৌসুম ও অঞ্চল অনুয়াযী ব্রি ধানের ফলনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মোট চালের উৎপাদনের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, মৌসুম ও অঞ্চল অনুয়াযী ব্রি ধানের উচ্চফলনশীল জাত চাষাবাদ করে বাংলাদেশের মোট চালের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- ব্রি'র শ্রমিকদের হাজিরা ব্যবস্থাপনা ও মজুরি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজকরণ ও অনলাইনকরণ (ল্যান) করা হয়েছে। ফলে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা নাগরিকদের দোরগোড়ায় এবং পেপারলেস সেবা প্রদানের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স নিশ্চিত হয়েছে।
- ব্রির কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নৈমিত্তিক ছুটি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজকরণ ও অনলাইনকরণ (ল্যান) করা হয়েছে। ফলে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা নাগরিকদের দোরগোড়ায় এবং পেপারলেস সেবা প্রদানের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স নিশ্চিত হয়েছে।
- মাটির গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে ব্রি ধান৮৯ পর্যন্ত ব্রি উদ্ভাবিত জাতের চাষাবাদ উপযোগিতার ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
- ২০১২ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে তাপমাত্রা (সর্বোচ্চও সর্বনিম্ন) ও মোট বৃষ্টিপাতের মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে।
- স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করে বাংলাদেশে নির্দিষ্ট এলাকার ধানের জমির (আমন মৌসুমের) ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
- জেলাভিত্তিক ও মৌসুমভিত্তিক (২০১২-১৩ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত) বাংলাদেশের ধানের জমি, উৎপাদন ও ফলনের ডাটাবেজ করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৭১-৭২ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশের ধানের জমি, উৎপাদন ও ফলনের ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। উপরন্ত বছর ভিত্তিতে বাংলাদেশের ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়েছে। যা ব্রির ওয়েবসাইটে ধানের ডাটাবেজ ম্যানুতে আপলোড করা হয়েছে।
- ব্রি'র গবেষকদের পরিসংখ্যানিক ব্যবহার, পরীক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ পরীক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- রাইস ডক্টর ও রাইস নলেজ ব্যাংক (আরকেবি) নামক দুইটি মোবাইল অ্যাপস তৈরির মাধ্যমে ই-কৃষির প্রচলনপূর্বক তথ্য ও সেবা সহজলভ্য করা হয়েছে।
- ব্রির সকল বিভাগ, শাখা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহই-নথি ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বর্তমানে ব্রি'র ১০০% পত্র ই-নথি'র মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে।
- বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আলোকে সকল কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্নপূর্বক উক্ত কার্যক্রমের আলোকে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, সেবা সহজীকরণ ও ই-সেবা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এবং ব্রি'র বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দকে উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং দেশে ও বিদেশে নলেজ শেয়ারিং ভিজিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ই-লার্নিং প্রক্রিয়ার আওতায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (www.muktopaath.gov.bd) এ ধানের রোগবালাই ও তার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এ নিবন্ধনপূর্বক উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স এ অংশগ্রহণ করতে পারছেন। ইতোমধ্যে ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক প্রায় ৩০০০ জন অনলাইনের মাধ্যমে সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন। এতে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ও প্রশিক্ষকদের সময়, খরচ ও শ্রম কমে এসেছে।

- মোবাইল কোম্পানি টেলিটক বাংলাদেশ লি : এর সহায়তায় ব্রির সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এতে চাকরির আবেদনকারীগণ (http://brri.teletalk.com.bd/) অনলাইনে আবেদন করতে পারছে। ফলে পেপারলেস সেবা প্রদানের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স নিশ্চিত হয়েছে।
- এসডিজি বাস্তবায়নে বিভিন্ন গবেষণার তথ্য-উপাত্তসমূহ (http://sdg.gov.bd/#1) এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করা হচ্ছে। যথাযথ প্রক্রিয়ায় উক্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ অনুমোদন পূর্বকজাতীয় পর্যায়ে উন্মুক্ত করার মাধ্যমে ব্রি সংশ্লিষ্ট এসডিজির বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন ও অর্জন সহজ হয়েছে।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতায় ব্রির কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজড করা হয়েছে।
- ব্রির ওয়েবপোর্টাল (www.brri.gov.bd) বাংলা ও ইংরেজীতে তৈরি করা হয়েছে এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ওয়েবপোর্টালে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্রি সর্বপ্রথম সংযোজিত হয়েছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক .বিডি (ডট বিডি) ও .বাংলা (ডট বাংলা) ডোমেইন নাম নিবন্ধনের নিমিত্ত ব্রির বিদ্যমান ইংরেজি ডোমেইন (www.brri.gov.bd) এর পাশাপাশি (বিআরআরআই.বাংলা) হিসেবেও নিবন্ধন ও ডোমেইন নবায়ন করা হয়েছে।
- বিআরকেবি (www.knowledgebank-brri.org)ওয়েব অ্যাপিকেশন এ ডায়নামিক ভিউ কানেক্টিভিটি এবং বাংলা সার্চ সিস্টেম চালু করা হয়েছে ফলে ধান উৎপাদনের সর্বশেষ প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে দেশের প্রতিটি কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণকর্মী, গবেষক, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য ব্যবহারকারীগণ যেকোন স্থান থেকে সহজে ও বিনামূল্যে সেবা পাচ্ছেন।
- রাইস পেস্ট বার্তার নামে একটি ওয়েব এপিকেশন তৈরি করা হয়েছে। যেখানে ধানের পোকামাকড় ও রোগবালাই বিষয়ক যাবতীয় তথ্য রয়েছে, যা ব্রি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- ব্রিতে আইসিটি-ভিত্তিক হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বাইরে থাকা সেবাগ্রহীতাদের পক্ষে অল্প সময়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।
- ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্সে উন্নত প্রজাতির খেজুর (Phoenix dactylifera)এর একটি জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ১০টি জাতের ১১০০টি গাছ রয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৬টি গাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের খেজুর ফল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও খেজুর গাছের সাথে ধান, রকমারি সবজি, মসলা ফসল ও গোখাদ্য ফসলের সমন্বয়ে ব্যাপক অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি গবেষণা কার্যক্রম চলছে।
- পার্বত্য অঞ্চলে জুম চাষে স্থানীয় নিম্ন ফলনশীল জাতের পরিবর্তে ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বোনা আউশের জাত ব্রিধান ৮৩ প্রবর্তনের মাধ্যমে অধিক ফলন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও পরিবেশ বান্ধব উপযুক্ত সার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- রোপা আমন ও বোরো মৌসুমে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI), ফিলিফাইন থেকে প্রাপ্ত ৬টি জলমগ্নতাসহিষ্ণু অগ্রগামী কৌলিক সারির উপযোগিতা বোরো-পতিত রোপা আমন শস্য বিন্যাসে মুল্যায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি অগ্রগামী কৌলিক সারির মধ্যে ২টি অপেক্ষাকৃত ভালো ফলন দিয়েছে।
- কিশোরগঞ্জে বিদ্যমান বোরো-পতিত রোপা আমন শস্যবিন্যাস এলাকায় Pilo : Production Program এর আওতায় কৃষকের মাঠে উন্নত শস্যবিন্যাস হিসাবে তিনটি শস্যবিন্যাস; সরিষা-বোরো-রোপা আমন, আলু-পাট-রোপা আমন ও সরিষা-ভুট্টা+মাশকলাই-রোপা আমন শস্যবিন্যাস মুল্যায়ন করা হয়। উক্ত তিনটি শস্যবিন্যাস এর মধ্যে আলু-পাট-রোপা আমন শস্যবিন্যাস থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি ধান সমতুল্য ফলন পাওয়া গেছে।
- ব্রি, বরিশালে আলোক ফাঁদের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আলোক ফাঁদে উপকারী পোকামাকড়ের (১০.৩৫%) চেয়ে অপকারী পোকামাকড়ই (৮৯.৬৫%) বেশি মারা যায়। আলোক ফাঁদে সূর্যাস্ত থেকে প্রথম চার ঘণ্টায় ৬৯.২৮% অপকারী পোকামাকড় দমন হয়।
- আউশ মৌসুমে বাস্তবায়িত RYT থেকে অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা উপযোগী BR8784-4-1-2-P2 Ges BR8781-16-1-3-P2 অগ্রগামী কৌলিক সারি দুটিকে ALART (Advanced line adaptive research trial) এর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বরিশাল অঞ্চলে আমন মৌসুমে সংগৃহীত ৩৬৯টি স্থানীয় জাতের মরফোলজিক্যাল (Morphological) বৈশিষ্ট্যায়ন করা হয়েছে।
- জোয়ার-ভাটা সহনশীল জাত ব্রি ধান৭৬ ও ব্রি ধান৭৭ এর চেয়েও উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে আমন ২০১৯ মৌসুমে স্থানীয় জাতের (মোটা ধান, দুধমনা, লালচিকন, কটিয়াগনি, বাশফুল, চাউলামাগি) সাথে উফশী জাতের মোট ৬১টি সংকরায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও F4 -F6 জেনারেশনের ৮২৭টি সেগরিগেটিং প্রজেনি আছে।
- নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য বরিশাল অঞ্চলে SPIRA প্রকল্পের আওতায় ৭টি সহ মোট ১৯৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়। এছাড়াও ১০টি মাঠ দিবস এবং ৪৮০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

- ব্রি বরিশালে ২০১৯-২০ এ আমন ও বোরো মৌসুমে মোট ৭টি ট্রায়াল (অগ্রগামী সারির উপযোগিতা পরীক্ষা) সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ব্রি বরিশালে ২০১৯-২০ মৌসুমের হাইব্রিড আমন ও বোরো ধানের চেকজাতসহ মোট ৭৫টি লাইনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- আমন ২০১৯-২০ মৌসুমে দক্ষিণ অঞ্চলে ধানের রোগের জরিপ করা কয়েছে। সেখানে ধানের বাদামি রোগ ও ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি পাওয়া গেছে। অল্প পরিমাণে ব্লাস্ট, লক্ষীর গু ও খোলপোড়া রোগ দেখা গেছে।
- ধানের বাস্ট রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রদর্শনী কৃষকের মাঠে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এতে ২০% বেশি ফলন পাওয়া গেছে।
- রাইস ট্রান্সপান্টার কাম মিশ্র-সার প্রয়োগযন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে যেখানে মাটির গভীরে মিশ্র-সার প্রয়োগের মেকানিজম শক্তি চালিত ধানের চারা রোপণ যন্ত্রে (এআরপি-৪ইউএম) সফলভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগ বন্ধ রেখে শুধুমাত্র ধানের চারা রোপণ করা সম্ভব। একসাথে যৌথ কাজ করার জন্য যন্ত্রের কর্মদক্ষতার কোন পরিবর্তন হয় না। এই যন্ত্রের সাহায্যে একই সাথে ধানের চারারোপণের পাশাপাশি মিশ্র-সারমাটির গভীরে সুষমমাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। পরবর্তীতে কোনো সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়না। মাটির গভীরে সার প্রয়োগের ফলে জমিতে আগাছা কম হয় এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সার অপচয়ের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণের ক্ষতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা যায়। মৌসুম ভেদে এই যন্ত্রের সাহায্যে চারা রোপণ ও সার প্রয়োগ বাবাদ শতকারা ২০-৩০ ভাগ ইউরিয়া সাশ্রয় করা যায়। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগের ফলে ধানের ফসল প্রায় ১০% বেশি হয়।

**(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। যার মোট বরাদ্দ ছিল ৩০৭৩০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৫২০০.০০ লক্ষ টাকা এবং এবং জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়ের অগ্রগতি ৫১৯৭.৫৩ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ৯৯.৯৫% মাত্র।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

| প্রকল্পের নাম (মেয়াদ কাল) | প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম | মোট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বরাদ্দ | জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০২১) | ক)দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যেপ্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন।<br>খ) ১১টি জিপ, ২টি মিনিবাস, ২টি বাস, ২২টি মোটর সাইকেল সংগ্রহ।<br>গ) ১৬টি পাওয়ার টিলার, ৪টি হাইড্রো টিলার, ১১টি ট্রাক্টর, ২টি সিসেল লাঙল, ১৩টি রাইস ট্রান্সপান্টার, ১৩টি কম্বাইন্ড হার্ভেস্টর, ১১টি পাওয়ার থ্রেসার, ১৩টি পাওয়ার পাম্প সংগ্রহ।<br>ঘ) ২৮৩টি বিভিন্ন ল্যাব যন্ত্রপাতি ও ১০০টি কম্পিউটার সংগ্রহ।<br>ঙ) জমি অধিগ্রহণ(গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া) ১০ একর করে মোট ৩০ একর।<br>চ) কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নিমার্ণ ৪০০০ বর্গ মি., পান্ট ব্রিডিং ক্রসিং ফিল্ড নির্মাণ ৮০০ বর্গ মিঃ,ট্রান্সজেনিক গবেষণা মাঠ ২৫০০ বর্গ মি., থ্রেসিং ফ্লোর নিমার্ণ ২১০০ বর্গ মিঃ, সিড ড্রাইয়িং এবং প্রসেসিং ফ্লোর নিমার্ণ ৩২০০ বর্গ মিঃ।<br>ছ) গবেষণা মাঠের দেয়াল নিমার্ণ ১৪০০০ আর এম। | ২৬৩৩০.০০ | ৫০০০.০০ | ৪৯৯৭.৫৯ (৯৯.৯৫%) |
| যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতিগবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) | ক) গবেষণা (১০টি কৃষি যন্ত্র ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন)<br>খ) প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন (৬৯৮ জন)<br>গ) প্রশিক্ষণ ও প্রয়োগিক প্রদর্শনীর জন্য খামার যন্ত্রপাতি ক্রয় (১১৫২১টি)<br>ঘ) গবেষণার জন্য খামার যন্ত্রপাতি ক্রয় (৩টি)<br>ঙ) গবেষণা ওয়ার্কশপ যন্ত্রপাতি ক্রয় (২৩টি)<br>চ) ল্যাব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় (১০৪টি)<br>ছ) ভবন ও স্থাপনা ১৫৭৫ বর্গ মিটার, ০.১৬৯৯ আরএম ০.০০৬৪ ঘন মিটার)<br>জ) যানবাহন (পিক আপ-২টি, মটরসাইকেল-৫টি, বাইসাইকেল-১০টি) | ৪৪০০.০০ | ২০০.০০ | ১৯৯.৯৪ (৯৯.৯৭%) |
| | মোট= | ৩০৭৩০.০ | ৫২০০.০০ | ৫১৯৭.৫৩ (৯৯.৯৫%) |

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৮টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। যার মোট বরাদ্দ ছিল ৩৩২৪.৪৫ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ১০৪২.৮০ লক্ষ টাকা এবং জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়ের অগ্রগতি ১০৪২.৮০ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ১০০.০০% মাত্র।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মসূচির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

| প্রকল্পের নাম (মেয়াদ কাল) | প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম | মোট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বরাদ্দ | জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|
| ১. পাহাড়ি অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত) | ১. মৌসুমভিত্তিক জাতওয়ারি ধানের গ্রহণযোগ্যতা, ফলন ও গ্রহণযোগ্যতার কারণ নির্ণয়<br>২. বিভিন্নজাতের ধানে ব্যবহৃত উপকরণের পরিমাণ নির্ধারণসহ ধানচাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ধারণ<br>৩. ধানভিত্তিক বিভিন্ন ফসল বিন্যাস উন্নয়নের গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ | ১৫৪.০০ | ৬৪.০০ | ৬৪.০০ (১০০.০০%) |
| ২. মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত) | ১. ফসল বিন্যাস ট্রায়াল ও নতুন ধানজাতের উপযোগিতা পরীক্ষা<br>২. কৃষকের মাঠে সাম্প্রতিক জাতসমূহের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন<br>৩. উন্নত প্রজাতির খেজুর (Phoenix dactylifera) জার্মপ্লাজম সেন্টার ব্যবস্থাপনা | ১১০.০০ | ৩৮.০০ | ৮.০০ (১০০.০০%) |
| ৩. ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত) | ১. কীটতত্ত্বীয় গবেষণার সক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা<br>২. বছরব্যাপী পোকামাকড় লালনপালন এর জন্য গ্রিন-হাউসের সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা<br>৩. ১০০০ জনকৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া<br>৪. প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পোকামাকড়ের আক্রমণের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তা থেকে ধানের প্রধান প্রধান পোকার পূর্বাভাস মডেল তৈরি করা | ৫৮০.২৫ | ৯৬.৬০ | ৯৬.৬০ (১০০.০০%) |
| ৪. ব্রির কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত) | ১. আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল ক্রয়<br>২. পুরাতন ল্যাবরেটরি সংস্কার<br>৩. কৃষকের মাঠে Intensive cropping-এ মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা | ৩৮৬.৭০ | ১১৯.৩০ | ১১৯.৩০ (১০০.০০%) |
| ৫. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন (জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত) | ১. ব্রিউদ্ভাবিত নতুন জাত ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণে একটি নলেজহাব তৈরি<br>২. ব্রির অগ্রগতির ইতিহাস ও সার্বিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি ও প্রদর্শন<br>৩. ধানের বীজ বপন থেকে কর্তন পর্যন্ত ১৪টি বৃদ্ধি পর্যায়ের নমুনা তৈরি ও প্রদর্শন<br>৪. ধানের বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের ক্ষতির নমুনা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন | ১০০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ (১০০.০০%) |
| ৬. নতুন প্রজন্মের ধানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত) | ১. C4 – রাইস গবেষণার অবকাঠামো উন্নয়ন;<br>২. C4– ফটোসিনথেসিস এর সাথে সংশ্লিষ্ট জীন শনাক্তকরণ ও ক্লোনিং<br>৩. অতি উচ্চফলনের উপযোগী শারীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যায়নের মাধ্যমে আদর্শ ধান গাছের মডেল নিরূপণ<br>৪. অতি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য সংকরায়ন ও কৌলিক সারি নির্বাচন | ৫০৩.০০ | ৪৩৩.০০ | ৪৩৩.০০ (১০০.০০%) |

| প্রকল্পের নাম (মেয়াদ কাল) | প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম | মোট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বরাদ্দ | জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|
| ৭. বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য অ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ স্কিম (জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত) | ১. আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল ক্রয়;<br>২. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের নমুনা থেকে বালাই-নাশকের অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণ করা;<br>৩. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের নমুনা থেকে ভারী ক্ষতিকর ধাতুর উপস্থিতি শনাক্তকরণ।<br>৪. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের নমুনার মধ্যে জীবাণু কর্তৃক তৈরিকৃত টক্সিন নির্ণয় করা।<br>৫. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের পুষ্টিমান নির্ণয় করা।<br>৬. ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর মাধ্যমে ধানের সঠিক জাত শনাক্তকরণ। | ৯০৬.০০ | ১২৬.৯০ | ১২৬.৯০ (১০০.০০%) |
| ৮. পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (বাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজ-নিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ স্কিম (জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত) | ১. উদ্ভিদ রোগতত্ত্বীয় গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধু-নিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা।<br>২. পরিবেশবান্ধব সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা<br>৩. তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রিত গ্রিনহাউস এবং নেট হাউস এর সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।<br>৪. প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রোগবালাইয়ের আক্রমণের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তা থেকে ধানের প্রধান প্রধান রোগের পূর্বাভাস মডেল অথবা বিশেষজ্ঞ মতামত তৈরি করা।<br>৫. রোগ জীবাণুর ডাইভারসিটি এবং কোন কোন রোগ প্রতিরোধী জিন বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত তা নির্ণয় করা।<br>৬. রোগ প্রতিরোধী জিন শনাক্তকরণ এবং রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে তার ব্যবহার করা।<br>৭. সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছত্রাকনাশক ছাড়া অথবা সামান্য পরিমাণ ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে ধান উৎপাদনের উপযুক্ত কৃষকের মাঠে প্রদর্শন (৩০০টি প্রদর্শনী) করা।<br>৮. সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনার ওপর ১২৬০ জন কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী এবং পেষ্টিসাইড ডিলারদের প্রশিক্ষণ দেয়া। | ৫৮৪.৫০ | ১১৫.০০ | ১১৫.০০ (১০০.০০%) |
| | মোট= | ৩৩২৪.৪৫ | ১০৪২.৮০ | ১০৪২.৮০ (১০০.০০%) |

(ছ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি : World Webometrics রেঙ্কিং এ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ২য় এবং সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

(জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য: প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি/অর্জন নিম্নে দেওয়া হলো-

### ব্রি ধান৯৩ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২৭ সেমি।
- গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে আকার ও আকৃতি প্রায় ব্রিধান ৪৯ জাতের মত।
- ডিগপাতা খাঁড়া এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

- ধানের দানার রং লালচে।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ১৮.৯৫ গ্রাম।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৬.১% এবং প্রোটিন ৭.৫%।

**ব্রি ধান৯৪ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য**

- আধুনিক উফশীধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে আকার ও আকৃতি প্রায় ব্রিধান৪৯ জাতের মত।
- ডিগপাতা অর্ধ-খাঁড়া ও লম্বা এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১১৮ সেমি।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ১৮.৬০ গ্রাম।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৫.৭% এবং প্রোটিন ৭.৯%।
- ধানের দানার রং লালচে।
- চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

**ব্রি ধান৯৫ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য**

- আধুনিক উফশীধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২০ সেমি.।
- গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে আকার ও আকৃতি প্রায় ব্রিধান৪৯ জাতের মত।
- ডিগপাতা খাঁড়া এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।
- ধানের দানার রং গাঢ় লাল।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২১.৫০ গ্রাম।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৮.০% এবং প্রোটিন ৮.০%।

**ব্রি ধান৯৬ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য**

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৮৭ সেমি।
- ডিগ পাতা খাঁড়া।
- ধানের দানার আকৃতি মাঝারি খাটো এবং দানার রং সোনালি।
- ভাত ঝরঝরা ও খেতে সুস্বাদু।
- রান্নার পর ভাত ১.৬ গুণ লম্বা হয়।
- ১০০০টি পুষ্টধানের ওজন প্রায় ১৮.৪ গ্রাম।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৮% এবং প্রোটিন ১০.৮%।

**বি হাইব্রিড ধান৭ (আউশ মৌসুম) এর বৈশিষ্ট্য**

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০১-১০৫ সেমি।
- স্বাভাবিক অবস্থায় গাছপ্রতি গুচ্ছির সংখ্যা ১২-১৫টি।
- কাণ্ড শক্ত বিধায় ঢলে পড়ার সম্ভাবনা নেই।
- ধানের আকৃতি সরু, লম্বা ও ভাত ঝরঝরে।
- বোরো মৌসুমে বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা ১.৫-১.৮ টন/হেক্টর।
- ১০০০টি পুষ্টধানের ওজন প্রায় ২১.৫ গ্রাম।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৩% এবং প্রোটিন ১০.৩%।

**ব্রির ভ্রাম্যমাণ সোলার প্যানেলের মাধ্যমে চালিত ভূউপরিস্থ সেচ পাম্পের বহুমুখী ব্যবহার**

ভ্রাম্যমাণ সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে বোরো মৌসুমে ভূউপরিস্থ সেচ কাজে ব্যবহার করা যায়। প্যানেলের মোট ক্ষমতা ২.৫৬ কিলোওয়াট এবং ইনভার্টারের ক্ষমতা ২.২ কিলোওয়াট। সোলারপাম্পটি ১.৫ কিলোওয়াট সম্পন্ন এবং পানি প্রবাহের ক্ষমতা ৪-৭লিটার/সে. (সাকশনলেভেল ৬মি. পর্যন্ত) যা দ্বারা সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা জমিতে সেচ দেয়া যায়। এছাড়া প্যানেলটি দ্বারা ১.৫ কি. ওয়াট

ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ব্রি ওপেন ড্রাম থ্রেসার চালানো যায় যা দুইজন শ্রমিক প্রতিঘন্টায় ২৫০-৩৫০ কেজি ধান মাড়াই করতে পারে। ভ্রাম্যমাণ প্যানেলটি অন-গ্রিডসিস্টেমে সেচ মৌসুম বাদে বাকি সময়ে দিনের বেলা দৈনিক গড়ে ৮-১০ ইউনিট (কি. ওয়াট আওয়ার) বিদ্যুৎসরবরাহ করতে পারে যা দ্বারা৩-৪টি বসতবাড়িতে ব্যবহার করা যায়। আবার ভ্রাম্যমাণ সোলার সিস্টেমের মোট ৮টি প্যানেল থেকে ৩৩০ওয়াট এবং ২৪ ভোল্টের একটি প্যানেলের সাহায্যে ১২ ভোল্টের ১টি সোলার ব্যাটারী ব্যবহার করে রাতের বেলা এলইডিলাইট, ফ্যান এবং মোবাইল চার্জিং এর কাজেও ব্যবহার করা যায়।

**(ঞ) উপসংহার**

জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্রি সাতটি হাইব্রিড ও ৯৫টি ইনব্রিডসহ মোট ১০২টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে রোপা আমন মৌসুমের জন্য ৪৭টি, বোরো মৌসুমের জন্য ৪১টি, রোপা আউশ মৌসুমের জন্য ৭টি, বোনা আউশ মৌসুমের জন্য ৭টি এবং বোরো জাত আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী ১১টি জাত রয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীলতা ও পুষ্টিগুণ বিচারে ৭৬টি ইনব্রিড জাতের মধ্যে ১০টি লবণ সহনশীল, ৪টি জলমগ্নতাসহিষ্ণু, ২টি ঠাণ্ডা সহনশীল, ৪টি খরা সহনশীল, ৫টি জিংক সমৃদ্ধ, সুগন্ধি ও রপ্তানি উপযোগী ৭টি এবং ১টি সরুবালাম ধানের জাত রয়েছে। ব্রি জাতসমূহ মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয় করা ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ, অনুকূল পরিবেশের জন্য সেচ-সাশ্রয়ী এবং বৃষ্টি নির্ভর পরিবেশের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন ধানের জাত, দিন প্রতি অধিকতর ফলনে সক্ষম জলবায়ুদক্ষ (Climate smart), সুস্বাদু, পুষ্টি সমৃদ্ধ এবং কম খরচে চাষ যোগ্য ধানের জাত উদ্ভাবন, রোগ, পোকা ও আগাছা দমনের খরচ সাশ্রয়ী প্যাকেজ এবং প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, স্থানবিশেষ বা কৃষি পরিবেশ-অঞ্চলভিত্তিক লাভজনক শস্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন, টেকসই ধান উৎপাদনের জন্য খামার যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন, উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ এবং ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানের ব্যবধান কমিয়ে আনতে কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণে ব্রি বহুমুখী কার্যক্রম যেমন ওয়েব বেজ BRKB, Mobile Apps, Rice Crop Manager (RCM), ইজিপি, ই-ফাইলিং, ব্রি রাইস ডক্টর কার্যক্রম চলমান।

ড. তমাল লতা আদিত্য, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, ব্রি ধান৮২ এর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন

ব্রি ধান৯৪

ব্রি ধান৯৫

ব্রি ধান৯৬

ব্রি হাইব্রিড ধান৭

ব্রি ভ্রাম্যমাণ সোলার পাম্প

# বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

# বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bina.gov.bd

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে ১৯৬১ সালে প্রথম কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১ জুলাই ১৯৭২ সালে পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর এ গবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৭৫ সালে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture (INA) নামে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮২ সনে কেন্দ্রটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করে। Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) Ordinance, ১৯৮৪ অধ্যাদেশটি মহান জাতীয় সংসদে আইন হিসেবে পাশ হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ২০১৭ সনের ১১ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের ১১টি স্বতন্ত্র বিভাগ এবং ১৩টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

### লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পারমাণবিক কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণার মাধ্যমে আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই ও উৎপাদনশীল একটি কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- মাটি ও পানির আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে শস্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং রোগ ও পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং উহার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

### রূপকল্প (Vision)

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎকর্ষতা সাধন।

### অভিলক্ষ্য (Mission)

পরমাণু ও জীবপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

### কার্যাবলি

- মিউটেশন ও জীব প্রযুক্তি পদ্ধতির সাহায্যে উন্নত এবং প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী জাত উদ্ভাবন করা।
- শস্য উৎপাদনে উন্নতজাত ও প্রযুক্তির ওপর গবেষণা, সম্প্রসারণ ও বেসরকারি সংস্থার জনবল ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- কৃষিতাত্ত্বিক, শস্য শারীরতাত্ত্বিক এবং মৃত্তিকা-উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা।
- নতুন জাতের শস্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অথবা পরীক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর পর্যবেক্ষণ এবং আর্থসামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা।
- প্রজনন ও মানসম্মত বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ করা।
- কৃষি পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন ও শস্য গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা।
- শস্য উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির উপর গবেষণা, সম্প্রসারণ, বেসরকারি সংস্থার জনবল ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান করা।
- কৃষি, কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক সমস্যার ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা।
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা/সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- দেশে বিদেশে শিক্ষামূলক ডিগ্রি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

খ) জনবল

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১ | গ্রেড-১ | ১ | ০ | ১ |
| ২ | গ্রেড -২ | ৩ | ০ | ৩ |
| ৩ | গ্রেড -৩ | ১৬ | ১৩ | ৩ |
| ৪ | গ্রেড -৪ | ২১ | ২০ | ১ |
| ৫ | গ্রেড -৫ | ২ | ০ | ২ |
| ৬ | গ্রেড -৬ | ৫২ | ৫০ | ২ |
| ৭ | গ্রেড -৭ | - | - | - |
| ৮ | গ্রেড -৮ | - | - | - |
| ৯ | গ্রেড -৯ | ১১৭ | ৭৫ | ৪২ |
| ১০ | গ্রেড -১০ | ৩৬ | ৩৩ | ৩ |
| ১১ | গ্রেড -১১ | ২ | ১ | ১ |
| ১২ | গ্রেড -১২ | ১৩ | ৮ | ৫ |
| ১৩ | গ্রেড -১৩ | ৭১ | ৩৬ | ৩৫ |
| ১৪ | গ্রেড -১৪ | ৪২ | ১৩ | ২৯ |
| ১৫ | গ্রেড -১৫ | ১১ | ৫ | ৬ |
| ১৬ | গ্রেড -১৬ | ৭০ | ৫০ | ২০ |
| ১৭ | গ্রেড -১৭ | - | - | - |
| ১৮ | গ্রেড -১৮ | ৫ | ২ | ৩ |
| ১৯ | গ্রেড -১৯ | ২১ | ২ | ১৯ |
| ২০ | গ্রেড -২০ | ৯৫ | ৭৬ | ১৯ |
| | মোট= | ৫৭৮ | ৩৮৪ | ১৯৪ |

নিয়োগ/পদোন্নতি

| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারি | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| ৩৫ | ৪ | ৩৯ | ২৬ | - | ২৬ | - |

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইনহাউজ | অন্যান্য | মোট | |
| ১ | গ্রেড - ১-৯ | ১৬৪ | ৪ | ৪৫৪ | - | ৬২২ | একাধিক বিষয়ে বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। |
| ২ | গ্রেড - ১০ | ৩ | - | ১৩৭ | - | ১৪০ | |
| ৩ | গ্রেড - ১১-২০ | ৭ | - | ৪২৬ | - | ৪৩৩ | |
| | মোট | ১৭৪ | ৪ | ১০১৭ | - | ১১৯৫ | |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি | এম.এস | অন্যান্য | মোট | |
| ১ | গ্রেড -১-৯ | ১ (দেশে) | - | - | ১ | - |
| ২ | গ্রেড -১০ | - | - | - | - | |
| ৩ | গ্রেড -১১-২০ | - | - | - | - | |
| | মোট | ১ (দেশে) | - | - | ১ | |

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট | |
| ১ | গ্রেড - ১-৯ | ৩ | ৫ | ৩ | ১১ | - |
| ২ | গ্রেড - ১০ | - | - | - | - | |
| ৩ | গ্রেড - ১১-২০ | - | - | - | - | |
| মোট | | ৩ | ৫ | ৩ | ১১ | |

ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের রোডম্যাপ, এপিএ, এসডিজি, ডেল্টা প্লান ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ ও গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

**২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :**

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ৫টি নতুন জাত (বিনাধান-২৩, বিনাধান-২৪, বিনালেবু-২, বিনামরিচ-২ ও বিনামুগ-১০) উদ্ভাবন করেছে। জাতগুলোর বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

উদ্ভাবিত জাতগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

বিনাধান-২৩

আমন মৌসুমে চাষ উপযোগী। জাতটি ৮ ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ততা ও ১৫ দিন জলামগ্নতা সহ্য করতে পারে। জীবনকাল ১১৫-১২৫ দিন। চাল সাদা, লম্বা ও চিকন। গড় ফলন ৫.৩ টন/হেক্টর।

বিনাধান-২৪

বোরো মৌসুমে চাষ উপযোগী। হেলে পড়ে না। জীবনকাল ১৪৫-১৫০ দিন। চাল মাঝারি চিকন। গড় ফলন ৬.৬ টন/হেক্টর।

বিনালেবু-২

সারা বছর ফল দেয়, ফল ডিম্বাকৃতি থেকে সিলিন্ডাকৃতির, ফলের অগ্রভাগ সুঁচালো; প্রতিগাছে ১৩০-১৭০টি ফল পাওয়া যায়; ফলন ৩৫-৫০ মেট্রিক টন/হেক্টর।

বিনামরিচ-২

গাছের উচ্চতা ৭৫-৮২ সেমি., প্রতি গাছে ৭০০-৭৫০ গ্রাম মরিচ হয়, গড় ফলন ২৯.১ মেট্রিক টন/হেক্টর।

বিনামুগ-১০

এ জাতে ৮৫-৯০% ফল একই সাথে পাকে, জীবনকাল ৬৩-৬৫ দিন; বীজের আকার বড়; গড় ফলন ১.৮ মেট্রিক টন/হেক্টর।

- ননকমোডিটি ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যথা:-

(১) সরিষা চাষাবাদে ফসফরাসের ক্রান্তিমান নির্ণয়।

(২) ফসফো-ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সার সাশ্রয়।

(৩) ফসলের শস্য পর্যায় প্রবর্তনের মাধ্যমে নিবিড়তা বৃদ্ধি।

(৪) কিটোসান প্রয়োগে টমেটো, ভুট্টা ও মুগের ফলন বৃদ্ধি।

(৫) ডালিমের অঙ্গজ বংশবিস্তারে অর্থনৈতিক সাফল্য।

**২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**

**গবেষণা কার্যক্রম**

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক ৫টি নতুন জাত (বিনাধান-২৩, বিনাধান-২৪, বিনালেবু-২, বিনামরিচ-২ ও বিনামুগ-১০) উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- নন-কমোডিটি ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- গবেষণা পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৫৭৯টি মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রাদন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে ১৪৮৭ কেজি জীবাণু সার উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়ছে।

**তাছাড়াও বিভিন্ন ফসলের নিম্নোক্ত মিউট্যান্ট/লাইন শনাক্ত করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এ মিউট্যান্ট/লাইনগুলো হতে আগামী বছরে নতুন উন্নত জাত ছাড়করণ করা সম্ভব হবে।**

- খরাসহিষ্ণু আউশ মৌসুমে চাষাবাদ উপযোগী ১টি লাইন।
- স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং উচ্চফলনশীল বোরো ও মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ধানের ২টি লাইন।
- রবি এবং খরিফ-২ মৌসুমের জন্য উপযোগী উচ্চফলনশীল চিনাবাদামের ১টি লাইন।
- লবণাক্ততা সহনশীল ও স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং উচ্চফলনশীল সরিষার ১টি এবং সয়াবিনের ১টি লাইন।
- স্বল্প জীবনকালীন ও উচ্চফলনশীল মসুরের ১টি, খেসারির ১টি এবং মাষকলাইয়ের ১টি লাইন।
- লাউ এর উচ্চফলনশীল (১৭-১৮টি লাউ/গাছ) ১টি মিউট্যান্ট।
- উচ্চফলনশীল এবং প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ লেবুর ১টি মিউট্যান্ট।
- মিষ্টি, উচ্চফলনশীল এবং আকারে বড় (প্রতিটি প্রায় ১ কেজি) মাল্টার ১টি মিউট্যান্ট।

**সম্প্রসারণ কার্যক্রম**

- বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ১৫৫.৩৭ মে.টন বীজ উৎপাদন ও ১৫৭.৩২ মে.টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- বিনার প্রধান কার্যালয় ও ১৩টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ৩৯৬১টি বক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।
- তিন হাজার সাতশত ছিয়ানব্বই (৩৭৯৬) জন কৃষক এবং কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার শীর্ষক ৬০০০ কপি লিফলেট মুদ্রণ করা হয়েছে।
- বিনার বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় ৩০টি সেমিনারও ১২টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪৮৭ কেজি জীবাণুসার উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

**ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প : প্রযোজ্য নয়**

**চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি :**

| | | |
|---|---|---|
| ১. কর্মসূচির নাম | : | **হাওড়, চর, দক্ষিণাঞ্চল ও বরেন্দ্র এলাকার উপযোগী ফসলের জাত ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং অভিযোজন কর্মসূচি** |
| কর্মসূচির মেয়াদ | : | আগস্ট ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ |
| ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ | : | ১২৫.০০ লাখ টাকা |
| ২০১৯-২০ অর্থবছরের ব্যয় | : | ১২৪.৯৯ লাখ টাকা |
| প্রকল্প এলাকা | : | বিনার প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রেসমূহের আশে পাশের এলাকা। |

**কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

- মলিকুলার (Molecular) ও পরমাণু (Nuclear) কৌশল ব্যবহার করে ফসলের বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, নিম্ন তাপমাত্রাসহিষ্ণু, আউশ মৌসুম উপযোগী, কীটপতঙ্গ/রোগবালাই সহনশীল, আগাম ও উচ্চফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবন করা।
- বৈরী পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জন্য মৃত্তিকা-পুষ্টি-পানি, পরিবেশবান্ধব রোগ ও পোকামকড় ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা (ICM) সংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করা।
- বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে অভিযোজন যাচাই, সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ও কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২. | কর্মসূচির নাম | : | **বিনার উপকেন্দ্রসমূহের গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি** |
| | কর্মসূচির মেয়াদ | : | জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২১ |
| | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ | : | ১২৬.৫০ লাখ টাকা |
| | ২০১৯-২০ অর্থবছরের ব্যয় | : | ১২২.৭৫ লাখ টাকা |
| | প্রকল্প এলাকা | : | বিনার প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রেসমূহের আশপাশের এলাকা। |

**কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

- নিউক্লিয়ার, মলিকুলার এবং অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক এবং প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চফলনশীল ও স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন মাঠ ও উদ্যান ফসলের লবণাক্ততা, অম্লতা, জলমগ্নতা, খরা ইত্যাদি প্রতিরোধী/সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের নিমিত্তি বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম (পরীক্ষণ স্থাপন, কৃষকরে মাঠে ট্রায়াল ইত্যাদি) সম্পাদন করা।
- মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও স্বল্প জমিতে নিবিড় এবং অধিক ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত মৃত্তিকা ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলাকৌশল ও স্থানীয় কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের অঞ্চলভিত্তিক ব্যবহার ও দেশব্যাপী সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, স্থানীয় কৃষি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণ কর্মী ও দক্ষ কৃষক গড়ে তোলা।

| | | |
|---|---|---|
| ৩. কর্মসূচির নাম | : | **চর, উত্তরাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকার উপযোগী ফসলের লাভজনক শস্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি** |
| কর্মসূচির মেয়াদ | : | জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ |
| ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ | : | ৩৮.০০ লাখ টাকা |
| ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয় | : | ৩৭.৮৩ লাখ টাকা |
| প্রকল্প এলাকা | : | বিনা'র প্রধান র্কাযালয় এবং ১৩টি উপকেন্দ্রসমূহের আশপাশের এলাকা। |

**কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

- চর ও পাহাড়ি অঞ্চলের এক ফসলি জমিগুলোকে দুই বা তিন ফসলে রূপান্তর করা।
- কৃষকের লাভজনক ক্রপিং প্যাটার্ন উন্নতকরণ।
- বিভিন্ন শস্যের পরিবেশ সহায়ক ও উন্নত সেচ, সার ও কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন।
- চরাঞ্চলে ধান ও বাদামসহ অন্যান্য ফসলের ফলন বৃদ্ধিকরণ।
- বিনা উদ্ভাবিত জনপ্রিয় দানা, ডাল ও তেল জাতীয় শস্যের জাত ও প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণ এবং জাতের চাহিদাভিত্তিক মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ এবং আর্থসামাজিক গবেষণা জোরদারকরণ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪. | কর্মসূচির নাম | : | **পারমাণবিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি** |
| | কর্মসূচির মেয়াদ | : | জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ |
| | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ | : | ১৭.০০ লাখ টাকা |
| | ২০১৯-২০ অর্থবছরের ব্যয় | : | ১৬.৯৮ লাখ টাকা |
| | প্রকল্প এলাকা | : | বিনার প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রেসমূহের আশে পাশের এলাকা। |

**কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**

- পারমাণবিক পদ্ধতির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চফলনশীল ও উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের (সবজি, মসলা, ফল এবং ফুল) লবণাক্ততা, জলমগ্নতা, খরা, উচ্চ/নিম্ন তাপমাত্রা সহনশীল, রোগবালাই এবং কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- শস্য সংগ্রহোত্তর জীবনকাল বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের অঞ্চলভিত্তিক ব্যবহার ও দেশব্যাপি সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, স্থানীয় কৃষি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণকর্মী ও দক্ষ কৃষক গড়ে তোলা।

### ছ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৯ সালের স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।
- নালিতাবাড়ী, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে দুই ফসলের ক্ষেত্রে তিন ফসল এবং তিন ফসলের ক্ষেত্রে চার ফসলভিত্তিক শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন

করে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিসহ ফসলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে।

- তাছাড়া খরাসহিষ্ণু, লবণাক্ততাসহিষ্ণু, উচ্চফলনশীল, স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বিভিন্ন ফসলের বেশ কয়েকটি মিউট্যান্ট/লাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা থেকে আগামী বছর ৫টি নতুন জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- এছাড়াও ৬টি প্রযুক্তি পাইপ লাইনে আছে, যা থেকে আগামী বছরে ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে।

**জ) অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ৫টি নতুন জাত (বিনাধান-২৩, বিনাধান-২৪, বিনালেবু-২, বিনামরিচ-২ ও বিনামুগ-১০) এবং ৫টি ননকমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এছাড়াও বিনা উদ্ভাবিত ১৮টি বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ১৫৫.৩৭ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ১৫৭.৩২ মেট্রিক টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ৩৯৬১টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। তিন হাজার সাতশত ছিয়ানব্বই (৩৭৯৬) জন কৃষক এবং কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার শীর্ষক ২১টি সভা আয়োজন ও ৬০০০ কপি লিফলেট মুদ্রণ করা হয়েছে। ৩০টি সেমিনার ও ১২টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৫৭৯টি মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং ১৪৮৭ কেজি জীবাণু সার উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

**ঝ) উপসংহার**

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ১৮টি ফসলের ১১২টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। উত্তরাঞ্চলের মংগা নিরসনে ও ৩-৪ ফসলি শস্য পরিক্রমা উদ্বুদ্ধকরণে স্বল্পমেয়াদি ধান বিনাধান-৭, বিনাধান-১১, বিনাধান-১৬ ও বিনাধান-১৭ মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। বৈরী আবহাওয়া সহিষ্ণু জাতগুলোর মধ্যে ধানের ২টি লবণসহিষ্ণু (বিনাধান-৮ ও বিনাধান-১০), জলমগ্নতাসহিষ্ণু (বিনাধান-১১ ও বিনাধান-১২), ১টি নাবী বোরো (বিনাধান-১৪), সার ও পানি সাশ্রয়ী উচ্চফলনশীল (বিনাধান-১৭), ১টি আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী নেরিকা ধান হতে শনাক্তকৃত মিউট্যান্ট হতে উদ্ভাবিত জাত (বিনাধান-১৯), জিংক সমৃদ্ধ জাত (বিনা ধান-২০), খরাসহিষ্ণু আউশ ধানের জাত (বিনাধান-২১), লবণাক্ততা ও জলামগ্নতাসহিষ্ণু জাত (বিনাধান-২৩) ও বোরো মৌসুমে চাষ উপযোগী উচ্চফলনশীল জাত (বিনাধান-২৪) রয়েছে। তাছাড়া অল্টারনেরিয়া ব্লাইট রোগের প্রতি মধ্যম প্রতিরোধী জাত বিনা সরিষা-৯ ও উচ্চফলনশীল বিনা সরিষা-৪ ও বিনা সরিষা-১০ রয়েছে। থোকায় থোকায় ফল ধরে এমন একটি উচ্চফলনশীল লেবুর জাত বিনা লেবু-২ এবং উচ্চফলনশীল বিনা মরিচ-২ এ রয়েছে। এছাড়াও হাওড় ও জোয়ার-ভাটা কবলিত এলাকার জন্য এবং আউশ মৌসুম উপযোগী নেরিকা ধান হতে উদ্ভূত কয়েকটি মিউট্যান্ট শনাক্ত করা হয়েছে, যা কৃষকের জমিতে ফলন পরীক্ষণ চলছে। লবণাক্ততাসহিষ্ণু সরিষা ও সয়াবিনের ১টি করে লাইন, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারি, মাসকলাই এর উচ্চফলনশীল ১টি করে লাইন এবং উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন লাউ, বেগুন, কুল, গাজর, মাল্টা, সফেদা এবং লেবুর অগ্রবর্তী মিউট্যান্ট/লাইন শনাক্ত করা হয়েছে। উল্লেখিত হর্টিকালচারাল ক্রপের বেশ কয়েকটি মিউট্যান্ট জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য পাইপ লাইনে আছে।

# বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি মহোদয়ের বিনা গবেষণা মাঠ পরিদর্শন

খাদ্য মেলা-২০১৯-এ বিনা'র স্টল

করোনা প্রতিরোধী অধিক ভিটামিন সি সমৃদ্ধ বিনালেবু-২

বিনা ধান-২৩

বিনামুগ-১০

বিনা মরিচ-২

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

# বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bjri.gov.bd

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯০৪ সালে স্যার আর.এস. ফিনলোর নেতৃত্বে ঢাকায় প্রথম পাটের গবেষণা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাটের গবেষণা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) স্থলে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (PCJC) গঠিত হয় এবং বর্তমান স্থানে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। পাটের অঞ্চলভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ স্টেশন এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও কুমিল্লার চান্দিনায় পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং নশিপুর, দিনাজপুর-এ পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা খামার রয়েছে। এছাড়া তারাব, নারায়ণগঞ্জ, মনিরামপুর, যশোর এবং পাখিমারা, পটুয়াখালীতে স্থাপিত পাট গবেষণাগার তিনটি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে পাটের কৃষি বিষয়ক গবেষণা কাজ পরিচালিত হচ্ছে। পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশি/বিদেশি বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য তৎকালীন ইন্টারন্যাশনাল জুট অর্গানাইজেশন (IJO) এর আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে বিজেআরআইতে একটি জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহিত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের প্রায় ৬০০০ জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত আছে।

**বিজেআরআই বর্তমানে তিনটি ধারায় তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে**

(১) পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, এর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা,

(২) পাটের শিল্প গবেষণা তথা মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা এবং

(৩) পাটের টেক্সটাইল তথা পাট এবং তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রণে পাট জাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা।

**রূপকল্প (Vision)**

পাটের গবেষণা ও উন্নয়নে উৎকর্ষ অর্জন।

**অভিলক্ষ্য (Mission)**

পাটের কৃষি ও কারিগরি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক ও পাট সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের উপার্জন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা করা।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

- পাটের কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত উচ্চফলনশীল পাট, কেনাফ ও মেস্তার জাত উদ্ভাবন, লবণাক্ততা, নিম্ন তাপমাত্রা সহনশীল ও আলোক অসংবেদনশীল এবং রোগ ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত সার ব্যবস্থাপনা এবং পাট পচনের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- পাটের শিল্প (মৌলিক ও প্রায়োগিক) গবেষণার মাধ্যমে পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন পণ্য তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট জাত দ্রব্যসামগ্রীর মানোন্নয়নপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পাট পণ্য উৎপাদনে পাট শিল্পকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।
- পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় পাটের ভূমিকা নিরূপণ, নব উদ্ভাবিত পাট ও পাটজাত পণ্যের অর্থনীতি ও বিপণন গবেষণার মাধ্যমে উহার গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এবং পাটের বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বাধাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করার উপায় নির্ধারণ।
- কৃষক, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদগণের পাট সংক্রান্ত জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার বিনিময় এবং বিকাশের লক্ষ্যে নিয়মিত সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা।
- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরি ও অর্থনৈতিক গবেষণা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা এবং আঁশজাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণার ফলাফল সম্প্রসারণ।
- উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ প্রজনন পাট বীজ উৎপাদন, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে মান ঘোষিত (টিএলএস) উন্নত মানের পাট বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ; নির্বাচিত চাষি, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সির নিকট বিতরণ।
- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসল, পাটজাত পণ্য ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার স্থাপন।

- ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাতের পাটের প্রদর্শন এবং এ সকল জাতের পাট উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষক প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, মনোগ্রাম, বুলেটিন এবং পাট গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা।
- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসলের চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারী এবং চাষিদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কারিগরি গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পাট পণ্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

জনবল

ছক-১: প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

| ক্র. নং | পদের নাম | জনবল | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য | |
| ১. | গ্রেড নং-১ | ১ | - | ১ | ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক মহাপরিচালক পদে চলতি দায়িত্বে কর্মরত আছেন।<br><br>৪ জন সিএসও চলতি দায়িত্বে কর্মরত আছেন। |
| ২. | গ্রেড নং-২ | ৪ | - | ৪ | |
| ৩. | গ্রেড নং-৩ | ১৩ | ৯ | ৪ | |
| ৪. | গ্রেড নং-৪ | ৪১ | ২৯ | ১২ | |
| ৫. | গ্রেড নং-৫ | ১ | ১ | - | |
| ৬. | গ্রেড নং-৬ | ৬৫ | ৪৩ | ২২ | |
| ৭. | গ্রেড নং-৭ | - | - | - | |
| ৮. | গ্রেড নং-৮ | - | - | - | |
| ৯. | গ্রেড নং-৯ | ৮২ | ৬০ | ২২ | |
| ১০. | গ্রেড নং-১০ | ১৫ | ৮ | ৭ | |
| ১১. | গ্রেড নং-১১ | ৪ | ৩ | ১ | |
| ১২. | গ্রেড নং-১২ | ১ | ১ | - | |
| ১৩. | গ্রেড নং-১৩ | ২৯ | ৯ | ২০ | |
| ১৪. | গ্রেড নং-১৪ | ৬৪ | ৫৮ | ৬ | |
| ১৫. | গ্রেড নং-১৫ | ১ | ১ | - | |
| ১৬. | গ্রেড নং-১৬ | ৮৯ | ৫৭ | ৩২ | |
| ১৭. | গ্রেড নং-১৭ | ৭ | ৭ | - | |
| ১৮. | গ্রেড নং-১৮ | ২০ | ১৬ | ৪ | |
| ১৯. | গ্রেড নং-১৯ | ৪০ | ৩২ | ৮ | |
| ২০. | গ্রেড নং-২০ | ৯২ | ৭৭ | ১৫ | |
| | সর্বমোট | ৫৬৯ | ৪১১ | ১৫৮ | |

** ৩০ জুন, ২০২০ তারিখের তথ্য*

- জনবল কাঠামো ও শূন্য পদের সংখ্যা : বর্তমানে বিজেআরআই তে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৫৬৯টি। তন্মধ্যে বিজ্ঞানীর পদসহ গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৯ ভুক্ত পদের সংখ্যা ২০৭টি এবং গ্রেড- ১০ থেকে গ্রেড-২০ ভুক্ত পদের সংখ্যা ৩৬২টি। বর্তমানে মোট ১৫৮টি পদ (১ম-৯ম গ্রেডের পদ ৬৫টি, ১০ম-২০তম গ্রেডের পদ ৯৩টি) শূন্য আছে।
- জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি : বর্তমানে বিজেআরআই-এ মোট শূন্য পদের সংখ্যা ১৫৮টি। তন্মধ্যে ৬৮টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতিযোগ্য ১৩টি পদে পদোন্নতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৯০টি পদের মধ্যে ৫৬টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
- অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য : বিজেআরআই-এ অডিট আপত্তির সংখ্যা মোট ৫৩টি (টাকার অংকে যা মোট ১৯.২৩৭৪ কোটি টাকার)। আপত্তিগুলোর ব্রডশিট জবাব প্রদান করা হয়েছে। ৫৩টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে যা টাকার অংকে ৩.৩৮৬১ কোটি টাকা। বর্তমানে মোট ৪৯টি অডিট আপত্তি এখনও অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে যা টাকার অংকে ১৫.৮৫১৩ কোটি টাকা।
- শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য : ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ২টি, ১টি চলমান এবং ১টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২: (ক) মানবসম্পদউন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৬১ জন | ০১ জন | ১৭১জন | - | ২৩৩ জন |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | ১৫০ জন | - | ১৫০ জন |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | ৭১৪ জন | - | ৭১৪ জন |
| | মোট | ৬১ জন | ০১ জন | ১০৩৫ জন | - | ১০৯৭ জন |

ছক-২: (খ) মানবসম্পদউন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | উচ্চ শিক্ষা | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি | এমএস | অন্যান্য | মোট | ০৭ জন বৈদেশিক, ০৫ জন অভ্যন্তরীণ পিএইচডি এবং ০১ জন বৈদেশিক পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে অধ্যয়নরত আছে। |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ১২ জন | - | ০১ জন | ১৩ জন | |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | |
| | মোট | ১২ জন | - | ০১ জন | ১৩ জন | |

ছক-২: (গ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজারভিজিট

| ক্র. নং | গ্রেড নং | বিদেশ প্রশিক্ষণ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৫৮০ জন | ২৪১ জন | - | ৮২১ জন |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| মোট | | ৫৮০ জন | ২৪১ জন | - | ৮২১ জন |

- দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংস্থায় ২৬টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিজেআরআই এর ৬১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- বিজেআরআই ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৯টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে যাতে ১০৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০৮ জন বিজ্ঞানীর বৈদেশিক পিএইচডি/পোস্ট পিএইচডি প্রোগ্রাম চলমান আছে। এদের মধ্যে ০১ জন অস্ট্রেলিয়া, ০২ জন জাপান (১ জন পোস্ট পিএইচডি প্রোগ্রাম-এ) এবং ০৫ জন মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি/পোস্ট পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত আছেন।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ১১ জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি'তে অধ্যয়নরত আছেন।
- দেশের অভ্যন্তরে ১০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৮২০ জন এবং বৈদেশিক সেমিনারে ১ জনসহ মোট ৮২১ জন বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থার ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন।

**২০১৯-২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম :**

**কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০১৯-২০)**

- কৃষি গবেষণার বিভিন্ন বিভাগে পাটের জার্মপ্লাজম ক্যারেক্টারাইজেশন, জাত উন্নয়ন, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শস্য পর্যায় (Cropping pattern) উদ্ভাবন, উন্নত পাট পচন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মোট ৯৫টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- দেশী পাটের দুইটি অগ্রবর্তী লাইন (ম্যাড়া রেড এবং ম্যাড়া গ্রিন) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাত হিসাবে বিজেআরআই দেশী পাট শাক-২ এবং বিজেআরআই দেশী পাট শাক-৩ নামে নিবন্ধন করা হয়েছে।
- পাট, কেনাফ ও মেস্তার ১১০টি জার্মপ্লাজমের চারিত্রিক গুণাগুণ মূল্যায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে দেশী পাটের ৭টি এক্সেশন (৫০০০, ৫০৬৪, ৫০০২, ৫০৬১, ৫০৬৩, ৪৯৬৭ এবং ৪৯৬৫), তোষাপাটের ৬টি এক্সেশন (৫০৯৩, ৫১৪৫, ৫১২৩, ৫১২৪, ৫০৯৪ এবং

৫১৬৭), কেনাফের ৭টি এক্সেশন (৫০৮৩, ৫০৫৭, ৫১১৩, ৫১৫১, ৫১৬৪, ৫১৬৮ এবং ৫০৭৭) এবং মেস্তার ৬টি এক্সেশন (৪৬৮৮, ৫০৯৬, ৪৬৬৭, ৫০২২, ৪৮২৩ এবং ৪৬৮৫) আঁশ উৎপাদন বৈশিষ্ট্যের আলোকে অপেক্ষাকৃত ভালো ফলাফল প্রদর্শন করেছে। এই জার্মপ্লাজমগুলোকে উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যবহার করা হবে।

- জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত জার্মপ্লাজমগুলো হতে গত বছর ৩৯৫টি জার্মপ্লাজমের বীজবর্ধন করে জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে মূল্যায়ন কাজে ব্যবহার করা হবে। গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য বিজেআরআই এর বিভিন্ন বিভাগ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ২৯৮টি জার্মপ্লাজম সরবরাহ করা হয়েছে।
- পাটের ২২টি জার্মপ্লাজমের মলিকুলার চরিত্রায়ন (Molecular characterization) করা হয়েছে।
- দেশী, তোষা ও কেনাফের বিভিন্ন জাতের মোট ১৫০২ কেজি প্রজনন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে, যার মধ্য থেকে চাহিদা অনুযায়ী বিএডিসি ও অন্যান্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে মোট ৯৫৪ কেজি প্রজনন বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রজনন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতের ৯৫ কেজি নিউক্লিয়াস বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।
- পাট ও কেনাফের ৫টি এক্সেশন (২৪৯৮, ২৭৩২, ২৭১২, ২৭২৭ এবং ২৭৩১) কাণ্ড পচা (Stem rot) রোগের ক্ষেত্রে মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধী হিসেবে পাওয়া গেছে যা পরবর্তীতে পেস্ট রেজিস্টেন্ট জাত উদ্ভাবনে সহায়ক হবে।
- চূড়ান্ত মাঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে ৪টি নতুন ছত্রাকনাশক কাণ্ড পচা রোগ দমনে ভালো ফল পাওয়া গেছে। এসব ছত্রাকনাশক ব্যবহারের জন্য কৃষকদেরকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।
- ১০টি নতুন মাকড়নাশক এবং ১০টি নতুন কীটনাশক পাটের হলুদ মাকড় ও বিছা পোকা দমনের জন্য পিটাক কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
- পাট ও কেনাফের ২০টি জার্মপ্লাজম ছাতরা পোকা এবং স্পাইরাল বোরার সহনশীল পাওয়া গেছে। জার্মপ্লাজমগুলো ছাতরা পোকা এবং স্পাইরাল বোরার প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের জন্য প্রজনন বিভাগে সরবরাহ করা হয়েছে।
- ভেষজ উদ্ভিদের নির্যাস যেমন-নিম বীজের কার্নেল এর নির্যাস, মেহগনী বীজের নির্যাস এবং বিশকাটালি পাতার নির্যাস হলুদ মাকড় দমনে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে যা কৃষক পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে পাট কর্তনের নিমিত্ত জুট হার্ভেস্টার উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাট পচনের জন্য ১৩টি অনুজীব সংগ্রহ (Isolation) করা হয়েছে এবং তাদের পাট পচন গুণাগুণ নির্ণয়করণ কার্যক্রম চলছে।
- পাটের পানি স্বল্প এলাকায় পাটের রিবনিং করার জন্য বিজেআরআই উদ্ভাবিত অটো পাওয়ার জুট রিবনার এর আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।
- আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতজাতের পাট উৎপাদন, পাট পচন এবং পাট চাষ সম্প্রসারণে নানাবিধ কলাকৌশল বিষয়ে ১২০০ জন কৃষক এবং ১০২ জন উপ-সহাকারী কৃষি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- পাট ভিত্তিক চার ফসলী শস্যধারা (আলু-পাট শাক-পাট-রোপা আমন) উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- সারা দেশে ১১টি জুট ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবিত জাতসমূহের মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা এবং কৃষক পর্যায়ে পরিচিতি এবং সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট ও সমজাতীয় আঁশ ফসলের নতুন জাতসমূহকে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিজেআরআই এর আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ১১৫৩টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৩.৭৮ টন মান ঘোষিত বীজ (টিএলএস) উৎপাদন করা হয়েছে।
- পাটের কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ০১টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা বাণিজ্যিকভাবে পাট উৎপাদনে এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে।

ছক-৩: ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য *

| ক্র : নং | ফসলের নাম | ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাট আবাদের জমি | ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাট উৎপাদন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | পাট | ৬.৬৫৫ লক্ষ হেক্টর | ৬৮.১৮৮ লক্ষ বেল | - |

** উৎস : ক্রপস্ উইং, পাট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শাখা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।*

### কারিগরি গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০১৯-২০)

- কারিগরি গবেষণা উইং এর বিদ্যমান বিভাগগুলোর মাধ্যমে নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে গত ০১ বছরে ২৮টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে।
- নদীর বাঁধ নির্মাণ, রাস্তার উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ, পাহাড়ের ঢাল রক্ষার জন্য নবউদ্ভাবিত 'জুট জিও-টেক্সটাইল' প্রযুক্তিটি মূলত পাট দিয়ে তৈরি একটি প্রোডাক্ট। আধুনিক সিভিল/কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রযুক্তিটি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। বুয়েট ও বিজেআরআই এর গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ১২ কোটি ৬৯ লাখ বর্গমিটার জুট জিও টেক্সটাইলের চাহিদা রয়েছে যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬৬৫ কোটি টাকা।
- রাসায়নিক প্রসেস উন্নয়নকরণের মাধ্যমে কৃত্রিম রং এর পরিবর্তে প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত প্রাকৃতিক রং খয়ের দ্বারা স্বল্পমূল্যে পাটের কাপড় রঞ্জিতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা দ্বারা পাট বস্ত্র ও সুতি বস্ত্রকে রঞ্জিত করা যায়। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে পাট জাত দ্রব্যকে ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।
- রাসায়নিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অগ্নিরোধী ও পচনরোধী পাট ও পাটজাত ফেব্রিক উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- সহজ পদ্ধতিতে ও স্বল্প খরচে পাটকাঠি থেকে চারকোল তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- পাট ও সুতি বস্ত্রকে ব্লিচিং করার জন্য স্বল্প মূল্যের (Cost Effective) ব্লিচিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- পাট থেকে উন্নতমানের মণ্ড ও কাগজ তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার, রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে হালকা পাটবস্ত্র তৈরির নিমিত্ত চিকন সুতা (১০০ টেক্স) উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- Composite Material তৈরির লক্ষ্যে Jute Fibre এবং Jute fabric দিয়ে Reinforced Composite Material তৈরি করা হয়েছে।
- Warp এ cotton (10/2s) এবং weft এ পাটের বেন্ডেড সুতা (18 lbs/spindle, 2 ply) ব্যবহার করে জুট-কটন ফেব্রিক তৈরি করে তা দিয়ে মূল্য সংযোজিত আকর্ষণীয় পাটের কম্বল প্রস্তুত করা হয়েছে।

### জেটিপিডিসি উইং এর গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০১৯-২০২০)

- জুট-টেক্সটাইল গবেষণা উইং-এ বিদ্যমান বিভাগ/শাখাগুলোর মাধ্যমে পাট, তুলা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক আঁশের মিশ্রণে সুতা তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়ন করে বহুমুখী নতুন পাট পণ্য উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বিগত ০১ বছরে ১২টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- পাট, তুলা ও সিল্ক মিশ্রিত সুতা তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। স্থানীয় তাঁতী এবং কুটির শিল্পের মালিকগণ এ সুতা ব্যবহার করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন।
- পাট, তুলা ও অ্যাক্রাইলিক মিশ্রিত সুতা দিয়ে লেডিস শাল তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- পাট, তুলা ও আনারস (Pineapple)-এর ফাইবার মিশ্রিত সুতা তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে স্থানীয় তাঁত শিল্প এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মালিকগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

### উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

- পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা (২য় সংশোধিত) প্রকল্প : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বিশেষ সরকারি অনুদানে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলম এর নেতৃত্বে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে বাংলাদেশে পাটের জিনোম গবেষণা শুরু হয়। এর ফলশ্রুতিতে ২০১০ সালে প্রফেসর মাকসুদুল আলম এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা তোষা পাটের জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচন করেন। উক্ত জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচনের পর, সে তথ্যকে কাজে লাগিয়ে পাট ফসলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে আগস্ট ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 'পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদে জিনোম গবেষণার সুফল কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে ১১৮২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধনী একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এরপর প্রকল্পটিকে মূল প্রকল্প দলিলের আলোকে বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে জিনোম গবেষণার একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে, মোট ১২৮৫৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২য় সংশোধনী অনুমোদন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫০৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যা বরাদ্দের ৯৮.০৮ শতাংশ। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ১১৯৫২.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৯২.৯৯ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতায় জিনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে স্বল্পদিবস দৈর্ঘ্য, নিম্ন তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, কাণ্ড পচা রোগ সহনশীল এবং কম লিগনিনযুক্ত চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন করা হয়েছে, যার অধিকাংশই বিভিন্ন দেশে গৃহীত হয়েছে এবং বাকিগুলো মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। আগাম কর্তন উপযোগী, রোগ প্রতিরোধী, উচ্চফলনশীল ও উন্নত মানের আঁশবিশিষ্ট পাটের চারটি (তোষা পাটের ২টি এবং দেশী পাটের ২টি) নতুন লাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে। তন্মধ্যে রবি-১ নামের তোষা পাটের একটি লাইনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৮তম সভায় 'বিজেআরআই তোষাপাট-৮' হিসাবে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য ২০১৯ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। এটি প্রচলিত জাতের চেয়ে শতকরা ১০-১৫ ভাগ ফলন বেশি দেয় এবং এর আঁশের মানও ভাল। প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত এ জাতটি কৃষকদের মাঝে পরিচিতি এবং জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মাধ্যমে চলতি পাট মৌসুমে (২০২০) কৃষকের মাঠে ১২৫০টি ফলাফল প্রদর্শনী প্লট এবং বিজেআরআই এর মাধ্যমে ২০০টি প্রদর্শনী প্লট ও ৫০টি ব্লক করা হয়েছে। জাতটি ফলন ও আঁশের মান বিবেচনায় কৃষকের নিকট ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এছাড়া বায়ুমণ্ডল হতে ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় নাইট্রোজেন গ্রহণে ধৈঞ্চা'র বৈশিষ্ট্যকে পাটসহ অন্যান্য ফসলে প্রয়োগের লক্ষ্যে ধৈঞ্চা'র জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করা হয়েছে এবং পরবর্তি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথভাবে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে আবির্ভূত করোনা ভাইরাসের ৭টি স্ট্রেইন এর জিনোম তথ্য উন্মোচন করা হয়েছে যা ভেক্সিন তৈরি এবং ড্রাগ ডিজাইনে ব্যবহার করা যাবে।

- **'জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প :**

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গত ১৫-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখ এবং পরবর্তীতে গত ১২-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত মেয়াদ জুলাই/২০১৮ থেকে জুন/২০২১ খ্রি. এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৪২.৫০ লক্ষ টাকা, (রাজস্ব খাতে ৩৪৪.৫০ লক্ষ টাকা, মূলধন খাতে ২৮২৮.৯৮ লক্ষ টাকা, ফিজিক্যাল কনটিজেন্সি খাতে ৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রাইস কনটিজেন্সি খাতে ২৯.০৩ লক্ষ টাকা), বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জামালপুর এবং তদসংলগ্ন জেলার চরাঞ্চল উপযোগী অধিক ফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ০১টি নুতন পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় মাদারগঞ্জে নবগঠিত চরাঞ্চলে ৩৪.৫ একর অকৃষিজ খাস জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পে ৪টি লটে ভূমি উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অফিস এবং প্রশিক্ষণ কাম ডরমিটরি ভবন (৪ তল ফাউন্ডেশনবিশিষ্ট ৪ তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ, স্টুডিও টাইপ অফিসার্স ভবন (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ, স্টাফদের সিঙ্গেল কোয়ার্টার (২তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ২ তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ এবং লাইন ও তার (বিদ্যুৎ) সরবরাহ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য আর এফ কিউ পদ্ধতিতে ৭০টি আসবাবপত্র আইটেম এবং ৪টি অফিস সরঞ্জামাদি আইটেম সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে শুল্ক ব্যতীত আবর্তক (রাজস্ব) খাতে ১৪৩.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ১০৯.০০ লক্ষ টাকা সমেত মোট ২৫২.০০ লক্ষ টাকা বাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত আবর্তক (রাজস্ব) খাতে ১৪২.১২ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ১০৮.৯৫ লক্ষ টাকা সমেত মোট ২৫১.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৬৩%।

- **জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প**

বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয় অধীনস্থ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৭৯.০০ লক্ষ (বিশ কোটি উনআশি লক্ষ) টাকা মাত্র, যার পুরোটাই জিওবি থেকে অর্থায়ন হবে। প্রকল্পটি ৩০-০১-২০১৮খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয় এবং এর মেয়াদকাল ১লা অক্টোবর, ২০১৭ হতে ৩০জুন, ২০২১ খ্রি.। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন খাতে (প্রশিক্ষণ ব্যয়, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়, ল্যাবরেটরি সামগ্রী ইত্যাদি) আরএডিপি বরাদ্দ প্রাপ্ত হয় মোট ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৯৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা বিভিন্ন খাতে কোড অনুযায়ী খরচ করা হয়েছে। পূর্ত কাজের অধীনে গ্রাউন্ড ফ্লোরের ড্রেনেজ সিস্টেম সংস্কারসহ, ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামোগত সংস্কারসহ, জেটিপিডিসির অফিস বিল্ডিং রংকরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪০% পাট, ৩০% তুলা ও ৩০% সিল্ক মিশ্রিত সুতা তৈরির প্রযুক্তি এবং ২০% পাট, ২০% তুলা, দেশি ভেড়ার পশম ২০% ও ৪০% এক্রাইলিক মিশ্রিত সুতা দ্বারা লেডিস শাল তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চায়না ও ভারতে ০৪ জন বিজ্ঞানী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাঁচামাল ও কেমিক্যাল (পাট, তুলা ও ভিস্কোস, Textile Dyes Specifications, Textile Basic Chemicals, Textile Auxiliaries & Textile Finishing Agent ইত্যাদি ধরনের কেমিক্যাল) সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত খাত হতে ১১টি মেশিন মেরামত করা হয়েছে।

## বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- বিজেআরআই প্রতিষ্ঠার পর থেকে মোট ৫২টি পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত (বিজেআরআই দেশী পাটশাক-২ এবং বিজেআরআই দেশী পাটশাক-৩ সহ) উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২২টি (১১টি দেশী পাট, ৬টি তোষা পাট, ৩টি কেনাফ ও ২টি মেস্তা) উন্নত জাত বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। সুপারিশকৃত এ ২২টি উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়কালে ১৩টি জাত (দেশী পাটের-৬টি, তোষা পাটের-৩টি, কেনাফের-২টি এবং মেস্তার-২টি) উদ্ভাবিত হয়েছে।
- দেশে পাট বীজের অভাব দূরীকরণে বিজেআরআই পাট বীজ উৎপাদনের জন্য 'নাবী পাট বীজ উৎপাদন' প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। স্বাভাবিক নিয়মে বীজ উৎপাদনে যেখানে প্রায় ১০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয় এবং ফলনও হয় কম সেখানে নাবী পদ্ধতিতে মাত্র ৩-৪ মাসে দ্বি-গুণ এরও বেশি (প্রায় ৭০০ কেজি/হে.) ফলন পাওয়া যায়। ফলে কৃষক পর্যায়ে এ প্রযুক্তিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বীজের ঘাটতি পর্যায়ক্রমে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া 'নিজের বীজ নিজে করি' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।
- পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শস্য পর্যায় এবং পাট পচন প্রক্রিয়ার উপর ৭৫টি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- পাটের কারিগরি গবেষণায় ৪০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- নদীর বাঁধ নির্মাণ, রাস্তার উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ, পাহাড়ের ঢাল রক্ষার জন্য নবউদ্ভাবিত 'জুট জিও-টেক্সটাইল' প্রযুক্তিটি মূলত পাট দিয়ে তৈরি একটি প্রোডাক্ট। আধুনিক সিভিল/কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রযুক্তিটি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।
- রাসায়নিক প্রসেস উন্নয়নকরণের মাধ্যমে কৃত্রিম রং এর পরিবর্তে প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত প্রাকৃতিক রং খয়ের দ্বারা স্বল্পমূল্যে পাটের কাপড় রঞ্জিতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা দ্বারা পাট বস্ত্র ও সূতি বস্ত্রকে রঞ্জিত করা যায়। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে পাট জাত দ্রব্যকে ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।
- প্লাস্টিক ও বেতের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানিরোধীকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। পাটজাত দ্রব্যে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন- আসবাবপত্র, জুতা, কভারিং ম্যাটেরিয়ালস্ ইত্যাদি তৈরি করা যায়।
- Warp এ cotton (10/2s) এবং weft এ পাটের বেন্ডেড সুতা (18 lbs/spindle, 2 ply) ব্যবহার করে জুট-কটন ফেব্রিক তৈরি করে তা দিয়ে মূল্য সংযোজিত আকর্ষণীয় পাটের কম্বল প্রস্তুত করা হয়েছে।
- Composite Material তৈরির লক্ষ্যে Jute Fibre এবং Jute fabric দিয়ে Reinforced Composite Material তৈরি করা হয়েছে।
- জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বে সর্বপ্রথম দেশি ও তোষা পাটের জীবন রহস্য (Genome Sequencing) আবিষ্কার করা হয়েছে এবং পাটসহ পাঁচ শতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাক *Macrophomina phaseolina* L.-এর জীবন রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জিনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে স্বল্পদিবস দৈর্ঘ্য, নিম্ন তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, কাণ্ড পচা রোগসহনশীল এবং কম লিগনিনযুক্ত চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন করা হয়েছে, যার অধিকাংশই বিভিন্ন দেশে গৃহীত হয়েছে এবং বাকীগুলো মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। আগাম কর্তন উপযোগী, রোগ প্রতিরোধী, উচ্চফলনশীল ও উন্নত মানের আঁশবিশিষ্ট পাটের চারটি নতুন জাত উন্নয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে রবি-১ নামের একটি লাইনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৮তম সভায় 'বিজেআরআই তোষাপাট-৮' হিসাবে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। যা প্রচলিত জাতের চেয়ে শতকরা ১০-১৫ ভাগ ফলন বেশি দেয় এবং এর আশেঁর মানও ভালো। প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত এ জাতটি কৃষকদের মাঝে পরিচিতি এবং জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মাধ্যমে চলতি পাট মৌসুমে (২০২০) কৃষকের মাঠে ১২৫০টি ফলাফল প্রদর্শনী প্লট এবং বিজেআরআই এর মাধ্যমে ২০০টি প্রদর্শনী প্লট ও ৫০টি ব্লক করা হয়েছে। জাতটি ফলন ও আঁশের মান বিবেচনায় কৃষকের নিকট ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এছাড়া বায়ুমণ্ডল হতে ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় নাইট্রোজেন গ্রহণে ধৈঞ্চার বৈশিষ্ট্যকে পাটসহ অন্যান্য ফসলে প্রয়োগের লক্ষ্যে ধৈঞ্চার জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করা হয়েছে এবং পরবর্তি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথভাবে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে আবির্ভূত করোনা ভাইরাসের ৭টি স্ট্রেইন এর জিনোম তথ্য উন্মোচন করা হয়েছে যা ভেক্সিন তৈরি এবং ড্রাগ ডিজাইনে ব্যবহার করা যাবে।

## উপসংহার

বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকরা পাটের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। ফলে কৃষক আবার পাট চাষে উৎসাহিত হচ্ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ ও ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬.৬৫৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে এবং উৎপাদিত হয়েছে ৬৮.১৮৮ লক্ষ বেল এর অধিক পাট। প্রতি বছরই পাটের নতুন নতুন উচ্চফলনশীল জাত এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে পাটের উন্নয়ন শুধু উন্নত মানের অধিক পরিমাণ আঁশ উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে না। কারণ, পাট একটি শিল্পজাত পণ্য হওয়ায় এর উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয় জড়িত। সুতরাং পাটের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্ত: ও আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কার্যকর সমন্বয় অপরিহার্য।

## বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

পাট কাটার জন্য বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জুট হার্ভেস্টার

বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশী পাটশাক-২ (ম্যারা শাক, রেড)

বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশী পাটশাক-৩ (ম্যারা শাক, গ্রিন)

বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট, তুলা ও আনারস (Pineapple)-এর ফাইবার মিশ্রিত সুতা উৎপাদন (৩০:৫০:২০)

ব্রি-বিজেআরআই উদ্ভাবিত শক্তিচালিত জুট রিপনার

পাট ও তুলার সংমিশ্রণে প্রস্তুতকৃত কম্বল

# বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

# বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bsri.gov.bd

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ দেশের একটি অগ্রজ ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে ইক্ষুসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের ওপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। আখের পাশাপাশি সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া, মধু, যষ্টিমধু প্রভৃতি চিনিফসলের গবেষণা ত্বরান্বিত করতে বিগত ১৮ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৯ অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টিভিয়া, যষ্টিমধু প্রভৃতি মিষ্টি উৎপাদনকারী ফসলের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিএসআরআই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এগারটি গবেষণা বিভাগ, একটি সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র এবং দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এর গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং গঠিত হয়েছে দু'টি প্রধান বিভাগ, সাতটি উপকেন্দ্র এবং দুটি শাখার সমন্বয়ে। প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং ইক্ষু চাষি ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তির বিস্তার, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই এবং এর ফিড-ব্যাক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এর সদর দপ্তর পাবনার ঈশ্বরদীতে অবস্থিত।

### প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প (vision)

অধিক মিষ্টিসমৃদ্ধ স্বল্প মেয়াদি সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

### প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য (mission)

বিভিন্ন চিনি ফসলের জাত উদ্ভাবন/প্রবর্তন। চিনিফসলের চাহিদাপ্রসূত, টেকসই প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ আয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া প্রভৃতির উপর গবেষণা সম্পাদন। প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমতল, চরাঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকা যেমন: লবণাক্ত ও পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন চিনিফসল চাষ সম্প্রসারণ।

### প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি

১. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

২. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগী প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা।

৩. ইক্ষুভিত্তিক খামার তৈরির ওপর গবেষণা করা এবং উহার অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা।

৪. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণা/অবহিত করা।

৫. বিভিন্ন রকম ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়ে তোলা এবং তা সংরক্ষণ করা।

৬. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিষ্টিজাতীয় ফসল বিষয়ক যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৭. মিষ্টিজাতীয় ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

৮. ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

৯. সরকারের ইক্ষু নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা।

১০. ইক্ষু চাষিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১১. উপরিউক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(খ) জনবল

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

| ক্র: নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য | |
| ১. | গ্রেড ১ | ১ | ১ | ০ | মহাপরিচালকের চলতি দায়িত্ব পালন করছেন |
| ২. | গ্রেড ২ | ২ | ২ | ০ | পরিচালক (টিওটি) ও পরিচালক (গবেষণা) এর চলতি দায়িত্ব পালন করছেন |
| ৩. | গ্রেড ৩ | ১৬ | ২ | ১৪ | - |
| ৪. | গ্রেড ৪ | ২৬ | ২৬ | ০ | - |
| ৫. | গ্রেড ৫ | ২ | ১ | ১ | - |
| ৬. | গ্রেড ৬ | ২৭ | ২৪ | ৩ | - |
| ৭. | গ্রেড ৭ | ১ | ০ | ১ | - |
| ৮. | গ্রেড ৮ | - | ০ | ০ | - |
| ৯. | গ্রেড ৯ | ৫৬ | ২৪ | ৩২ | - |
| ১০. | গ্রেড ১০ | ১৭ | ৪ | ১৩ | - |
| ১১. | গ্রেড ১১ | ২০ | ১৬ | ৪ | - |
| ১২. | গ্রেড ১২ | ৫০ | ৩৮ | ১২ | - |
| ১৩. | গ্রেড ১৩ | - | ০ | ০ | - |
| ১৪. | গ্রেড ১৪ | ২ | ১ | ১ | - |
| ১৫. | গ্রেড ১৫ | ১৭ | ১৪ | ৩ | - |
| ১৬. | গ্রেড ১৬ | ৪৩ | ২৮ | ১৫ | - |
| ১৭. | গ্রেড ১৭ | ৬ | ৫ | ১ | - |
| ১৮. | গ্রেড ১৮ | - | ০ | ০ | - |
| ১৯. | গ্রেড ১৯ | ৩০ | ২৫ | ৫ | - |
| ২০. | গ্রেড ২০ | ৭৭ | ৫৩ | ২৪ | - |
| মোট | | ৩৯৩ | ২৬৪ | ১২৯ | - |

- *৩০ জুন ২০২০ তারিখের তথ্য*

নতুন নিয়োগ ও পদোন্নতি

| প্রতিবেদনাধীন বছরে নিয়োগ | | | প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| ০ | ০ | ০ | ১৪ | ০ | ১৪ | ০ |

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র: নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইনহাউজ | অন্যান্য | মোট | |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ২০২ জন | - | ৮১ জন | - | ২৮৩ জন | এক ব্যক্তি একাধিক ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | ৪ জন | - | ৪ জন | |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | ১৭৯ জন | - | ১৭৯ জন | |
| | মোট | ২০২ জন | - | ২৬৪ জন | - | ৪৬৬ জন | |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

| ক্র: নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি | এমএস | অন্যান্য | মোট | |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | - | - | - | - | - |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | - |
| | মোট | - | - | - | - | - |

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্র: নং | গ্রেড নং | বিদেশ প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট | |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | - | ৪ জন | - | - | - |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | - |
| | মোট | - | ৪ জন | - | - | - |

### (ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. ইক্ষুর নতুন জাত বিএসআরআই আখ ৪৭ উদ্ভাবন

- জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ১৫৪.৫৯-২০৮.৮২ টন এবং চিবিয়ে খাওয়া আখের সংখ্যা ৯৪,৭১০-১,০৭,৫৬০।
- বিদ্যমান চিবিয়ে খাওয়া আখ জাতের তুলনায় ২০-২৫ দিন আগে পরিপক্ব হয়।
- জাতটি লাল পচা রোগে মাঝারি প্রতিরোধী এবং স্মাট রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন।
- এ জাতের ইক্ষুতে ফুল হয় না।

২. বিএসআরআই উন্নত বেড ফর্মার কাম ট্রেঞ্চার

- চাষকৃত বা চাষবিহীন উভয় জমিতে আখের নালা তৈরি করা যায়।
- দুই নালার মধ্যবর্তী দূরত্ব ৬০ সেমি.।
- এই যন্ত্র দ্বারা তৈরি নালা ১০-১৫ সেমি. গভীর হয়।
- এই যন্ত্রের ফিল্ড ক্যাপাসিটি ০.১ হে./ঘণ্টা।
- জ্বালানি খরচ ১লি./ঘণ্টা।
- এই ট্রেঞ্চার দ্বারা আখের নালা তৈরি করলে জমি তৈরি খরচ প্রায় ৬০% কমে আসে।

৩. চরাঞ্চলে লাভজনক উপায়ে আখ চাষ

অঞ্চল : পদ্মা ও যমুনার চরাঞ্চল (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর ইত্যাদি)।

ফসল বিন্যাস : আখ+ সাথী ফসল (মসুর)

আখের জাতসমূহ : ঈশ্বরদী ৩৯, ঈশ্বরদী ৪০, বিএসআরআই আখ ৪৩ এবং বিএসআরআই আখ ৪৪

বপন সময় : নভেম্বর- ডিসেম্বর

সারের মাত্রা

| সারের নাম | পরিমাণ (কেজি/হেক্টর) |
|---|---|
| ইউরিয়া | ৩৫০ |
| টিএসপি | ২৭৫ |
| এমওপি | ২৪০ |
| জিপসাম | ১৫০ |
| জিংক সালফেট | ০৮ |

আগাছা-রোগ-পোকা দমন : আখ লাগানোর ১২০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। আখ চাষের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে আখে লাল পচা, উইল্ট, স্মাট, বীজ পচা, ডগা পচা ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। সেক্ষেত্রে রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে এবং বীজ বপনের পূর্বে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক (ব্যাভিস্টিন/নোইন/অটোস্টিন) দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে। ডগার মাজরা পোকা, কাণ্ডের মাজরা পোকা দেখা মাত্র আক্রান্ত গাছ কেটে ফেলতে হবে এবং আখ ক্ষেত পরিষ্কার রাখতে হবে। সাথী ফসল সংগ্রহের পর মাটি আলগা করে দিতে হবে।

সেচ : মাটিতে পরিমিত আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সেচ (৪-৫টি) প্রদান করতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা : আগাছা দমন এবং আখের কাণ্ড গঠন শুরু হলে মরা পাতা ছড়ানো ও গোড়ায় মাটি দিতে হবে।

ফসল কর্তন : নভেম্বর-ডিসেম্বর।

ফলন : গড় ফলন ৮০-১০০ টন/হেক্টর

৪. আগাছা নাশক Zura 72SL ব্যবহার করে আখের জমিতে আগাছা ব্যবস্থাপনা

- আখ রোপণের ৪৫ থেকে ১৩৫ দিন পর্যন্ত আখের জমি আগাছা মুক্ত রাখা হলে আখের সর্বোচ্চ ফলন পওয়া যায়।
- আগাছা সময়মতো দমন না করলে ২৫-৪০% ফলন কমে যায়।
- আগাছানাশক Zura 72SL ২৫০০ মিলি/হেক্টর হারে আখের জমিতে প্রয়োগ করে সফলভাবে আগাছ দমন করা যায়।
- এ প্রযুক্তিতে ফলন তথা আয় বৃদ্ধি পায়।

৫. আখের ক্ষতিকর ডগার মাজরা পোকা দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- ডগার মাজরা পোকার আক্রমণে ৪.০-৪৮.০% উৎপাদন এবং ২.০-৬২.০% চিনি আহরণ হ্রাস পেতে পারে।
- ডগার মাজরা পোকা প্রতি বছর এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসে আখের প্রচণ্ড ক্ষতি করে। এ পোকা বছরে ৫টি প্রজন্মের সৃষ্টি করে। এ পোকার জীবনচক্র ৪টি ধাপের মাধ্যমে ২৭-৮৫ দিনে সম্পন্ন হয়। এটি একমাত্র লার্ভা অবস্থায় আখের ক্ষতি করে থাকে।
- দমন ব্যবস্থাপনা
- ডগার মাজরা পোকার মথ জমিতে দেখা মাত্রই সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে।
- জানুয়ারি হতে জুন মাসের মধ্যে ডিমের গাদা সংগ্রহ করে পায়ে পিষে ধ্বংস করতে হবে।
- জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে মাঠে উপকারী পোকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলে পরজীবী আধারে (Bamboo booster) ডগার মাজরা পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে হবে।
- জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে ডগার মাজরায় আক্রান্ত গাছ পোকাসহ কেটে ধ্বংস করতে হবে।
- আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে নালার মধ্যে দানাদার রাসায়নিক কীটনাশক ইকোফুরান ৫জি একরে ১৬ কেজি হারে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ডগার মাজরায় আক্রান্ত জমিতে কীটনাশক প্রয়োগের সময় অবশ্যই জো থাকতে হবে।
- আমাদের দেশের চিনিকল ও চিনিকল বহির্ভূত এলাকায় এ প্রযুক্তিটি খুবই কার্যকরী।

৬. চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষে জৈব ও রাসায়নিক সারের মাত্রা

- চিবিয়ে খাওয়া আখ রোপণের ৭ দিন পূর্বে ১০ টন/হেক্টর হারে গোবর সার নালায় প্রয়োগ করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

- মাটি পরীক্ষা করে সুপারিশকৃত মাত্রা ও পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

রাসায়নিক সারের সাধারণ মাত্রা নিম্নরূপ

| ক্রমিক | সার | পরিমাণ কেজি/শতক | পরিমাণ কেজি/বিঘা (৩৩ শতক) | পরিমাণ কেজি/হেক্টর |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ইউরিয়া | ৩৯০ | ৫২ | ১.৫০ |
| ২ | টিএসপি | ২০০ | ২৭ | ১.০০ |
| ৩ | এমওপি | ১৮০ | ২৪ | ০.৭৫ |
| ৪ | জিপসাম | ২৫০ | ৩৩ | ১.০০ |
| ৫ | ম্যাগনেসিয়াম সালফেট | ১১০ | ১৪ | ০.৫০ |
| ৬ | জিঙ্ক সালফেট | ১০ | ১.৫০ | এক মুঠ |

** এইজেড ভিত্তিতে সারের মাত্রার সামান্য তারতম্য হতে পারে*

- প্রয়োগ পদ্ধতি : ইউরিয়া এবং এমওপি সারের তিন ভাগের এক ভাগ এবং অন্যান্য সার শেষ চাষের সময় জমির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। আখ রোপণের ১২০ দিন পর তিন ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া এবং এমওপি সার এবং আখ রোপণের ১৫০ দিন পর সর্বশেষ তিন ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া এবং এমওপি সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

৭. আখের সাথে ১ম সাথী ফসল হিসেবে নাপা শাক এবং দ্বিতীয় সাথী ফসল হিসেবে পাটশাক চাষ

- পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য আখের সাথে প্রথম সাথী ফসল হিসেবে নাপা শাক এবং দ্বিতীয় সাথী ফসল হিসেবে পাটশাক চাষ খুবই উপযোগী।
- কম খরচে এবং স্বল্প পরিচর্যায় চাষ করা যায় বিধায় আখের সাথে সাথী ফসল হিসেবে নাপা ও পাটশাক অধিক লাভজনক।
- নাপাশাকের বীজ বপন করার ৪০-৪৫ দিন পর প্রথম বার শাক সংগ্রহ করা যায়। পরবর্তীতে মুড়ি ফসল হিসাবে ২/৩বার শাক তোলা যায়।
- এরপর নাপাশাক সংগ্রহ শেষে (নাপাশাকের বীজ বপনের ৬০-৭৫ দিন পর) পাটশাকের বীজ বপন করা যায়।
- আগাম (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) এবং মধ্যম (অক্টোবর-নভেম্বর) আখ রোপণ সময়ে নাপা ও পাটশাক সাথী ফসল হিসেবে পর্যায়ক্রমে চাষ করা যায়।
- সাথী ফসলের জাত হিসেবে বারি নাপাশাক ১ ও স্থানীয় জাত চাষ করা যায়। পাটশাকের জাত হিসেবে বিনা পাটশাক ১ ও অন্যান্য স্থানীয় জাত চাষ করা যায়।

**(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প**

| | | |
|---|---|---|
| প্রকল্পের নাম | : | বিএসআরআই এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প |
| প্রকল্পের মেয়াদ | : | জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০ |
| প্রকল্প এলাকা | : | পাবনা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, জামালপুর, গাজীপুর, শেরপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, হবিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, ঝিনাইদাহ, বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী। |

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭২৬১.২৯ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ : ১৭৩৩.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১. দুইটি আঞ্চলিক ও প্রজনন কেন্দ্র, একটি উপকেন্দ্র এবং একটি বায়োকন্ট্রোল পরীক্ষাগার নির্মাণের মাধ্যমে গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

২. ইক্ষু ও সুগারবিটের স্থানীয় ও বৈদেশিক জার্মপ্লাজম সংগ্রহকরণ, আণবিক চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন।

৩. এগ্রোব্যাকটেরিয়াম পদ্ধতি ব্যবহার করে জীবজ ও অজীবজ প্রতিকূলতা প্রতিরোধক গুণাবলির ধারক জিন প্রতিস্থাপন।

৪. প্রচলিত পদ্ধতি এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাহিদা প্রসূত, প্রতিকূলতাসহিষ্ণু, টেকসই এবং আধুনিক ইক্ষু ও সুগারবিটের জাত উদ্ভাবন।

৫. ইক্ষু ও সুগারবিটের জন্য সম্পূর্ণ, লাগসই এবং টেকসই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্যাকেজ উদ্ভাবন।

৬. নির্বাচিত গাছ হতে সংগৃহীত উন্নত জাতের দেশি তাল ও খেজুরের চারা তৈরি, রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৭. পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষের দ্বারা তামাক চাষের এলাকা প্রতিস্থাপন।

৮. চরাঞ্চল, পাহাড়ি এলাকা এবং উপকূলীয় এলাকার জন্য কার্যকর ইক্ষু চাষাবাদ প্রযুক্তি প্রবর্তন।

৯. প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মিষ্টিফসলের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্প্রসারণ।

**এ বছরের কার্যক্রম**

উক্ত প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত আরবীয় খেজুর গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত আছে। উন্নত পদ্ধতিতে সুগারক্রপ চাষাবাদ বিষয়ক ২১০টি প্রদর্শনী এবং সুগারবিট চাষাবাদ বিষয়ক ৪৯টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ২,০০০টি তালের চারা, ৭,০০০টি খেজুরের চারা ও ৭,০০০টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ বিষয়ক ২০টি মাঠ দিবস আয়োজন (১৬০০ জন) করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, গুড় তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক ৫ ব্যাচ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের (১২৫ জন); ২০ ব্যাচ দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের (৫০০ জন) এবং ১৭৫ ব্যাচ চাষিদের (৪৩৭৫ জন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৭টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী যানবাহন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্রয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

(১) কর্মসূচির নাম : পরিবর্তিত জলবায়ুতে দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণ

কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০

কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০৩.৩০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ : ২৯.১০ লক্ষ টাকা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের উন্নত জীবনযাত্রার জন্য টেকসই অভিযোজন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা।

২. পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী বছরব্যাপী লবণাক্তসহিষ্ণু চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।

৩. বছরব্যাপী চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪. দুর্যোগ প্রবণ আবহাওয়ায় তাৎক্ষণিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে দক্ষিণাঞ্চলের সাতটি জেলায় ৫০টি গবেষণা প্লট স্থাপন করা হয়েছে। ৯০০ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৩টি খামার দিবস আয়োজন করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(২) কর্মসূচির নাম : পরিবর্তিত জলবায়ুতে ইক্ষু ও সুগারবিটের পোকামাকড়ের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও বিস্তার

কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০

কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮০.৭০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ : ৬৬.৩৮ লক্ষ টাকা।

**কর্মসূচির উদ্দেশ্য**

১. আখ চাষিদের নিকট ইক্ষু ও সুগারবিট এর পোকামাকড় সহনশীল জাত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২. পরিবর্তিত জলবায়ুতে ইক্ষু ও সুগারবিটের সমন্বিত পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আক্রমণের হার হ্রাস করা।

৩. বিভিন্ন ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের আক্রমণে ইক্ষু ও সুগারবিটের যে বিপুল পরিমাণ ফলন হ্রাস পায় তার পরিমাণ কমিয়ে আনা।

৪. সমন্বিত পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইক্ষুর ক্ষতিকারক পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইক্ষুর উৎপাদন ও এর চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

৫. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং চিনিকলের কর্মকর্তা, সম্প্রসারণ কর্মী এবং উদ্যমী কৃষকদেরকে ইক্ষু ও সুগারবিটের সমন্বিত পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬. আখ চাষিগণকে ইক্ষু ও সুগারবিট উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিক মাঠ দিবস কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৭. ইক্ষু ও সুগারবিট উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে চিনি ও গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৮. চিনি ও গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ হতে চিনি আমদানি হ্রাস করা এবং ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে সতেরটি জেলায় ২০৮টি গবেষণা প্লট স্থাপন করা হয়েছে। ১৪৪০ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২০০ জন সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি : আখের পাশাপাশি সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া, মধু, যষ্টিমধু প্রভৃতি চিনি ফসলের গবেষণা ত্বরান্বিত করতে বিগত ১৮ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৯ অনুমোদিত হয়েছে।

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

ইক্ষুর নতুন জাত বিএসআরআই আখ ৪৭ উদ্ভাবন। বিএসআরআই উন্নত বেড ফর্মার কাম ট্রেঞ্চার উদ্ভাবন। চরাঞ্চলে লাভজনক উপায়ে আখ চাষ প্রযুক্তি। আগাছানাশক Zura 72SL ব্যবহার করে আখের জমিতে আগাছা ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি। আখের ক্ষতিকর ডগার মাজরা পোকা দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা। চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষে জৈব ও রাসায়নিক সারের মাত্রা নির্ধারণ। আখের সাথে ১ম সাথীফসল হিসেবে নাপাশাক এবং দ্বিতীয় সাথীফসল হিসেবে পাটশাক চাষ।

**উপসংহার**

বিবেচ্য সময়ে অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবছরে চরাঞ্চল, পাহাড় ও লবণাক্ত এলাকাসমূহে বিভিন্ন সুগারক্রপের উন্নত ও সম্ভাবনাময় জাত ও প্রযুক্তিসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নানামুখী পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষিরা আখসহ অন্যান্য চিনিফসল যেমন: তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়া চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা বিএসআরআই এর কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। নতুন পরিকল্পনার আওতায় বিএসআরআই যষ্টিমধু ও প্রাকৃতিক মধুর ওপর বিশেষ গবেষণা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এসডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

# বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

বিএসআরআই কর্তৃক হাইজেনিক জুসার দিয়ে তৈরি স্বাস্থ্যসম্মত আখের রস কার্যক্রম পরিদর্শনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

জাতীয় মৌ মেলা ২০২০ এ বিএসআরআই এর স্টল পরিদর্শনে অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তামাকের পরিবর্তে বিএসআরআই আখ-৪২ ও বিভিন্ন সাথী ফসলের চাষ

নতুন আখ জাত বিএসআরআই আখ ৪৭

বিএসআরআই এর বন্যাসহিষ্ণু ইক্ষু জাত উদ্ভাবন- জামালপুর জেলায় বন্যার মধ্যে হাঁটুপানিতে দাঁড়িয়ে আছে আখ

বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত বেড ফর্মার কাম ট্রেঞ্চার

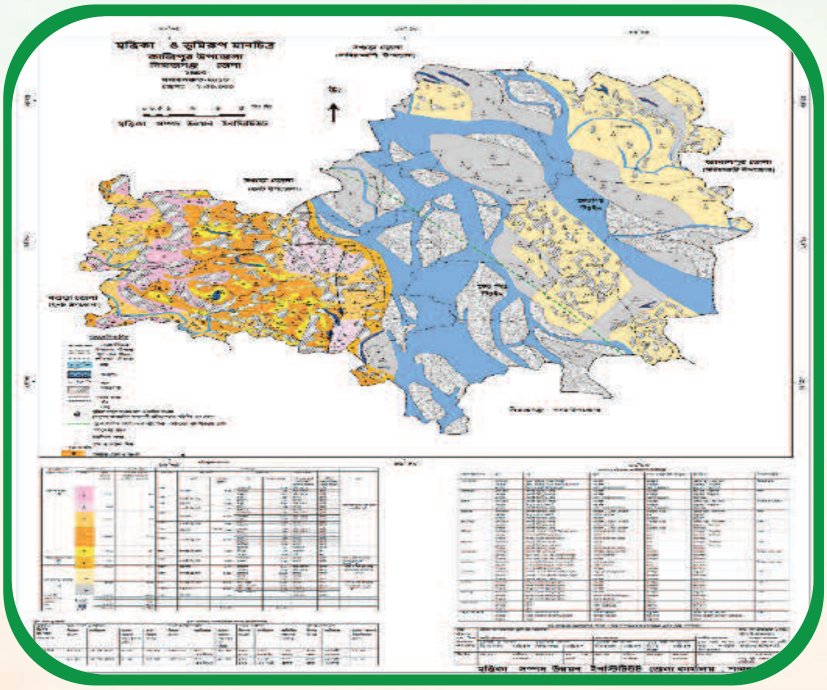

# মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

# মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

www.srdi.gov.bd

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন ও উন্নয়ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে 'সয়েল সার্ভে প্রজেক্ট অব পাকিস্তান' নামে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর গোড়াপত্তন হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ (Reconnaissance Soil Survey) সম্পন্ন করা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠানটি 'মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ' রূপে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৩ সালে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৃত্তিকা জরিপ বিভাগটি পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ এবং নতুন নামকরণ করে মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে বর্তমান 'মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূমি ও মাটির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে মাটির শ্রেণিবিন্যাস এবং এ সমস্ত উপাত্ত সম্বলিত মানচিত্র প্রণয়ন ও সরবরাহ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর প্রধান কাজ। গবেষণা ও সম্প্রসারণধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটি ভূমি, মৃত্তিকা, সার ও সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠকর্মীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি মাটির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় যথা- জৈব পদার্থ ও পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি, অম্লত্ব বৃদ্ধি, লবণাক্ততা ও ভূমি ক্ষয়, উপকূলীয় এলাকার ভূপৃষ্ঠস্থ পানির সেচ উপযোগিতা, কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার, ভূমির নিষ্কাশন জটিলতা বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানকল্পে গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ছাড়া ০৭টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ০৭টি বিভাগীয় গবেষণাগার, ১৬টি আঞ্চলিক গবেষণাগার ও ২টি গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

**রূপকল্প (Vision)**

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

**অভিলক্ষ্য (Mission)**

(১) মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদের ইনভেন্টরি তৈরি।
(২) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস।
(৩) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণকারীর উপযোগী নির্দেশিকা, পুস্তিকা ও সহায়িকা প্রণয়ন।
(৪) সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা।
(৫) শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা।

**উদ্দেশ্য (Objectives)**

যথাযথ এবং টেকসই ভূমি ও মৃত্তিকা (বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ) ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

**জনবল (Manpower) :**

| ক্র: নং | বেতন গ্রেড | জনবল | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য | |
| ১. | গ্রেড-১ | - | - | - | - |
| ২. | গ্রেড-২ | ০২ | ০১ | ০১ | |
| ৩. | গ্রেড-৩ | ১৯ | ৫ | ১৪ | |
| ৪. | গ্রেড-৪ | ৭৩ | ৩৩ | ৪০ | |
| ৫. | গ্রেড-৫ | - | - | - | - |
| ৬. | গ্রেড-৬ | ১২৩ | ৭৬ | ৪৭ | - |
| ৭. | গ্রেড-৭ | - | - | - | - |
| ৮. | গ্রেড-৮ | - | - | - | - |
| ৯. | গ্রেড-৯ | ২০০ | ৫৫ | ১৪৫ | - |
| ১০. | গ্রেড-১০ | ১৪ | ০৯ | ০৫ | - |
| ১১. | গ্রেড-১১ | ১৪ | ০১ | ১৩ | সাংগঠনিক কাঠামোতে নবসৃষ্ট পদ |
| ১২. | গ্রেড-১২ | ০৮ | ০২ | ০৬ | - |
| ১৩. | গ্রেড-১৩ | ৩৪ | ২৭ | ০৭ | - |
| ১৪. | গ্রেড-১৪ | ৪০ | ৩১ | ০৯ | - |

| ক্র: নং | বেতন গ্রেড | জনবল | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য | |
| ১৫. | গ্রেড-১৫ | - | - | - | - |
| ১৬. | গ্রেড-১৬ | ১৫৮ | ১১২ | ৪৬ | - |
| ১৭. | গ্রেড-১৭ | ৩০ | ১৯ | ১১ | - |
| ১৮. | গ্রেড-১৮ | ৫৫ | ৪৯ | ০৬ | - |
| ১৯. | গ্রেড-১৯ | ০২ | ০১ | ০১ | - |
| ২০. | গ্রেড-২০ | ২৩৯ | ১০৩ | ১৩৬ | - |
| | মোট : | ১০১১ | ৫২৪ | ৪৮৭ | |

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট |
| ৬৩ | ১৪ | ৭৭ | - | - | - |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট | একই কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন |
| ১। | গ্রেড ১-৯ | ৪৬ | | ১০ | ১৪৬ | - | ২০২ | |
| ২। | গ্রেড ১০ | ৯ | | - | ৯ | - | ১৮ | |
| ৩। | গ্রেড ১১-২০ | ২৮ | | - | ৩৪৩ | - | ৩৭১ | |
| মোট : | | ৮৩ | | ১০ | ৪৯৮ | - | ৫৯১ | |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা)

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | | উচ্চ শিক্ষা (জন) | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি | এমএস | অন্যান্য | মোট | |
| ১। | গ্রেড ১-৯ | ১৪ | - | - | ১৪ | |
| ২। | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | |
| ৩। | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | |
| মোট : | | ১৪ | - | - | ১৪ | |

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (জন) | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কসপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট | |
| ১। | গ্রেড ১-৯ | - | - | ২ | ২ | |
| ২। | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | |
| ৩। | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | |
| | মোট : | | | ২ | ২ | |

## কার্যাবলী

### ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বৈশিষ্ট্যায়ন

- আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি, মৃত্তিকা এবং সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন।
- সরকারি ও বেসরকারি কৃষি খামারের বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ করে মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।

### কৃষক সেবা

- স্থায়ী মৃত্তিকা গবেষণাগারে মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের ফলাফল ও ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশ।
- ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের (এমএসটিএল) মাধ্যমে সরেজমিনে কৃষকের মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার সুপারিশ।
- টেকসই মৃত্তিকা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ।
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি শ্রেণির গড় উর্বরতা মানের ভিত্তিতে প্রধান প্রধান ফসলের জন্য সার সুপারিশ সংবলিত ফেস্টুন বিতরণ।

### আইসিটি সেবা

- মোবাইল ফোন এবং ইউডিসি'র মাধ্যমে ইনস্টিটিউট কর্তৃক সৃজিত মৃত্তিকা উর্বরতা বিষয়ক বিশাল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেশের যে কোন অঞ্চলের কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী ফসলের ডিজিটাল (অনলাইন) সার সুপারিশ।
- অনলাইনে উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদীর পানির লবণাক্ততার তথ্য জেনে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ।
- উপজেলাভিত্তিক মৃত্তিকা উর্বরতার তথ্যের ভিত্তিতে অফলাইনে কৃষকের জমিতে ফসল উৎপাদনে সুষম মাত্রার সার সুপারিশের সুবিধা।

### সার নমুনা বিশ্লেষণ

- সারের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাসায়নিক ও জৈবসারের নমুনা বিশ্লেষণ।
- সরেজমিনে ভেজাল সার শনাক্তকরণের জন্য সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।

### মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা এবং উর্বরতা পরিবীক্ষণ

- উপকূলীয় এলাকায় মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততার দীর্ঘমেয়াদি পরিবীক্ষণ।
- মৃত্তিকা উর্বরতার দীর্ঘমেয়াদী পরিবীক্ষণ।

### সমস্যাযুক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা

- মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত জমি চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত মাটির ব্যবস্থাপনার কৌশল উদ্ভাবন।
- পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- পিট এবং অম্লীয় মৃত্তিকার ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

### প্রযুক্তি হস্তান্তর

- মৃত্তিকা পরীক্ষাভিত্তিক সুষম সার ব্যবহার প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এডাপ্টিভ ট্রায়াল।
- কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে ভূমি ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মাটির নমুনা সংগ্রহ ও সুষম সার ব্যবহার বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ।
- সরেজমিন ভেজাল সার শনাক্তকরণ বিষয়ে জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা, সারের ডিলার ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রযুক্তি বিস্তারের লক্ষ্যে ডকুমেন্টারি ফিল্ম, লিফলেট, পুস্তিকা, পোস্টার প্রকাশ।

### মানচিত্র প্রণয়ন :

- মৃত্তিকা মানচিত্র।
- মৃত্তিকা উর্বরতা মানচিত্র।
- মৃত্তিকা লবণাক্ততা মানচিত্র।
- শস্য উপযোগিতা মানচিত্র।
- ভূমি ব্যবহার মানচিত্র।
- ভূপ্রকৃতি মানচিত্র।
- বন্যার আশংকাযুক্ত এলাকার মানচিত্র।
- খরাপ্রবণ এলাকার মানচিত্র।
- সমস্যাযুক্ত মৃত্তিকা মানচিত্র।
- ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র।

এ সব মানচিত্র মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে A4 (২১.০ সেমি.×২৯.৭ সেমি.) ও A1 (৫৯.৪ সেমি.×৮৪.১ সেমি.) মাপের মানচিত্রের মূল্য যথাক্রমে ১০০.০০ (একশত) ও ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

### উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর আওতাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, আঞ্চলিক গবেষণাগার, জেলা কার্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো-

| ক্র. নং | উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি | গৃহীত কার্যাবলির সামগ্রিক ফলাফল |
|---|---|---|
| ১. | উপজেলা নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য মাঠ জরিপ | উপজেলা নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য ৪৪টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ৬টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ আংশিক সম্পন্ন করা হয়েছে। |
| ২. | উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা) নবায়ন কার্যক্রম | আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক ৪০টি উপজেলার নবায়ণকৃত 'উপজেলা নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১০টি উপজেলার খসড়া নবায়ণকৃত 'উপজেলা নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| ৩. | ভূমি মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা (ইউনিয়ন সহায়িকা) প্রকাশ | ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩০টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৪. | অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেমে জন্য তথ্য উপাত্ত হালনাগাদকরণ | ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশের সবগুলো উপজেলার মাটির উর্বরতামান অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশের লক্ষ্যে ৪০টি উপজেলার তথ্য উপাত্ত এই সিস্টেমে হালনাগাদ করা হয়েছে। |
| ৫. | অনলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম | প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫১,৪৯৬টি সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৬. | স্থায়ী গবেষণাগারে মাটি, পানি ও উদ্ভিদের নমুনা বিশ্লেষণ এবং ফসল ও ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান | কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহে ১৭,৮৪৬টি মাটির নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণপূর্বক চাহিদা মোতাবেক ফসল ও ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। |
| ৭. | ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কর্মসূচি | মৃত্তিকা পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের বিষয়টি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এসআরডিআই-এর ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ২০১৯ মৌসুমে ৫৬টি উপজেলায় সরেজমিনে মাটি পরীক্ষা করে মোট ২,৮০০ জন কৃষককে ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৮. | মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ | মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, ভেজাল সার শনাক্তকরণ, অনলাইন সার সুপারিশ, সমস্যাক্লিষ্ট মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ১২,৫০০ জন কৃষক, কৃষি কর্মী ও ইউনিয়ন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। |
| ৯. | উপজেলা নির্দেশিকার ভিত্তিতে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান | আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপজেলা নির্দেশিকার ভিত্তিতে ৭,৮৫৮টি সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। |
| ১০. | সারের গুণগত মান নির্ণয় | এসআরডিআই- এর সার পরীক্ষাগার এবং সার পরীক্ষা সুবিধা সংবলিত মৃত্তিকা পরীক্ষাগারসমূহে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত প্রাপ্ত ৩,২৭১টি সার নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। |
| ১১. | মাটি ও পানির লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ | লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা,চট্টগ্রাম এবং বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ সাইটসমূহ থেকে নিয়মিত মাটির নমুনা এবং নদ-নদী, অগভীর নলকূপ এবং অগার গভীরতায় নিয়মিত পানির নমুনা সংগ্রহ ও ইসি নির্ণয় করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় ৫২৩টি মাটি ও পানির নমুনা সংগ্রহপূর্বক লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ উপাত্ত সৃজন এবং বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসে লবণাক্ততা প্রতিবেদন তৈরিপূর্বক সেচ উপযোগিতার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ১২ | লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা | উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত মৃত্তিকায় ২৭০টি প্রায়োগিক গবেষণা ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে। |
| ১৪. | মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র- এর গবেষণা ও সম্প্রসারণ | বান্দরবানে অবস্থিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাহাড়ি ভূমির ক্ষয় প্রবণতা, ক্ষয়ের পরিমাণ, মৃত্তিকা ক্ষয়ের উপর মাটির গঠন প্রকৃতির প্রভাব, ক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রজাতির ঝোপালো উদ্ভিদের প্রভাব এবং মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক মোট ১০টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ক্ষয়প্রবণ ভূমি পুনর্বাসনের জন্য Jute Geo-textile ব্যবহার এবং Bench terrace পদ্ধতি প্রচলনের জন্য মাঠ প্রদর্শনীভিত্তিক কার্যক্রম চালানো হয়। পাশাপাশি অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম যেমন- আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ, বনায়ন সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে। |

| ক্র. নং | উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি | গৃহীত কার্যাবলির সামগ্রিক ফলাফল |
|---|---|---|
| ১৫. | মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তির এডাপ্টিভ ট্রায়াল স্থাপন | রবি ও খরিফ মৌসুমে মাটির উর্বরতা মানের ভিত্তিতে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োগ বিষয়ে মোট ৪২টি এডাপ্টিভ ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে। |
| ১৬. | মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ | ৪২টি এডাপ্টিভ ট্রায়াল এলাকায় কৃষক সমাবেশ/মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। এছাড়া মাটি পরীক্ষা ও সুষম সার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচারণামূলক পোস্টার, লিফলেট, সাইনবোর্ড, বিভিন্ন পত্রিকা সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। |
| ১৭. | প্রকাশনা | ◆ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন<br>◆ ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রকাশ;<br>◆ ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন। |
| ১৮. | বিবিধ | ◆ জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো বৃক্ষ মেলা, ডিজিটাল মেলা, কৃষি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে;<br>◆ বাংলাদেশ বেতার এর ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরসহ অন্যান্য কেন্দ্র থেকে ফসল সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক কথিকা প্রচার ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে;<br>◆ ঢাকা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা বিষয়ক ছাত্র, শিক্ষক ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান। |

**উন্নয়ন প্রকল্প**

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের কার্যকাল | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট (লক্ষ টাকায়) | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|
| ১. | মৃত্তিকা গবেষণা ও গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (এসআরএসআরএফ) প্রকল্প | জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত | ১২৫৯.০০ | ১২৫৬.৩৮ (৯৯.৭৯%) |
| ২. | গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, এসআরডিআই অংগ | জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ | ৪৫৩.০০ | ৪৫২.৭০ (৯৯.৯২%) |
| ৩. | ‘নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক প্রকল্প’ (পাইলট প্রকল্প) এসআরডিআই অংগ | জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ | ৩৬৭.০০ | ৩৬৬.৫৯৮ (৯৯.৮৯%) |

**কর্মসূচির তথ্যাদি**

| ক্রমিক নং | কর্মসূচির নাম | কর্মসূচির কার্যকাল | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের (MSTL) মাধ্যমে সরেজমিন কৃষকের মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার সুপারিশ কার্যক্রম জোরদারকরণ। | জুলাই,২০১৮-জুন, ২০২১ | ২৭৭.৫০ লক্ষ টাকা | আর্থিক ৯৯.৯৫%<br>ভৌত- ১০০% |

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

এসআরডিআই বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বিস্তারিত তথ্য এবং সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে মানচিত্র প্রণয়ণসহ ভূমি ব্যবহার উপযোগিতার প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আসছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপজেলা নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য ৪৪টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক ৪০টি উপজেলার নবায়ণকৃত ‘উপজেলা নির্দেশিকা’ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১০টি উপজেলার খসড়া ‘উপজেলা নির্দেশিকা’ প্রণয়ন করা হয়েছে। লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনার আওতায় উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত মৃত্তিকায় ২৭০টি প্রায়োগিক গবেষণা ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে এবং উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ডিবলিং এবং চারা রোপণ পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ,

টপ সয়েল কার্পেটিং এর মাধ্যমে চিংড়ি ঘেরের পাড়ে বর্ষাকালীন তরমুজ চাষসহ লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার নতুন প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বান্দরবানে অবস্থিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাহাড়ি ভূমির ক্ষয় প্রবণতা, ক্ষয়ের পরিমাণ, মৃত্তিকা ক্ষয়ের ওপর মাটির গঠন প্রকৃতির প্রভাব, ক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রজাতির ঝোঁপালো উদ্ভিদের প্রভাব এবং মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক মোট ১০টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ক্ষয়প্রবণ ভূমি পুনর্বাসনের জন্য Jute Geo-textile ব্যবহার এবং Bench terrace পদ্ধতি প্রচলনের জন্য মাঠ প্রদর্শনী করা হয়েছে। পাহাড়ি ঢালে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝাড়ের বেড়া (hedge row) প্রযুক্তি এবং পাহাড়ের ঢালে slash & burn পদ্ধতির পরিবর্তে slash & mulch with agroforestry পদ্ধতিতে জুম চাষ প্রযুক্তি নতুন উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট দেশব্যাপী ভূমির অবক্ষয় নির্ণয়ের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে ২টি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় SRDI, DOE, FAO এবং CEGIS ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ভূমি ও মৃত্তিকা তথ্য ব্যবহার করে দেশব্যাপী ১১ প্রকারের মৃত্তিকা অবক্ষয় এর Bench-mark মানচিত্র প্রনয়ণ করেছে এবং বর্তমানে SRDI, DOE, CEGIS এবং UNEP কর্তৃক ভূমির অবক্ষয়ের তথ্য উপাত্ত হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া মৃত্তিকা পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের বিষয়টি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এসআরডিআই-এর ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মধ্যমে রবি ২০১৯ মৌসুমে ৫৬টি উপজেলায় সরেজমিন মাটি পরীক্ষা করে মোট ২৮০০ জন কৃষককে ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

**উপসংহার**

এসআরডিআই দেশের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষক সেবার মাধ্যমে দেশের কৃষি খাতকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের সকল উপজেলার মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে এক বিশাল তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করেছে এসআরডিআই। অনলাইন সার সুপারিশমালা এদেশের ডিজিটাইজেশনের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। তাছাড়া অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ কর্মসূচির মাধ্যমেও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কৃষকদের ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করছে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে সুষম সার প্রয়োগে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিকন্তু সমস্যাযুক্ত মাটি অর্থাৎ লবণাক্ত ও অম্লীয় মাটি এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মাটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এ প্রতিষ্ঠান দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আরও অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

# মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে মাটির নমুনা পরীক্ষা ও সার সুপারিশ প্রদান

পাহাড়ের ঢালে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও ফসল উৎপাদনের জন্য আনারস হেজের ব্যবহার

হালনাগাদ উপজেলা নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ কার্যক্রম

চিংড়ি ঘেরের পতিত পাড়ের উপরিস্তরে পুষ্টিসমৃদ্ধ উর্বর মাটি যোগ করে তরমুজ চাষ

Slash and burn with Agroforestry পদ্ধতিতে জুম চাষ

পরীক্ষাগারে গবেষণারত মৃত্তিকা বিজ্ঞানী

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

www.dam.gov.bd

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

**অধিদপ্তরের সৃষ্টি**

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবিকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল 'কৃষি বাজার পরিদপ্তর'।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার 'অধিদপ্তর' হিসেবে ঘোষনা করে।

**রূপকল্প (Vision)**

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

**অভিলক্ষ্য (Mission)**

আধুনিক সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও জোগান নিরূপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

**প্রধান কার্যাবলী (Functions)**

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরূপ:-

- কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;
- কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;
- সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার, ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে,

তালিকাভুক্তকরণ, প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠনসমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;

- বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপারশপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মানসংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ; এবং
- সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম**

- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের খুচরা মূল্য সহনীয় রাখতে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে ঢাকাসহ দেশের ৩০টি জেলায় কৃষকের অংশগ্রহণে 'কৃষকের বাজার' চালু করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে শস্যগুদামে কৃষকদের ৩০২৪০ কুইন্টাল শস্য জমার বিপরীতে ৩.৮৬ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান;
- শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ৩,০২৫ জন কৃষককে শগঋক সুবিধা প্রদান এবং ১৮২০ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজার দর সহনীয় রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে প্রায় ৩২০টি বাজার মনিটরিং এ অংশগ্রহণ;
- দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় ৭০টি অনলাইন ডিসপ্লেবোর্ডের সাহায্যে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদরসহ বিভিন্ন বাজার তথ্য সম্প্রচার করা হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.dam.gov.bd) নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজারদর স্ক্রল আকারে প্রকাশ;
- ওয়েবসাইটে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয়সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বাজার দর, তুলনামূলক বাজার দর, হ্রাস-বৃদ্ধি, মূল্য প্রবণতা ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- আলু, টমেটো, ঢেঁড়স, ধান, বেগুন, চীনাবাদাম, কাঁচামরিচ, পিঁয়াজ, সরিষাসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি প্রতিবেদন;
- খুলনা বিভাগীয় শহরে মোবাইল অ্যাপস ভিত্তিক কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;
- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সাথে যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- করোনাকালীন কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যস্থতায় পরিবহন সুবিধাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পাইকারী কৃষি ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান বাবদ মোট ১,৭০,৮৮,০০০/- টাকার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে;
- চাল, গম ও ভুট্টা ফসলের (৯টি) মাসিক পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে;
- সারা দেশের সপ্তাহান্তিক বাজারদর তথ্য সংকলনের মাধ্যমে চাল, গম, আটা ও ভুট্টা ফসল-এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয়েছে;
- মোটা চাল, লাল গম ও আটা (খোলা)-এর জাতীয় গড় বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট-এ প্রেরণ;
- মৎস্য ও প্রাণী, তেল ও তেলবীজ, ডাল-কলাই, ভেষজ উদ্ভিদ, অপ্রচলিত/অপ্রধান, মৌসুমি শাকসবজি, আলু ও বেগুন-এর মাসিক গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত।

### জনবল

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে পূর্বের ৫৬৬টি পদের মধ্যে ৩০৭টি পদ বিলুপ্ত সাপেক্ষে নতুনভাবে ৪০০টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিলুপ্তকৃত ৩০৭টি পদের মধ্যে ২০৯টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত থাকায় শর্তানুযায়ী পদগুলো অদ্যবধি বিলুপ্ত হয়নি, বিধায় তা অনুমোদিত পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

| ক্র. নং | পদের নাম | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১. | গ্রেড নং-১ | ০ | ০ | ০ |
| ২. | গ্রেড নং-২ | ১ | ১ | ০ |
| ৩. | গ্রেড নং-৩ | ০ | ০ | ০ |
| ৪. | গ্রেড নং-৪ | ২ | ০ | ২ |
| ৫. | গ্রেড নং-৫ | ১৩ | ৯ | ৪ |
| ৬. | গ্রেড নং-৬ | ২৩ | ৪ | ১৯ |
| ৭. | গ্রেড নং-৭ | ২ | ২ | ০ |
| ৮. | গ্রেড নং-৮ | ০ | ০ | ০ |
| ৯. | গ্রেড নং-৯ | ৭৮ | ২৪ | ৫৪ |
| ১০. | গ্রেড নং-১০ | ৪৭ | ০২ | ৪৫ |
| ১১. | গ্রেড নং-১১ | ২১ | ১২ | ৯ |
| ১২. | গ্রেড নং-১২ | ১০১ | ২৫ | ৭৬ |
| ১৩. | গ্রেড নং-১৩ | ১৫ | ৭ | ৮ |
| ১৪. | গ্রেড নং-১৪ | ১৮ | ৯ | ৯ |
| ১৫. | গ্রেড নং-১৫ | ৫৪ | ৫১ | ৩ |
| ১৬. | গ্রেড নং-১৬ | ১৫১ | ১১২ | ৩৯ |
| ১৭. | গ্রেড নং-১৭ | ০ | ০ | ০ |
| ১৮. | গ্রেড নং-১৮ | ৪২ | ৪২ | ০ |
| ১৯. | গ্রেড নং-১৯ | ১৬ | ৮ | ৮ |
| ২০. | গ্রেড নং-২০ | ২৯০ | ১২০ | ১৭০ |
| | সর্বমোট | ৮৫৮ | ৪২৭ | ৪৩১ |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | - | ১০ | ৩২ | - | ৪২ |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | ০২ | - | ০২ |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | ৩৯৪ | - | ৩৯৪ |
| | মোট | - | ১০ | ৪২৮ | - | ৪৩৮ |

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্র. নং | গ্রেড নং | বিদেশ প্রশিক্ষণ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | - | - | - | - |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| মোট | | - | - | - | - |

উন্নয়ন প্রকল্প

১) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিপণন অংগ):

০১. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)

০২. বাস্তবায়নকাল : ১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৪

০৩. প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০২১১.১২ লক্ষ টাকা

০৪. অর্থায়নের উৎস : জিওবি ও ইফাদ

০৫. প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : (ক) বাজার তথ্য ও বাজার সংযোগের মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানিকারকদের মাঝে সংযোগ স্থাপন করা ও কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা।

: (খ) সংগ্রহোত্তর ফসলের অপচয় কমানো এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহস্থালি পর্যায়ে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

: (গ) কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ৩০০ উদ্যোক্তা তৈরি করা ও তাদের নীতিমালা অনুযায়ী ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান করা।

০৬. প্রকল্প এলাকা : ১। চট্টগ্রাম ২। ফেনী ৩। লক্ষ্মীপুর ৪। নেয়াখালী ৫। বাগেরহাট
৬। সাতক্ষীরা ৭। ভোলা ৮। ঝালকাঠি ৯। পিরোজপুর ১০। পটুয়াখালী এবং
১১। বরগুনা জেলার মোট ৩০টি উপজেলা।

০৭ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি :

| ডিপিপি বরাদ্দ লক্ষ টাকায় | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) | | ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত |
|---|---|---|---|
| | মোট ব্যয় | অগ্রগতি (%) | |
| ২০২১১.১২ | ৩৪৭৬.৮০ | ১৭.২০% | ১৭.২০% |

২) 'বাজার অবকাঠামো সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প:

০১. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)

০২. বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর-২০১৮ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত।

০৩. প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯৮৯ .০০ লক্ষ টাকা।

০৪. অর্থায়নের উৎস : জিওবি

০৫. প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : ক) প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারণ এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধি।

: খ) ফুলের ভ্যালু চেইন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

: গ) ফুলের বিপণন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নিমিত্ত অবকাঠামো সুবিধা স্থাপন করে আধুনিক এবং টেকসই বাজার সংযোগ বিস্তার।

০৬. প্রকল্প এলাকা : ঢাকা, মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা।

০৭ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি :

| ডিপিপি বরাদ্দ লক্ষ টাকায় | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) | | ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত |
|---|---|---|---|
| | মোট ব্যয় | অগ্রগতি (%) | |
| ৪৯৮৯.০০ | ২৬৮.১০ | ৫.৩৭% | ৫.৩৭% |

৩) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প

| | | |
|---|---|---|
| ০১. বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০২. বাস্তবায়নকাল | : | ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত |
| ০৩.প্রাক্কলিত ব্যয় | : | মোট: ১৬০০০.০০ |
| ০৪. অর্থায়নের উৎস | : | জিওবি: ১৬০০০.০০ |
| ০৫.প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য | : | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো, লজিস্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।<br>প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ<br>ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ;<br>খ) গৃহ পর্যায়ে শাকসবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা, কৃষিপণ্যের পুষ্টিগতমান বজায় রাখা, কৃষিপণ্য সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা এবং শাকসবজি এবং ফলমূলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা ;<br>গ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিস্টিক সুবিধা বৃদ্ধি ;<br>ঘ) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা ;<br>ঙ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমন গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ;<br>চ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। |
| ০৬.প্রকল্প এলাকা | : | নির্বাচিত ৩১টি জেলা। |
| ০৭ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | |

| ডিপিপি বরাদ্দ লক্ষ টাকায় | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) | | ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত |
|---|---|---|---|
| | মোট ব্যয় | অগ্রগতি (%) | |
| ১৬০০০.০০ | ২৯৫.৭০ | ১.৮৫% | ১.৮৫% |

**কর্মসূচিসমূহ**

১) অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচি

| | | |
|---|---|---|
| ০১. বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০২. বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই, ২০১৭ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত। |
| ০৩. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | মোট: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা |
| ০৪. অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | জিওবি: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা |
| ০৫. কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য | : | ১) অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন করে উৎপাদনকারী, মধ্যস্থকারবারি, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাসহ ভোক্তাসাধারণকে পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত তথ্য অবহিত করা;<br>২) অধিদপ্তর কতৃক বর্তমানে ব্যবহৃত computer hardware এবং আনুষঙ্গিক উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও প্রতিস্থাপন;<br>৩) মোবাইল ফোনভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবারহ ব্যবস্থার প্রচলন;<br>৪) Online ভিত্তিক কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্যের বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন;<br>৫) আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও উন্নয়ন;<br>৬) বর্তমান ওয়েবসাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; ও<br>৭) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সহায়তা প্রদান। |
| ০৬. কর্মসূচি এলাকা | : | সমগ্র বাংলাদেশ |
| ০৭. কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি | : | |

| পিপিএনবি বরাদ্দ লক্ষ টাকায় | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) | | ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত |
|---|---|---|---|
| | মোট ব্যয় | অগ্রগতি (%) | |
| ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা | ১৩৭.০০ | ১০০% | ১০০% |

২) কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি

০১. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)

০২. বাস্তবায়নকাল : ১ জুলাই,২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত।

০৩. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট: ২২৫.০০ লক্ষ টাকা

০৪. অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) : জিওবি: ২২৫.০০ লক্ষ টাকা

০৫. কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য : গৃহ ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য হিসেবে বাজার চাহিদা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে এর বাজার উন্নয়ন ও জনগনের পুষ্টির উন্নয়ন সাধন করাই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ

১। দেশ ও বিদেশে প্রচলিত কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার বাংলাদেশে জনপ্রিয় করা

২। গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ করা।

৩। কাঁঠাল ব্যবহার বহুমুখী করণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিগত ও বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা।

৪। প্রযুক্তিগত ও বিপণন সহায়তা প্রদান করা।

৫। বাজার উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও বিপণন প্রসারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৬। প্রক্রিয়াজতকরণ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কাঁঠাল প্রক্রিয়াজত শিল্পের বিকাশ ঘটানো।

০৬. কর্মসূচি এলাকা : গাজীপুর, নরসিংদী, রংপুর, টাঙ্গাইল ও রাঙ্গামাটি।

০৭. কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি :

| পিপিএনবি বরাদ্দ লক্ষ টাকায় | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) | | ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত |
|---|---|---|---|
| | মোট ব্যয় | অগ্রগতি (%) | |
| ২২৫.০০ লক্ষ টাকা | ১১০.৪৭ | ৪৯.১০% | ৪৯.১০% |

বিশেষ অর্জন (স্বীকৃতি)

- জাতীয় সবজি মেলা-২০১৯ ৩য় স্থান অর্জন।
- পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার।

**উপসংহার**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের জন্য যৌক্তিক মূল্যে পণ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পণ্যের জোগান ও বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখা, পরিকল্পিত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসার, দলভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, ফসলের সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস এবং কৃষক ও ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

## কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও কৃষি সচিব মহোদয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় সভা

মানিক মিয়া এভিনিউয়ের সেচ ভবনে স্থাপিত কৃষকের বাজার পরিদর্শনে সম্মানিত কৃষি সচিব

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত অ্যাসেম্বল সেন্টারে কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয়

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহায়তায় বসতবাড়িতে প্রাকৃতিকভাবে নির্মিত আলুর সংরক্ষণাগার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজিস লিমিটেড এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

# তুলা উন্নয়ন বোর্ড

# তুলা উন্নয়ন বোর্ড

www.cdb.gov.bd

তুলা টেক্সটাইল মিলের প্রধান কাঁচামাল এবং চাষিদের নিকট একটি অর্থকরী ফসল। দেশের বস্ত্র শিল্পের বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে তুলাচাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। এরপর ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে সমভূমির তুলাচাষ শুরু হওয়ার পর থেকে তুলা চাষ এলাকা ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে হাইব্রিড ও উচ্চফলনশীল জাতের তুলাচাষ প্রবর্তনের ফলে তুলার ফলন হেক্টরপ্রতি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে তুলার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলার বাজার ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কৃষি পণ্যের চেয়ে ভালো হওয়ায় চাষিদের নিকট তুলা এখন একটি লাভজনক ফসল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও জিনিং এবং ঋণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

**লক্ষ্য**

২০১৯-২০ মৌসুমে ৪৪৪৩০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১,৭৭৮৮৭ বেল আঁশতুলা উৎপাদন হয়েছে। আগামীতে তুলার হেক্টরপ্রতি ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তুলার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা আমেরিকান বোলওয়ার্ম প্রতিরোধী Bt Cotton এর Confined Trial (চূড়ান্ত পর্যায়) স্থাপন করা হয়েছে এবং অতি শিগগিরই BNCB (Bangladesh National Committee of Biosafety) এর অনুমোদন নিয়ে Bt Cotton অবমুক্ত করা হবে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এবং IAEA (International Atomic Energy Agency) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি, লবণাক্ত সহনশীল ও রোগপ্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন তুলা উৎপাদনকারী দেশের সাথে যোগাযোগ করে স্বল্পমেয়াদি তুলার জার্মপ্লাজম এনে গবেষণার মাধ্যমে তুলার হাইব্রিড ও স্বল্পমেয়াদি জাত অবমুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও নির্মাণ, জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির মাধ্যমে এর সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল ফসলকে ব্যাহত না করে স্বল্প উৎপাদনশীল অঞ্চল যেমন-বরেন্দ্রসহ খরাপ্রবণ, লবণাক্ত ও চরাঞ্চল এবং পাহাড়ি এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

**উদ্দেশ্য**

- তুলা চাষিদের সংগঠিত করে তুলা চাষ বৃদ্ধি এবং তুলা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ, উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, সেচ ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
- তুলা চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন;
- চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলা প্রক্রিয়াকরণের জন্য জিনিং ব্যবস্থাকে উৎসাহপ্রদান;
- বীজতুলা বাজারজাত করণে সহায়তা প্রদান; এবং
- তুলা উন্নয়ন কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারিত উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্নতার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন।

## ভিশন (Vision)

তুলা ও তুলা ফসলের উপজাত এর উৎপাদন বৃদ্ধি।

## মিশন (Mission)

গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী ও কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ, বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তার মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি।

**কার্যাবলি**

- বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগ উপযোগী পরিবেশবান্ধব স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- প্রশিক্ষণ, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস ইত্যাদির মাধ্যমে চাষি পর্যায়ে তুলা চাষের আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর ও বিস্তার করা;
- তুলা চাষের জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তুলার ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সম্প্রাসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;

- তুলা চাষিদের বিভিন্ন উপকরণ (উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান;
- জিনারদের বেসরকারিভাবে বীজতুলা এবং এর উপজাত প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান এবং
- তুলা চাষিদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;

ছক-১: তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

| ক্র: নং | গ্রেড নং | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১ | গ্রেড ১ | ১ | ১ (চ. দা.) | - |
| ২ | গ্রেড ২ | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ৩ | ৩ | ১ (চ. দা.) | ২ |
| ৪ | গ্রেড ৪ | ৪ | - | ৪ |
| ৫ | গ্রেড ৫ | ৫ | ৫ | - |
| ৬ | গ্রেড ৬ | ৩৫ | ২২ | ১৩ |
| ৭ | গ্রেড ৭ | - | - | - |
| ৮ | গ্রেড ৮ | - | - | - |
| ৯ | গ্রেড ৯ | ৬৭ | ৩৫ | ৩২ |
| ১০ | গ্রেড ১০ | ২১৪ | ৮৪ | ১৩০ |
| ১১ | গ্রেড ১১ | ৪ | ২ | ২ |
| ১২ | গ্রেড ১২ | - | - | - |
| ১৩ | গ্রেড ১৩ | ৮ | ৩ | ৫ |
| ১৪ | গ্রেড ১৪ | ১৯৮ | ১৪৬ | ৫২ |
| ১৫ | গ্রেড ১৫ | ১২ | ৬ | ৬ |
| ১৬ | গ্রেড ১৬ | ১০১ | ৬৩ | ৩৮ |
| ১৭ | গ্রেড ১৭ | - | - | - |
| ১৮ | গ্রেড ১৮ | ৩ | ২ | ১ |
| ১৯ | গ্রেড ১৯ | - | - | - |
| ২০ | গ্রেড ২০ | ২২৫ | ১৬০ | ৭৩ |
| | মোট | ৮৮০ | ৫২২ | ৩৫৮ |

ছক-২: (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৩৭ | - | ৯০ | - | ১২৭ |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | ২১০ | - | ২১০ |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ০ | - | ৮০ | - | ৮০ |
| | মোট | ৩৭ | - | ৩৮০ | - | ৪১৭ |

ছক-২: (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

| ক্র: নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি | এম.এস | অন্যান্য | মোট | |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ০১ | ০০ | - | ০১ | |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | |
| | মোট | ০১ | ০০ | - | ০১ | |

ছক-২: (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্র: নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট | |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ০৭ | - | ০১ | ০৮ | |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | |
| | মোট | ০৭ | - | ০১ | ০৮ | |

ছক-৩ : ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

| ক্র: নং | ফসলের নাম | ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ অর্থবছরের উৎপাদন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০১. | তুলা | ১.৮ লাখ বেল | ১.৭৭ লাখ বেল | |

### (ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ, জিনিং, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

### গবেষণা কার্যক্রম

২০১৯-২০ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে সিবি-১৮ নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত ও ৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিগত ২০১৯-২০ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ৫টি গবেষণা কেন্দ্র/খামারে প্রজনন, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব ডিসিপ্লিনে তুলার ২৮টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ১৩টি জোনে (যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) মোট ১৩টি অনফার্ম ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণার কাজের উন্নয়ন ও তুলার নতুন জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে IsDB এর আর্থিক সহায়তায় 'এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় তুলা গবেষণা খামারে তুরস্কের ১২টি উচ্চফলনশীল জার্মপ্লাজমের পরীক্ষা চলছে। পরবর্তীতে এই জার্মপ্লাজমগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে তুলার নতুন জাত উদ্ভাবন সম্ভব হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে দেশের ঐতিহ্যবাহী 'মসলিন' তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য 'ফুটিকার্পাস' এর অনুসন্ধান ও গবেষণা কাজ করা হয়েছে। BARC এর NATP-2 প্রকল্পের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

### বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

২০১৯-২০ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সমতল ও পাহাড়ি এলাকা মিলিয়ে মোট ৫টি গবেষণা খামার/কেন্দ্রে (শ্রীপুর, জগদীশপুর, সদরপুর, মাহিগঞ্জ ও বালাঘাটা) মোট ৩.৫ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ৩.০ টন মৌলবীজ এবং ৫০.০ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ৬০.০ টন ভিত্তিবীজ উৎপাদন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ১৩টি জোনে চুক্তিবদ্ধ তুলা চাষিদের মাধ্যমে ৫০ হেক্টর জমিতে সমভূমির তুলার মানঘোষিত তুলাবীজ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় যা থেকে প্রায় ৫০ টন মানঘোষিত বীজ পাওয়া যায়। এসব বীজ ২০১৯-২০ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ইউনিট অফিসসমূহের মাধ্যমে সাধারণ তুলাচাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতের ২১ মেট্রিক টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করে ১২ মেট্রিক টন বীজ পাওয়া যায়। পাহাড়ি জাতের তুলার বীজ তুলা চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

### তুলাচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

২০১৯-২০ মৌসুমে দেশের ১৩টি জোনে ৪৪৪৩০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১.৭৭ লাখ বেল আঁশতুলা উৎপাদন হয়েছে। চাষিদের তুলাচাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিগত ২০১৯-২০ মৌসুমে দেশের ১৩টি জোনের ১৯৫টি ইউনিটে মোট ৩৫৩৩টি প্রদর্শনী এবং ৫০ হেক্টর জমিতে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

### মার্কেটিং ও জিনিং কর্মসূচি

তুলা উন্নয়ন বোর্ড বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের দ্বারা উৎপাদিত বীজতুলা ক্রয় করে থাকে। তবে সাধারণ চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলা বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাদানের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ মানের বীজতুলাও ক্রয় করে থাকে। বিগত ২০১৯-২০ মৌসুমে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ১৪৬ মেট্রিক টন মানঘোষিত বীজতুলা ক্রয় করে। ক্রয়কৃত বীজতুলা নিজস্ব জিনিং কেন্দ্রে জিনিং ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। ২০১৯-২০ মৌসুমের পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চাষিদের নিকট থেকে ক্রয়কৃত উন্নতমানের ২১ মেট্রিক টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করা হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব

জিনিং সেন্টারে তুলা গবেষণা খামারসমূহে উৎপাদিত ১০৬ মেট্রিক টন এবং জোনসমূহ হতে ক্রয়কৃত মোট ১৪৬ মেট্রিক টন বীজতুলা জিনিং করা হয়।

**ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম**

তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতি মৌসুমে ক্ষুদ্র চাষিদের তুলা চাষে উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য সম্প্রসারণকর্মীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করে থাকে। বিতরণকৃত ঋণের ওপর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক (ফসলি ঋণের উপর) নির্ধারিত সুদ হারের অনুরূপ সুদ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। এছাড়া, তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা চাষিদের ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০১৯-২০ মৌসুমে তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রায় ১৬৫.৩৬ লাখ টাকা বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করা হয় এবং সুদসহ মোট ৪৭.৪৬ লাখ টাকা বিভাগীয় ঋণ আদায় করা হয়েছে। ঋণ আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প**

**সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ :**

- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে এবং আধুনিক তুলাচাষ প্রযুক্তির ব্যবহার করে তুলার আবাদ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা, খরা, নদীর তীরবর্তী ও বন্যামুক্ত চরাঞ্চল, দুই পাহাড়ের ঢাল ও তার মধ্যবর্তী সমতলভূমি, বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে শস্য নিবিড়তা কম এমন জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা;
- কৃষি বনায়নের মাধ্যমে তুলাচাষ সম্প্রসারণ এবং পর্যায়ক্রমে তামাক চাষ এলাকায় তামাকের পরিবর্তে তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা;
- তুলাভিত্তিক লাভজনক শস্যবিন্যাস জনপ্রিয় করা;
- ভিত্তিবীজ ও প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদন করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/সম্প্রসারণকর্মীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা এবং স্টাডি ট্যুর এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- তুলাচাষের ওপর তুলাচাষিদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, মোটিভেশনাল ট্যুর এবং এক্সচেঞ্জ ভিজিটের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‌্যালি ও এক্সচেঞ্জ ভিজিট প্রভৃতির মাধ্যমে তুলা চাষের আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের মাঝে সম্প্রসারণ করা;
- তুলাচাষ সম্প্রসারণের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে তুলা উৎপাদনকারী দেশ/ইনস্টিটিউশন এর কটন এক্সপার্টদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আইসিটি কার্যক্রম উন্নয়ন করা;
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতবাড়িতে শিমুল তুলার চারা রোপণ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্প (ফেজ-১) এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

প্রশিক্ষণ : সাধারণ তুলাচাষি প্রশিক্ষণ- ২০০টি,

চুক্তিবদ্ধ তুলাচাষি প্রশিক্ষণ-৬টি,

কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ -২০০টি,

চাষি মাঠ দিবস -২০০টি,

কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২টি, ও

মাঠকর্মী প্রশিক্ষণ-৪টি

সাধারণ প্রদর্শনী (বিঘা) : ২৬১০টি

মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে ব্যবহৃত জমি (হেক্টর): ৫০ হেক্টর

অবকাঠামোগত উন্নয়ন : মেহেরপুর ও ঝিনাইদহে ২টি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

**(ছ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি**

তুলার আঁশের গুণগত মান বৃদ্ধি ও চাষিদের উচ্চমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্পিনিং মিল, টেক্সটাইল মিল, বীজ কোম্পানি ও প্রাইভেট জিনিং কেন্দ্রের মালিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও করণীয় দিক সম্পর্কে বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া তুলার উপজাত হিসেবে বেসরকারিভাবে ৭৫০ মেট্রিক টন ভোজ্যতেল ও ৪২০০ মেট্রিক টন উন্নত মানের খৈল উৎপাদিত হয়েছে।

### (জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

১। সিবি-১৮ নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।

২। গবেষণার মাধ্যমে ৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণার কাজের উন্নয়ন ও তুলার নতুন জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে IsDB এর আর্থিক সহায়তায় 'এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষকপ্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এইপ্রকল্পের আওতায় তুলা গবেষণা খামারে তুরস্কের ১২টি উচ্চফলনশীল জার্মপ্লাজমের পরীক্ষা চলছে। পরবর্তীতে এই জার্মপ্লাজমগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে তুলার নতুন জাত উদ্ভাবন সম্ভব হবে।

৪। বাংলাদেশে বিটি কটনের প্রবর্তনের Bt cotton এর কনফাইন্ড ট্রায়াল (চূড়ান্ত ট্রায়াল) চলছে। ট্রায়াল শেষে বাংলাদেশে বিটি কটন অবমুক্ত করা হবে।

৫। সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্প (ফেজ-১) এর আওতায় মেহেরপুর ও ঝিনাইদহে ২টি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

৭। স্বল্পমেয়াদি ও উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাত সংগ্রহের লক্ষ্যে চীন, পাকিস্তান, ভারত, তুরস্ক, আফ্রিকার তুলা উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশের তুলা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পাকিস্থান হতে ৪টি, তানজানিয়া হতে ৩টি, তাজিকিস্তান হতে ৩টি, চীন হতে ২টি এবং ভারত থেকে ৩টি স্বল্পমেয়াদি জাতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮। IAEA (International Atomic Energy Agency) হতে ২টি উচ্চ তাপসহিষ্ণু মিউটেন্ড তুলার জাতের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৯। তুলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এবং IAEA (International Atomic Energy Agency) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি ও রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

১০। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহ, বৃহত্তর রংপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় তামাকের চাষ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে তামাকের জমিগুলো তুলা চাষের আওতায় আনা হচ্ছে;

১১। পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলায় পাহাড়ের ভ্যালি ও পাহাড়ের ঢালে পাহাড়ি তুলা ছাড়াও সমভূমি তুলার চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত অঞ্চলে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্য উৎপাদনকে ব্যহত না করে তুলার সাথে ধান-তুলার আন্তঃচাষ করা হচ্ছে;

১২। তুলা একটি খরাসহিষ্ণু ফসল। অন্যান্য ফসলের তুলনায় তুলা চাষে স্বল্প সেচের প্রয়োজন হয় বিধায় দেশের খরাপ্রবণ বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

১৩। সম্প্রসারিত তুলা চাষ (ফেজ-১) প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় তুলাচাষিদের মাঝে বিনামূল্যে ৫০০০০টি শিমুল তুলার চারা বিতরণ করা হয়েছে।

### (ঝ) উপসংহার

তুলা চাষ হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দরিদ্র্য পল্লী এলাকার পুরুষ ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিতে ক্রমবর্ধমান হারে অবদান রেখে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তুলার বাজারজাতকরণ, স্বল্প সুদে (৪% হারে) তুলা চাষিদের ঋণ সুবিধা প্রদান এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগ বিধির দ্রুত সমাধান, অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠন, রিভিজিট এর মাধ্যমে জনবল বৃদ্ধিসহ গবেষণা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রতি বছর ৫-৬ লাখ বেল তুলা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

# তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বস্ত্রমেলা-২০২০ এ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের স্টল পরিদর্শন

তুলা-লালশাকের আন্তঃফসল চাষ

বীজ তুলা উত্তোলন

পাহাড়ি অঞ্চলে তুলা চাষ

তুলার জিনিং (আঁশ ও বীজ আলাদাকরণ) কার্যক্রম

তুলার জিনিং (আঁশ ও বীজ আলাদাকরণ) কার্যক্রম

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

# বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

www.bmda.gov.bd

বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলাকে নিয়ে বিএডিসি'র অধীনে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি) গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, হাজা/মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ। ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারী রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার মোট ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে 'বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)' গঠিত হয় এবং বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)-২য় পর্যায় অনুমোদিত হয়। এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ষাটের দশকে স্থাপিত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় অঞ্চলে ১২১৭টি অকেজো গভীর নলকূপ সচল করার জন্য ২০০৩ সালে বিএমডিএকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক বছরের মধ্যে নলকূপগুলো সচল করা হয় এবং এসব এলাকা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত হয়। কর্তৃপক্ষের কাজের সফলতার ধারাবাহিকতায় নাটোর জেলাসহ বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায় দীর্ঘ দিনের অকেজো ২৪১৫টি গভীর নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

**লক্ষ্য**

১) বরেন্দ্র অঞ্চলকে বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডারে রূপান্তর।
২) মরুময়তা রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন এবং সম্পূরক সেচের জন্য খাল ও দীঘি পুনঃখনন।
৩) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ।
৪) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

**উদ্দেশ্য**

১) সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
২) কৃষি যান্ত্রিকিকরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শস্যের বহুমুখীকরণ;
৩) পরিবেশের ভাসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ;
৪) কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষাবেক্ষণ;
৫) সেচযন্ত্র স্থাপন এবং লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ;
৬) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন;
৭) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

**রূপকল্প (Vision)**

বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

**অভিলক্ষ্য (Mission)**

সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদি জমি সম্প্রসারণ, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ।

**কার্যাবলি**

| কার্যাবলি | অগ্রগতি | |
|---|---|---|
| | ২০১৯-২০ অর্থবছর | জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমোপুঞ্জিভুত |
| খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন (কিমি.) | ১৩.৫০ | ২০১৪.৮২ |
| খাস পুকুর পুনঃখনন (টি) | ১৪ | ৩১১২ |
| পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ (টি) | -- | ৭৪৭ |
| নদীতে পন্টুন স্থাপন (টি) | -- | ১১ |
| খননকৃত পাতকুয়া সোলার প্যানেল স্থাপন (টি) | ১৭২ | ৪৮৯ |

| কার্যাবলি | অগ্রগতি | |
|---|---|---|
| | ২০১৯-২০ অর্থবছর | জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমোপুঞ্জিভুত |
| সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত সেচযন্ত্রে সোলার প্যানেল স্থাপন (টি) | ১৩ | ১১৯ |
| নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে এলএলপি স্থাপন (টি) | ১৩ | ৫৩২ |
| অচালু গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (টি) | -- | ৪৩৪০ |
| সেচনালা নির্মাণ (কিমি.) | ৭৪ | ১২২৫৯ |
| সেচনালা বর্ধিতকরণ (কিমি.) | -- | ১১০৭.৬০ |
| বীজ উৎপাদন (মেট্রিক টন) | ৬০০ | ৫৮০০ |
| পাকা সড়ক নির্মাণ (কিমি.) | -- | ১১৪৪ |
| বৃক্ষরোপণ (লক্ষটি) ফলজ, বনজ ও ঔষধী | ০.০৮ | ২৫৭.৪০ |
| তালবীজ | ৪.৫৪ | ৩৭.৫৪ |
| | | |
| কৃষক প্রশিক্ষণ (জন) | ২৩০০ | ১৪৯৭৯৭ |
| গভীর নলকূপ স্থাপন (টি) | -- | ১১১৮৫ |
| সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (টি) | -- | ১৬০৫৭ |

(খ) জনবল :

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত জনবল, কর্মরত জনবল, শূন্যপদের তথ্যঃ

| ক্র : নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য | # কর্তৃপক্ষে বর্তমানে কর্মরত মোট ৮৫৪ জন জনবল রয়েছে। তন্মদ্ধে ৬৫০ জন রাজস্ব খাতভুক্ত এবং ১ম শ্রেণি-৪৭, ২য় শ্রেণী-১৭, ৩য় শ্রেণি-১৩৪ এবং ৪র্থ শ্রেণি-৬ জন সর্বমোট-২০৪ জন জনবল কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন চলমান প্রকল্পে কর্মরত আছে। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের আয় হতে নির্বাহ হয়ে থাকে। |
| ১ | গ্রেড-১ | -- | -- | -- | |
| ২ | গ্রেড-২ | ১ | ১ | -- | |
| ৩ | গ্রেড-৩ | -- | -- | -- | |
| ৪ | গ্রেড-৪ | ১ | ১ | -- | |
| ৫ | গ্রেড-৫ | ১০ | ১০ | -- | |
| ৬ | গ্রেড-৬ | -- | -- | -- | |
| ৭ | গ্রেড-৭ | -- | -- | -- | |
| ৮ | গ্রেড-৮ | -- | -- | -- | |
| ৯ | গ্রেড-৯ | ৩০ | ৩০ | -- | |
| ১০ | গ্রেড-১০ | ১১০ | ১১০ | -- | |
| ১১ | গ্রেড-১১ | ২৬ | ২৬ | -- | |
| ১২ | গ্রেড-১২ | ১২৪ | ১২৪ | -- | |
| ১৩ | গ্রেড-১৩ | ২৮ | ২৮ | -- | |
| ১৪ | গ্রেড-১৪ | ২১০ | ২১০ | -- | |
| ১৫ | গ্রেড-১৫ | -- | -- | -- | |
| ১৬ | গ্রেড-১৬ | ৪ | ৪ | -- | |
| ১৭ | গ্রেড-১৭ | -- | -- | -- | |
| ১৮ | গ্রেড-১৮ | -- | -- | -- | |
| ১৯ | গ্রেড-১৯ | ১০৬ | ১০৬ | -- | |
| ২০ | গ্রেড-২০ | -- | -- | -- | |
| | মোট= | ৬৫০ | ৬৫০ | | |

*২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি : কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি হয়নি।*

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২ : (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র : নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| | গ্রেড-১-৯ | ২৫ | ০২ | ২০ | -- | ৪৭ |
| ১ | গ্রেড-১০ | ১৭ | -- | ৩২ | -- | ৪৯ |
| ২ | গ্রেড-১১-২০ | ৪৪ | -- | ১১৭ | -- | ১৬১ |
| ৩ | মোট= | ৮৬ | ০২ | ১৬৯ | -- | ২৫৭ |

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | উচ্চ শিক্ষা | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি | এমএস | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | -- | -- | -- | -- |
| ২ | গ্রেড ১০ | -- | -- | -- | -- |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | -- | -- | -- | -- |
| | মোট | -- | -- | -- | -- |

ছক-২ : (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্র. নং | গ্রেড নং | বিদেশ প্রশিক্ষণ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | -- | -- | -- | -- |
| ২ | গ্রেড ১০ | -- | -- | -- | -- |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | -- | -- | -- | -- |
| মোট | | -- | -- | -- | -- |

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

**খাল ও পুকুর পুনঃখনন**

১৩.৫০ কিমি. খাল ও ১৪টি পুকুর পুনঃখনন করে ভূউপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৩৬০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করে প্রায় অতিরিক্ত প্রায় ২.৫০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশষ্য উৎপাদন করা হয়েছে।

**পাতকুয়া (Dugwell) খনন**

১২৩টি পাতকুয়ায় ভূগর্ভস্থ পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফানেল আকৃতির কাঠামো স্থাপনপূর্বক ১৭২টি (বিগত বছরের অবশিষ্ট খননকৃতসহ) পাতকুয়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল যেমন : আলু, পটোল, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পেঁয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, ছোলা, মসুর ইত্যাদি আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালির কাজে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

**এলএলপি স্থাপন**

সেচকাজে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃখননকৃত খাল ও নদীর পাড়ে মোট ১৩টি এলএলপি স্থাপনপূর্বক সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালনা করে অতিরিক্ত প্রায় ৩৭০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

### ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ ও বর্ধিতকরণ

স্থাপিত সেচযন্ত্রে ৭৪ কিমি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করে সেচেরপানির অপচয় রোধ, কৃষি জমির সাশ্রয়সহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় অতিরিক্ত ৮৫০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে প্রায় ১০৪০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।

### সেচযন্ত্রের ব্যবহার

২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১৬০৫৭টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ও এলএলপি) সেচকাজে ব্যবহার করে রবি/বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে প্রায় ৫.২৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানসহ প্রায় ৪০.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

### বীজ উৎপাদন

৬০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতীর ধান ও গম বীজ উৎপাদন করে মাঠপর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। যা অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

### বনায়ন

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে ৮০০০ বিভিন্ন প্রজাতীর ফলজ, বনজ ও ঔষধী বৃক্ষ এবং ৪.৫৪ লক্ষ তালবীজ রোপণ করা হয়েছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষাসহ বজ্রপাতে প্রাণহাণীর প্রকোপ কমেছে।

### কৃষক প্রশিক্ষ

ফসলের বহুমুখীকরণ (Crop diversification), সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, সেচকাজে পাতকুয়ার পানি ব্যবহার পদ্ধতি, AWD পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে ২৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

### (ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলোঃ

১। প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন প্রকল্প;
প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত;
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৩৪৮.৩৮ লক্ষ টাকা;
মূল উদ্দেশ্য : পাতকুয়া খনন করে কম পানি ব্যবহার হয় এরকম শস্য উৎপাদন ও গৃহস্থালীর কাজে পানি সরবরাহ।
২০১৯-২০ অর্থবছরঃ
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ২৪০১.০০ লক্ষ টাকা;
ব্যয় : ১৮৫১.০০ লক্ষ টাকা (৭৭.০৯%);
ভৌত অগ্রগতি : ৭৭.১১%।

২। প্রকল্পের নাম : শস্য উৎপাদনে মান সম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প;
প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত;
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০৪৬.২৩ লক্ষ টাকা;
মূল উদ্দেশ্য : উন্নত বীজ উৎপাদন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষরাসহিষ্ণু, অল্প পানির ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
২০১৯-২০ অর্থবছর
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৪৮.০০ লক্ষ টাকা;
ব্যয় : ৪৭.৫০ লক্ষ টাকা (৯৮.৯৬%)
ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।

৩। প্রকল্পের নাম : রাজশাহী জেলার বাঘা, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূউপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্প;
প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত;
প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫৬০.৫১ লক্ষ টাকা;
মূল উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় ১২৫০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরসনপূর্বক আবাদি জমি বৃদ্ধি এবং ৩৫০ হেক্টর জমির সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৮৮০০০ মে: টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন ।
২০১৯-২০ অর্থবছর
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ১৮১০.০০ লক্ষ টাকা;
ব্যয় : ১৭৪০.০৫৩৩ লক্ষ টাকা (৯৬.১৪%);
ভৌত অগ্রগতি : ৯৭.২২%।

৪। ভূউপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ;
প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত;
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৫৫৭.৫২১ লক্ষ টাকা;
মূল উদ্দেশ্য : খাস মজা খাল পুন : খননের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির জলাধার বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, সেচ কাজে ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাসকরণ ও রিচার্জ বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ এবং ৪৪৭ হেক্টর জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে ৩০৮১৬ মে : টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন।
২০১৯-২০ অর্থবছরঃ
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩০০.০০ লক্ষ টাকা;
ব্যয় : ২২৫.০০ লক্ষ টাকা (৭৫.০০%);
ভৌত অগ্রগতি : ৭৮.৭৩%।

৫। পুকুর পুনঃখনন ও ভূউপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার;
প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত;
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২৮১৮.৭৫ লক্ষ টাকা;
মূল উদ্দেশ্য : সরকারি খাস মজা পুকুর/দীঘি পুনঃখনন করে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণে সহায়তা ও বহুমুখী কাজে ব্যবহারোপযোগীকরণ এবং ৩০৫৮ হেক্টর জমির সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮৩৪৮ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল ও ১০৮৮ মেট্রিক টন অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন।
২০১৯-২০ অর্থবছরঃ
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩০০.০০ লক্ষ টাকা;
ব্যয় : ২২৫.০০ লক্ষ টাকা (৭৫.০০%);
ভৌত অগ্রগতি : ৯০.৫০%।

৬। ভূউপরিস্থ পানির সর্ব্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প;
প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত;
প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫০৫৬.৬৩ লক্ষ টাকা;
মূল উদ্দেশ্য : খাল/বিল/পুকুর পুন : খননের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে ১০২৫০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান ও ৮৩,৪০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন।
২০১৯-২০ অর্থবছরঃ
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩২০.০০ লক্ষ টাকা;
ব্যয় : ২২৫.৭৬ লক্ষ টাকা (৭০.৫৫%);
ভৌত অগ্রগতি : ৮০.৭৮%।

মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ৫১.৭৯ কোটি টাকা, ব্যয় ৪৩.১৪৩১ কোটি টাকা (৮৩.৩০%) এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৪.৪৩%।

বর্ণিত বছরে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা ১টি
১। শস্য উৎপাদনে মান সম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

**(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি :** ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২টি কর্মসূচি কর্তৃপক্ষে বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলোঃ

১। কর্মসূচির নাম : বরেন্দ্র এলাকায় তালবীজ রোপণ কর্মসূচি;
কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত;
প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬০.০০ লক্ষ টাকা;
মূল উদ্দেশ্য : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা ও বজ্রপাতে প্রাণহাণী লঘব করা।
২০১৯-২০ অর্থবছরঃ
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ১০০.০০ লক্ষ টাকা;
ব্যয় : ৭০.৩৫ লক্ষ টাকা (৭০.৩৫%);
ভৌত অগ্রগতি : ৭২.৬৫%।

২। কর্মসূচির নাম : নওগাঁ সদর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়নের মালঞ্চি বিলের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি;
কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত;
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪৯.১৫ লক্ষ টাকা;

মূল উদ্দেশ্য : নওগাঁ সদর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়নের মালঞ্চি বিলের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ৭১০ হেক্টর জমিতে বছরে ৩টি (ন্যূনতম ২টি) ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা।
২০১৯-২০ অর্থবছরঃ
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ১০৩.৭০ লক্ষ টাকা;
ব্যয় : ১০৩.৭০ লক্ষ টাকা (১০০%);
ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।

**বর্নিত বছরে সমাপ্ত কর্মসূচির সংখ্যা ১টি**

১। বরেন্দ্র এলাকায় তালবীজ রোপণ কর্মসূচি।

**(ছ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি :** নেই।

**(জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

**জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপ :**

১) ১৩.৫০ কিমি. খাল ও ১৪টি পুকুর পুনঃখনন করে ভূউপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রায় ৩৬০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান ও অতিরিক্ত প্রায় ২.৫০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশষ্য উৎপাদন করা হচ্ছে।

২) ১২৩টি পাতকুয়া খনন ও ১৭২টি পাতকুয়ায় সৌরশক্তি দ্বারা পাম্প পরিচালনা করে পানি উত্তোলনপূর্বক প্রায় ২৫০ হেক্টর জমিতে সবজি (আলু, বেগুন, টমেটো, ছোলা, সরিষা, মসুর, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি) চাষে ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩) সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে পুনঃখননকৃত খাল ও নদীর পাড়ে মোট ১৩টি সৌরশক্তিচালিত এলএলপি স্থাপন করে প্রায় ৩৭০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।

# বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

পোরশা উপজেলার বাহারুল মৌজায় পাতকুয়ার পানি দ্বারা কচু চাষ

বাঘা উপজেলায় খননকৃত ৫.৭ কিমি. নওটিকা খাল,
সেচ এলাকা ১৯০ হেক্টর

পত্নীতলা উপজেলার রামরামপুর মৌজায় পাতকুয়ার পানি দ্বারা পটল চাষ

পবা উপজেলায় খননকৃত কাজীপাড়া খালে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

খননকৃত পাতকুয়ার পানির যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে
কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার মুন্ডুমালা পৌরসভায় খননকৃত
০.৯৬ একরের পুকুর

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

# বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

www.birtan.gov.bd

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)।

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডা : মো : ইব্রাহিম জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে 'ফলিত পুষ্টি প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প শুরু করেন। ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ 'ফলিত পুষ্টি' প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN) করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সালে এ প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) এ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ফলিত পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পীঠস্থান (Center of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২' পাস হয়। ১৯ জুন, ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ১৮ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বারটান-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে ১০০ একর জায়গায় নির্মিত হচ্ছে বারটান-এর প্রধান কার্যালয়। এখানে আন্তর্জাতিক মানের ফলিত পুষ্টি গবেষণাগারসহ, প্রশিক্ষণ ভবন, ডরমিটরি, অফিস ভবন, গবেষণার জন্য ফার্ম শেড, পুকুর, স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী (সুবর্ণচর) এবং রংপুরে (পীরগঞ্জ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

ভিশন

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

মিশন

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

জনবলের তথ্য

| সংস্থার নাম | অনুমোদিত পদ | পূরণকৃত পদ | শূন্যপদ | মন্তব্য* |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ |
| বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট | ২৫৭ | ৫৯ | ১৯৮ | |
| মোট | ২৫৭ | ৫৯ | ১৯৮ | |

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

| অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ | ২য় শ্রেণির পদ | ৩য় শ্রেণির পদ | ৪র্থ শ্রেণির পদ | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪৮ | ৩০ | ৬০ | ৬০ | ১৯৮ |

## ২. মানবসম্পদ উন্নয়ন

২.১-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

| প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা* | অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা |
|---|---|
| ২৫ | ২৫ |

** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নাটাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত ২৫টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে বারটান-এর কর্মচারীগণ।*

২.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা

| প্রশিক্ষণের সংখ্যা | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
|---|---|
| ৬ | ৭১ |

২.২.১-আয়োজিত ইনহাউজ প্রশিক্ষণের তালিকা

| ক্রমিক | বিষয় | তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ০৩-০৪ আগস্ট, ২০১৯ |
| ২। | ই-নথি | ০৫ আগস্ট, ২০১৯ |
| ৩। | ট্রাফিক রুলস এন্ড ভেহিকল সেফটি মেইনট্যানেন্স | ৩০-৩১ আগস্ট, ২০১৯ |
| ৪। | গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (জিআরএস) | ০৫-০৬ অক্টোবর, ২০১৯ |
| ৫। | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল | ২২ অক্টোবর, ২০১৯ |
| ৬। | বাজেট ব্যবস্থাপনা ও ই-নথি | ১৯-২১ নভেম্বর, ২০১৯ |

২.৩-বিদেশ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে যোগদান

| ক্র: নং | গ্রেড নং | বিদেশ প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | প্রশিক্ষণ | মোট | |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | - | - | ০২ | - | |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | |
| | মোট | - | - | ০২ | - | |

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম**

- চলতি অর্থবছরে ১১ হাজার ৯৯১ জন ব্যক্তিকে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজ কর্মী, এনজিও প্রতিনিধি কৃষান-কৃষাণী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- চলতি অর্থবছরে বারটান-এর প্রশিক্ষণের আওতা বিস্তৃত করে বস্তিবাসী, গার্মেন্ট কর্মী ও বিদেশগামী শ্রমিকদের খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছে। এছাড়া খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১৪টি স্কুল ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয় যেখানে ১৩৬৮ জন স্কুলছাত্রী অংশগ্রহণ করে।
- চলতি অর্থবছরে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে দেশজুড়ে ১৮টি গবেষণা চলমান রয়েছে যা বারটান প্রধান কার্যালয়সহ ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার

পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাকসবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ৪০টি বেতার কথিকা বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার করা হয়েছে।

- পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারটান কর্তৃক চলতি অর্থবছরে 'পুষ্টি সম্মেলন' নামে একটি অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে। এই ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক, ইউটিউব) প্রায় ১ লাখ মানুষ দেখেছে।
- খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহারে মানব দেহে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, শাকসবজি ও ফলমুলের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং মানবদেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি, বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা শীর্ষক ৩২টি কর্মশালা/সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়।
- খাদ্য মেলা, সবজি মেলা, মৌ মেলা, ফল মেলা, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, উন্নয়ন মেলা ও বীজ মেলা সহ চলতি বছরে মোট ১৫টি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
- চলতি অর্থবছরে বারটান জাতীয় স্কুল মিল নীতি বাস্তবায়নে কুকদের নিরাপদ স্কুল মিল প্রস্তুত মূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহযোগে বাস্তবায়িত এই স্কুল মিল প্রস্তুতের ম্যানুয়াল প্রস্তুত করেছে বারটান। এখন পর্যন্ত এই ম্যানুয়ালের মাধ্যমে ৬৫৭ জন কুককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি নীতি প্রস্তুতকরণে একটি কর্মশালা আয়োজন করে বারটান। কর্মশালার সুপারিশ সংবলিত করে প্রস্তুতকৃত খসড়া পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি নীতি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে।

**বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প**

বারটান-এর কার্যক্রম সুসংহত ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় ১০০ একর জমির ওপর প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক অত্যাধুনিক গবেষণাগার নির্মিত হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ রংপুর (পীরগঞ্জ), সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, বরিশাল, সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী আঞ্চলিক কার্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রধান কার্যালয়ের একাডেমিক ভবন, ডরমিটরি ভবনের কাজ শেষ হয়েছে, অফিস ভবনের কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন এবং প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে, বরিশাল-এর অফিস ভবন এবং প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন নির্মাণেরকাজ সম্পন্ন হয়েছে, পীরগঞ্জ, রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে-প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে, ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে-, প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে সুনামগঞ্জ-এর অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে হয়েছে, হয়েছে প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। নেত্রকোনা ও সুবর্ণচর, নোয়াখালী আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে, এবং প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১৩ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের বরাদ্দ ৩৫৪.১২৪৮ কোটি টাকা। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এই প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ৫৩ কোটি টাকা, এর মধ্যে ২৫.৭২ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে যা মোট অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ৪৮.৫৩%। প্রকল্পের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ২৬২.২৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৭৪.০৬%, এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৪%।

**সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অঙ্গ)**

প্রকল্পটি ৯.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মেয়াদকাল ২০১৪ জুলাই থেকে ২০২০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রকল্পের বারটান অংশে বরাদ্দ ছিল ১.৭৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১.৪৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৫ দিনব্যাপী ০৮ ব্যাচে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস এবং বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট) এর জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ২৭ ব্যাচ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ইমাম/এনজিও কর্মী/স্কুল শিক্ষক/মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের ৩ দিনব্যাপী ২৮ ব্যাচ কৃষক/কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২৫৫০ জনকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৬টি স্কুল ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ইমাম/এনজিও কর্মী/স্কুলশিক্ষক/মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং কৃষক/কৃষাণীর জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক পোস্টার ও লিফলেট প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়েছে।

### রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কোনো কর্মসূচি নেই।

### উপসংহার

বাংলাদেশের সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণ শুধুমাত্র একক লক্ষ্য হিসেবে নয় বরং অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের পথে দেশের সব জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণ একটি বড় মাইলফলক। বারটান খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

# বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর কার্যক্রম

বারটান বোর্ড সভাপতি ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি-এর হাতে সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন বারটানের নির্বাহী পরিচালক ঝরনা বেগম

বারটান প্রধান কার্যালয় সফরে এসে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বারটান-এর নেত্রকোনা আঞ্চলিক কেন্দ্র আয়োজিত স্কুল ক্যাম্পেইন

সিলেট-এর দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় আয়োজিত ০৩ দিনব্যাপী খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর একাংশ

সাভার ব্র্যাক সেন্টার অব ডেভেলপমেন্ট-এ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় জাতীয় স্কুল মিল নীতি বাস্তবায়নে কুকদের নিরাপদ স্কুল মিল প্রস্তুতমূলক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ।

সুষম খাদ্যাভাস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বারটান নির্মাণ করেছে অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম পুষ্টি সম্মেলন

# বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

# বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

www.sca.gov.bd

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি বীজ অনুমোদন সংস্থা গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে এর 'বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী' নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, আখ, মেস্তা ও কেনাফ) বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় বীজনীতির আলোকে দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। সংস্থাটির সকল কারিগরি কর্মকাণ্ড বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, জাতীয় বীজনীতি ১৯৯৩, বীজ আইন (সংশোধন) ১৯৯৭, বীজ বিধিমালা ১৯৯৮, বীজ আইন (সংশোধন) ২০০৫ ,বীজ আইন ২০১৮ ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক সংস্থার অনুমোদিত নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী মোট পদের সংখ্যা ৫৬৯। তার মধ্যে বিসিএস কৃষি ক্যাডারভুক্ত পদের সংখ্যা ২৫১। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুয়ায়ী দেশের ৭টি বিভাগে ৭টি আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভিশন

মানসম্পন্ন বীজের নিশ্চয়তা।

মিশন

উচ্চ গুণাগুণসম্পন্ন ও প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণে উৎপাদনকারীদের প্রত্যয়ন সেবা প্রদান এবং মার্কেট মনিটরের মাধ্যমে বীজের মান নিশ্চিতকরণ।

**প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি**

বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ এর ৬ নং বিধি মোতাবেক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যাবলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। এগুলো হচ্ছে:

১) যে কোন ঘোষিত জাত ও প্রজাতির বীজ প্রত্যয়ন ;

২) নিবন্ধিত অন্যান্য জাতের বীজ প্রত্যয়ন ;

৩) বীজ প্রত্যয়নের উদ্দেশ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও লেবেলিং এর পদ্ধতি নির্ধারণ এবং চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত বীজের জাত সঠিক কিনা এবং এই বিধিমালার অধীন প্রত্যয়নের জন্য এতে অংকুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতার হার আর্দ্রতার পরিমাণ ও বীজের মানের এরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, তা নিশ্চিত করা ;

৪) কোন জাতের বা প্রজাতির বীজ প্রত্যয়নের জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বপনকৃত বীজের উৎস বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হয়েছিল কিনা, এই বিধিমালা অনুসারে বীজ ক্রয়ে রেকর্ড আছে কিনা এবং ফি পরিশোধ হয়েছে কি না তা যাচাই করা ;

৫) স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation), বিজাত বাচাই (Rouging), যদি প্রয়োজন হয়, এবং সংশ্লিষ্ট জাতের বা প্রজাতির সুনির্দিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির (Factors) ন্যূনতম মান সর্বদা বজায় রাখাসহ বীজ মাঠে প্রত্যয়নের জন্য নির্ধারিত গ্রহণীয় মাত্রার অতিরিক্ত বীজবাহিত রোগের উপস্থিতি যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে মাঠ পরিদর্শন করা ;

৬) অন্য জাতের বা প্রজাতির বীজের মিশ্রণ ঘটেছে কি না তা দেখতে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা ;

৭) মাঠ পরিদর্শন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন, নমুনা বিশ্লেষণ এবং চিহ্নিতকরণ, লেবেলিং, সিলিংসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান সুচারূভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা ;

৮) বীজ ব্যবসায়ী কর্তৃক বাজারজাতকৃত বীজের ধারকের সাথে সংযুক্ত লেবেলে বর্ণিত বীজের মান তাতে বিধৃতরূপে সঠিক আছে কি না তা বাজারজাত পরবর্তী নমুনা পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা তদারকি করা এবং মান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার ফলাফল বীজ ব্যবসায়ীগণকে অবগত করা ;

৯) ডিইউএস (DUS: Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষার অংশ হিসাবে জাতের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির কর্মকাণ্ড (Varietal description activities) পরিচালনা করা এবং সে সকল জাতের কার্যকারিতা পরীক্ষার (VCU: Value for Cultivation and Uses) জন্য সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

১০) বিভিন্ন ফসলের বীজের গুণের ন্যূনতম মান, সময় পুনর্বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা ;

১১) প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বীজ ব্যবসায়ী ও প্রত্যায়িত বীজের তালিকা প্রকাশসহ শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা ;

১২) প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনের জন্য যে বীজ বপণ করা হয়েছে তা এ বিধিমালার অধীন বপণযোগ্য ছিল কি না যাচাই করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা ;

১৩) রোগ ও কীটপতঙ্গের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ও কম কার্যকারিতা (Poor Performance) এর জন্য বোর্ডকে জাত প্রত্যাহারের পরামর্শ প্রদান।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উইং ওয়ারি কার্যক্রম:

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক এই এজেন্সীর প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এ এজেন্সীতে মোট ৫৬৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৫১টি পদ বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে ৩টি কারিগরি উইং রয়েছে-

ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং

খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

গ) সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

**(ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং**

সংস্থার যাবতীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা ও সম্পাদন করা এবং পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে সহায়তা প্রদান করা এই উইং এর দায়িত্ব। অতিরিক্ত পরিচালক এ উইং এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসন এবং অর্থ ও হিসাব শাখাদ্বয়ের মাধ্যমে এই উইং এর কার্যাবলি সম্পাদিত হয়ে থাকে।

**১) প্রশাসন শাখা**

-সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, শ্রান্তি বিনোদন, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।

-অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।

-এজেন্সীতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অফিস প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

-এজেন্সীর বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশসহ লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

-কৃষি মন্ত্রণায়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার চাহিত রিপোর্টসমূহ প্রণয়ন ও প্রেরণ।

-এছাড়াও এজেন্সীর অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।

**২) অর্থ ও হিসাব শাখা**

- সংস্থার বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং অধীনস্ত অফিসসমূহে বাজেট বরাদ্দ প্রদান।
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস এর চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতনসহ আনুষাঙ্গিক বিল তৈরি ও সরকারি ট্রেজারি হতে উত্তোলন।
- বিধিমোতাবেক অর্থনৈতিক নিরীক্ষা কার্যাদি পরিচালনা।
- এজেন্সীর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।

(খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

এ উইং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা এবং মনিটরিং সেবা প্রদান করে আসছে। এজেন্সীর বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পরিদর্শন ও বীজ পরীক্ষণ এবং পরিকল্পনা ও মনিটরিং কার্যক্রম এর উইং মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। উইং প্রধান হিসেবে একজন অতিরিক্ত পরিচালক যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। এ উইং এর তিনটি শাখা রয়েছে। যথা-

১) মাঠ প্রশাসন শাখা

সারাদেশে ৬৪ জন জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড তদারকি ও মনিটরিং এর জন্য দেশের ৭টি অঞ্চলে ৭ জন আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য মাঠ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে

- প্রজনন, ভিত্তি, প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রদান।
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ।
- সরকারি মুদ্রণালয় হতে ট্যাগ মুদ্রণপূর্বক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে ট্যাগ সরবরাহ নিশ্চিত ও তদারকি করা।
- অনুমোদিত বীজ ডিলার কর্তৃক বিক্রিত বীজের মান সঠিক আছে কি না যাচাই করার লক্ষ্যে দোকান পরিদর্শন, মার্কেট মনিটরিং ও নমুনা

সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ।

- প্রজনন শ্রেণির বীজের জন্য সবুজ, ভিত্তি শ্রেণির বীজের জন্য সাদা ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজের জন্য নীল ট্যাগ সরবরাহ ও সংযোজন করার কার্যক্রম তদারকি করা হয়।
- ফসলের Inbreed এবং Hybrid জাতের অঞ্চলভিত্তিক মাঠ মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।
- Truthfully Labeled Seed (TLS) বা মান ঘোষিত বীজের গুণগত মান যাচাই করা।
- এছাড়াও বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের নদীবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত বীজের নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণ এবং ফলাফল সংশ্লিষ্ট রফতানি/আমদানিকারককে অবহিত করা হয়।

২) বীজ পরীক্ষা শাখা

এ শাখার অধীনে ১টি কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার, ৭টি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার অধীনে ১টি করে মোট ৭টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার ও ২৫টি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়ে স্থাপিত ২৫টি মিনি বীজ পরীক্ষাগার আছে। এসব পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা, বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

এছাড়াও এ শাখা কর্তৃক পরিচালিত বীজ পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন BRRI, BARI, BINA, BJRI হতে উৎপাদিত ধান, গম, পাট ও আলুর প্রজনন বীজ এবং বিএডিসি, বেসরকারি উৎপাদক ও এনজিও কর্তৃক উৎপাদিত ভিত্তি এবং প্রত্যায়িত বীজের বীজমান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা।
- মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সংগৃহীত সকল প্রকার ঘোষিত ও অঘোষিত ফসলের বীজের নমুনা সংগ্রহপূর্বক জাতীয় ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারে বীজ মান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট ডিলার/উৎপাদনকারী এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইংকে অবহিত করা।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত প্রকল্পসমূহের আওতায় চাষি পর্যায়ে উৎপন্ন বিভিন্ন ফসলের বীজের মান যাচাই করে ফলাফল প্রেরণ।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর অধীনে সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ফসলের বীজের নমুনা পরীক্ষা করে ফলাফল মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা।
- আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সংস্থা (International Seed Testing Association) এর Referee Sample Testingকার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

**৩। পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা**

- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা।
- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহন।
- মাঠ পর্যায়ে চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা।
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরিকরণ।
-অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ।

**(গ) সিড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং**

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জোড়দারকরণ প্রকল্পের সহায়তায় ১৯৯৫ ইং সালে সংস্থায় জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ১২ একর কন্ট্রোল ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিয়মিতভাবে জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ২০০৯ সনে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং (DNA finger-printing) এর প্রাথমিক সুবিধাসহ একটি জাত পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। এ উইং এর মূল উদ্দেশ্য হলো– নোটিফাইড ফসলের নতুন জাত ছাড়করণে সমন্বয় সাধন ও ছাড়কৃত বিভিন্ন জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ইত্যাদি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা। এ উইংয়ের প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালক কর্মরত রয়েছেন। এ উইংয়ের কার্যক্রম সিড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

**১) সিড রেগুলেশন শাখা**

- সংস্থার বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়নসহ কৃষি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা মোতাবেক নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা।
- সংস্থার আইনগত বিভিন্ন সমস্যা সংশ্লিষ্ট উইংকে পরামর্শ দ্বারা সহযোগিতা প্রদান।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা/আইনকানুন যুগোপযোগীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২) মান নিয়ন্ত্রণ শাখা

- নোটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ কার্যক্রমের আওতায় উদ্ভাবিত ফসলের ডিইউএস (DUS) (Distinctness, Uniformity and Stability) টেস্ট সম্পাদন করা। বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ এর ধারা ৬ অনুসারে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর দায়িত্ব হিসেবে এই টেস্টের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

- প্রস্তাবিত জাতের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যের একটি বর্ণনা (Descriptor) তৈরি করা হয়। এই টেস্টের মাধ্যমে Breeder's Right প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফসলের জাত হনন (Varietal Piracy) থেকে রক্ষা পায়।

- প্রিপোস্ট কন্ট্রোল ও গ্রোআউট টেস্ট (PrePost Control & Growout Test) : প্রজনন, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির যে সব লট বীজ পরীক্ষায় অনুমোদিত মানের পাওয়া যায়, সেসব লটের পূর্বগৃহীত নমুনার একাংশ হতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ফসল উৎপাদন করে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাগণ অফ টাইপ/বিজাত শনাক্তকরণের মাধ্যমে জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা নিরূপণ করেন। অতঃপর ফসলের উপযুক্ত পর্যায়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠান করে ত্রুটিপূর্ণ নমুনা পটের লটসমূহ হতে মাঠ পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা এবং বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণকে সরেজমিন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এবং জমিগুলো নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অফটাইপ/বিজাত রোগিং এর পরামর্শ প্রদান করা হয়। এটি বীজ ফসলের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- বিভিন্ন অঞ্চলে নোটিফাইড ফসলের উদ্ভাবিত নতুন ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন ফলাফল সংকলন করে প্রতিবেদন, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি সভায় ছাড়করণ ও নিবন্ধনের সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে উপস্থাপন করা।

(খ) জনবল

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ হিসেবে অত্র সংস্থার জনবল কাঠামো পুনর্গঠন করে ২২৩ হতে ৬৩৩ এ উন্নীত করা হয়েছে এবং দেশের প্রতিটি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরক্ষাগার এবং প্রতিটি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

| ক্র.নং. | গ্রেড নং | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১ | গ্রেড ১ | ০ | ০ | ০ |
| ২ | গ্রেড ২ | ১ | ১ | ০ |
| ৩ | গ্রেড ৩ | ১০ | ৪ | ৬ |
| ৪ | গ্রেড ৪ | ০ | ০ | ০ |
| ৫ | গ্রেড ৫ | ৭৮ | ৪৯ | ২৯ |
| ৬ | গ্রেড ৬ | ৪ | ৪ | ০ |
| ৭ | গ্রেড ৭ | ০ | ০ | ০ |
| ৮ | গ্রেড ৮ | ০ | ০ | ০ |
| ৯ | গ্রেড ৯ | ১৫৯ | ৪৫ | ১১৪ |
| ১০ | গ্রেড ১০ | ১ | ০ | ১ |
| ১১ | গ্রেড ১১ | ৩ | ৩ | ০ |
| ১২ | গ্রেড ১২ | ০ | ০ | ০ |
| ১৩ | গ্রেড ১৩ | ১১ | ০ | ১১ |
| ১৪ | গ্রেড ১৪ | ১২ | ৬ | ৬ |
| ১৫ | গ্রেড ১৫ | ০ | ০ | ০ |
| ১৬ | গ্রেড ১৬ | ১৭৮ | ৭৫ | ১০৩ |
| ১৭ | গ্রেড ১৭ | ০ | ০ | ০ |
| ১৮ | গ্রেড ১৮ | ৩ | ০ | ৩ |
| ১৯ | গ্রেড ১৯ | ০ | ০ | ০ |
| ২০ | গ্রেড ২০ | ১৭৩ | ১২০ | ৫৩ |
| | মোট | ৬৩৩ | ৩০৭ | ৩২৬ |

*৩০ জুন ২০২০ তারিখের তথ্য*

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ক তথ্য

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী (স্থায়ী পদে) | কর্মচারী (আউট সোর্সিং) | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| - | - | - | - | ১ | - | ১ | - |

ছক-২ : (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র.নং. | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট | |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ২২৬ | ০ | ৬০ | ৭৯ | ৩৬৫ | |
| ২ | গ্রেড ১০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ২৮২ | ০ | ২০৪ | ০ | ৪৮৬ | |
| | মোট | ৫৪৪জন | ০জন | ২৬৪ জন | ৭৯জন | ৮৫১জন | |

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

| ক্র.নং. | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি | এম.এস | অন্যান্য | মোট | |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | - | - | - | - | ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে কোন কর্মকর্তা গমন করেননি। |
| | | | | | | |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | |
| | মোট | - | - | - | - | |

ছক-২ : (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

| ক্র.নং. | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট | |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | - | - | - | - | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিটে বিদেশে কোন কর্মকর্তা গমন করেননি। |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | |
| | মোট | - | - | - | - | |

- সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

| দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা | সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ২৫টি | ১০৪০ জন |

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. জাত অবমুক্তকরণ/নিবন্ধন

২০১৯-২০২০ সনে মোট ১১৬টি নতুন উদ্ভাবিত সারির (ধানের ৯৩টি, গমের ১৩টি, আখের ৬টি এবং পাটের ৪টি) DUS test (Distinctness, Uniformity and Stability) সম্পাদন করা হয় এবং মোট ১৭টি সারির (ধানের ১৩টি, গমের ২টি এবং আখের ২টি) VCUtest (Value for Cultivation and Uses)সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS ,VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১৭টি জাত (ধানের ৭টি, আলুর ১০টি) NSB (National Seed Board) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়।

বীজের গুণগত মানের নিশ্চয়তার জন্য প্রিপোস্ট কন্ট্রোল গ্রোআউট টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১৮৫৬টি (আমন ধানের ৫৬৫টি, বোরো ধানের ৫৫৫টি, আউশ ধানের ১২১টি, গমের ১৬৫টি, আলুর ৩৮৩টি এবং পাটের ১০২টি) বীজ লটের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ সনে হাইব্রিড জাতের মোট ৮৩টি (আমন ২৩টি, বোরো ৫২টি এবং আউশ ৮টি) জাতের আঞ্চলিক ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১৮টি (আউশ ৫টি এবং বোরো ১৩টি) হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধিত হয়েছে। (জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০২তম সভা পর্যন্ত)।

২. বীজ প্রত্যয়ন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মোট প্রত্যয়িত বীজের পরিমাণ ১,৬২,৭৪২ মে.টন।

৩. বীজ পরীক্ষা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নোটিফাইড ফসলের বিভিন্ন জাতের সর্বমোট ৮,৪৬০টি নমুনার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা ও অংকুরোদগম পরীক্ষাসম্পন্ন করা হয়েছে।

৪. প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৩৫,৩৬১টি প্রজনন, ৬০,৭৯৪টি প্রাক-ভিত্তি, ৭৪,০৯,৩২৯টি ভিত্তি ও ৯৯,৬৬,৭৪৩টি প্রত্যায়িতসহ মোট ১,৭৪,৭২,২২৭টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

৫. বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৪৪,৬৮৩ হেক্টর এবং মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ৪৭,৭২৪ হেক্টর।

৬. মার্কেট মনিটরিং প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মর্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ৪,৮৭৮টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়েছে।

৭.আইসিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন

- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ র্কাযক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা।
- মাঠ পর্যায়ে চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা।
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেস তৈরিকরণ।
- অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ।

৮. প্রকাশনা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে Variety Testing Manual, মাঠ পরিদর্শন ম্যানুয়াল, জাতীয় বীজ বোর্ড এর কার্যাবলির প্রতিবেদন ও জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির কার্যাবলির প্রতিবেদন শীর্ষক ০৪টি বই প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঙ)উন্নয়ন প্রকল্প

| ক্র. নং | প্রকল্প ও কর্মসূচির নাম | বর্তমান অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১. | বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প | ৬.৩২ | ৮২% |

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

| ক্র. নং | প্রকল্প ও কর্মসূচির নাম | বর্তমান অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১. | নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ কর্মসূচি | ০.৪৩ | ১০০% |

**ছ) উপসংহার**

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজের প্রত্যয়ন ও মাননিয়ন্ত্রণে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

# বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম

ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার

পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা শাখার কার্যক্রম

বীজের স্যাম্পল ডিভাইডার মেশিন

আলু ফসলের প্রিপোস্ট কন্ট্রোল গ্রোআউট পরীক্ষা

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কর্তৃক 'অফিস ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

# জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি

# জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

www.nata.gov.bd

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ একাডেমি। নাটা গঠনের পূর্বে এ প্রষ্ঠিানটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর আওতাধীন কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সার্ডি) নামে অভিহিত ছিল। Japan International Cooperation Agency (JICA) এর অর্থায়নে ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ Central Extension Resource Development Institute (CERDI) বা সার্ডি প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১৪ সালের জুন মাসে সার্ডি বিলুপ্ত হয়ে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

**রূপকল্প (Vision)**

কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনের উৎকর্ষ কেন্দ্র (Centre of excellence)।

**অভিলক্ষ্য (Mission)**

ভিশন অর্জনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ-

- মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা, উন্নয়ন এবং প্রকাশনা এর মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদের উন্নয়ন;
- কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি সহায়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া জোরদারকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবার মানোন্নয়ন;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা ;
- জ্ঞানভিত্তিক নিবিড় কৃষি সেবা উন্নয়নের জন্য অবিরাম শিক্ষণ প্রক্রিয়ার চর্চা করা।

**কৌশলগত উদ্দেশ্য** (Strategic objectives)

মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

**জনবল :** প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২০ তারিখে)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১. | গ্রেড ১ | ০ | ০ | ০ |
| ২. | গ্রেড ২ | ১ | ০ | ১ |
| ৩. | গ্রেড ৩ | ২ | ১ | ১ |
| ৪. | গ্রেড ৪ | ০ | ০ | ০ |
| ৫. | গ্রেড ৫ | ১৩ | ১১ | ২ |
| ৬. | গ্রেড ৬ | ১৮ | ১৭ | ১ |
| ৭. | গ্রেড ৭ | ০ | ০ | ০ |
| ৮. | গ্রেড ৮ | ০ | ০ | ০ |
| ৯. | গ্রেড ৯ | ৬ | ৩ | ৩ |
| ১০. | গ্রেড ১০ | ১৪ | ৬ | ৮ |
| ১১. | গ্রেড ১১ | ১ | ১ | ০ |
| ১২. | গ্রেড ১২ | ১ | ১ | ০ |
| ১৩. | গ্রেড ১৩ | ৬ | ১ | ৫ |
| ১৪. | গ্রেড ১৪ | ৩ | ০ | ৩ |
| ১৫. | গ্রেড ১৫ | ০ | ০ | ০ |
| ১৬. | গ্রেড ১৬ | রাজস্ব৩৫+আউটসোর্সিং৬=৪১ | রাজস্ব৫+আউটসোর্সিং৪=৯ | ৩৩ |
| ১৭. | গ্রেড ১৭ | ১ | ০ | ১ |
| ১৮. | গ্রেড ১৮ | ১৩ | ৪ | ৯ |
| ১৯. | গ্রেড ১৯ | ০ | ০ | ০ |
| ২০. | গ্রেড ২০ | রাজস্ব২৩+আউটসোর্সিং৪১=৬৪ | রাজস্ব১৯+আউটসোর্সিং৪০=৫৯ | ৫ |
| | মোট | ১৮৪ | ১১২ | ৭২ |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইনহাউজ (জন ঘণ্টা) | অন্যান্য | মোট | ১. ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ৬৯৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২. নাটার ৩২ জন কর্মকর্তা ও ৩৭ জন কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৬৯৭ জন | ০ জন | ৪৫ | - | - | |
| ২ | গ্রেড ১০ | | | ৪৫ | - | - | |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | ৪৫ | - | - | |
| | মোট | ৬৯৭ | - | ১৩৫ | - | - | |

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (Function)

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে নাটা ৭৫০ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে ৬৭৯ জন এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৪৮৮ জনসহ মোট ১১৬৭ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১১৬৭ জন কর্মকর্তার মধ্যে নাটার অর্থায়নে ২৩ ব্যাচে ৬৯৭ জন এবং স্পন্সর্ড প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হিসেবে এনএটিপি প্রকল্প (ডিএই) এর ১৬ ব্যাচে ৩৭০ জন এবং এটিআই এর ৪ ব্যাচে ১০০ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে নাটায় ২টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং এতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ১৬৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে নাটায় চলমান 'জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মেডিক্যাল সেন্টার কাম ডে-কেয়ার সেন্টার কাম অফিসার্স ডরমিটরি, মেইন গেট, রিসিপশন কর্নার, আর.সি.সি. রোড (লিংক রোড টু বিল্ডিং), আর.সি.সি রোড (অফিস ইন্টারনাল রোড), ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন এবং এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন ইত্যাদি অবকাঠামোগত নির্মাণকাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও নাটার খামার উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্যাডেল থ্রেসার, সিড ড্রাম, কোদাল, বেলচা ইত্যাদিসহ মোট ৫৭টি কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর অর্থায়নে ১টি ব্যাচে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (এনএআরএস) এর ৪০ জন বৈজ্ঞানিক ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে ৪ (চার) মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শুরুর ১ মাস সফলভাবে বাস্তবায়নের পর কোভিড ১৯ এর জন্য লকডাউন হওয়ায় প্রশিক্ষণ স্থগিত হয়ে যায়।
- ০২টি নিউজলেটার/নাটাবার্তা; ৪টি কোর্স গাইড লাইন; ০৭টি কোর্স কমপ্লিশন রিপোর্ট এবং ০৭টি বুকলেট /প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন করে নাটার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

উন্নয়নপ্রকল্প :

| প্রকল্পের নাম | সংখ্যা | উদ্দেশ্য | বরাদ্দ | মোট ব্যয় | অগ্রগতির হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| নাটা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প | ০১ | -জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা আধুনিকায়ন;<br>-মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী করার জন্য একাডেমির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং<br>-জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির অনুষদ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি। | ১৩৪৮.০০ লক্ষ | ১১৫৮.০০লক্ষ | ৮৬ |

সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (২০১৯-২০) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (২০১৯-২০) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি, প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন নিম্নরূপ-

| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ | বরাদ্দকৃত অর্থ (২০১৯-২০) (লক্ষ টাকা) | ব্যয়িত অর্থ | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জিত |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আবাসিক ভবন | ৮৯.০০ | ৮,৯০০,০০০.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ২ | আপগ্রেডেশন অব অডিটরিয়াম | ১৮.৮৮ | ১,৮৮৮,০০০.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ৩ | লেবার শেড | ২৩.৭৩ | ২,২৭৮,৪৪১.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ৪ | বাউন্ডারি ওয়াল (অফিস) | ৩৭.২১ | ২,০১৮,১১২.০০ | ১০০% | ৫০% |
| ৫ | বাউন্ডারি ওয়াল (আবাসিক) | ৬৫.২৫ | ৬,৪২৩,৪২৭.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ৬ | রাস্তা মেরামত (আবাসিক) | ২৮.৪৬ | ২,৮৩৯,২৪৭.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ৭ | আবাসিক ভবন (ডিজি বাংলো) | ২৬.২৭ | ১,১২৮,৫১০.০০ | ১০০% | ৮০% |
| ৮ | অনাবাসিক ভবন : ট্রেনিং কমপ্লেক্স | ২২.৫ | ২,২৪৭,১৮৮.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ৯ | ডরমিটরি নির্মাণ | ২২১.৪৯ | ১৫,০৩৫,৩১৭.০০ | ৮৫% | ৭৫% |
| ১০ | ক্যাফেটেরিয়া এক্সটেনশন | ৪০.০০ | ৩,৯৯৪,৭৯৭.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ১১ | মেডিকেল সেন্টার কাম ডে-কেয়ার সেন্টার কাম গেস্ট হাউজ কাম অফিসার্স ডরমিটরি | ১২০.০০ | ৭,১৯১,৩৩৮.০০ | ৭৫% | ৬০% |
| ১২ | অফিস ইন্টারনাল রোড-ড্রেনসহ | ৮০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ১৩ | লিংক রোড টু বিল্ডিং | ৬৪.৭১ | ৫,৯৩৯,১৯৬.০০ | ১০০% | ৯০% |
| ১৪ | ফার্ম রোড টু বাউন্ডারি ওয়াল | ৩৭.২২ | ৩,৭১৭,৪৩০.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ১৫ | সারফেস ড্রেন - ৪ ফুট স্লাবসহ | ৬০.১৯ | ৬,০১৯,০০০.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ১৬ | করিডোর | ৩৭.৬৪ | ৩,৭৩৭,২৮৩.০০ | ১০০% | ১০০% |
| ১৭ | এক্সারনাল ইলেকট্রিফিকেশন | ৫৪.০৫ | ৫,৪০৫,০০০.০০ | ১০০% | ১০০% |
| মোট | | ১০২৬.৬০ | ৮৬,৭৬২,২৮৬.০০ | | |

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

| কর্মসূচির নাম | সংখ্যা | উদ্দেশ্য | বরাদ্দ | মোট ব্যয় | অগ্রগতির হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ও নাটার খামার উন্নয়ন কর্মসূচি | ০১ | ১. খামারের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে ফলিত গবেষণা প্রদর্শণী স্থাপন করে প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক ক্লাসকে সজীব(লাইভ) করা;<br>২. আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও জলবায়ু সহনশীল টেকশই কৃষি প্রযুক্তি প্রশিক্ষণার্থী কর্মর্তাগণের মাধ্যমে সম্প্রসারণ:<br>৩. সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)-এর Goal-1 : Target 1.1; Goal-2: Target 2.1, 2.3, 2.4; এবং Goal-12: Target 12.3; Goal-15: Target 15.3 অর্জনে অবদান রাখা। | ৭.২০ লক্ষ | ৫.৫৯৪২ লক্ষ | ৭৭.৭০ |

## উপসংহার

বাংলাদেশের জলবায়ু ও ভূ-চিত্র তথা জমি ব্যবহারের ধরন বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় খুব দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ঝুঁকি দেখা যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি স্থিতিশীল খাদ্য উৎপাদনে বিরূপ প্রভাবের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার বৃহত্তর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে খাদ্য বাজার তথা খাদ্যভোক্তা স্থানীয়, আঞ্চলিক জাতীয় তথা সারা বিশ্বব্যপী দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কৃষকদেরকে খাপখাইয়ে চলতে সহায়তা করার জন্য কৃষি বিষয়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ এবং ত্বড়িৎকর্মা জনবল থাকা প্রয়োজন। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যোগ্য এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা প্রধান অঙ্গীকার। এ মানবসম্পদ পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে সফলভাবে মোকাবেলার মাধ্যমে এদেশের কৃষি উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হবে। নাটায় চলমান 'জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামোগত আধুনিকীকরণ করা হলেও বেশ কিছু নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। অত্র কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত কার্যাবলি বাস্তবায়ন করতে পারলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কৃষকদেরকে খাপখাইয়ে চলতে সহায়তা করতে সক্ষম হবে।

# জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)-এর কার্যক্রম

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

ট্রেনিং কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

নাটায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধনে কৃষি সচিব

পরিচালন বাজেটের আওতায় নাটায় প্রশিক্ষণ

নার্সভুক্ত বিজ্ঞানীগণের প্রশিক্ষণকালীন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

নাটায় আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

# কৃষি তথ্য সার্ভিস

# কৃষি তথ্য সার্ভিস

www.ais.gov.bd

কৃষি তথ্য সার্ভিস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ সনে আত্মপ্রকাশের পর থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৮৫ সালে কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভক্ত হয়ে এক তৃতীয়াংশ জনবল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে চলে যায়। ২০০৮ সালের আগে সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ ছয়টি আঞ্চলিক অফিস এবং ঠাকুরগাঁও ও কক্সবাজার লিয়াজোঁ অফিস ছিল। বর্তমানে বরিশাল, রংপুর, ঢাকা কুমিল্লা ও রাঙ্গামাটিতে পাঁচটি আঞ্চলিক অফিসসহ ১১টি আঞ্চলিক অফিস ও ০২টি লিয়াজো অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মিডিয়াভিত্তিক কার্যক্রম সুচারুভাবে চলছে।

## ভিশন (Vision)

আধুনিক কৃষি তথ্য সেবা সহজলভ্যকরণ।

## মিশন (Mission)

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের কাছে সহজলভ্য করে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

## উদ্দেশ্যসমূহ

- আধুনিক গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ের কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে সহজলভ্য করা
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত ও সহজে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছে দেয়া
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিষয়ক উন্নয়নমূলক/উদ্বুদ্ধকরণমূলক প্রচার-প্রচারণা করা ও
- কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি মিডিয়াকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

## কার্যাবলি

- কৃষি বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে কৃষি বিষয়ক আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক লেখা সংগ্রহ করে মাসিক ম্যাগাজিন 'কৃষিকথা'য় প্রকাশ ও বিতরণ
- মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করে মাসিক বুলেটিন 'সম্প্রসারণ বার্তা'য় প্রকাশ ও বিতরণ
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ
- কৃষি বিষয়ক ভিডিও, ফিল্ম-ফিলার, টকশো, ডকুমেন্টারি তৈরি ও সম্প্রচার
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিনেমা শো আয়োজনের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শন
- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা বিতরণ ও ই-সেবা প্রদান
- কলসেন্টারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কৃষকদের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদান
- কৃষি বিষয়ক নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির ওপর মাল্টিমিডিয়া ই-বুক নির্মাণ ও বিতরণ
- কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে ই-তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়া
- প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিওতে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানসহ সরকার গৃহীত কৃষিভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিতকরণ।

জনবল

| ক্রমিক | গ্রেড নং | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১. | গ্রেড-১ | - | - | - |
| ২. | গ্রেড-২ | - | - | ০ |
| ৩. | গ্রেড-৩ | ০১ | ০১ | ০ |
| ৪. | গ্রেড-৪ | ২ | ২ | - |
| ৫. | গ্রেড-৫ | - | - | ০ |
| ৬. | গ্রেড-৬ | ৩ | ৩ | ০ |
| ৭. | গ্রেড-৭ | ০৭ | ০৭ | - |
| ৮. | গ্রেড-৮ | - | - | - |
| ৯. | গ্রেড-৯ | ১০ | ০৯ | ০১ |
| ১০. | গ্রেড-১০ | ০৭ | ০৫ | ০২ |
| ১১. | গ্রেড-১১ | ৩৬ | ৩৬ | ০ |
| ১২. | গ্রেড-১২ | ১৭ | ১৩ | ০৪ |
| ১৩. | গ্রেড-১৩ | ২ | ২ | ০ |
| ১৪. | গ্রেড-১৪ | ২৭ | ২৫ | ০২ |
| ১৫. | গ্রেড-১৫ | ০১ | ০১ | ০ |
| ১৬. | গ্রেড-১৬ | ৬৯ | ৬১ | ০৮ |
| ১৭. | গ্রেড-১৭ | - | - | - |
| ১৮. | গ্রেড-১৮ | ২ | ১ | ০১ |
| ১৯. | গ্রেড-১৯ | ১০ | ০৯ | ০১ |
| ২০. | গ্রেড-২০ | ৪৯ | ৪৪ | ০৫ |
| মোট | | ২৪৩ | ২১৯ | ২৪ |

নিয়োগ/পদোন্নতি

| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| - | ০ | ০ | ০১ | ০ | ০১ | - |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট | |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৩২ | ১১ | ৩৫ | - | ৭৮ | |
| ২ | গ্রেড -১০ | ৬ | - | ৫ | - | ১১ | |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ০৮ | - | ৮০ | - | ৮৮ | |
| | মোট | ৪৬ | ১১ | ১২০ | - | ১৭৭ | |

গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১. প্রিন্ট মিডিয়ায় অর্জন

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক 'কৃষিকথা' পত্রিকার ৮.৯১ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে মাসিক সম্প্রসারণ বার্তার ১৮ হাজার কপি প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।
- কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৭.৫৯ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

## ২. ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অর্জন

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর ১৫টি ভিডিও ফিল্ম, ৩৭টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে।
- এ সময়ে ১১৫০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রচারের কাজ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের ৩৪২টি পর্ব এবং 'বাংলার কৃষি' অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬৫টি পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

## ৩. আইসিটিতে অর্জন

- কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) : গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক পরিচালিত এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে স্থাপিত ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫-২০ জন কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন।
- কৃষি কল সেন্টার : কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) থেকে প্রতি মিনিটে ২৫ পয়সা ব্যয়ে কৃষি/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকের উল্লেখিত বিষয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২০০-২২০টি কলের সমাধান এখান থেকে প্রদান করা হচ্ছে।
- কমিউনিটি রেডিও : বরগুনা জেলার আমতলীতে একটি কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্থাপন করা হয়েছে, বর্তমানে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ রেডিও'র ৫০টি শ্রোতা ক্লাব রয়েছে এবং প্রায় ২ লক্ষ মানুষ অনুষ্ঠানগুলোর নিয়মিত শ্রোতা।
- ই-বুক : ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি নির্ভর ২৭টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক তৈরি করা হয়েছে। এখানে অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন থাকায় খুব সহজেই এটি ব্যবহার করা যায়। ওয়েবসাইটেও এগুলো আপলোড করা হয়েছে।
- আইসিটি ল্যাব : দশটি কৃষি অঞ্চলে আইসিটি ল্যাবের মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের ই-কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এসব ল্যাব ব্যবহার করে আইসিটি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করতে পারছেন।

## ৪. বিবিধ

- এ সময়ে প্রায় ২৩১০ জনকে (কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী প্রমুখ) ই-কৃষি, গণমাধ্যমে কৃষি, কৃষি প্রযুক্তি ইত্যাদি শিরোনামে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সেমিনার, মেলা (ফলমেলা, সবজি মেলা, বিশ্ব খাদ্য দিবস) র‌্যালি ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে।

## উন্নয়ন প্রকল্প

| প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার | প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ০১ | ২০.০০ | ১৮.৮৩ (৯৪%) | ১২ |

## উল্লেখযোগ্য সাফল্য

**সংসদ টিভি :** ১৭ মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন চ্যানেলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নির্দেশনায় কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক কৃষিভিত্তিক একটি নতুন অনুষ্ঠান 'মাটির সাথে মানুষের সাথে' শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। অনুষ্ঠানটিতে কৃষিভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি, সফলতা, কৃষিতে সরকারের উন্নয়ন পদক্ষেপ ইত্যাদি সম্প্রচারিত হয়।

## উপসংহার

কৃষি তথ্য সার্ভিস উন্নয়ন অগ্রযাত্রার গৌরবোজ্জ্বল অংশীদার। সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে কৃষি তথ্য সার্ভিস এরই মধ্যে অর্জন করেছে বঙ্গবন্ধু কৃষি স্বর্ণপদক, জাতীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী পদক এসব। সত্যিকারভাবে কৃষির উন্নয়নে কৃষি তথ্য সার্ভিস জন্মলগ্ন থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের প্রায় সবগুলো মাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য প্রযুক্তি গ্রামীণ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। বহুবিধ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস নিরলস কাজ করছে। কৃষির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক, কৃষিতে সাফল্যের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হোক- এ প্রত্যাশাই সবার। কৃষি সমৃদ্ধিতে আমরা সবাই গর্বিত অংশীদার।

# কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে' এ দিকনির্দেশনা মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে মুজিববর্ষের অঙ্গীকার কৃষি হবে দুর্বার শীর্ষক ডকুমেন্টারি নির্মাণ ও প্রচার

কৃষি কল সেন্টারের (১৬১২৩) কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে ফুলের শুভেচ্ছা

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কর্তৃক কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন

কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প থেকে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে আইসিটি মালামাল প্রদান

# বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

# বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে ত্বরান্বিত গম গবেষণা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে গম গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে দিনাজপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে গম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে তৎকালীণ ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুরে এক জনসভায় গম গবেষণা কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট এ উন্নীতকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৭ মেয়াদে 'গম গবেষণা কেন্দ্রকে গম গবেষণা ইনস্টিটিউট এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ব্রিজিং প্রকল্প' বাস্তবায়িত হয়। ২০০৬ সালে গম ফসলের সাথে ভুট্টাকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিগত ০৮ জুন ২০১৪ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২০১৬ মন্ত্রিসভায় আইনটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। গত ১৩ নভেম্বর ২০১৭ 'বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭' মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে এবং ২২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে উক্ত আইন বলবৎ হয়েছে। এর প্রধান কার্যালয় দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার নশিপুরে অবস্থিত। একজন মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

**লক্ষ্য**

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন।

### রূপকল্প (Vision)

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

**উদ্দেশ্য**

১. ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সংকরায়ন, মূল্যায়ন এবং জাত অবমুক্তিকরণ;
২. সাধারণ পরিবেশসহ তাপ, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও খরা সহনশীল গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবন;
৩. উন্নত ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৪. কৃষি যন্ত্রপাতি ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৫. উদ্ভাবিত জাত, উৎপাদন প্রযুক্তি ইত্যাদির আর্থসামাজিক বিশ্লেষণ;
৬. উদ্ভাবিত জাতসমূহের প্রজনন বীজ ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন;
৭. প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণ, উপযোগিতা পরীক্ষণ, কর্মশালা, মাঠ দিবস ইত্যাদির আয়োজনসহ বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা প্রকাশ;
৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা;
৯. কৃষি বিষয়ক ই-তথ্য সেবা প্রদান;
১০. আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা সংযোগ স্থাপন।

### অভিলক্ষ্য (Mission)

- গম ও ভুট্টার উচ্চফলনশীল জাত ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন;
- পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি, ভুট্টা ও ভুট্টাজাত দ্রব্যের শিল্পভিত্তিক বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর করা।

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

- ভুট্টার ৩টি জাত (বারি হাইব্রিড ভুট্টা ১৭, ডাবিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা ১, ডাবিউএমআরআই হাইব্রিড বেবি কর্ণ ১) উদ্ভাবন। ভুট্টার আর্মিওয়ার্ম এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম**

- জাতসহ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা স্থাপন
- প্রজনন বীজ উৎপাদন
- প্রদর্শনী স্থাপন
- জাতীয় মাঠ দিবস
- প্রশিক্ষণ
- প্রকাশনা

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

| ক্র. নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য | বর্তমানে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের পদ সৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, নিয়োগবিধি অনুমোদন ও বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। |
| ১ | গ্রেড-২ | ১ | ১ | ০ | |
| ২ | গ্রেড-৩ | ৯ | ২ | ৭ | |
| ৩ | গ্রেড-৪ | ২০ | ৬ | ১৪ | |
| ৪ | গ্রেড-৫ | ১ | ০ | ১ | |
| ৫ | গ্রেড-৬ | ৩২ | ১৫ | ১৭ | |
| ৬ | গ্রেড-৯ | ৪৯ | ১৬ | ৩৩ | |
| ৭ | গ্রেড-১০ | ৫ | ০ | ৫ | |
| ৮ | গ্রেড-১১ | ৪১ | ১৭ | ২৪ | |
| ৯ | গ্রেড-১৩ | ৬ | ১ | ৫ | |
| ১০ | গ্রেড-১৪ | ১২ | ৩ | ৯ | |
| ১১ | গ্রেড-১৫ | ২ | ০ | ২ | |
| ১২ | গ্রেড-১৬ | ৩১ | ৪ | ২৭ | |
| ১৩ | গ্রেড-১৮ | ৭ | ৬ | ১ | |
| ১৪ | গ্রেড-২০ | ২০ | ৪ | ১৬ | |
| মোট | | ২৩৬ | ৭৫ | ১৬১ | |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ১৩৩ | ২ | ২২০ | ৫৪ | ৪০৯ |
| ২. | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | - |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | - | - | ৫০ | - | ৫০ |
| মোট | | ১৩৩ | ২ | ২৭০ | ৫৪ | ৪৫৯ |

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

| ক্র. নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পিএইচডি | এমএস | অন্যান্য | মোট | |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | - | - | - | - | |
| ২. | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | |
| মোট | | - | - | - | - | |

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সেপোজার ভিজিট

| ক্র. নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | - | ৯ | - | ৯ |
| ২. | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |
| মোট | | - | ৯ | - | ৯ |

উপসংহার

২০১৭ সালের ২২ নভেম্বর আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনকে সামনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২৩৬টি পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বোর্ড গঠন হয়নি এবং এর নিয়োগবিধি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। নিয়োগবিধি অনুমোদন ও বোর্ড গঠনের পর শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। জনবলের স্বল্পতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি তার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

# বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জার্মপ্লাজম বাছাই এর জন্য Precision Phenotyping Platform (PPP), যশোরে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানীবৃন্দ

আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ভুট্টার নতুন জাত সম্প্রসারণ শীর্ষক মাঠ দিবসে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেট ও বুকলেট

গমের প্রজনন বীজ উৎপাদন মাঠ

# হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

# হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

https://hortex.portal.gov.bd

হর্টিকালচার এক্সপোর্ট ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সংক্ষেপে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন উদ্যান ফসল উন্নয়ন এবং বৈদেশিক বাজারে রপ্তানি কার্যক্রম উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে 'লাভের জন্য নয়' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোম্পানি আইন ১৯১৩ এর ২৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত হয়েছে। সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ এবং ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ দ্বারা অত্র ফাউন্ডেশন পরিচালিত হয়। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় পদাধিকার বলে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান।

**রূপকল্প (Vision)**

টেকসই ও সংগঠিত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে ও দেশের অভ্যন্তরে কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়ন ও প্রসার করা।

**অভিলক্ষ্য (Mission)**

প্রযুক্তি ও উপদেষ্টা পরিসেবা প্রদানের মাধ্যমে উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যের বিপণন প্রসার ঘটিয়ে কৃষক ও উদ্যোক্তাগণের আয় বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

**প্রধান কার্যক্রম**

১. রপ্তানির জন্য তাজা শাকসবজি, ফলমূল ও আলু উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংরক্ষণ, মোড়কীকরণ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় চাহিদানুযায়ী কৃষক, রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত ও সহায়তা সেবা প্রদান।

২. সংগনিরোধ (Quarantine) বালাই ব্যবস্থাপনায় কৃষক ও রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তিমালার আলোকে রপ্তানি কার্যক্রমে কৃষিপণ্যের গুণগতমান রক্ষায় Sanitary and Phytosanitary (SPS) নীতিমালা অনুসরণে রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তা ও কৃষক পর্যায়ে সহায়তা প্রদান। খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালাসমূহ সম্পর্কে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের অবহিতকরণ (যেমন বিভিন্ন ধরনের কীটনাশকের সর্বাধিক অবশিষ্টসীমা, Maximum Residue Levels, MRL বিধিমালা)।

৩. আন্তর্জাতিক মান পূরণে প্রচলিত বাজার থেকে বাজারজাতকরণের (Market to Market) পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে সরাসরি খামার থেকে বাজারজাতকরণে (Farm to Market) কৃষক ও রপ্তানিকারকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা সেবা প্রদান। কৃষিপণ্যের বিপণনে কৃষক ও রপ্তানিকারকদের বাজার তথ্য সেবা প্রদান।

৪. কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মূল্য সংযোজন কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা (Supply and Value Chain Analysis)। উচ্চগুণমান পূরণ করার জন্য কৃষিপণ্য পরিবহনে রপ্তানি/আমদানিকারকদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (Cool Chain) পরিবহন ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সেবা প্রদান।

৫. কৃষিপণ্যের নতুন নতুন রপ্তানি বাজার সৃষ্টির জন্য রপ্তানিকারকদের ট্রায়াল শিপমেন্টে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান।

৬. কৃষকের সাথে রপ্তানিকারক ও বিদেশি ক্রেতার সাথে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের সরাসরি ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।

৭. রপ্তানি উপযোগী কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনের উপর বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, ফসলের প্রদর্শনী, মাঠ দিবসের আয়োজন করা। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সভা আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা। আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৮. নিয়মিত উদ্যান ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি ও রপ্তানি বাজার সম্পর্কে টেকনিক্যাল বুলেটিন, নিউজলেটার, লিফলেট, বুকলেট, বার্ষিক ডায়েরি, ডাইরেক্টরি ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাঝে তা বিনা মূল্যে বিতরণ করা।

৯. Technical Barrier to Trade (TBT), আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, ক্রেতার বিভিন্ন শর্ত এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পরিবর্তিত নীতিমালা সম্পর্কে উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও রপ্তানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য/ডাটা দিয়ে সহযোগিতা করা।

১০. রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান।

১১. জাতীয় খাদ্য, ফল, সবজি ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি উপযোগী কৃষিপণ্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা।

১২. প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বহুমুখিতা বৃদ্ধি করা।

**জনবল**

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের জন্য সৃষ্ট পদের সংখ্যা ৪৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুখ্য নির্বাহী হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ এবং ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ নীতিনির্ধারণসহ সার্বিক বিষয় দেখভাল করে থাকে। সৃষ্ট ৪৯টি পদে রয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, মহাব্যবস্থাপক-১, উপমহাব্যবস্থাপক-৩, সহকারী মহাব্যবস্থাপক-৫, ব্যবস্থাপক-১১, উপব্যবস্থাপক-৭, সহকারী ব্যবস্থাপক-২, মেকানিক-১, ইলেকট্রিশিয়ান-১, পাহারাদার-২, ভারী গাড়ীচালক-৫, হালকা গাড়িচালক-২, এমএলএসএস ও এইডষ্টাফ-৮।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনে বর্তমানে ৪৯টি সৃষ্ট পদের বিপরীতে মাত্র ১২ জন কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত আছেন। এর মধ্যে ৩ জন কর্মকর্তা এবং অন্যরা কর্মচারী পর্যায়ে কর্মরত। এছাড়া এনএটিপি-২ প্রকল্পের অধিনে তিনজন বিশেষজ্ঞ এবং ৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ৩০ উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত আছেন। ২৫ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত 'এক্সপার্ট পোল" চাহিদা অনুযায়ী হর্টেক্স ফাউন্ডেশন'কে প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করে থাকেন।

**মানবসম্পদ উন্নয়ন**

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর কৌশলগত অংশীদার হিসেবে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II (এনএ-টিপি-২) প্রকল্পে উচ্চমূল্য ফসলের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের অপচয়হ্রাস এবং প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গড়ে তোলে কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর ১৫০ জন ক্যাডার অফিসার এবং ৩০০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে মাস্টার এবং সহযোগী ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ৯৫৩০ জন সিআইজি কৃষককে ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২৭৯০ জন প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন সদস্যকে কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র পরিচালনা, ব্যবসা পরিকল্পনা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮৯৭ জন কৃষিপণ্য ব্যবসায়িকে কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, প্যাকিং, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প**

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর আওতায় ডিএই এর স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে ৩০টি উপজেলায় ১৫০০০ কৃষকের জন্য ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট ইন ক্রপ/হর্টিকালচার এবং মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে।

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি**

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কোন রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ থাকে না। ১০ (দশ) কোটি টাকার সিড মানির আয় হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদানসহ অন্যান্য খরচ মিটানো হয়। উদ্বৃত্ত অর্থ না থাকায় নিজস্ব বাজেটে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

NATP-2 প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৬টি ফসলের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং নির্দিষ্ট ৩০টি উপজেলায় সিআইজি কৃষক দ্বারা পরিচালিত ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (CCMC) সমূহে সবজি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাছাই ও গ্রেডিংকরণ, পরিবহনের জন্য ক্রেটস এবং মাঠ হতে ফসল CCMC-তে আনয়নের জন্য রিকশা ভ্যান সংযুক্ত করা হয়েছে। ৭৮২২ মে.টন মানসম্পন্ন সবজি এসব কেন্দ্র হতে বাজারজাত করা হয়েছে। প্রতি মাসে প্রায় ৩,০০০ জন কৃষক তাদের পণ্য সিসিএমসিতে নিয়ে আসে এবং প্রায় ৪৫০ জন কৃষিপণ্য ব্যবসায়ি এসব পণ্য ক্রয় করে থাকে। কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র হতে (শিবপুর, বেলাবো, মিঠাপুকুর, মধুপুর এবং চান্দিনা) ১৪টি কোম্পানি প্রায় ১৩৩৮ মে. টন সবজি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেছে। এছাড়া রপ্তানিকারক এবং উদ্যোক্তাদের কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে চাহিদাভিত্তিক ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

**কোভিড-১৯ মহামারি সময় বিশেষ কার্যক্রম**

শিবপুর এবং বেলাবো হতে ঢাকা সেনানিবাসে সবজি সরবরাহ করা হয়েছে। যশোর সদর সিসিএমসি হতে আদ-দ্বীন হাসপাতাল এবং মাদারীপুর জেলা প্রশাসনকে সবজি সরবরাহ করা হয়েছে। পলাশবাড়ী সিসিএমসি হতে উপজেলা প্রশাসনকে নিয়মিত সবজি সরবরাহ করা হয়েছে -যা নিম্ন আয়ের মানুষদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ঢাকাবাসীর জন্য hortexbazarbd.com অনলাইন সবজি ও ফল বিপণনের পাশাপাশি Street Sale চালু করা হয়েছে।

**উপসংহার**

প্রযুক্তি ও বিশেষায়িত পরামর্শমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে রপ্তানির জন্য উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যসহ কৃষি ব্যবসা উন্নততর ও বহুমুখীকরণই হলো হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য। এলক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কৃষক, উদ্যোক্তা এবং কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের সাথে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সীমিত সম্পদ ও জনবল কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে বড় ধরনের অন্তরায়। আর্থিক সচ্ছলতা পেলে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কৃষিপণ্য তথা উদ্যান ফসলের স্থানীয় ও বিদেশী বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নসহ পণ্যের অপচয় হ্রাস করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়া Agro Business Incubation Centre হিসেবে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণে অবদান রাখতে পারবে।

# হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি কর্তৃক হর্টেক্স ফাউন্ডেশন অফিস পরিদর্শন

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৯ এ হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের স্টল পরিদর্শনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী

ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার ওপর জাতীয় কর্মশালা

সিসিএমসি খাগড়াছড়িতে উদ্যান ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ

সম্মানিত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক হর্টেক্স ফাউন্ডেশন পরিদর্শন এবং ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে আলোচনা

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন

# কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ)

www.kgf.org. bd

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধীকৃত। ২০০৮ থেকে এর কর্মকাণ্ড শুরু হয়। টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, অভিযোজন, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, মার্কেট লিংকেজ স্থাপন, বিভিন্ন Cross Cutting Issues সহ কৃষিতে পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব নির্ণয় ও অভিযোজন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, Non-Crop এবং Off-farm কৃষি, কৃষিতে নারী ও যুব সমাজের ভূমিকা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা-প্রস্তাবনা আহ্বান করে থাকে। দেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং ক্ষেত্র বিশেষে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-উদ্যোক্তাগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী একক বা যৌথভাবে গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দিতে পারে। পরে এগুলো বিধিমাফিক বিচার-বিশ্লেষণ শেষে অনুমোদন দেয়া হয়।

এই ফাউন্ডেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো খাদ্য-নিরাপত্তা অর্জন ও কৃষি বাণিজ্যিকায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তার মাধ্যমে চাষিদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা। মূলত : ফাণ্ড-গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরাই তাদের প্রকল্প অনুসারে গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কেজিএফ এর বিজ্ঞানীগণও তাদের সাথে যৌথভাবে গবেষণায় অংশ নিতে পারেন।

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসির নেতৃত্বে সাত সদস্য বিশিষ্টি বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেজিএফ পরিচালিত হয়। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রথিতযশা ১৫ জন সদস্য প্রয়োজনে নীতিগত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠার শুরুতে এর নিজস্ব কোনো ফান্ড ছিল না। এনএটিপি ফেজ-১ এর আর্থিক সহযোগিতায় যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি কৃষি গবেষণা এন্ডাওমেন্ট ট্রাস্টের (বিকেজিইটি) সৃষ্টি করা হয়। উক্ত ট্রাস্ট ৩.৫০ বিলিয়ন টাকার ফান্ড দাঁড় করায়। ২০১৩ থেকে উক্ত ফান্ডনির্ভর অর্জিত লভ্যাংশের মাধ্যমে কেজিএফ এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে আসছে।

**বিকেজিইটির অর্থায়নে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রোগ্রামের আওতায় কেজিএফ এর বিভিন্ন গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। নিম্নে উক্ত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো–**

1. Competitive Grants Program (CGP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি;
   a. Applied/Adaptive Research Projects;
   b. Basic Research Projects (BRP);
2. Technology Piloting Program (TPP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি;
3. Commissioned Research Program (CRP) - মধ্যম-দীর্ঘ মেয়াদি;
4. Capacity Enhancement Program (CEP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি; এবং
5. International Collaborative Program (ICP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি।

**1. Competitive Grants Program (CGP)- স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি : কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে CGP এর আওতায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি**

- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ১ম কলের ১৪টি সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের output/outcome সংবলিত টেকনিক্যাল বুলেটিন ও প্রযুক্তি বার্তা প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ২য় কলের আওতায় ১৯টি **প্রকল্পের** কার্যক্রম **শেষ** হয়েছে এবং প্রকল্পগুলোর প্রজেক্ট কমপ্লিশন রিপোর্ট (পিসিআর) এর ওপর রিভিউ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- **কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ৩য় কলের আওতায় ২৭টি** প্রকল্পের কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলোর ইনসেপশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১ম ও ২য় বার্ষিক রিপোর্ট সংগৃহীত হয়েছে।
- **কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ৪র্থ কলের প্রকল্পের** আওতায় কেজিএফ এ জমা হওয়া ৩১৯টি Project Proposals (PP) এর ভেতর কেজিএফ বিষয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা মূল্যায়ন করত ২৫২টি PP যাচাই বাছাইপূর্বক TAC এ দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পগুলো মূল্যায়ন করার পর ২৪৫টি PP নির্বাচিত হয়। পরবর্তীতে TAC ২৪৫টি PP থেকে রিভিউয়ারের মাধ্যমে ১৪২টি PP নির্বাচন করে। তারপর ১৪২টি PP থেকে ৭২টি PP উপস্থাপনার জন্য নির্বাচন করা হয়। উপস্থাপনার পর ৭২টি হতে ৫৫টি PP TAC কর্তৃক পর্যালোচনা করে নির্বাচন করা হয়।
- **কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে** CGP **এর অধীনে বেসিক রিসার্চ** ৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৭টির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। একটি প্রকল্প 'BR 6-C/17 Physiological aspects of salinity tolerance of Mungbean genotypes for Southern Region of Bangladesh' এর ১ম বার্ষিক রিপোর্ট রিভিউয়ার কর্তৃক মূল্যায়ন করত সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং একটি প্রকল্প বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপনের সময় উপস্থিত বিশেষজ্ঞগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রকল্পের প্রধান গবেষকও এ বিষয়ে নিজের অপরাগতা প্রকাশ করেন।

2. **Technology Piloting Program (TPP)- স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি :** সিজিপি প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত সফল প্রযুক্তিসমূহ টেকসই করার লক্ষ্যে প্রধান গবেষক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কৃষক যাতে ওইসব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে কেজিএফ এর চারটি পাইলট প্রকল্পের মধ্যে একটি শস্য, একটি প্রাণিসম্পদ ও দুইটি মৎস্যের ওপর অর্থায়ন করেছে যা এখনও চলমান।

3. **Commissioned Research Program (CRP)-মধ্যম-দীর্ঘ মেয়াদি :** কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে সিআরপি এর আওতায় ৫টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

**CRP-1: Hill Agriculture: Harnessing the potential of Hill Agriculture: Enhancing Crop Production through sustainable management of Natural resources**

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলাসমূহে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত। এই প্রকল্পে ৪টি প্রতিষ্ঠান যথা বিএআরআই (আরএআরএস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; এইচএআরএস, খাগড়াছড়ি; এইচটিএআরএস, রামগড় এবং ওএফআরডি, বান্দরবান), সিডিবি (সদর দপ্তর এবং এইচ-এআরএস, বান্দারবান), এসএইউ (মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ এবং কীটতত্ত্ব বিভাগ) ও বিএসএমআরএইউ (কৃষিতত্ত্ব বিভাগ এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ) অংশ গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ৪টি কম্পোনেন্ট এ ভাগ করে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে আসছে এবং ১টি কম্পোনেন্ট যথা প্রকল্প সমন্বয়কারী ইউনিট কেজিএফ এর সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী ৪টি কম্পোনেন্টকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ২টি বিষয় যথা : পানি এবং ভূমি এর যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের দ্বারা এ অঞ্চলের কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

পানি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমে এ পর্যন্ত ৫টি আরসিসি ড্যাম, ২টি 'আরদেন' ড্যাম, ১টি ডাইভারশন বক্স ও ১টি কালভার্ট কাম সাবমার্জিবল ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। জুম চাষের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি বছর জুম চাষ এবং জুম পরবর্তী ডালজাতীয় ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফল হয়েছে। পাহাড়ে বারি কলা-৩, বারি মাল্টা-১, বারি ড্রাগন ফ্রুট-১, রেড লেডি পেপে (হাইব্রিড) এবং বারি আম-৩, ৪, ৮ ও ১১ চাষ লাভজনক হিসাবে প্রতিয়মান হয়েছে। সবজী ফসল হিসাবে বারি ঝারশিম-৩, বারি শিম-৬, বারি পানি কচু-২ ও ৬, বারি বরবটি-১, বারি লাউ-৪, বারি গ্রীষ্মকালীন হাইব্রিড টমেটো-৪ ও ৮ এবং বাড়ির আঙিনায় সবজি উৎপাদনে 'মডিফাইড খাগড়াছড়ি মডেল" প্রযুক্তিসমূহ লাভজনক হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে। আম ও লিচু চাষের উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদন ২-৩ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া আম ও কলা চাষে ব্যাগিং পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পোকা আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষাপূর্বক আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। চারা উৎপাদনে নার্সারি কর্মীদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুস্থ ও সবল চারা সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে যাহা পরবর্তিতে কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ফলচাষী সমিতি গঠনের কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

**CRP-2: Climate Change: Modeling Climate Change Impact on Agriculture and Devel Climate oping Mitigation and Adaptation Strategies for sustainable Agriculture production in Bangladesh**

বাংলাদেশের বিভিন্ন শস্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে Climate Change Modeling এর মাধ্যমে Production prediction, resource optimization and sustained production এর জন্য করণীয় নির্ধারণ এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম জুন ২০১৮ তে শেষ হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞগণ/প্রকল্প মূল্যায়নকারীগণের পরামর্শের ভিত্তিতে দেশের স্বার্থে ও প্রকল্পের সাফল্য বিবেচনা করে ফসল-মাছ-পশুসম্পদ-আর্থসামাজিক বিষয়গুলির সমন্বয়ে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের প্রস্তাবনা তৈরি ও যাচাই-বাছাই এর কাজ চলছে।

এই প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের মাধ্যমে জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদান (Weather elements) কিভাবে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে, মাটির গুণাগুণ, ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড়, রোগবালাই ইত্যাদি কীভাবে প্রভাবিত হয় তা বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদেশের কৃষি বিজ্ঞানীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রায় ১২০ জন বিজ্ঞানী/প্রফেসনালদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। BARI, BRRI, BSMRAU এর প্রায় ৪০ জন বিজ্ঞানী/গবেষকগণ এই প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন। প্রকল্পের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা জার্নালে ২২টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

**CRP-3: Strengthening Sugarcane Research and Development in the Chittagong Hill Tracts**

KGF-BKGET অর্থায়নে এবং সার্বিক সহযোগিতায় BSRI দ্বারা গত ২০১৫ খ্রিঃ সাল হতে প্রকল্পটি পার্বত্য তিন জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং জুন, ২০২০ এ তা শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী Crossing Shed এবং Fuzz তৈরির Structure শেষ হয়েছে

যার ফলে এখন থেকে আখের সংকরায়ন সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম এখানেই পরিচালনা করা সম্ভব. পূর্বে পার্বত্য এলাকা থেকে ফুল ফুটিয়ে (যা সমতল ভূমিতে সম্ভব ছিল না) সংকরায়নের কাজ BSRI, Ishwardi তে করতে হতো। এ বছর ২৮টি Field cross এর মাধ্যমে ১৪৩ গ্রাম Fuzz উৎপাদন করা হয়েছে।

গত বছরের সংগ্রহীত Fuzz হতে ৬৬০টি চারা উৎপাদন করা হয়েছে। Chewing type আখের জন্য BSRI Akh-41, BSRI Akh 42, CO 208 এবং China জাতগুলোর উপযোগিতা পার্বত্য অঞ্চলে প্রমাণিত এবং BSRI Akh 41, VMC 86-550 এবং Ranangoan জাতসমূহ আখের গুড় তৈরির জন্য ভালো বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আখের আন্তঃফসল হিসাবে মূলা, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, French bean এর চাষ পার্বত্য অঞ্চলে নতুন লাভজনক ফসল হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ বছর আখের চাষ, গুড় উৎপাদন এবং আখের আন্ত : ফসলের ওপর মোট ৪৮০ জন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, মাঠ কর্মকর্তা, এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি মাঠ দিবসের (১২৬০ অংশগ্রহণকারী) মাধ্যমে প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে আখ চাষকেন্দ্রিক একটি Value chain গঠন করে এলাকার কৃষিভিত্তিক জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে অত্র অঞ্চলে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি কৃষি বাণিজ্যালয় গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক কৃষককে (১) এক বিঘা জমিতে আখ ও সাথীফসল করার উপকরণ দেয়া হয়েছে। যা কি না কৃষকদের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছে। প্রকল্প হতে উৎপাদিত পাহাড়ি গুড় পার্বত্য এবং সমতল এলাকায় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

**CRP-4: Increasing Livestock production in the Hills through better husbandry, health service and improving marke : access through value and supply chain management**

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (CVASU), পোল্ট্রি রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টার (PRTC) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BLRI) ও বেসরকারি সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (IDF) এর সমন্বয়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবয়িত হচ্ছে। সমতল ভূমি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির পার্বত্য জেলার ০৪টি উপজেলায় ০৮টি ইউনিয়নে গবাদিপশু পাখির উৎপাদন সক্ষমতা, সেবা সহায়তার প্রাপ্যতা, রোগের প্রাদুর্ভাব, উৎপাদন উপকরণের প্রাপ্যতা, উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান অবস্থা যাচাই পূর্বক বাস্তবতার ভিত্তিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ, পশুখাদ্য উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন, পার্বত্যাঞ্চলে ভেড়া পালন, পাহাড়ি মুরগি পালন Value Chain Development, ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০০ খানা/খামারের ওপর একটি জরিপ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ২০৮ জন খামারীকে নির্বাচনপূর্বক ভেড়া পালনকারী ও মুরগি পালনকারী গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। ৩২ জন ব্রিডার ভেড়া খামারিকে ভেড়ার ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে ১টি ভেড়া ও ৪টি করে ভেড়ি সরবরাহ দেয়া হয়েছে।

১৬ জন গ্রোয়ার ভেড়া খামারির প্রত্যেককে ভেড়ার ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে ৫টি করে গ্রোয়ার ভেড়া সরবরাহ করা হয়েছে। ২০ জন ব্রিডার মুরগি খামারিকে ৮৩৬টি পাহাড়ি মুরগি সরবরাহ দেয়া হয়েছে। ভেড়া ও মুরগির উৎপাদনশীলতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পাহাড় অঞ্চলে ভেড়ার খাদ্য হিসাবে নেপিয়ার পাকচং, ভুট্টা ও সজিনা চাষ কার্যক্রম আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। ঘাসের উপযোগিতা ও উৎপাদনশীলতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কৃমি রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে ১৬১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ভেড়া ৭৩% ও ছাগল ৭৬% গ্যাস্ট্রেইন্টেস্টাইনাল কৃমিতে আক্রান্ত পাওয়া গেছে। কৃমির মধ্যে লিভার ফ্লুক, এম্ফিস্টোমিয়া ও ট্রাইকোস্ট্রনজাইলয়েড জাতীয় কৃমির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কমিনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত ভেড়া ও মুরগিকে নিয়মিত টিকা দেয়া হচ্ছে।

**CRP-5: Development of Upazilla Land suitability Assessment and crop zoning systems of Bangladesh**

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে, কৃষি ক্ষেত্রে সঠিক/যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভূমি সম্পদের যৌক্তিক ও লাভজনক ব্যবহারের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ‘ডেভেলপমেন্ট অব উপজেলা ল্যান্ড সুইটেবিলিটি এসেসম্যান্ট অ্যান্ড ক্রপ জোনিং সিস্টেম অব বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য, সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফসল উপ-খাতের নীতি ও কৌশলের সাথে এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে ক্রপ জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ও যৌক্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরন। এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের সর্বাধিক আয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানভিত্তিক মাটি ও ভূমির উপযোগী ফসল ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ফসল বিন্যাস বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত কৃষক ও উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহ করা।

অত্র প্রকল্পে উপজেলা ভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য, কৃষি জলবায়ু এবং পানি সম্পদ বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত ফসল উপযোগিতা নিরূপণ ও ক্রপ জোনিং এর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ভিত্তিক সফটওয়্যারের মাধ্যমে উল্লেখিত তথ্য বিশ্লেষণ করে সর্বাধিক ফসল উৎপাদনক্ষম কৃষি জমি চিহ্নিত করে তদনুযায়ি কৃষকসহ অন্যান্য উপকারভোগী পর্যায়ে লাভজনক ফসল ও সার সুপারিশ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাটি ও ভূমির উপযোগী ফসল এলাকা ভিত্তিক নিরূপিত ক্রপ জোনিং স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

ইতোমধ্যে, জিআইএস ভিত্তিক ফসল উপযোগিতা নিরূপণ ও ক্রপ জোনিং সফটওয়্যার প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সফটওয়্যার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উপজেলাওয়ারি ভূমি ও মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত আউটপুট ম্যাপ পরীক্ষণ এবং উপযোগী ফসলের যথার্থতা যাচাই এর কাজ চলছে। এছাড়াও আবাদি ভূমির প্লটভিত্তিক উপযোগী ফসল ও ফসল বিন্যাস বিষয়ক তথ্য এবং মাটির উর্বরতা অনুযায়ী ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ কৃষক ও অন্যান্য উপকারভোগীর নিকট সরবরাহ করার লক্ষ্যে মোবাইল অ্যাপস প্রস্তুতির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মোবাইল অ্যাপসটির নাম খামারি, এটি গুগল প্লে স্টোর হতে ডাউনলোড করা যাবে। উল্লেখ্য, মোবাইল অ্যাপসটি গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত

কেজিএফ কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্পের বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এবং গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প এ্যাডভাইজরি কমিটির সভায় প্রদর্শন করা হয়।

এছাড়াও আর্থসামাজিক তথ্য-উপাত্ত এন্ট্রি, সম্পাদনা, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণের জন্য একটি সফটওয়্যার এবং দৈনিক আবহাওয়ার তথ্য-উপাত্ত এন্ট্রি, সম্পাদনা, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। কৃষক ও অন্যান্য উপকারভোগী পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট সেবা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ এগ্রি-অ্যাডভাইসারি ওয়েব পোর্টাল নির্মাণ করা হয়েছে।

স্যাটেলাইট রিমোট সেনসিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ভূট্টা ফসল এলাকা নিরূপণ ও মানচিত্র প্রস্তুত এবং ২০১০ সাল পরবর্তী ভূমির কৃষি ও অকৃষি ব্যবহারের তুলনামূলক পর্যালোচনা ও মানচিত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পটির কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০টি অভ্যন্তরীণ সভা, ৬টি কনসালটেশন কর্মশালা, ৩টি বিশেষজ্ঞ সভা এবং ৩টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ২টি কৃষি অঞ্চলে অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির ২ বছরের কার্যক্রম মূল্যায়নে মূল্যায়নকারী কর্তৃক সন্তোষজনক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রকল্পটির সময়কাল ৩০ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে যা ১৮ জুন ২০২০ সালে সমাপ্ত হয়েছে।

4. **Capacity Enhancement Program (CEP) -স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি :** CEPGর অধীনে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি চলমান রয়েছে

**i) Agricultural Research Management Information System (ARMIS)**

গবেষণায় দ্বৈততা পরিহার ও ভবিষ্যৎ গবেষণা কার্যক্রমে অতীত গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করে পরবর্তী গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় ফেজ সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে গত ৫৭তম বোর্ড সভায় প্রকল্পটির গুরুত্ব বিবেচনা করে কেজিএফ এর নিজস্ব অর্থায়নে ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে কেজিএফ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ০৭/১১/২০১৮ বিএআরসি এর সাথে কেজিএফ এর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটি গত জানুয়ারি ২০১৯ থেকে কেজিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে জনবল নিয়োগ, অফিস যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ইত্যাদি অন্যতম। এ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত জনবল (৩ জন রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট, ১ জন সিনিয়র প্রোগ্রামার, ১ জন এ্যাসি. রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট অফিসার, ১ জন ডাটা বেজ ম্যানেজমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট কাম অফিস এ্যাসিস্ট্যান্ট ও ১ জন অফিস সহায়ক) নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় অফিস যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া, ইনসেপশন কর্মশালা এবং একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মোট ২৩টি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে এ পর্যন্ত ১৭টি সম্পন্ন হয়েছে। যাতে NARS ভুক্ত ইনস্টিটিউট ও ৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সহ মোট ১৯টি সংস্থার মধ্যে শুধু বিএআরআই-র(আংশিক) ছাড়া সব ক'টি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০৫ জন মনোনিত বিজ্ঞানী/গবেষকদের (User & Focal Point) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ARMIS তথ্য ভাণ্ডারে মোট ২৮,০০১টি গবেষণা প্রতিবেদন/তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে এ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে, যা জাতীয় ড্যাটা সেন্টারে (http://armis.barcapps.gov.bd) সংরক্ষিত আছে।

**ii) Capacity Building for Conducting Adaptive trials on Seaweed Cultivation**

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় সামুদ্রিক শৈবাল নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সমন্বয়ে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরাসরি তত্ত্বাবধানে "Capacity Building for Conducting Adaptive Trials on Seaweed Cultivation in Coastal Areas" শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৬ হতে টেকনাফ ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন স্থানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সাথে সাথে সামুদ্রিক শৈবালের ঔষধ ও শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে রয়েছে যথেষ্ট চাহিদা। নিম্নেবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখেই এই প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয়েছে।

**উদ্দেশ্যসমূহ :** বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের উপযোগী সামুদ্রিক শৈবালসমূহ চিহ্নিতকরণ, খাবার হিসেবে এবং শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্য সামুদ্রিক শৈবাল চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা, সামুদ্রিক শৈবাল ফসলের খাদ্যমান নির্ধারণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামুদ্রিক শৈবাল চাষের ধারণা ও প্রযুক্তিগত কলাকৌশল প্রচার ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে চাষিদের অবহিতকরণ। উল্লেখিত উদ্দেশ্য অর্জনে সুনির্দিষ্ট গবেষণা পরিকল্পনার মাধ্যমে ও গবেষণাগারে এবং উন্মুক্ত মাঠে বিগত তিন বছরের গবেষণায় নিম্নলিখিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রায় ১০২ গ্রুপের ২১৫ প্রজাতির শৈবালের মধ্যে থেকে সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ১২টি প্রজাতি হতে যাচাই-বাছাইকরণের পরে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব বহনকারী ৮টি প্রজাতি চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপ থেকে মোট ০৭ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবালের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প এলাকায় নার্সারিতে সাফল্যজনকভাবে ১) *Hypnea musciformis* (Red); 2) *Caulerpa racemosa (Green);* 3) *Asparagopsis taxifolia (Red);* 4) *Spatoglossum asperum (Brown);* 5) *Dictyota robusta/ciliolata* (Brown); 6) *Sargassum flavicans.* (Brown); 7) *Ulva linza* (Green) এই ০৭ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল জন্মানো ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হয়েছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক শৈবাল

*Hypnea musciformis* (Red) প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবালের কৃত্রিম চাষাবাদ সাফল্যজনকভাবে করা সম্ভব হয়েছে যা বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের উপযোগী। কৃত্রিমভাবে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ বাংলাদেশে একটি নতুন সূচনা। সামুদ্রিক শৈবাল গবেষণার জন্য কক্সবাজারে একটি Seaweed Culture Lab স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে স্পোর-কালচারের সাহায্যে উক্ত ০৭টি প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবালের বীজ/কাটিং তৈরি করা হচ্ছে।

এই প্রজাতিগুলোর চাষাবাদের (one step seed production) জন্য উপযুক্ত সময় (অক্টোবর-এপ্রিল) ও পরিবেশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও জাপানী একটি সামুদ্রিক শৈবাল প্রজাতিকে (সামুদ্রিক লেটুস) বাংলাদেশের উপকূলে চাষের পদ্ধতি *(one step seed production)* উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির খাদ্যমান নির্ধারণ করে তাদের খাদ্য ও শিল্পে ব্যবহারের উপযুক্ততা প্রমাণ করা হয়েছে। সারা বছরব্যাপী গবেষণাগারে এবং বসতবাড়ীতে সামুদ্রিক শৈবাল উৎপানের লক্ষ্যে (multi step seed production) এবং প্রযুক্তিগত কলাকৌশল প্রচার ও বাজারজাতকরণে বিভিন্ন গবেষণা চলমান রয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রম চলমান অবস্থায় অন্তত ২০জন বিজ্ঞানী, ১০ জন বৈজ্ঞানিক সহকারী, ১৫ জন সম্প্রসারণ কর্মী, আগ্রহী উদ্যোক্তা এবং ৩০০ জন এর অধিক কৃষক-কৃষানী ভাইবোনদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন মেলা, সেমিনার, কর্মশালায়, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামুদ্রিক শৈবালকে জনপ্রিয় করণে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো হয়। ভবিষ্যতে সামুদ্রিক শৈবালের জনপ্রিয়করণে ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের এবং বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে আরো ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া অত্যন্ত জরুরি ও সময়োপযোগী হবে।

### iii) Mitigation of green house Gas (GHG) Emission

কেজিএফ এর অর্থায়নে প্রকল্পটি BRRI, Gazipur এবং BAU, Mymensingh কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। BRRI এবং BAU গবেষণায় দেখা গেছে যে, আউশ, আমন ও বোরো ধানে মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া (Urea Briquatte) স্থাপন করলে দানাদার ইউরিয়ার (Prillaed Urea) চেয়ে ফলন বাড়ে এবং ২৫% এর বেশি নাইট্রোজেন কম লাগে। পাশাপাশি গ্রিন হাউস গ্যাস (GHG) কম তৈরি হয়। গবেষণায় আরও প্রতীয়মান হয়েছে যে, পর্যায়ক্রমে জমিতে সেচ ও শুকানো পদ্ধতিতে মিথেন গ্যাস প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ কম উৎপন্ন হয়। গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করলে ইউরিয়া সার ছিটিয়ে প্রয়োগের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ মিথেন গ্যাস কম নিঃসরণ হয়। ইউরিয়া ছিটিয়ে প্রয়োগ করলে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের তুলনায় নাইট্রাস অক্সাইড ($N_2O$) এর নিঃসরণ শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ে। প্রকল্প হতে সংগৃহীত প্রযুক্তি পানি স্বাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব যা, Crop Modeling এ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

### iv) Skill development trainings for scientists, field vets, Livestock workers and poultry/dairy famers

তিন বছর মেয়াদের ট্রেনিং প্রোগ্রামটি ২০১৭ সালের মে মাসে শুরু হয়। এই প্রোগ্রামের আওতায় সর্বমোট ৩৩১ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে কমিউনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কার (৪০ জন), দুগ্ধ খামারি (৮০ জন), পোল্ট্রি খামারি (৪০ জন), মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ভেটেরিনারি সার্জন (৯১ জন) সার্জারি বিষয়ে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই এর গবেষণাগারের বিজ্ঞানী (৮০ জন) মলিকুলার বায়োলজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাসহ ভারতের তামিলনাড়ু ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি এবং রেডিওগ্রাফিক ইমেজিং বিষয়ে অভিজ্ঞ দুইজন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিং ম্যানুয়াল সরবরাহ করা হয়। ট্রেনিং ম্যানুয়াল হিসাবে ব্যবহারের জন্যে জটিল সার্জারি অপারেশনগুলোর ভিডিও প্রস্তুত করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে কর্মরত লাইভস্টক কর্মীদের প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পোল্ট্রি ও দুগ্ধ খামারিবৃন্দের লাভজনক খামার পরিচালনায় বিশেষ সহায়ক হচ্ছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ভেটেরিনারিয়ান ও গবেষণাগারের বিজ্ঞানীগণ অধিক দক্ষতার সাথে তাদের সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছেন।

5. **International Collaborative Program (ICP)-স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি :** ICP এর আওতায় কেজিএফ এবং ACIAR এর যৌথ অর্থায়নে নিম্নোলিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে

i) **Cropping System Intensification in the salt-Affected coastal zone of Bangladesh and India (ACIAR):**

KGF and ACIAR এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ অংশে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ থেকে BARI, BRRI, KU, IWM Ges ACIAR থেকে CSIRO, Australia প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে গত তিন বছরের গবেষণায় এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে দীর্ঘ মেয়াদি রোপা আমনের জমিতে BRRI dhan-23, 54, 62,77,78 এবং 87 (স্বল্প মেয়াদি) জাতসমূহ চাষ করলে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ফসল তোলা সম্ভব এবং অনায়াসে বিভিন্ন প্রকার রবি ফসল ভুট্টা, সূর্যমুখী, আলু, সরিষা, মটর, টমেটো, খেসারি ও গম চাষ করা সম্ভব। উপকূলীয় এলাকায় ডিসেম্বর মাসের দিকে মাটির ও পানির (Canal water) লবণাক্ততা 1.0 ds/m এর কাছাকাছি থাকে যা কিনা এপ্রিল-মে মাসে লবণাক্ততা এলাকাভেদে 10-15 ds/m হয়ে যায়। যদি ঐ এলাকায় ডিসেম্বর মাসে ফসলের বীজ ফেলা যায় তাহলে অনায়াসে রবি ফসল এপ্রিলের আগেই কেটে আনা যায়। নদীর পানির লবণাক্ততা ডিসেম্বর মাসে >4.0 ds/m এবং এপ্রিল মাসে 20-25 ds/m হয়ে যায়। এজন্য উচু জোয়ারের সময় এবং বৃষ্টির মৌসুমে Fresh water trapping এর জন্য canal সংস্কার এবং ছোট ছোট পুকুর করা হয়েছে পানি ধরে রাখার জন্য যাতে কি না রবি ফসলের চাষ ব্যাহত না হয়। প্রকল্পের কিছু কিছু এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির দুরত্ব মাটির উপরিভাগ হতে ১ মিটার এবং পানির লবণাক্ততা 2.32 - 3.50 ds/m যা ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী। গম, ভুট্টা, সূর্যমুখী ইত্যাদি ফসলের জীবনকালের কোন স্তরে কি ধরনের পানির (fresh/saline water) কতবার সেচ দিতে হবে তার উপরও গবেষণা চলছে এবং ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে। ধানের খড়ের Mulch ব্যবহার করে বিনাচাষে আলু ফসল উৎপাদনে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে কৃষকদের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পের আওতায় ১০ জন Ph.D Scholarship নিয়ে খুলনার দাকোপ এবং বরগুনার আমতলীতে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছেন।

ii) **Incorporating salt tolerant wheat and pulses into smallholder farming system in southern Bangladesh**

KGF এবং ACIAR এর যৌথ অর্থায়নে দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসল ধারা প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ডাল জাতীয় ও গম ফসলের উপর গবেষণা চলছে। চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে আগের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির চারটি ডাল ফসলের (মুগকলাই, খেসারি, মটর এবং কাউপি) পতিত জমিতে বড় আকারের Block Demonstration করা হচ্ছে। উল্লেখ্য উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে Block এর অন্তর্ভূক্ত চাষিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং মাঠ দিবস করা হয়েছে। ফলে চাষিদের মধ্যে পতিত জমিতে ডাল ফসল চাষের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেছে। সাথে সাথে লবণাক্ততাসহিষ্ণু গম এবং ডালজাতীয় ফসলের জাত উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন Genotype এর গবেষণা Trial চলছে। আশা করা যাচ্ছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের পতিত জমিতে ডাল ফসলের সম্প্রসারণ হবে এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু ডাল ও গমের জাত উদ্ভাবিত হবে।

iii) **Nutrient Management of Diversified Cropping in Bangladesh (NUMAN)**

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চহিদা মেটাতে এ দেশের খাদ্য উৎপাদন সত্তর দশকের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে এতদসময়কালে ত্বরান্বিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, স্কুল কলেজ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, ইটভাটা ইত্যাদির ব্যাপক বিস্তারের ফলে দেশের কৃষি জমি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ফসলের উচ্চফলনশীল/হাইব্রিড জাত, সার, সেচ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিবিড় চাষাবাদের ফলে ক্রমহ্রাসমান জমি থেকেও এ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। ক্রমাগত নিবিড় চাষাবাদের ফলে দেশের কৃষি জমির উর্বরতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং নুতন নুতন উদ্ভিদ পুষ্টির অভাব দেখা দিচ্ছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা এবং/অথবা জলাবদ্ধতার কারণে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে অধিকাংশ জমি পতিত থাকে। এসব জমিতে বর্ষা মৌসুমে শুধুমাত্র একটি আমন ধানের আবাদ করা হয়ে থাকে। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনাপূর্বক, দেশের নিবিড়ভাবে ব্যবহৃত জমির উর্বরতা রক্ষা, দক্ষিণাঞ্চলে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে পতিত জমিতে নুতন ফসল আবাদের মাধ্যমে ফসল নিবিড়তা বৃদ্ধি ও সার ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি দেশের বহুমুখী কৃষি উৎপাদনে যথাযথ মৃত্তিকা উর্বরতা ও সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংরক্ষণ কৃষি (Conservation agriculture)- সহ নবউদ্ভাবিত/বিকাশমান কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প এলাকার স্থানীয় সমস্যার ভিত্তিতেও প্রকল্পটির গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

NUMAN প্রকল্পটি KGF এবং অস্ট্রেলিয়ার ACIAR এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত ৩ বছর মেয়াদি (KGF part) একটি আন্তর্জাতিক সমন্বিত প্রকল্প। দেশের চারটি নার্স প্রতিষ্ঠান যেমন- BARC, BARI, BRRI and SRDIও তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন- BAU, Khulna University and PSTU এবং অস্ট্রেলিয়ার Murdoch University এর অংশগ্রহণে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পটিতে Conservation Agriculture Service Provider Association (CASPA) এবং বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এ্যাসোসিয়েশন Strategic partner হিসেবে সংযুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির KGF অংশ BARC কর্তৃক এবং ACIAR অংশ Murdoch University এর ঢাকাস্থ অফিস কর্তৃক সমন্বয় করা হচ্ছে। Murdoch University এর প্রফেসর Dr. Richard W. Bell এর নেতৃত্বে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। বিগত জানুয়ারি ২০১৮ মাসে প্রকল্পটি শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে দুই বছর সময়কাল অতিবাহিত হয়েছে।

রাজশাহীর দুর্গাপুর ও গোদগাড়ি উপজেলা এবং ঠাকুরগাঁও এর সদর উপজেলার নিবিড় চাষাবাদ এলাকায় এবং খুলনার দাকোপ ও ডুমুরিয়া উপজেলা এবং বরগুনার আমতলী উপজেলার উপকূলীয় লবণাক্ত/জলাবদ্ধ এলাকায় কৃষকের মাঠে প্রকল্পটির অধিকাংশ গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী; কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্র, পাবনা এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ফার্মেও প্রকল্পটির আওতায় পিএইচডি এবং এমএস গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটির আওতায় ৬টি রিসার্চ ফেলোশিপ Leading to in-country. Ph D এবং ২০টি রিসার্চ এ্যাসিস্টেন্টশিপ Leading to MS প্রদান করা হচ্ছে।

মূলত : তিনটি ভাগে NUMAN প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যেমন- (১) ফসল উৎপাদনে সার ব্যবহারের আর্থসামাজিক দিক; (২) ফসল উৎপাদনে মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মাঠ গবেষণা এবং (৩) প্রকল্প এলাকাতে সম্ভাবনাময় কৃষি প্রযুক্তির প্রদর্শনী ও বিস্তার। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির আওতায় সার ব্যবহারের আর্থসামাজিক দিক সংক্রান্ত গবেষণা প্রায় সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় বর্তমানে ফসল উৎপাদনে মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মাঠ গবেষণা কার্যক্রম এবং সম্ভাবনাময় কৃষি প্রযুক্তির প্রদর্শনী ও বিস্তার সংক্রান্ত কার্যক্রম পূর্ণমাত্রায় চলছে এবং যথাসময়ে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, KGF কর্তৃক প্রকল্পটির প্রথম বছরের 'বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮' মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে Project performance is 'Highly Satisfactory' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকল্পটির দ্বিতীয় বছরের 'বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯' KGF-এ দাখিল করা হয়েছে।

## উপরোল্লিখিত গবেষণা কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কেজিএফ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা, সমঝোতা স্মারক এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করে, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো

### সমঝোতা স্মারক

- **কেজিএফ ও এটিএন বাংলা** (ATN Bangla) **এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক**/Memorandum of Understanding (MoU)

**কেজিএফ ও এটিএন বাংলা** (কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান 'সোনালী দিন') **এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক**/Memorandum of Understanding (MoU) **বিগত** ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত **সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে কেজিএফ** কর্তৃক সম্পাদিত কৃষি গবেষণালব্ধ ফলাফল, প্রযুক্তিসমূহ এবং অন্যান্য কার্যক্রম মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা সম্ভবপর হয়। সে লক্ষ্যে কেজিএফ কর্তৃক নিবেদিত অনুষ্ঠানগুলো প্রতি শনিবার ATN Bangla র 'সোনালীদিন' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্ধ্যা ০৬ঃ২০ ঘটিকায় এবং পরের দিন রবিবার সকাল ০৬ঃ৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচারিত হয়ে থাকে। আরো কেজিএফ ও তার সকল সহযোগী সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমুহের কৃষি গবেষণালব্ধ শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের সফলতা সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করা।

প্রতিথযশা বিজ্ঞানী ও উদ্যোগী এবং দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় যুগোপযোগী প্রযুক্তির উদ্ভাবন, অভিযোজন ও জ্ঞান বিস্তারের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা। কৃষি গবেষণার দ্বারা উদ্ভাবিত টেকসই প্রযুক্তির অভিযোজন, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, মার্কেট লিংকেজ, অন্যান্য Cross Cutting Issues, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কৃষিতে ক্ষতিকর প্রভাব ও অভিযোজন, Non-crop এবং Off-farm কৃষি, নারী ও যুবসমাজের ভূমিকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কর্মসূচি দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে দেয়া। ২০১৯-২০ সালে সম্প্রচারিত সর্বমোট পর্ব ৫০টি যার মধ্যে ৩৬টি মাঠ প্রতিবেদন (অধিকাংশ কেজিএফ এর গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফল) এবং ১৪টি টকশো (সমসাময়িক কৃষি সংক্রান্ত বিষয়)। অনুষ্ঠানগুলো প্রচারের সময়কাল ২২ মিনিট এবং ৩ মিনিট কেজিএফ এর উপর বিজ্ঞাপন।

- **BAU Bro-Chicken গবেষণা, উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকীকরণের জন্য কেজিএফ, উদ্ভাবকগণ এবং বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সিস্টেম (বাউরেস) এর মধ্যে একটি** Tripartite Agreement ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।
- **পাহাড়ি কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কেজিএফ ও** International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), Nepal **এর মধ্যে একটি** Letter of Intent (LoI) ২৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।
- **হাওড় এলাকায় বোরো ধানের গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কেজিএফ**, International Rice Research Institute (IRRI) এবং Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) **এর মধ্যে একটি সমঝোতা ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে স্বাক্ষারিত হয়।**
- সামুদ্রিক কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কেজিএফ ২০১৯ সালে Indian Society of Coastal Agricultural Research (ISCAR) এর আজীবন সদস্য হয়।
- কেজিএফ, এর গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institutions (APAARI) ২০১৯ সালে Associate Member হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

- কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কেজিএফ International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD), Bangladesh এর সাথে ২০১৯ সাল থেকে যৌথভাবে কাজ করছে।

**জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সভা ইত্যাদি**

- **পাহাড়ি কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য** বিগত ২২-২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিএআরসি এর সভাকক্ষে যৌথভাবে কেজিএফ এবং International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), Nepal কর্তৃক আয়োজিত International Consultative Workshop on Hill Agriculture Development অনুষ্ঠিত হয়।
- ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখে কেজিএফ কর্তৃক আয়োজিত **প্রকল্পসমূহের** Review workshop অনুষ্ঠিত হয়।
- ACIAR-Bangladesh Agricultural Research Collaborations of 10 years Strategy (2019-2028) শীর্ষক একটি কনসালটেশন ওয়ার্ক ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে BRAC Center Inn, Mohakhali, Dhaka তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশের সুনামধন্য কৃষিবিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
- কেজিএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় The Forth International three days long Conference on Biotechnology on Health and Agriculture বিগত ১১-১৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কেজিএফ উক্ত অনুষ্ঠানে তার কার্যক্রম একটি স্টলের মাধ্যমে প্রদর্শন করে।
- প্রথমবারের মতো **কেজিএফ** ১৬ অক্টোবর ২০১৯ বিশ্ব খাদ্য দিবসে একটি স্টলের মাধ্যমে কেজিএফের কার্যক্রম প্রদর্শন করে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিএআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য **'যশোর জেলার ঝিকরগাছায় ফুল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন'** শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার জন্য গঠিত কমিটির ১ম ও ২য় সভা যথাক্রমে ৬ ও ২৩ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে (রোজ রবি ও বুধবার) নির্বাহী পরিচালক, কেজিএফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটি সকাল ১১:০০ ঘটিকায় কেজিএফের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ৮ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে আইইউবি এর অডিটরিয়াম, বসুন্ধরায় '5th International Conference 2019 on Climate Change Knowledge session" - শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় কেজিএফ অংশগ্রহণ করেন।
- গত ১৭ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে সার্ক কনফারেন্স রুমে কেজিএফ এর উদ্যোগে আয়োজিত 'The talk on Experience sharing on Global Climate Change Negotiations : Implementation for Bangladesh Agriculture" শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইমেরিটাস প্রফেসর ড. আইনুন নিসাত, ওয়াটার রিসোর্স এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ স্পেশালিস্ট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উক্ত সভায় ইআরডি, ডিএই, বিএআরসি, বারি, ব্রি, বিএসএমআরএইউ এবং সার্ক এর প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করেন।
- ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে ময়মনসিংহের সৈয়দ নজরুল ইসলাম কনফারেন্স রুমে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত 'Annual Workshop on BAU Research Progress 2017-2018" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেজিএফ এর নির্বাহী পরিচালক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- কেজিএফ কর্তৃক নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ প্রাইভেট সিড কোম্পানী, বিএডিসি এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গত ২০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে (রোজ রবিবার) বিএআরআই তে ৩ দিনব্যাপী 'Training on Seed health management and quality testing program during 20-22 January 2019" একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ওয়ার্ল্ড ভেজিটেবেল সেন্টার এর ২জন রিসোর্স পার্সন Dr. G.V. Jagadish, Head, Quality assurance and ISTA Accredited Seed Laboratory IN07 and Dr. Abhay K. Pandey, Plant Pathology Scientists অংশগ্রহণ করেন।
- গত ২২ জানুয়ারি ২০১৯ **তারিখে** বিএআরসি অডিটোরিয়ামে **কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এসডিজি** (SDGs) **রোড ম্যাপ প্রণয়ন সংক্রান্ত এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়**। উক্ত কর্মশালায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মো : আব্দুর রাজ্জাক, এমপি মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া উক্ত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য, কৃষিবিদ জনাব আব্দুল মান্নান এবং এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মো : আবুল কালাম আজাদ, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ড. শামসুল আলম, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) এবং জনাব মো : নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। এছাড়াও সম্মানীত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা।
- কেজিএফ এর উদ্যোগে আয়োজিত গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বিএআরসি কনফারেন্স রুমে 'Commercialization of Agricultural Technologies and Intellectual Property Rights (IPR)' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
- ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কেজিএফ কর্তৃক আয়োজিত ৩টি **প্রকল্পের** Review workshop অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখে **বিএআরসির** ট্রেনিং বিল্ডিং এ অনুষ্ঠিত কেজিএফ কর্তৃক আয়োজিত Consultation workshop on Challenges of 'Golda Seed (PL) propagation and research need assessment for BD' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

- ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখে কেজিএফ এর বোর্ড রুমে কেজিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে গঠিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনিটরিং টিম ২০১৯ এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- বিগত ৪ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তারিখে কেজিএফ কর্তৃক আয়োজিত অডিট সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় (**কেজিএফ, পিআই এবং অডিট ফার্ম**) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কেজিএফ এর অর্থায়নে **পরিচালিত** প্রকল্পসমূহের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
- বিগত ২১ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তারিখে কেজিএফ কর্তৃক আয়োজিত **নিম কোটেড ইউরিয়া ব্যবহারের ওপর** প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি সংক্রান্ত একদিনের একটি কর্মশালা কেজিএফ এর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাম প্রফেসর ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ, বিএলআরআই মহাপরিচালক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীগণ উপস্থিত ছিলেন।
- গত ২৮ এপ্রিল ২০১৯ সালে কেজিএফ, বিএআরসি এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বাংলাদেশের যৌথ-উদ্যোগ **'কৃষিতে এসডিজি** (SDGs) **অর্জনে নন-স্টেটস্ এ্যাক্টরস এবং খাদ্য নিরাপত্তার ভূমিকা'** শীষর্ক এক সেমিনার বিএআরসিতে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে জনাব জিয়ান-লিওনার্ড তোয়াদি, পার্টনারশীপ বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র কনসালট্যান্ট, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), রোম, ইতালি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এশিয়াতে ৪৮৬ মিলিয়ন জনসংখ্যা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। প্রধানত জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে অত্র অঞ্চলের জনসংখ্যা খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিহীনতায় জর্জরিত। উক্ত সেমিনারে, ঢাকায় অবস্থিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিনিধি জনাব রবার্ট ডি সিম্পন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট মো : ফজলে রাব্বি মিয়া, এমপি, মাননীয় ডিপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট উক্ত সেমিনারে সদয় উপস্থিতির মাধ্যমে সেমিনারটিকে আরও অর্থবহ ও অলংকৃত করেন। মাননীয় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, আমরা MDGs অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি এবং আশা করি জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ কৃষি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দ্বারা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং ইনশল্লাহ SDGs অর্জন করতে সক্ষম হবো। তিনি আরো বলেন যে, গবেষণা ক্ষেত্রে অধিক বাজেট বরাদ্দ দিয়ে গবেষণা কার্যক্রমকে আরোও জোরদার করতে হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি কৃষি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, খাদ্য ও কৃষি সংস্থাসহ মিডিয়া এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।
- বিগত ৬ মে ২০১৯ তারিখ **কেজিএফের সাথে** ICIMOD **এর যৌথ সভা** কেজিএফ কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।
- বিগত ২২ মে ২০১৯ তারিখে **বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়স্থ** Bureau of Socio Economic Research and Training (BSERT) **কর্তৃক** কেজিএফের বিগত ১০ বছরের (২০০৭-২০১৭) সমাপ্ত কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের জন্য অনুষ্ঠিত **প্রতিবেদন উপস্থাপন সভা** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বিকেজিইটির চেয়ারম্যান। উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা ও মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কেজিএফের গবেষণা কাজে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিগণ ও প্রতিষ্ঠান প্রধান, কেজিএফ এর বোর্ড ও জেনারেল জেনারেল বডির সদস্যবৃন্দ, টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজারি কমিটি মেম্বার এবং বিকেজিইটির বোর্ড এর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, বিকেজিইটির ৬১তম বোর্ড সভার সিদ্বান্ত মোতাবেক কেজিএফ এর বিগত ১০ বছরের কর্মকাণ্ডটি BSERT কর্তৃক পরিচালিত হয়।
- বিগত ১২ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে কেজিএফের কনফারেন্স রুমে বিএইউ এবং কেজিএফ এর যৌথ উদ্যোগে "Mapping overall instituion infulencing farmers' incentives and creatng institutional maps that reveal the influence on particular segments of farmers, specifically women farmers and tenant farmer"-শীর্ষক একটি Stakeholder Opinions workshop অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় BARC সহ বিভিন্ন NARS ভুক্ত প্রতিষ্ঠান, BKGET, Hortex Foundaion, SAC, BAU, BSMRAU, BUET, ACI, CEGIS, BRAC, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন।

## আন্তর্জাতিক সভায় যোগদান

- বিগত ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত কাঠমন্ডু, নেপালে অনুষ্ঠিত ACIAR SDIP এর আমন্ত্রণে Regional Steering Committee Meeting শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ।
- বিগত ১১-১৬ মে, ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত CDAIS এর আমন্ত্রণে International Forum Gembloux Meeting শীর্ষক সভায় কেজিএফ বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।
- বিগত ১৮-২১ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya (BCKV), India এর আমন্ত্রণে Annual Research Forum/Meeting of the project on 'Cropping System Intensification in the Salt Affected Coastal Zone of Bangladesh & West Bengal, India এর সভায় অংশগ্রহণ।

- ICIMOD, Nepal এর আমন্ত্রণে কৃষি গবেষণা থেকে বিশেষজ্ঞগণ বিগত নভেম্বর ২০১৯ এবং মার্চ ২০২০ তারিখে পাহড়ের গবেষণা ও উন্নয়নের উপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আন্তর্জাতিক সভায় অংশগ্রহণের জন্য কেজিএফ বা বাংলাদেশ সরকারের কোন আর্থিক খরচ হয় নাই।

## অন্যান্য কার্যক্রম

- কেজিএফ কর্তৃক ডাটাবেস তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এবং নিন্মের কয়েকটি Policy brief তৈরি করা হয়েছে।
  1. Assessment of Foodgrain procurement system in Bangladesh : Implications for policy.
  2. Proposed Education-Research-Extension coordination for Bangladesh Agriculture- A Policy Brief
  3. Changing land use pattern in Bangladesh : Implications for Policy.
- FAO, IRRI, Cornell University, ICP, CIMMYT, Murdoch university (Australia), SAARC, IFPRI ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ডেলিগেশন টিমের বিভিন্ন সময়ে কেজিএফ এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- কেজিএফ এর নির্বাহী পরিচালকসহ কেজিএফ এর নিয়োগকৃত বিশেষজ্ঞদল সারা বছরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের চলমান প্রকল্পসমুহের মাঠ পরিদর্শন, মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং কার্যক্রমের সঠিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- কাজের অগ্রগতি ও পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করার জন্য প্রতিমাসে সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে নির্বাহী পরিচালক নিয়মিত কো-অর্ডিনেশন সভা করে থাকেন।
- কেজিএফ এর ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
- কেজিএফ এর বিগত ১০ বছরের কর্মকাণ্ডর মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং একটি Repor : তৈরি করা হয়েছে
- বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সোসাইটিদের কেজিএফ কৃষি সংশ্লিষ্ট সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।
- কেজিএফ কর্তৃক Reviewer Pannel আপডেট করা হয়।
- কেজিএফ কর্তৃক MS এবং Ph.D Thesis প্রকাশ করা হয়।
- কেজিএফ কর্তৃক কয়েকটি Publication এবং Study রিপোর্ট বের করা হয় যা নিম্নরূপঃ
  1. Climate Change and Bangladesh Agriculture : Adaptation and Mitigation Strategies
  2. Technical Bulletin
  3. Seedling Transplanting : An Alternative Approach for Maize cultivation in Haor Areas of Bangladesh.
  4. A Brief Review on Scope and Applications of Nanotechnology in Bangladesh Agriculture
  5. Impact Assessment of Research and Development Activities of Krishi Gobeshona Foundation (KGF)
  6. A Study on Extent and Constraints of use of Farm Machineries Developed by National Institutions of Bangladesh to Accelerate Mechanization.
  7. Highlight of Research Accomplishment of KGF Under NATP
  8. KGF Newsletter
  9. Narrowing Skill Gap in Capturing Potential of Agricultural Science and Technology An Inventory of Programes Undertaken by KGF (2008-2018)
  10. Krishi Projukti Barta

## কেজিএফ এর ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্যাদি

- Technical Advisory Committee (TAC) **এর সভা ২০১৯-২০ অর্থ বছরে** TAC এর কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- **কেজিএফ এর এজিএম ও বোর্ড সভা ২০১৯-২০ সালের** ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ এবং ৬৭-৭৩তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## কৃষি মন্ত্রণালয়ের নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণ

- উপরোক্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ছাড়াও কেজিএফ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় **এডিপি সভায় যোগদানসহ 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০১৯', 'জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণের নীতি-২০১৯' সহ 'বহির্বিশ্বে কৃষি বিনিয়োগ নীতি-২০১৯'** প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যসম্পাদনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

## কেজিএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পের উদ্ভাবন সফলতা

- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অল্প সেচের মাধ্যমে চার ফসলের শস্য প্রবর্তনের চাষ পদ্ধতি
- পার্বত্য এলাকায় জুম চাষের বিকল্প হিসাবে ধান-তুলা সাথী ফসলের উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি
- রোপা আমন-পতিত-বোরো শস্য ক্রমে স্বল্পকালীন HYV BARI সরিষা-১৪ ও ১৫ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি
- মৌমাছির উন্নত চাষ, গুণগত মধু উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি
- বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে সুগারমিল নাই সেসব এলাকায় আখ ও গুড় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধান রোগবালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি
- দানা জাতীয় শস্য (ধান ও গম) শুকানোর জন্য Two Stage Dryer এর নকশা ও উন্নয়ন প্রযুক্তি
- স্বল্প খরচে আলু রোপণ ও উত্তোলনের জন্য মধ্যম সাইজের রোপণ ও উত্তোলন যন্ত্র উদ্ভাবন প্রযুক্তি
- চলন বিল এলাকার প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সামাজিক উদ্যোগে বাণিজ্যিক মাছ চাষ হাওড়ে উন্নত পদ্ধতিতে খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ
- নারিকেলের মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং প্রসরের মাধ্যমে নারিকেল উৎপাদন বৃদ্ধি
- হাওড়ে উন্নত পদ্ধতিতে খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ
- দেশি মুরগির কৌলি বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে অধিক ঘাতসহিষ্ণু কম খরচে পালনযোগ্য ব্রয়লার মুরগির জাত উদ্ভাবন।
- অধিক উৎপাদনশীল বাউ রসুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমদানি হ্রাস করা
- আমের ফুল ও ফল ঝরা রোধে টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি
- আদার কন্দ পচা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আদার উৎপাদন বৃদ্ধি
- বাদামি গাছফড়িং ব্যবস্থাপনায় লাগসই প্রযুক্তি
- গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি
- চাষিপর্যায়ে উন্নত পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ পদ্ধতি
- লেবুজাতীয় ফসলের ক্যাংকার রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা
- সমন্বিতশস্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ফলন পার্থক্য সীমিতকরণ
- খরা উপদ্রুত এলাকায় ধান চাষের কলাকৌশল
- মৌলভীবাজার এলাকায় উচ্চফলনশীল বেগুন, টমেটো, লাউ ও পটোল চাষের বিস্তার
- দক্ষিণাঞ্চলে শীতকালীন শাকসবজির সাথী ফসল হিসেবে লাভজনকভাবে তোষা পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি
- সিলেট অঞ্চলে উচ্চমূল্যের সবজি সম্প্রসারণ
- বেগুন ও টমেটো ফসলের প্রধান প্রধান রোগ বালাই দমন ব্যবস্থাপনা
- পদ্মার চরে আধুনিক ও উচ্চফলনশীল জাতের তেলবীজ ফসল চাষ
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য নির্বাচিত বছরব্যাপী উৎপাদন উপযোগী উফশী হাইব্রিড জাতের সবজির চাষ
- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কবুতরের রোগ নিরাময়
- গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ ও পিপিআর রোগ এর প্রাদুর্ভাব নির্ণয় ও রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- উন্নত খাবার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মহিষের স্বাস্থ্য উন্নয়ন
- স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্যোপাদানের সাথে ঈস্টসহযোগে গাঁজন প্রক্রিয়ায় মুরগির জন্য স্বল্পমূল্যের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি
- দুগ্ধ খামারে সংকর জাতের বাছুর মৃত্যুর কারণ নির্ণয় এবং মৃত্যুহার কমানোর ব্যবস্থা
- জীবাণু ব্যবহার করে মুরগির পুলোরাম রোগের টিকা উৎপাদন
- উন্নত পদ্ধতিতে শিং মাছের বাণিজ্যিক চাষ
- অনাবাদি ও একফসলি নিচুভূমি রূপান্তরের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে ফসল ও মাছ উৎপাদন।

কেজিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রযুক্তিসমূহ দেশের ফসল আবাদ, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। কেজিএফ যাত্রা শুরুর পর থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত কৃষকের চাহিদাভিত্তিক ও সময়োপযোগী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষি গবেষণা কর্মকাণ্ডে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

# কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

এটিএন বাংলায় কেজিএফ 'সোনালি দিন' কৃষি অনুষ্ঠান

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ

আখের সাথে বাঁধাকপি ও ফ্রেঞ্চ বিনের মিশ্র চাষ

আলুটিলা ও খাগড়াবিল পাহাড়ি উপত্যকায় আরসিসি নির্মিত জলাধার

দুই স্তরবিশিষ্ট শস্য শুকানো যন্ত্র

যন্ত্রের মাধ্যমে আলুর বেড তৈরি

# আমরা শোকাহত

## করোনাকালে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে যারা উৎসর্গ করেছেন নিজেদের জীবন সেই সব প্রয়াত সহকর্মীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা–

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি | কর্মস্থল | দপ্তর/সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|
| ০১. | জনাব মো. আবুল কাশেম আযাদ<br>উপপরিচালক | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর<br>ঢাকা সদর দপ্তর | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |
| ০২. | মো. মোস্তফা কামাল<br>উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা | উপজেলা কৃষি অফিস<br>দাউদকান্দি, কুমিল্লা | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |
| ০৩. | মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন<br>সিনিয়র মেকানিক | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর<br>ঢাকা সদর দপ্তর | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |
| ০৪. | জনাব রফিক উল্লাহ<br>উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা | উপজেলা কৃষি অফিস<br>কসবা, বি-বাড়িয়া | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |
| ০৫. | জনাব মো. মহসীন আলী<br>উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর<br>শাহজাহানপুর, বগুড়া | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |
| ০৬. | জনাব তাপস কুমার দাস<br>উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা | উপজেলা কৃষি অফিস<br>গৌরনদী, বরিশাল | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |
| ০৭. | জনাব স্বরুপা রাণী বড়ুয়া<br>উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা | উপজেলা কৃসি অফিস<br>বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |
| ০৮. | জনাব ধীরেন সিং<br>গাড়িচালক | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর<br>ঢাকা সদর দপ্তর | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |
| ০৯. | জনাব নারায়ণ চন্দ্র দাস<br>উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা | উপজেলা কৃষি অফিস<br>আশুগঞ্জ, বি-বাড়িয়া | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |
| ১০. | জনাব এ কে এম হুমায়ুন কবীর<br>পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর<br>খামারবাড়ি, ঢাকা | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |
| ১১. | জনাব মো. মজিবর রহমান<br>এক্সপার্ট কিউরার | কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়<br>নোয়াখালী | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর |
| ১২. | তাহসিনা আক্তার<br>অফিস সহায়ক | বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট<br>(সংযুক্ত) | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর |
| ১৩. | জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান খান<br>সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তেলবীজ) | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন<br>কর্পোরেশন, টাঙ্গাইল | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন<br>কর্পোরেশন |
| ১৪. | জনাব নুর আমজাদ চৌধুরী<br>সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ জোন), বিএডিসি, ঢাকা | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন<br>কর্পোরেশন, ঢাকা | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন<br>কর্পোরেশন |
| ১৫. | ড. মো. সাইদুর রহমান<br>মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা | বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা<br>ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা | বাংলাদেশ সুগারক্রপ<br>গবেষণা ইনস্টিটিউট |
| ১৬. | জনাব শামসুল আলম সরকার<br>সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা<br>ইনস্টিটিউট, রংপুর উপকেন্দ্র,<br>রংপুর | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি<br>গবেষণা ইনস্টিটিউট |
| ১৭. | হাফেজ মো. মাছউদ হোসাইন<br>নিয়মিত শ্রমিক ও ইমাম | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা<br>ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়,<br>ময়মনসিংহ | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি<br>গবেষণা ইনস্টিটিউট |
| ১৮. | জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল<br>বৈজ্ঞানিক সহকারী | মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ<br>বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা<br>ইনস্টিটিউট |
| ১৯. | জনাব শাহ মোহাম্মদ গোলাম মওলা<br>প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা | মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট<br>আঞ্চলিক কার্যালয়, বগুড়া | মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন<br>ইনস্টিটিউট |

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**কৃষি মন্ত্রণালয়**
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

❖ 'দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পরনির্ভরশীলতা থেকে বের হয়ে আত্মনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হতে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।'

❖ 'বঙ্গবন্ধু দেশ ও মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যেও সে আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিফলন থাকতে হবে।'

**শেখ হাসিনা**
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষকের সাথে থাকুন, কৃষকের পাশে থাকুন

ডিজাইন ও মুদ্রণ
কৃষি তথ্য সার্ভিস
www.ais.gov.bd
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫